সাহিত্য অধ্যায় ১

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

যুগবিভাগ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপই- **সাহিত্য।**
- 'সহিত' শব্দ থেকে- **সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি।**
- বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মই- **বাংলা সাহিত্য নামে পরিচিত।**
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পথচলা শুরু হয়- **চর্যাপদের কাল থেকে।**
- ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবেচনাপ্রসূত বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজন করা হয় তিন ভাগে- **যথা : ক. প্রাচীনযুগ (৬৫০ - ১২০০) খ. মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০) গ. আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান)।**
- বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচয়িতার নাম হলো- **ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, গোপাল হালদার, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ।**
- 'একের সহিত অন্যের মিলনের মাধ্যমই হল সাহিত্য' উক্তিটি- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস- **অনেক পুরাতন।**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে সাহিত্যের কাজ হলো- **'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।'**
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাচীনযুগের ব্যাপ্তি- **৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।**

প্রাচীনযুগ (সাহিত্য ও অন্যান্য তথ্য)

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন/আদি যুগের নিদর্শন হলো- **চর্যাপদ।**
- প্রাচীনযুগের সময়কাল- **৬৫০-১২০০ খ্রি. পর্যন্ত।**
- চর্যাপদের ভাষা বাংলা এটি প্রমাণ করেন- **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**
- 'চর্যাপদ' যে ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য- **সহজিয়া বৌদ্ধ।**
- 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর অর্থ- কোনোটি আচরণীয়, আর কোনোটি নয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য যান- তিব্বত, নেপাল।
- কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' সম্পাদনা করেন- শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদ'- সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়।
- যে রাজবংশের আমলে 'চর্যাপদ' রচনা শুরু হয়- পাল।
- 'সন্ধ্যাভাষা' যে সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত- চর্যাপদ।
- চর্যাপদের অন্যতম দুইজন কবির নাম হলো- ভুসুকুপা ও শবরপা।
- 'চর্যাপদ' এর ছন্দে- মাত্রাবৃত্ত।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, চর্যাপদের ভাষা- বঙ্গ-কামরূপী।
- যে কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন- ভুসুকুপা।
- পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলো টীকা আকারে ব্যাখ্যা করেন- মুনিদত্ত।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি- **মহামহোপাধ্যায়।**
- 'চর্যাপদ' প্রথম প্রকাশিত হয়- ১৯১৬ সালে।
- চর্যাপদে যে পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে- ২৩ নং পদ (রচয়িতা : ভুসুকুপা)।
- 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয়- ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবারের পুথিশালা থেকে।
- প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম ছিল- 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।'
- চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন- বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন- কাহ্নপা (১৩ টি)।
- চর্যাপদে বর্ণিত আছে- বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা।
- চর্যাপদের রচয়িতার সংখ্যা- ২৩ জন (মতান্তরে ২৪ জন)।
- চর্যাপদে মোট পদ আছে- ৫১ টি।
- চর্যাপদের পুথি নেপালে যাবার কারণ- তুর্কি আক্রমণের সময়ে পণ্ডিতগণ তাঁদের পুথি নিয়ে নেপালের তিব্বতে চলে যান।
- চর্যাপদে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পদ সংখ্যা- সাড়ে ৪৬ টি।
- চর্যাপদের সবচেয়ে প্রাচীন/বাংলা সাহিত্যের আদি কবি- লুইপা; (তাঁর রচিত পদ-২ টি)
- বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়- বৌদ্ধদের হাতে।
- চর্যাপদে যে কবির রচিত পদটি পাওয়া যায়নি- তন্ত্রীপা।
- চর্যাপদের অপর নাম- চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি।
- চর্যাপদের ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিহিত করেছেন- সন্ধ্যা ভাষা/ আলো আঁধারি ভাষা নামে।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ- কাব্য।
- লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি- ছড়া।
- প্রাচীনকালে বাংলা কাব্য ও সাহিত্য বেশি বেশি চর্চা হয়েছে- পাল ও সেন রাজাদের আমলে।
- 'চর্যাপদ' মূলত- কবিতা/গানের সংকলন।
- চর্যাপদে একজন কবিকে মহিলা কবি হিসেবে অনুমান করা হয় তার নাম- কুক্কুরীপা।
- 'চর্যাপদ'-এ অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি রচয়িতা- লুইপা।
- 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন হলেও যাঁরা চর্যাপদকে তাদের ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবি করেন- হিন্দি, মৈথিলি, অসমীয়া ও উড়িষ্যা অঞ্চলের মানুষেরা।
- চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন- ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের পুথিশালা থেকে 'চর্যাপদ' ছাড়া আরো তিনটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। সেগুলো হলো- সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব

মধ্যযুগ (সাহিত্য ও অন্যান্য)

❖ মধ্যযুগ ❖

- বাংলা ভাষার মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচিত- **১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।**
- মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য- ধর্ম মুখ্য, যার প্রেক্ষিতে মানুষ ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ে।
- ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিল- **বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের।**
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল- **ফারসি।**
- বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত- **আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।**
- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন- পাঠান সুলতানগণ।
- কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন- গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ।
- ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরি' এর রচয়িতা- আবুল ফজল।
- গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন- **শাহ মুহম্মদ সগীর।**
- কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন- **'পদ্মাবতী' কাব্য।**
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত ইংরেজি ঔপন্যাসিক টমাস মানের উপন্যাসের নাম- Zosef and his brother's।

CS CamScanner

❖ অন্ধকার যুগ ❖

- ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এ দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ার কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বা 'তমসার যুগ' নামে অভিহিত করেন। তুর্কি আক্রমণের ফলে এ সময় দেশে একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল-এ ধরনের একটি অনুমান থেকে অন্ধকারযুগের অবতারণা করা হলেও আহমদ শরীফ সহ অনেক গবেষক অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
- 'হিন্দু সমালোচকদের চাপিয়ে দেওয়া দোষ এই অন্ধকার যুগ' মন্তব্যটি- অন্ধকার যুগ সম্পর্কে আহমদ শরীফের।
- অন্ধকার যুগে আবিষ্কৃত দুটি সাহিত্যকর্মের- 'শূন্যপুরাণ' এবং 'সেক শুভোদয়া'।
- বৌদ্ধধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা- রামাই পণ্ডিত।
- পীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়ার' রচয়িতা- হলায়ুধ মিশ্র।
- সৈয়দ আলী আহসান 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন- ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়- তুর্কি শাসকদের সময়কে।
- 'শূন্যপুরাণ' বিভক্ত- ২৫টি অধ্যায়ে।
- 'শূন্যপুরাণ' প্রকাশিত হয়- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- গদ্য পদ্য মিশ্রিত সংস্কৃত কাব্যকে- চম্পুকাব্য বলে।
- 'শূন্যপুরাণ' ও 'সেক শুভোদয়া'- চম্পুকাব্য।

❖ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ❖

- গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত- ধামালি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা- বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ায়ি হলো- রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী।
- মধ্যযুগের প্রথম কাব্য- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয়- গোয়ালঘরের মাচা থেকে।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কার করেন- বসন্তরঞ্জন রায়।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা- ১৩টি।
- মধ্যযুগের প্রথম কবি- বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রকৃত নাম- শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি দিয়েছিলেন- বসন্তরঞ্জন রায়।
- বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি- বিদ্বদ্বল্লভ।
- বাংলা সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা নিজেকে চণ্ডীদাস পরিচয় দেওয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা- চণ্ডীদাস সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- তিনজন স্বীকৃত চণ্ডীদাসের নাম- বড়ু, দীন এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু- ধর্মকেন্দ্রিকতা।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়- বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল- চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩৪০-১৪৪০)।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি।

❖ বৈষ্ণব পদাবলি ❖

- বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক বিশেষ সৃষ্টিকে- পদ বা পদাবলি বলে।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা/পদাবলির প্রথম কবি- বিদ্যাপতি।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা- চণ্ডীদাস।
- 'বিদ্যাপতি' যে রাজসভার কবি ছিলেন- মিথিলা।
- 'ব্রজবুলি' হচ্ছে- এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা।
- বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে সৃষ্ট ভাষার নাম- ব্রজবুলি।
- 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা- বিদ্যাপতি।
- 'গীতগোবিন্দ' যে ভাষায় রচিত- ব্রজবুলি।
- 'মৈথিলি কোকিল' নামে খ্যাত বিদ্যাপতি উপাধি- কবিকণ্ঠহার।
- বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি- বিদ্যাপতি।
- 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।' উক্তিটি- বিদ্যাপতি।
- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' উক্তিটি- চণ্ডীদাস।
- 'সই কেমনে ধরিব হিয়া/ আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া।' উক্তিটি- চণ্ডীদাস।
- 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদটি যে বৈষ্ণব কবির- চণ্ডীদাস।
- 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' পদটির রচয়িতা- জ্ঞানদাস।
- 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' পদটি- জ্ঞানদাসের।
- বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়- গোবিন্দদাসকে।
- শক্তির দেবতাকে কেন্দ্র করে (১৮ শতকে) যে গান রচনা করা হয়, তাকে বলে- শাক্ত পদাবলি।
- শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত- রামপ্রসাদ সেন।

❖ মঙ্গলকাব্য ❖

- যে কাব্য শ্রবণ করলে সর্বাধিক অকল্যাণ দূর হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ হয় তাকে বলে- মঙ্গলকাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য বিষয়- দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা।
- মঙ্গলকাব্যে যে দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি- মনসা ও চণ্ডী।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান কবি- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল- স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ।
- মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র মারা যান- ১৭৬০ সালে।
- মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন- রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র- মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' উক্তিটি- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের।
- মনসামঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি- বিজয়গুপ্ত।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি- ময়ূরভট্ট।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা- রূপরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি- ঘনরাম চক্রবর্তী।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি- কবি কানাহরি দত্ত।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম- পদ্মাপুরাণ।
- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও লখিন্দরের সর্প দংশনের কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্য- 'মনসামঙ্গল' কাব্য।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর।
- 'মনসা বিজয়' কাব্যের রচয়িতা- বিপ্রদাস পিপ্‌লাই।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি- চতুর্দশ শতকের কবি মানিক দত্ত।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র- কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ুদত্ত, মুরারি শীল।
- ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' এর রচয়িতা- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- বাইশজন কবি রচিত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন অংশের সংকলনকে বলে- বাইশা।
- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনি বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণের রীতিকে বলে- বারোমাসী বা বারমাস্যা।
- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত ৩৪ বর্ণের প্রত্যেকটি প্রথমে ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক-নায়িকা ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে যে দেব-বন্দনামূলক স্তব রচিত হয়, তাই- চৌতিশা।

❖ শ্রীচৈতন্যদেব ও সাহিত্য ❖

- বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তিও না লিখে শ্রী চৈতন্যদেবের নামে সৃষ্ট যুগ- চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।
- চৈতন্যদেব ছিলেন- বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক।
- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনিকাব্য রচয়িতা- বৃন্দাবন দাস।
- চৈতন্যজীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি- কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
- 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা- লোচনদাস।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যার প্রভাব অপরিসীম- চৈতন্যদেব।
- 'নবীবংশ' পুস্তকটির রচয়িতা- সৈয়দ সুলতান।

CamScanner

- প্রথম বাংলা জীবনীকাব্য রচিত হয়- ষোড়শ শতকে।
- প্রথম জীবনীকাব্য রচিত হয়- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে।
- চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্যকে- 'কড়চা' নামে অভিহিত।
- বাংলায় বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থের নাম- 'চৈতন্য-ভাগবত'।

❖ আরাকান রাজসভা ও সাহিত্য ❖

- মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত- আরাকান।
- আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার অন্যতম কবির নাম- আলাওল।
- 'সিকান্দরনামা' কাব্যের রচয়িতা- আলাওল।
- আরাকানে সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল- সপ্তদশ শতকে।
- আলাওলের 'তোহফা'- নীতিকাব্য।
- লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা- দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি- দৌলত কাজী।
- 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা- দৌলত কাজী।
- মহাকবি আলাওল যে যুগের কবি ছিলেন- মধ্যযুগের।
- 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- কবি মরদন।
- 'দুল্লা মজলিস' কাব্যের রচয়িতা- আবদুল করীম খোন্দকার।
- আরাকানের রাজা সুধর্মের সমর সচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কাব্য অবলম্বনে কাব্য রচনায় উৎসাহী হন- দৌলত কাজী।

❖ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ❖

- আরবি, ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয়কাব্যের নাম- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূত্রপাত হয়- পনেরো শতকে।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য- ইউসুফ জোলেখা।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারার দেশজ উপাদান নিয়ে কোরেশী মাগন ঠাকুরের কাব্যের নাম- চন্দ্রাবতী কাব্য।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি- শাহ মুহম্মদ সগীর (কাব্য : ইউসুফ-জোলেখা)।
- 'লায়লী মজনু' কাব্যের কবি- দৌলত উজির বাহরাম খান।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি সাবিরিদ খানের কাব্যের নাম- বিদ্যাসুন্দর ও হানিফা-কয়রাপরী।
- বাংলা রোমান্টিক কাব্য 'সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল' কাব্যের কবি- আলাওল।
- নওয়াজিশ খানের বিখ্যাত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য- গুলে বকাওলী।

❖ লোকসাহিত্য ❖

- জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদিকে বলে- লোকসাহিত্য।
- ইংরেজি Ballad এর বাংলা পরিভাষা- গীতিকা।
- কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুথিই- দোভাষী পুথি।
- কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজ ও মুদ্রণে যে বই ছাপা হতো (দোভাষী বাংলায় রচিত পুথিসাহিত্য) যা নিম্নরুচির বলে বিবেচিত হতো, সেগুলোকে বলা হতো- বটতলার পুথি।
- পশুপাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকসাহিত্যকে বলে- উপকথা।
- 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক- উইলিয়াম থম্‌স।
- 'ঠাকুরমার ঝুলি' এর রচয়িতা- দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।
- বাংলা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি- প্রবচন, ছড়া ও ধাঁধা।
- 'লোকসাহিত্য' সংগ্রহে অবদান রেখেছেন- দীনেশচন্দ্র সেন।
- হারামণি হলো প্রাচীন লোকগীতি। এর সংকলক- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।
- 'মর্সিয়া' শব্দের উৎস ভাষা- আরবি এর অর্থ- শোক বা আহাজারি।
- 'মর্সিয়া' সাহিত্যের আদিকবি- শেখ ফয়জুল্লাহ (গ্রন্থ : জয়নবের চৌতিশা)।
- 'মুক্তল হোসেন' হলো- মুহম্মদ খান রচিত পারসি থেকে অনূদিত (১৬৪৫) বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যগ্রন্থ।
- 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয়বস্তু- যুদ্ধ-বিগ্রহ।
- খনার খ্যাতির অন্যতম কারণ- বচন, 'খনার বচন'- কৃষি সংক্রান্ত।
- মধ্যযুগের যে সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী- ডাক ও খনার বচন।
- 'যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পারাইতে কতক্ষণ?' এটি একটি- প্রবাদ।
- কবি গানের প্রথম কবি- গোঁজলা পুট (গুঁই)।
- কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব- ১৮ শতকের শেষার্ধে ও ১৯ শতকের প্রথমার্ধে।
- কবিগানের রচয়িতাদের বলা হতো- কবিওয়ালা।
- পুথি সাহিত্যের রচয়িতাদের বলা হতো- শায়ের।
- কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে সমধিক পরিচিত- এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ সেন।
- পুথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি- ফকির গরীবুল্লাহ।
- 'সোনাভান' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা- ফকির গরীবুল্লাহ।
- 'টপ্পা' হলো- এক ধরনের গান।
- বাংলা টপ্পাগানের জনক- নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- 'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা/পুরে কি আশা?' গানটির রচয়িতা- রামনিধি গুপ্ত। উল্লেখ্য, তাঁর টপ্পা সঙ্গীত সংকলনের নাম : গীতরত্ন (১৮৩২)।
- বাউল গানের বিশেষত্ব হলো এক ধরনের- অধ্যাত্মবিষয়ক গান।
- সর্বপ্রথম লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ এবং ২০টি গান 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

❖ মৈমনসিংহ গীতিকা ❖

- চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পালাগুলোকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রথম প্রকাশ করেন- ১৯২৩ সালে।
- 'জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী' যে উপাখ্যানের অন্তর্গত- মৈমনসিংহ গীতিকার।
- 'দেওয়ানা মদিনা' যে কাব্যের অন্তর্গত- মৈমনসিংহ গীতিকা।
- 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক- চন্দ্রকুমার দে।
- 'আমীর হামজা' কাব্যের রচয়িতা- ফকির গরীবুল্লাহ।
- বাংলাদেশের গীতিকা সাহিত্যকে- তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : নাথগীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
- ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের গীতিকাব্যগুলোকে বলে- মৈমনসিংহ গীতিকা।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলো সংগ্রহ করেন- চন্দ্রকুমার দে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অনূদিত হয়েছে- ২৩টি ভাষায়।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মুদ্রিত পালার সংখ্যা- ১০টি। যথা : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, রূপবতী, দস্যু কেনারামের পালা, কাজলরেখা, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা।
- 'মহুয়া' গীতিকার রচয়িতা- মনসুর বয়াতি।

❖ নাথগীতিকা/নাথসাহিত্য ❖

- 'নাথ' শব্দের অর্থ- 'প্রভু'। **'নাথ' কথাটি নাথসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গুরু বা সিদ্ধাচার্যগণের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।**
- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্যই- **নাথসাহিত্য হিসেবে পরিচিত।**
- বৌদ্ধ ধর্ম ও শৈব ধর্মের মিশ্রণে নাথ ধর্মের উৎপত্তি।
- নাথসাহিত্য ২ প্রকার। যথা : ১. মীন নাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনি ২. রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।
- ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা থেকে ভবানীদাসের- 'ময়নামতীর গান' সম্পাদনা করেন।
- ১৯৭৮ সালে ভাষাবিজ্ঞানী স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে এ গীতিকা সংগ্রহ করে- **মানিকচন্দ্র রাজার গান নামে প্রকাশ করেন।**
- মধ্যযুগের কবি সুকুর মামুদ- **রাজশাহী জেলার সিন্দুর কুসুম গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।**
- নাথসাহিত্য ধারার আদিকবি- **শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীমসেন রায়, শ্যামাদাস সেন।**
- 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের লেখক- **শেখ ফয়জুল্লাহ (শ্রেষ্ঠ কবি)।**
- 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থের রচয়িতা- **সুকুর মামুদ।**

CamScanner

❖ অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ❖

- মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর সময়টুকুকে– যুগ সন্ধিক্ষণ বা 'অবক্ষয় যুগ' বলা হয়েছে।
- অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ধরা হয়– ১৭৬০-১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- কারো কারো মতে, ১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ সময়টা– 'যুগ সন্ধিক্ষণ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।
- সৈয়দ আলী আহসান এ সময়কে– 'প্রায় শূন্যতার' যুগ বলেছেন।
- এ সময়ের একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছেন– কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচনার রীতির বিশেষত্ব হলো– ব্যঙ্গবিদ্রূপ।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি– ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

❖ অনুবাদ সাহিত্য ❖

- মধ্যযুগে বাংলায় মৌলিক সাহিত্যের পাশাপাশি এমন কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে যার উৎস অন্য ভাষায়; কিন্তু বাংলায় এর ভাষান্তর বা রূপান্তর ঘটানো হয়েছে, এসব সাহিত্যকে– **অনুবাদ সাহিত্য বলে।**
- চারটি ভাষা থেকে মূলত বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছে। যথা : ১. সংস্কৃত ভাষা ২. আরবি ৩. ফারসি ও ৪. হিন্দি ভাষা।
- অনুবাদ সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মুসলিম শাসকদের ভূমিকা অনবদ্য। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পাঠান শাসকগণ। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।
- বিখ্যাত অনুবাদক মালাধর বসু, কৃত্তিবাস ওঝাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কাশীরাম দাস, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, শাহ মুহম্মদ সগীর, আলাওল, মুহম্মদ কবীর।
- বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয়– মধ্যযুগে।
- নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ'র আমলে মহাভারত অনুবাদ করেন– কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- রামায়ণের প্রথম নারী অনুবাদক– চন্দ্রাবতী।
- বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন– কৃত্তিবাস ওঝা।
- মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক– কবীন্দ্র পরমেশ্বর (অনুবাদের নাম 'পরাগলী মহাভারত')।
- মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক– কাশীরাম দাস।
- 'ভাগবত' এর প্রথম বাংলা ('শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে) অনুবাদক– মালাধর বসু।
- ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেন– 'বাংলা ভাষায় অনুবাদকর্মের সূচনা হয় রাজদরবারে'।
- কিসাসুল আমবিয়া (স'লাবা বিরচিত) এর অনুবাদক– সৈয়দ সুলতান ('নবীবংশ' নামে)।
- চারজন বাঙালি মহাভারত অনুবাদকের নাম– কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় ও বিজয় পণ্ডিত।

সংস্কৃত থেকে অনূদিত গ্রন্থ ও অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

- 'ভাগবত' (ভাষা সংস্কৃত) এর রচয়িতা– **বেদব্যাস।**
- 'ভাগবত' এর প্রথম বাংলা (শ্রীকৃষ্ণবজিয় নামে) অনুবাদক– **মালাধর বসু।**
- মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁন' উপাধি দেন– রুকন উদ্দীন বারবক শাহ
- সংস্কৃত ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেন– বাল্মীকি।
- মধ্যযুগের প্রথম অনুবাদ সাহিত্য– রামায়ণ।
- **কৃত্তিবাস ওঝাঁ :** 'রামায়ণ' এর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক। (তাঁর রামায়ণের অপর নাম 'শ্রীরাম পাঁচালি'।)
- কৃত্তিবাসের পদবি মুখোপাধ্যায়।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁকে 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস এ বঙ্গের অলঙ্কার' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- **চন্দ্রাবতী :** রামায়ণের প্রথম মহিলা বাংলা অনুবাদক এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।
- চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাস 'মনসামঙ্গলের' অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
- কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ ছাড়াও মৈমনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা' গীতিকা দুটি রচনা করেছিলেন।
- সংস্কৃত ভাষায় বেদব্যাস রচনা করেন– 'মহাভারত'।
- **কবীন্দ্র পরমেশ্বর :** 'মহাভারত' এর প্রথম বাংলা অনুবাদক। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'পরাগলী মহাভারত'।
- **শ্রীকর নন্দী :** অনূদিত গ্রন্থের নাম 'ছুটিখানী মহাভারত'।
- **কাশীরাম দাস :** মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক।

ফারসি থেকে অনূদিত গ্রন্থ, অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

- ফারসি ভাষায় জামী রচনা করেন– 'ইউসুফ ওয়া জুলায়খা'।
- শাহ মুহম্মদ সগীর : মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি।
- শাহ মুহম্মদ সগীর : ফারসি কবি জামী রচিত 'ইউসুফ ওয়া জুলায়খা' কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন– 'ইউসুফ জোলেখা' নামে।
- শাহ মুহম্মদ সগীরকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম- মুসলিম কবি।
- ফারসি ভাষায় রচিত 'লায়লা ওয়া মজনুন' গ্রন্থের লেখক– নিজামী।
- 'লায়লী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা– দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খাতের।
- ইজ্জতুল্লাহ রচিত 'তাজুলমূলক্ গুল-ই বকাওলী' বাংলা অনুবাদের নাম– গুলে বকাওলী (অনুবাদক– নওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম।)
- 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'হাতেম তাঈ' রচনা করেন– সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা।
- আলাওল রচিত 'হপ্তপয়কর' কাব্যটি পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভীর– **'হফত পয়কর' কাব্যের ভাবানুবাদ।**
- আলাওল রচিত 'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল' কাব্যের আদি উৎস– আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা বা আরব্য উপন্যাস।
- আলাওল রচিত 'তোহফা' ধর্মীয় নীতিকাব্যটি সুফী সাধক শেখ ইউসুফ গদ দেহলভীর– **'তোহফাতুন নেসায়েহ' নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ।**
- আলাওল রচিত 'সিকান্দারনামা' হলো ফারসি কবি নিজামী সমরখন্দের– **'ইসকান্দার নামা' এর সরল অনুবাদ।**
- আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' ইতিহাসাশ্রিত– রোমান্টিক প্রেমকাব্য।
- আলাওলকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন– **আরাকানের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর।**

হিন্দি থেকে অনূদিত গ্রন্থ, অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

- কবি সাধন রচিত 'মৈনাসত' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'র কবি– **দৌলত কাজী (১ম ও ২য় খণ্ড), আলাওল (৩য় খণ্ড)।**
- মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদুমাবৎ' কাব্যের অবলম্বনে রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যর কবি– **আলাওল।**
- ১৬ শতকের কবি মুহম্মদ কবির হিন্দি কবি মনঝনের 'মধুমালত' কাব্য অবলম্বনে– **'মধুমালতী' (১৫৮৮) নামক কাব্য রচনা করেন।**

আরবি থেকে অনূদিত গ্রন্থ, অনুবাদক এবং অন্যান্য তথ্য :

- 'কাসাসুল আমবিয়া' (স'লাবা বিরচিত) 'নবীবংশ' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন– সৈয়দ সুলতান।
- 'কাসাসুল আমবিয়া' (স'লাবা বিরচিত) 'আম্বীয়াবাণী' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন– হেয়াত মাহমুদ।

আধুনিক যুগ (সাহিত্য ও অন্যান্য)

❖ আধুনিক যুগ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ❖

- আধুনিক যুগের সময়সীমা ধরা হয়– **১৮০১-বর্তমান (আজ পর্যন্ত)।**
- আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য– **মানবের জয়জয়কার।**
- আধুনিক যুগের লক্ষণ– **আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবাদ।**
- বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয়– **আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ে।**
- বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারা সৃষ্টি হয়– **আধুনিক যুগে।**
- গণসাহিত্য শব্দে 'গণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়– **সাধারণ মানুষ অর্থে।**
- যে সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে তাকে– **উত্তরাধুনিকতাবাদ বলে।**

CamScanner

১৭. 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম প্রমাণ করেন–
ⓚ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ⓚ সুকুমার সেন
ⓖ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ⓖ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উ: ঘ

১৮. বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাওয়া হয়–
ক) বাউল গান খ) গাজির গান
গ) লেটোর গান ঘ) জারি গান উ: খ

১৯. "কানু ছাড়া গীত নাই"। কোন যুগে সত্য ছিল?
ক) প্রাচীন যুগে খ) মধ্যযুগে
গ) অন্ধকার যুগে ঘ) আধুনিক যুগে উ: খ

২০. "হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান
বারেক মহাত্মা না রাখ সম্মান"। কোন গ্রন্থ থেকে গৃহীত?
ক) গোরক্ষ বিজয় খ) চর্যাপদ
গ) শূন্যপুরাণ ঘ) সেক শুভোদয়া উ: ঘ

২১. নিচের কোনটি লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য?
ক) গৌরীমঙ্গল খ) অন্নদামঙ্গল
গ) মনসামঙ্গল ঘ) চণ্ডীমঙ্গল উ: গ

২২. "মূর্খে রচিত গীত নাজানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত"॥ কে বলেছেন?
ক) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর খ) বিজয়গুপ্ত
গ) চণ্ডীদাস ঘ) রামাই পণ্ডিত উ: খ

২৩. 'মদিনার গৌরব' কী ধরনের সাহিত্যকর্ম?
ক) নাটক খ) কাব্য
গ) উপন্যাস ঘ) গল্প উ: খ

২৪. ব্রজবুলি কী?
ক) হিন্দু ভাষা খ) মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা
গ) বজ্রের ভাষা ঘ) উর্দু ভাষা উ: খ

২৫. নব্যবৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?
ক) শ্রীচৈতন্যদেব খ) অদ্বৈত ঠাকুর
গ) বিদ্যাপতি ঘ) চণ্ডীদাস উ: ক

২৬. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে?
ক) প্রাচীন যুগের শুরুতে খ) প্রাচীন যুগের শেষ দিকে
গ) মধ্যযুগে ঘ) আধুনিক যুগে উ: গ

২৭. কে কবি কঙ্কণচণ্ডী?
ক) অন্নদাশঙ্কর খ) মুকুন্দরাম
গ) ভারতচন্দ্র ঘ) আলাওল উ: খ

২৮. সর্বজনস্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) চর্যাপদ খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ) পদ্মাবতী ঘ) ইউসুফ-জোলেখা উ: খ

২৯. বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ কোনটি?
ক) ৬৫০-১২০০ খ) ৮৫০-১৩০০
গ) ১২০১-১৩৫০ ঘ) ১৩৫০-১৮০০ উ: গ

৩০. 'চারণ কবি' কে?
ক) জসীমউদ্দীন খ) মুকুন্দ দাস
গ) মোজাম্মেল হক ঘ) প্রমিত সারোয়ার উ: খ

৩১. 'হারামণি' কার লেখা?
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খ) মুনীর চৌধুরী
গ) মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ঘ) আবুল ফজল উ: গ

৩২. 'ভাওয়াইয়া' কোন অঞ্চলের গান?
ক) ময়মনসিংহ খ) খুলনা
গ) সিলেট ঘ) রংপুর উ: ঘ

৩৩. আলাওল কোন যুগের কবি?
ক) প্রাচীন খ) মধ্য
গ) আধুনিক ঘ) উত্তরাধুনিক উ: খ

৩৪. নৌকাবাইচের সঙ্গে যুক্ত লোকসঙ্গীত কোনটি?
ক) ঝুমুর খ) সারি
গ) জারি ঘ) ভাওয়াইয়া উ: খ

৩৫. "একতাল হঁউ অচ্ছিলোঁ ষমোহেঁ।/এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরু বোহেঁ"॥ পদটির পদকর্তা–
ক) ধর্মপা খ) বীণাপা
গ) মহীধরপা ঘ) ভাদেপা উ: ঘ

৩৬. "উষ্ণা উষ্ণা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥" পদটির পদকর্তা–
ক) সরহপা খ) শবরপা
গ) শান্তিপা ঘ) কঙ্কণপা উ: খ

৩৭. 'ডাকার্ণব' কোন ভাষায় রচিত?
ক) ব্রাহ্মী খ) পালি
গ) স্বাধ্য ঘ) অপভ্রংশ উ: ঘ

৩৮. 'চর্যাপদ' কাদের সাধন-সংগীত?
ক) বৌদ্ধ সহজিয়া খ) বৌদ্ধ হীনযান
গ) বৌদ্ধ মহাযান ঘ) ক ও গ উভয়ই উ: ক

৩৯. নিচের কোন জন চর্যাপদের কবি?
ক) শীলভদ্র খ) কাহ্নপা
গ) মুকুন্দরাম ঘ) চণ্ডীদাস উ: খ

৪০. কোনজন 'চর্যাপদ' এর কবি?
ক) লুইপা খ) বিদ্যাপতি
গ) নিত্যানন্দ ঘ) রামদাস উ: ক

৪১. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি?
ক) বৈষ্ণব পদাবলি খ) মঙ্গলকাব্য
গ) চর্যাপদ ঘ) মিথ সাহিত্য উ: গ

৪২. চর্যাপদে সর্বমোট কতটি পদ ছিল?
ক) ৫১টি খ) ৫২টি গ) ৫৩টি ঘ) ৫৫টি উ: ক

৪৩. 'টপ্পা' কী?
ক) একধরনের গান খ) নাচের মুদ্রা
গ) একধরনের বাদ্যযন্ত্র ঘ) বিশেষ ধরনের খেলা উ: ক

৪৪. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কী?
ক) গান খ) প্রবচন গ) প্রবাদ ঘ) ছড়া উ: ঘ

৪৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন যুগের কবি?
ক) প্রাচীন যুগ খ) মধ্যযুগ
গ) আধুনিক যুগ ঘ) উত্তর আধুনিক যুগ উ: খ

৪৬. মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা–
ক) মনসামঙ্গল খ) চণ্ডীমঙ্গল
গ) কাব্যমঙ্গল ঘ) গীতিমাল্য উ: ক

৪৭. ১৮০০ সালের পূর্বে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরবময় সাহিত্য?
ক) বৈষ্ণব সাহিত্য খ) পদাবলি সাহিত্য
গ) চর্যাপদ ঘ) মনসামঙ্গল উ: ক

CamScanner

সাহিত্য অধ্যায় ২

বাংলা সাহিত্যের শাখা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

কাব্য

- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা– গীতিকবিতা।

❖ কাব্য ও কবি ❖

কাব্য	কবি
মাটির দেয়াল, অনিঃশেষ, হারানো অর্কিড।	অমিয় চক্রবর্তী
সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গসুন্দরী।	বিহারীলাল চক্রবর্তী
জন্মই আমার আজন্ম পাপ, আমি ভালো আছি, তুমি?	দাউদ হায়দার
সন্দ্বীপের চর, চোরাবালি, সাত ভাই চম্পা।	বিষ্ণু দে
বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, মর্মবাণী।	বুদ্ধদেব বসু
বাণী, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী।	রজনীকান্ত সেন
পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী।	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

❖ মহাকাব্য ও কবি ❖

মহাকাব্য	কবি
মহাশ্মশান : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি এর মূল উপজীব্য।	কায়কোবাদ
মেঘনাদবধ কাব্য : বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বৃত্রসংহার কাব্য	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস	নবীনচন্দ্র সেন

নাটক ও প্রহসন

❖ নাটক সম্পর্কিত তথ্য ❖

- মানুষের সুখ-দুঃখকে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশের রীতিকেই– **নাটক হিসেবে অভিহিত করা হয়।**
- বাঙালি হিসেবে বাংলা নাটকের পথিকৃৎ– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- যে নাটক অতিমাত্রায় লঘু কল্পনার, আতিশয্যব্যঞ্জক, হাস্যরসোচ্ছল সংস্থানমূলক তাকে– **প্রহসন বা ফার্স বলে।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক– **কৃষ্ণকুমারী।**
- 'The Disguise' এবং 'Love is the best Doctor' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত– **প্রথম অনুবাদ নাটক।**
- বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক– **ভদ্রার্জুন (১৮৫২)। রচয়িতা : তারাচরণ শিকদার।**
- প্রথম বিয়োগান্তক নাটক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত– **কীর্তিবিলাস।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক– **শর্মিষ্ঠা।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম কমেডি নাটক– **পদ্মাবতী।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– **কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক– **সাজাহান।**

❖ নাটক ও নাট্যকার ❖

নাটক	নাট্যকার
বেহুলা গীতাভিনয়, জমীদার দর্পণ, বসন্তকুমারী।	মীর মশাররফ হোসেন
যৈবতী কন্যার মন, চাকা, কীত্তনখোলা, হাত হদাই।	সেলিম আল দীন
নেমেসিস, রূপান্তর, নয়া খান্দান।	নূরুল মোমেন
আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর।	শওকত ওসমান
অয়োময়, আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেই।	হুমায়ূন আহমেদ
ইবলিস, ওরা কদম আলী।	মামুনুর রশীদ
স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, ফলাফল নিম্নচাপ।	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
মানচিত্র, অ্যালবাম।	আনিস চৌধুরী
নবান্ন, জনপদ, কলঙ্ক।	বিজন ভট্টাচার্য

উপন্যাস

- উপন্যাস [স. উপ + নি + √অস্ + অ (ঘঞ)] বিশেষ্য শব্দটির অর্থ একাধিক চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে গদ্যে রচিত দীর্ঘ আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান, বড়ো গল্প, Nobel।
- গ্রন্থাকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনি অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে– উপন্যাস বলে।

❖ উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ❖

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
তিতাস একটি নদীর নাম।	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধন-হারা, কুহেলিকা।	কাজী নজরুল ইসলাম
ত্রয়ী উপন্যাস : গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম। একটি কালো মেয়ের কথা হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, অরণ্যবহ্নি।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তম পুরুষ, আমার যত গ্লানি, পদতলে রক্ত, প্রসন্ন পাষাণ।	রশীদ করিম
জননী, নেকড়ে অরণ্য, আর্তনাদ।	শওকত ওসমান
সারেং বৌ, সংশপ্তক।	শহীদুল্লা কায়সার
নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প।	হুমায়ূন আহমেদ

ছোটগল্প

❖ ছোটগল্প সম্পর্কিত তথ্য ❖

- বাংলা ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

❖ গল্পকার ও ছোটগল্প ❖

গল্পকার	ছোটগল্প/গল্পগ্রন্থ
আবু জাফর শামসুদ্দীন	জীবন, শেষ রাত্রির তারা।
আবুল ফজল	মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা।
আল মাহমুদ	পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত, গন্ধবণিক, ময়ূরীর মুখ।
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	রানুর প্রথম ভাগ, রানুর দ্বিতীয় ভাগ, রানুর তৃতীয় ভাগ, রানুর কথামালা, বরযাত্রী, নাটক নয় নভেল, কন্যাসুশ্রী স্বাস্থ্যবতী।

CamScanner

গল্পকার	ছোটগল্প/গল্পগ্রন্থ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, আজ কাল পরশুর গল্প, বৌ, মাসিপিসি, সরীসৃপ।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মন্দির, বিলাসী, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ, মামলার ফল।
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	পথ জানা নেই; দুই হৃদয়ের তীর, অনেক দিনের আশা, শাহের বানু।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	নয়নচারা, দুই তীর, গল্প-সমগ্র।

প্রবন্ধ

❖ প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্য ❖

- কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখক যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন তাই– **প্রবন্ধ**।

❖ প্রাবন্ধিক ও প্রবন্ধ ❖

প্রাবন্ধিক	প্রবন্ধগ্রন্থ
আহমদ শরীফ	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা।
আহমদ ছফা	বাঙালি মুসলমানের মন, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, জাগ্রত বাংলাদেশ।
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	মনীষা মঞ্জুষা, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য।
প্রমথ চৌধুরী	বীরবলের হালখাতা, তেল নুন লকড়ি, রায়তের কথা, নানা কথা।
বুদ্ধদেব বসু	হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল।

ভ্রমণকাহিনি ও রম্যরচনা

❖ ভ্রমণকাহিনি ❖

রচয়িতা	ভ্রমণকাহিনি
জসীমউদ্দীন	চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশ।
মুহম্মদ আবদুল হাই	বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন।
শহীদুল্লা কায়সার	পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ।
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে-বিদেশে (কাবুল শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে)।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি, পারস্যে, জাপান যাত্রী।
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ।

❖ রম্যরচনা ❖

রচয়িতা	রম্যরচনা
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, টুনিমেম, ময়ূরকণ্ঠী।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, লোক রহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।
আবুল মনসুর আহমদ	আয়না, আসমানী পর্দা, ফুড কনফারেন্স, গালিভারের সফরনামা।
মুহম্মদ আবদুল হাই	তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা

গ্রন্থ	ধরন	রচয়িতা	প্রকাশ
কবর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৯৬৬
আরেক ফাল্গুন	উপন্যাস	জহির রায়হান	১৯৬৮
নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি	উপন্যাস	সেলিনা হোসেন	১৯৮৭
মাগো, ওরা বলে	কবিতা	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	

কবি-সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম
টিমোথি পেনপোয়েম, এ নেটিভ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
অনিলা দেবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভানুসিংহ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র
হুতোম পেঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
মৌমাছি	বিমল ঘোষ
গাজী মিয়াঁ	মীর মশাররফ হোসেন
কায়কোবাদ	মুহম্মদ কাজেম আল কোরায়েশী
শওকত ওসমান	শেখ আজিজুর রহমান

সাহিত্যিকদের উপাধি ও প্রকৃত নাম

উপাধি	প্রকৃত নাম
পল্লিকবি	জসীমউদ্দীন
নাগরিক কবি	সমর সেন
সাহিত্যরত্ন	নজিবর রহমান
ভোরের পাখি	বিহারীলাল চক্রবর্তী
ছন্দের জাদুকর, ছন্দের রাজা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
অপরাজেয় কথাশিল্পী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কিশোর কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
ছান্দসিক কবি	আব্দুল কাদির
সাহিত্যসম্রাট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি	জীবনানন্দ দাশ
যুগসন্ধিক্ষণের কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে জনক

বিষয়	জনক
বাংলা গদ্যের জনক	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক	প্রমথ চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার জনক	বিহারীলাল চক্রবর্তী
বাংলা 'টপ্পা' গানের জনক	রামনিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু
ছোটগল্পের জনক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গদ্য ছন্দের জনক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা উপন্যাসের জনক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

CamScanner

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রধান চরিত্র

লেখকের নাম	গ্রন্থ ও ধরন	প্রধান চরিত্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চরিত্রহীন (উপন্যাস)	সতীশ, সাবিত্রী
	গৃহদাহ (উপন্যাস)	মহিম, সুরেশ, অচলা, মৃণাল
	শ্রীকান্ত (উপন্যাস)	শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী
	পল্লীসমাজ (উপন্যাস)	রমা, রমেশ
	মহেশ (ছোটগল্প)	গফুর, আমিনা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গোরা (উপন্যাস)	গোরা, সুচরিতা, ললিতা
	শেষের কবিতা (উপন্যাস)	অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল
	যোগাযোগ (উপন্যাস)	মধুসূদন, কুমুদিনী, বিপ্রদাস
	ঘরে বাইরে (উপন্যাস)	নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ
	চতুরঙ্গ (উপন্যাস)	শচীশ, দামিনী, শ্রী বিলাস
	চোখের বালি (উপন্যাস)	মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী
	ডাকঘর (নাটক)	অমল, সুধা, ঠাকুর দা
	রক্তকরবী (নাটক)	নন্দিনী, রঞ্জন
	ছুটি (ছোটগল্প)	মাখন, ফটিক
	পোস্টমাস্টার (ছোটগল্প)	রতন, পোস্টমাস্টার
	শাস্তি (ছোটগল্প)	ছিদাম, দুখীরাম, রাধা, চন্দরা
	একরাত্রি (ছোটগল্প)	সুরবালা
	সমাপ্তি (ছোটগল্প)	মৃন্ময়ী
	হৈমন্তী (ছোটগল্প)	হৈমন্তী, অপু
	অতিথি (ছোটগল্প)	তারাপদ
	কাবুলিওয়ালা (ছোটগল্প)	রহমত, খুকী

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'একুশের গল্পে' কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে? [NU-Science : 14-15]
ⓚ ওয়াল্ট হুইটম্যান ⓚ তলস্তয়
ⓖ জর্জ বার্নাড শ' ⓖ বার্ট্রান্ড রাসেল
উ: ⓖ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের প্রতিফলন ঘটেছে কোন গল্পে? [GST-A : 21-22]
ⓚ ফসিল ⓚ মৌসুম
ⓖ একটি তুলসী গাছের কাহিনী ⓖ পুঁইমাচা
উ: ⓚ

০২. 'আফতাব সংগীত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [GST-A : 21-22]
ⓚ হাছন রাজা ⓚ শীতালং শাহ্
ⓖ লালন সাঁই ⓖ শাহ আবদুল করিম
উ: ⓖ

০৩. বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য রচয়িতা কে? [CoU-A : 19-20]
ⓚ মাগন ঠাকুর ⓚ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ⓖ বেগম রোকেয়া ⓖ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
উ: ⓚ

০৪. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকার নাম– [NSTU-B : 19-20]
ⓚ কল্লোল ⓚ কবিতা
ⓖ পরিচয় ⓖ শিখা
উ: ⓚ

০৫. বাংলা ছোটগল্পের জনক কে? [JKKNIU-E : 19-20]
ⓚ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ বিহারীলাল চক্রবর্তী
উ: ⓖ

০৬. কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কত সনে মৃত্যুবরণ করেন? [JUST-D : 19-20]
ⓚ ১৩৮৩ ⓚ ১৩৮২
ⓖ ১৩৮৫ ⓖ ১৩০৬
উ: ⓚ

০৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক কোনটি? [BSMRSTU-E : 19-20]
ⓚ শর্মিষ্ঠা ⓚ কৃষ্ণকুমারী
ⓖ নীলদর্পণ ⓖ বিসর্জন
উ: ⓚ

০৮. বনফুল কে? [BSFMSTU-C : 19-20]
ⓚ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ আলাওল
উ: ⓚ

০৯. সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [NSTU-D : 19-20]
ⓚ দৈনিক প্রথম আলো ⓚ সমকাল
ⓖ ধূমকেতু ⓖ দিনকাল
উ: ⓚ

১০. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [BRUR-A : 19-20]
ⓚ কল্লোল, লাঙল ⓚ অগ্নিশিখা, নবযুগ
ⓖ নবযুগ, লাঙল ⓖ সওগাত, ভারতী
উ: ⓖ

১১. ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র কোনটি? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ সমাচার দর্পণ ⓚ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
ⓖ নবযুগ ⓖ দিগদর্শন
উ: ⓚ

১২. 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ বুদ্ধদেব বসু ⓚ দীনেশরঞ্জন দাশ
ⓖ রজনীকান্ত দাস ⓖ প্রেমেন্দ্র মিত্র
উ: ⓚ

১৩. প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম কোন জেলায়? [NSTU-D : 19-20]
ⓚ ফেনী ⓚ লক্ষ্মীপুর
ⓖ নোয়াখালী ⓖ চাঁদপুর
উ: ⓖ

১৪. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে চিত্রিত হয়েছে– [BSFMSTU-C : 19-20]
ⓚ রাজাকারদের অত্যাচার ⓚ আলবদর বাহিনীর অত্যাচার
ⓖ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার ⓖ আল শামস বাহিনীর অত্যাচার
উ: ⓖ

১৫. 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' বইয়ের লেখক– [BSFMSTU-C : 19-20]
ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ⓚ মীর মশাররফ হোসেন
ⓖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উ: ⓚ

১৬. কালীদাসের নাটক নয় কোনটি? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ⓚ মালবিকাগ্নিমিত্রম্
ⓖ বিক্রমোর্বশীয়ম্ ⓖ কুমারসম্ভবম্
উ: ⓖ

১৭. 'বাক্ বাকুম পায়রা' / মাথায় দিয়ে টায়রা' ছড়াটির রূপকার কে? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ রোকনুজ্জামান খান ⓚ হাবিবুর রহমান
ⓖ আহসান হাবীব ⓖ যোগেন্দ্রনাথ সরকার
উ: ⓚ

১৮. 'মানুষের মানচিত্র' কাব্যের রচয়িতা কে? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ⓚ শামসুর রাহমান
ⓖ রফিক আজাদ ⓖ আহসান হাবীব
উ: ⓚ

১৯. 'মানব মুকুট' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [BSMRSTU-G : 19-20]
ⓚ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ⓚ এয়াকুব আলী চৌধুরী
ⓖ এস ওয়াজেদ আলী ⓖ আবুল ফজল
উ: ⓚ

২০. কোন আন্দোলনের জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিশেষভাবে স্মরণীয়? [BSMRSTU-G : 19-20]
ⓚ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ⓚ তেভাগা আন্দোলন
ⓖ বাযাবির শিক্ষা আন্দোলন ⓖ ফরায়েজি আন্দোলন
উ: ⓚ

CamScanner

২১. 'কৃষ্ণ বিবর' বইটির লেখক কে? [BSMRSTU-G : 19-20]
ⓚ অধ্যাপক জাফর ইকবাল
ⓚ অধ্যাপক অজুল রায়
ⓖ অধ্যাপক সত্যেন বোস
ⓖ অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম
উ: ঘ

২২. এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দি সারাসিনস বইয়ের রচয়িতা কে? [BSMRSTU-G : 19-20]
ⓚ সৈয়দ আমীর আলী ⓚ স্যার সৈয়দ আহমদ খান
ⓖ নওয়াব আব্দুল লতিফ ⓖ হাজী মুহম্মদ মহসীন
উ: ক

২৩. জহির রায়হান নির্মাণ করেন- [SUST-A : 19-20]
ⓚ ওরা এগার জন ⓚ স্টপ জেনোসাইড
ⓖ একাত্তরের দিনগুলি ⓖ আগুনের পরশমণি
ⓖ একাত্তরের যীশু
উ: খ

২৪. কাজী নজরুল ইসলাম কোন থিয়েটারের সাথে জড়িত ছিলেন? [JKKNIU-AP : 18-19]
ⓚ মনমোহন থিয়েটার ⓚ খদুমনি অপেরা
ⓖ জগমোহন থিয়েটার ⓖ ছায়াবাণী থিয়েটার
উ: ক

২৫. 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কবিতায় 'চুনিয়া' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [KU-A : 18-19]
ⓚ সবুজ ও শান্তি ⓚ হিংস্র
ⓖ চিৎকার ⓖ কুরুক্ষেত্র
উ: ক

২৬. প্রমথ চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [JKKNIU-AP : 18-19]
ⓚ ১৮৬৮ ⓚ ১৮৬৭
ⓖ ১৮৬৯ ⓖ ১৮৬৬
উ: ক

২৭. ব্রিটিশ ভারতে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি উপজীব্য করে কে নাটক রচনা করেন? [JKKNIU-AP : 18-19]
ⓚ মীর মশাররফ হোসেন ⓚ দীনবন্ধু মিত্র
ⓖ তারাচরণ শিকদার ⓖ রাম নারায়ণ তর্করত্ন
উ: খ

২৮. 'কবর' নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন কোথায় হয়? [JKKNIU-AP : 18-19]
ⓚ বেইলী রোড ⓚ শিল্পকলা
ⓖ জেলখানা ⓖ টিএসসি
উ: গ

২৯. 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থটি রচনা করেছেন- [SHUBD-B : 18-19]
ⓚ জাহানারা ইমাম ⓚ সুফিয়া কামাল
ⓖ নীলিমা ইব্রাহিম ⓖ সেলিনা হোসেন
উ: গ

৩০. 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন ধরনের রচনা? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ মহাকাব্য ⓚ উপন্যাস
ⓖ গীতিকাব্য ⓖ নাটক
উ: খ

৩১. বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধনির্ভর প্রথম উপন্যাসের রচয়িতা কে? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ কাজী আবদুল ওদুদ ⓚ শওকত ওসমান
ⓖ আনোয়ার পাশা ⓖ আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন
উ: গ

৩২. 'একুশে' বিষয়ক প্রথম কবিতার রচয়িতা কে? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ মাহবুব-উল আলম চৌধুরী ⓚ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
ⓖ হাসান হাফিজুর রহমান ⓖ সৈয়দ শামসুল হক
উ: ক

৩৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতাটিতে মূলত কী ভাব প্রকাশ পেয়েছে? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ আত্মপ্রেম ⓚ আত্মনিন্দা
ⓖ আত্মপ্রবঞ্চনা ⓖ আত্মগ্লানি
উ: ঘ

৩৪. বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক কে? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓚ আলাওল
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ প্রমথ চৌধুরী
উ: ঘ

৩৫. প্রবন্ধ সংকলন 'সঞ্চয়ন' এর রচয়িতা কে? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম
ⓖ কাজী আবদুল ওদুদ ⓖ কাজী মোতাহার হোসেন
উ: ঘ

৩৬. 'কবর' নাটকটি কার রচনা? [JUST-E : 18-19]
ⓚ মুনীর চৌধুরী ⓚ শহীদুল্লা কায়সার
ⓖ জহির রায়হান ⓖ সত্যেন সেন
উ: ক

৩৭. মুনীর চৌধুরী রচিত গ্রন্থ কোনটি? [JUST-E : 18-19]
ⓚ মৌসুম ⓚ মানুষ
ⓖ চেতনার এ্যালবাম ⓖ রেইনকোট
উ: খ

৩৮. সনেটের কয়টি অংশ? [BSMRSTU-E : 18-19]
ⓚ একটি ⓚ দুটি
ⓖ তিনটি ⓖ চারটি
উ: খ

৩৯. 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? [BSMRSTU-E : 18-19]
ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম ⓚ ফররুখ আহমদ
ⓖ আব্দুল কাদির ⓖ বন্দে আলী মিয়া
উ: খ

৪০. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থটি কার রচনা? [BSMRSTU-E : 18-19]
ⓚ সিকানদার আবু জাফর ⓚ হাসান হাফিজুর রহমান
ⓖ আলাউদ্দিন আল আজাদ ⓖ শওকত আলী
উ: খ

৪১. 'সংশপ্তক' কোন জাতীয় গ্রন্থ? [BSMRSTU-G : 18-19]
ⓚ উপন্যাস ⓚ নাটক
ⓖ প্রবন্ধ ⓖ ছোটগল্প
উ: ক

৪২. কোনটি জহির রায়হানের উপন্যাস নয়? [BSMRSTU-G : 18-19]
ⓚ তৃষ্ণা ⓚ নিষ্কৃতি
ⓖ কয়েকটি মৃত্যু ⓖ শেষ বিকেলের মেয়ে
উ: খ

৪৩. 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [PUST-C : 17-18]
ⓚ আবুল হুসেন ⓚ কাজী আবদুল ওদুদ
ⓖ মোতাহের হোসেন চৌধুরী ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম
উ: গ

৪৪. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? [JUST-E : 17-18]
ⓚ পঞ্চতন্ত্র ⓚ কালান্তর
ⓖ প্রবন্ধ সংগ্রহ ⓖ শাশ্বতবঙ্গ
উ: ক

৪৫. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [JUST-E : 17-18]
ⓚ হাজার বছর ধরে ⓚ দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
ⓖ আরেক ফাল্গুন ⓖ রাইফেল রোটি আওরাত
উ: গ

৪৬. 'সুবচন নির্বাসনে' নাটকটির রচয়িতা কে? [BSMRSTU-D : 17-18]
ⓚ আব্দুল্লাহ আল মামুন ⓚ সেলিম আল দীন
ⓖ মামুনুর রশীদ ⓖ সৈয়দ শামসুল হক
উ: ক

৪৭. 'পিঙ্গল আকাশ' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [BSMRSTU-D : 17-18]
ⓚ আবুল ফজল ⓚ জহির রায়হান
ⓖ সেলিনা হোসেন ⓖ শওকত আলী
উ: ঘ

CamScanner

৪৮. সাহিত্যিক সুকুমার বড়ুয়া সাহিত্যের কোন অঙ্গনের জন্য বিখ্যাত? [BSMRSTU-D : 17-18]
ক উপন্যাস
খ নাটক
গ প্রবন্ধ
ঘ ছড়া
উ: ঘ

৪৯. কবি আহসান হাবীব কত সালে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগ দেন? [BSMRSTU-D : 17-18]
ক ১৯৬১ সালে
খ ১৯৬২ সালে
গ ১৯৬৩ সালে
ঘ ১৯৬৪ সালে
উ: ঘ

৫০. গানে গানে তর্ক যুদ্ধকে কী বলে? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক চটকা গান
খ জারি গান
গ রাগপ্রধান গান
ঘ কবি গান
উ: ঘ

৫১. 'খেউর' কী? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক নাটকের প্রধান চরিত্র
খ হিন্দি নাটক
গ আদি রসাত্মক গান
ঘ কোনোটিই নয়
উ: গ

৫২. ভাটিয়ালি কোন অঞ্চলের গান? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক রংপুর
খ বর্ধমান
গ চট্টগ্রাম
ঘ ময়মনসিংহ
উ: ঘ

৫৩. 'নেশা লাগিল রে, বাঁকা দু'নয়নে নেশা লাগিল রে' - কার গান? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক লালন সাঁই
খ শাহ আব্দুল করিম
গ হাসন রাজা
ঘ আব্দুল রহমান বয়াতি
উ: গ

৫৪. 'রামপ্রসাদী' কোন ধারার গান? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক বিচ্ছেদ গান
খ ভক্তিগীতি
গ আধুনিক গান
ঘ ভজন
উ: খ

৫৫. এর মধ্যে কোন প্রকার গান কেবল বর্ষাকালে পরিবেশিত হয়? [SUST-A : 18-19]
ক সারি গান
খ গাজির গান
গ যাত্রা গান
ঘ ঘাঁটু গান
ঙ বাউল গান
উ: ঘ

৫৬. 'ধান্য তার, বসুন্ধরা যার' উক্তিটি কার? [BSMRSTU-G : 18-19]
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
ঘ প্রমথ চৌধুরী
উ: খ

৫৭. বাংলা সাহিত্যের কোন লেখককে 'সাহিত্যসম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [CoU-B : 18-19]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ বুদ্ধদেব বসু
ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উ: ঘ

৫৮. 'ভোরের পাখি' কে? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ বিষ্ণু দে
ঘ ভারতচন্দ্র রায়
উ: খ

৫৯. কে 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে লিখেছিলেন? [MBSTU-D : 18-19]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উ: ক

৬০. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক জীবন থেকে নেয়া
খ পদ্মানদীর মাঝি
গ গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি
ঘ ওরা এগার জন
উ: ঘ

৬১. 'বনফুল' কার ছদ্মনাম? [JUST-E : 18-19]
ক বিনয়রতন মুখোপাধ্যায়
খ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ বিষ্ণু দে
ঘ যামিনী রায়
উ: খ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. কোন কবি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
ক আবদুল গনি হাজারী
খ রফিক আজাদ
গ গোলাম মোস্তফা
ঘ শামসুর রাহমান
উ: খ

০২. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক সেলিনা হোসেন
খ রশীদ করিম
গ জহির রায়হান
ঘ আহমদ ছফা
উ: ক

০৩. 'একাত্তরের ঢাকা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক সেলিনা হোসেন
খ এম আর আখতার মুকুল
গ নাসিরউদ্দিন ইউসুফ
ঘ এ আর মল্লিক
উ: ক

০৪. 'প্রিয়দর্শী' ছদ্মনামে লিখতেন–
ক রাজশেখর বসু
খ কামিনী রায়
গ সৈয়দ মুজতবা আলী
ঘ অনুরূপা দেবী
উ: গ

০৫. 'জাবালি' ছদ্মনামে লিখতেন–
ক বিমল ঘোষ
খ বিমল মিত্র
গ শম্ভু মিত্র
ঘ এম. ওবায়দুল্লাহ
উ: খ

০৬. 'সনাতন পাঠক' ছদ্মনামে লিখতেন–
ক সতীনাথ ভাদুড়ী
খ প্রেমেন্দ্র মিত্র
গ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ঘ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
উ: ঘ

০৭. 'এ নেটিভ' ছদ্মনামে লিখতেন–
ক প্রেমেন্দ্র মিত্র
খ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঘ আবুল ফজল
উ: গ

০৮. 'ভোরের পাখি' কার ছদ্মনাম?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ রাজশেখর বসু
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ঘ বিহারীলাল চক্রবর্তী
উ: ঘ

০৯. 'দৃষ্টিহীন' ছদ্মনামে লিখতেন–
ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
খ দিলওয়ার
গ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
ঘ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
উ: গ

১০. রামমোহন রায়ের ছদ্মনাম কী ছিল?
ক ভানুসিংহ
খ শিবপ্রসাদ রায়
গ রাজা
ঘ অমিয় ধারা
উ: খ

১১. 'নীল-লোহিত' কার ছদ্মনাম?
ক কবি শামসুর রাহমান
খ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ঘ মোহাম্মদ নাসিম রেজা
উ: খ

১২. বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' বলা হয় কাকে?
ক বিহারীলাল চক্রবর্তী
খ প্রমথ চৌধুরী
গ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
ঘ বিষ্ণু দে
উ: ক

১৩. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
ক বিহারীলাল চক্রবর্তী
খ বিদ্যাপতি
গ ভারতচন্দ্র
ঘ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
উ: গ

১৪. 'তর্করত্ন' কার উপাধি?
ক আলাওল
খ হেমচন্দ্র
গ রামনারায়ণ
ঘ বিষ্ণু দে
উ: গ

CamScanner

১৫. 'বাংলার মিলটন' কাকে বলা হয়?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ) শামসুর রাহমান
উ: গ

১৬. 'চারণ কবি' কে?
ক) জসীমউদ্‌দীন খ) মুকুন্দ দাস
গ) মোজাম্মেল হক ঘ) প্রমিত সারোয়ার
উ: খ

১৭. কাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
ক) চণ্ডীদাস খ) জ্ঞানদাস
গ) মুকুন্দরাম ঘ) রূপরাম
উ: গ

১৮. কোন কবিকে ছন্দের জাদুকর বলা হয়?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কামিনী রায়
গ) কাজী নজরুল ইসলাম ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
উ: ঘ

১৯. কোন সাহিত্যিক 'পল্লিকবি' হিসেবে পরিচিত?
ক) আবুল হোসেন খ) মহীউদ্দিন
গ) জসীমউদ্‌দীন ঘ) বন্দে আলী মিয়া
উ: গ

২০. 'ভাষাবিজ্ঞানী' কার উপাধি?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
গ) লালন ফকির ঘ) শামসুর রাহমান
উ: খ

২১. বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পদবি কী?
ক) বন্দ্যোপাধ্যায় খ) মুখোপাধ্যায়
গ) গঙ্গোপাধ্যায় ঘ) ভট্টাচার্য
উ: ক

২২. 'প্রবৃত্তির হাতে বিবেকের এই নিগ্রহই মানুষের দুর্বলতার প্রধান পরিচয়।' বাক্যটি নিম্নের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
ক) ভুলের মূল্য খ) মহুয়া
গ) মানব-কল্যাণ ঘ) আহ্বান
উ: ক

২৩. 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' কার বক্তব্য?
ক) ড. আহমদ শরীফ খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
গ) ড. হুমায়ুন আজাদ ঘ) মুহম্মদ আবদুল হাই
উ: খ

২৪. 'কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?' চরণটির লেখক—
ক) রোকেয়া খ) রবীন্দ্রনাথ
গ) নজরুল ঘ) জসীমউদ্‌দীন
উ: খ

২৫. 'আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়/লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়।' কবিতার কবি কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) বিদ্যাপতি
গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ) হরিশ্চন্দ্র মিত্র
উ: ঘ

২৬. "রূপ-নারানের কূলে/জেগে উঠিলাম,/ জানিলাম এজগৎ স্বপ্ন নয়"। পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা—
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) নিধুবাবু
গ) আল মাহমুদ ঘ) আলাওল
উ: ক

২৭. 'ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল।' উক্তিটির রচয়িতা?
ক) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
উ: গ

২৮. 'মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য...।' লাইনটি কোন গদ্যের অন্তর্গত?
ক) বিলাসী খ) হৈমন্তী
গ) অর্ধাঙ্গী ঘ) সাহিত্যে খেলা
উ: খ

২৯. সে পুনরায় কহিল, 'ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো' কোন্ গল্পের অংশ?
ক) বিলাসী খ) হৈমন্তী
গ) মৌসুম ঘ) রেইনকোট
উ: ক

৩০. 'কোনো রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক।' উক্তিটি কোন লেখার অন্তর্গত?
ক) সাহিত্যে খেলা খ) বিলাসী
গ) যৌবনের গান. ঘ) অর্ধাঙ্গী
উ: ঘ

৩১. 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক' এ উক্তিটি কার?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) জীবনানন্দ দাশ ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উ: ক

৩২. 'দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি স্তনে।' কার উক্তি?
ক) হেমচন্দ্র খ) নবীনচন্দ্র
গ) বিহারীলাল ঘ) মধুসূদন দত্ত
উ: ঘ

৩৩. 'পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন?' উক্তিটি কোন গল্পের/কবিতার?
ক) নবান্ন খ) ভ্রান্তিবিলাস
গ) আত্মচরিত ঘ) কাসেমের যুদ্ধযাত্রা
উ: গ

৩৪. 'বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল' উক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক) শকুন্তলা খ) হৈমন্তী
গ) বিলাসী ঘ) সৌদামিনী মালো
উ: ক

৩৫. 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' কার উক্তি?
ক) কামিনী রায় খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
উ: খ

৩৬. 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ' চরণটি কার রচনা?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঘ) আবু হেনা মোস্তফা কামাল
উ: ক

৩৭. 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' কার লেখা?
ক) মধুসূদন দত্ত খ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
উ: ঘ

৩৮. 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী' কার লেখা?
ক) আবদুল হাকিম খ) শাহ মুহম্মদ সগীর
গ) এন্টনি ফিরিঙ্গি ঘ) আবদুল হামিদ
উ: ক

৩৯. 'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান/ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।' এ লাইন দুটির রচয়িতা কে?
ক) শামসুর রাহমান খ) আবুল ফজল
গ) অন্নদাশঙ্কর রায় ঘ) রণেশ দাশগুপ্ত
উ: গ

৪০. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।' এ উক্তিটি কার?
ক) প্রমথ চৌধুরী খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) মীর মশাররফ হোসেন
উ: ক

৪১. 'সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন/হউক দূর অকল্যাণ, সকল অশোভন' কার লেখা?
ক) অতুলপ্রসাদ সেন খ) চণ্ডীদাস
গ) শেখ ফজলল করিম ঘ) সরদার ফজলুল করিম
উ: গ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৪২. 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' এখানে শ্রাবস্তী কী?
ⓚ একটি বৃক্ষের নাম ⓚ একটি নগরীর নাম
ⓖ কবির কন্যার নাম ⓖ বনলতা সেনের বাড়ি
উ: খ

৪৩. 'ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।' উক্তিটি কোন গল্পের–
ⓚ মহেশ ⓚ পোস্টমাস্টার
ⓖ জলসাঘর ⓖ প্রাগৈতিহাসিক
উ: খ

৪৪. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতাকে কবি শামসুর রাহমান কার হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ⓚ অবোধ শিশুর ⓚ স্নেহময়ী মায়ের
ⓖ মুক্তিযোদ্ধার ⓖ কৃষকের
উ: ঘ

৪৫. 'একত্বে বরেণ্য তুমি/শরণ্য এককে/আত্মার আত্মীয়' উক্তিটি কোন কবিতার?
ⓚ দারিদ্র্য ⓚ সাম্যবাদী
ⓖ লাশ ⓖ মানব বন্দনা
উ: ঘ

৪৬. নিম্নে উদ্ধৃত কাব্য পঙ্‌ক্তিগুলোর কোনটি শুদ্ধ?
ⓚ দাড়ি-মুখে সারি গান- লা শরীক আল্লাহ্!
ⓚ দাঁড়ি-মুখের সারিগান- লা শরীক আল্লাহ!
ⓖ দাঁড়িভরা মুখে তাঁর- লা শরীক আল্লাহ!
ⓖ দাড়ী মুখে সারিগান- লা শরীক আল্লাহ!
উ: ক

৪৭. 'ঈষাণ-বিষাণে ওঙ্কার' কার উচ্চারণ?
ⓚ ঈশ্বরগুপ্ত ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম
ⓖ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ⓖ গোলাম মোস্তফা
উ: খ

৪৮. 'জীবন এতো ছোট কেনে' কোন উপন্যাসের উক্তি?
ⓚ শেষের কবিতা ⓚ নন্দিত নরকে
ⓖ কবি ⓖ শ্রীকান্ত
উ: গ

৪৯. 'রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি'। পঙ্‌ক্তিটি কার?
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ⓚ অমিয় চক্রবর্তী
ⓖ জীবনানন্দ ⓖ ডি এল রায়
উ: ক

৫০. 'বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।' উক্তিটি কার?
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ⓖ প্রমথ চৌধুরী ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম
উ: ঘ

৫১. 'আসমানের তারা সাক্ষী/সাক্ষী এই জমিনের ফুল' কার পঙ্‌ক্তি?
ⓚ শামসুর রাহমান ⓚ নির্মলেন্দু গুণ
ⓖ আহসান হাবীব ⓖ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
উ: গ

৫২. 'কাসেমের যুদ্ধযাত্রা' গল্পে 'হে করুণাময় জগদীশ্বর! কাসেমকে রক্ষা করিও' কে বলেছেন?
ⓚ হাসনেবানু ⓚ হোসেন
ⓖ সখিনা ⓖ নাজমা
উ: ক

৫৩. 'আনন্দের ধর্ম এই যে তা সংক্রামক' উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
ⓚ যৌবনের গান ⓚ অপরাহ্নের গল্প
ⓖ সাহিত্যে খেলা ⓖ কলিমদ্দি দফাদার
উ: গ

৫৪. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' পঙ্‌ক্তিটির উৎস কী?
ⓚ রবীন্দ্র সঙ্গীত ⓚ নজরুল সঙ্গীত
ⓖ লালন গীতি ⓖ হাসন রাজার গান
উ: গ

৫৫. 'পাছে লোকে কিছু বলে' এ বিখ্যাত লাইনটির স্রষ্টা কে?
ⓚ বিহারীলাল চক্রবর্তী ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ গোবিন্দচন্দ্র দাস ⓖ কামিনী রায়
উ: ঘ

৫৬. 'কতরূপ স্নেহ করি/দেশের কুকুর ধরি/বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' চরণটি কোন কবির?
ⓚ ঈশ্বরগুপ্ত ⓚ বিহারীলাল চক্রবর্তী
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম
উ: ক

৫৭. 'শেওলা- দিঘির শীতল অতল নীরে/ মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে।' এ কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ–
ⓚ অন্ধবধূ ⓚ নারী
ⓖ পল্লি জননী ⓖ জন্মভূমি
উ: ক

৫৮. 'এ কী অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী' চরণটি কোন কবির?
ⓚ আবদুল হাকিম ⓚ ডি. এল. রায়
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম
উ: ঘ

৫৯. 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা।' কোন কবির রচনার অংশ?
ⓚ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ লালন শাহ ⓖ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
উ: ঘ

৬০. 'প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,/স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে।' চরণ দুটির রচয়িতা–
ⓚ শেখ ফজলল করিম ⓚ আবু ইসহাক
ⓖ ইব্রাহীম খাঁ ⓖ সৈয়দ শামসুল হক
উ: ক

৬১. 'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করে তোলে যা তাই সাহিত্য' এ বক্তব্য কার?
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ মুহম্মদ আবদুল হাই
ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম ⓖ রূপরাম চক্রবর্তী
উ: ক

৬২. 'হুলিয়া' কবিতাটি কে লিখেছেন?
ⓚ কাজী নজরুল ইসলাম ⓚ শামসুর রাহমান
ⓖ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ⓖ নির্মলেন্দু গুণ
উ: ঘ

৬৩. কোনটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কাব্যগ্রন্থ?
ⓚ একমুঠো ⓚ ধানখেত
ⓖ সাঁঝের মায়া ⓖ সাত সাগরের মাঝি
উ: খ

৬৪. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কী?
ⓚ ভ্রমণকাহিনি ⓚ উপন্যাস
ⓖ কাব্যগ্রন্থ ⓖ নাটক
উ: গ

৬৫. নিচের কোন কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের লেখা?
ⓚ আসাদের শার্ট ⓚ হুলিয়া
ⓖ কবর ⓖ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ
উ: গ

৬৬. বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক–
ⓚ মামুনুর রশীদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রশীদ হায়দার
ⓚ আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, সৈয়দ জামিল আহমেদ
ⓖ আতাউর রহমান, সৈয়দ জামিল আহমেদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
ⓖ নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ, ফেরদৌসী রহমান
উ: খ

৬৭. নাট্যকার সেলিম আল দীন ঢাকার কোন নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
ⓚ নাট্যকেন্দ্র ⓚ ঢাকা থিয়েটার
ⓖ থিয়েটার তোপখানা ⓖ থিয়েটার
উ: খ

৬৮. 'নেমেসিস' কোন ধরনের রচনা?
ⓚ নাটক ⓚ উপন্যাস
ⓖ গল্প ⓖ কবিতা
উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

৬৯. 'নাসিরউদ্দীন ইউসুফ' একজন–
ⓚ নাট্যনির্দেশক ⓚ অভিনেতা
ⓖ কবি ⓖ অর্থনীতিবিদ উ: ⓚ

৭০. 'বিবি কুলসুম' কার রচনা?
ⓚ মোজাম্মেল হক ⓚ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ⓖ মীর মশাররফ হোসেন ⓖ কাজী ইমদাদুল হক উ: ⓖ

৭১. বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক–
ⓚ কুলীনকুলসর্বস্ব ⓚ ভদ্রার্জুন
ⓖ নীলদর্পণ ⓖ কৃষ্ণকুমারী উ: ⓖ

৭২. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লিখিত নাটকের নাম?
ⓚ অবিশ্বাস্য ⓚ আদিগন্ত
ⓖ পুরুষমেধ ⓖ বহিপীর উ: ⓖ

৭৩. বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক সামাজিক নাটক–
ⓚ কৃষ্ণকুমারী ⓚ নীল-দর্পণ
ⓖ প্রফুল্ল ⓖ কুলীনকুলসর্বস্ব উ: ⓖ

৭৪. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন ধরনের রচনা?
ⓚ গল্প ⓚ কবিতা
ⓖ উপন্যাস ⓖ কাব্যনাটক উ: ⓖ

৭৫. আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক কোনটি?
ⓚ এলেবেলে ⓚ নেমেসিস
ⓖ কোকিলারা ⓖ মধুমালা উ: ⓖ

৭৬. কোনটি সেলিম আল দীনের নাটক নয়?
ⓚ গণনায়ক ⓚ কিত্তনখোলা
ⓖ সংবাদ কার্টুন ⓖ হাত হদাই উ: ⓚ

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' কী ধরনের রচনা?
ⓚ গল্প ⓚ কবিতা
ⓖ নাটক ⓖ রম্যরচনা উ: ⓖ

৭৮. নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর পেশা কী ছিল?
ⓚ অভিনয় করা ⓚ অধ্যাপনা
ⓖ ওকালতি ⓖ সাংবাদিকতা উ: ⓚ

৭৯. গ্রিক ট্র্যাজেডির মর্মবাণী–
ⓚ অবিবেচনাপ্রসূত ত্রুটি ⓚ অমোঘ বিধি
ⓖ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ⓖ অন্তহীন পাপবোধ উ: ⓚ

৮০. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' কী ধরনের রচনা?
ⓚ উপন্যাস ⓚ চিত্রকর্ম
ⓖ চলচ্চিত্র ⓖ নাটক উ: ⓚ

৮১. কোন উপন্যাসগুচ্ছ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের?
ⓚ শুভদা, শেষের পরিচয়, পথের দাবী
ⓚ দত্তা, দেনাপাওনা, বামুনের মেয়ে
ⓖ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, যতিভঙ্গ, মেজদিদি
ⓖ আরোগ্যনিকেতন, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি উ: ⓖ

৮২. 'প্রথম আলো' উপন্যাসটি কার লেখা?
ⓚ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ⓚ সমরেশ মজুমদার
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ মতিউর রহমান উ: ⓚ

৮৩. 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' কে লিখেছেন–
ⓚ নাসরীন জাহান ⓚ সেলিনা হোসেন
ⓖ নূরজাহান বেগম ⓖ পূরবী বসু উ: ⓚ

৮৪. কোনটি শরৎচন্দ্রের রচনা?
ⓚ কৃষ্ণকান্তের উইল ⓚ বৈকুণ্ঠের উইল
ⓖ তিথিডোর ⓖ নন্দিত নরকে উ: ⓚ

৮৫. 'খোয়াবনামা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ⓚ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ⓚ গল্পগ্রন্থ
ⓖ ধর্মগ্রন্থ ⓖ উপন্যাস উ: ⓖ

৮৬. 'চিহ্ন' উপন্যাসের লেখক–
ⓚ প্রেমেন্দ্র মিত্র ⓚ শওকত ওসমান
ⓖ জহির রায়হান ⓖ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উ: ⓖ

৮৭. 'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ⓚ অমিয়ভূষণ মজুমদার ⓚ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ⓖ সতীনাথ ভাদুড়ী ⓖ কানাই কুণ্ডু উ: ⓖ

৮৮. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ⓚ শামসুদ্দীন আবুল কালাম ⓚ আবু জাফর শামসুদ্দীন
ⓖ আবু ইসহাক ⓖ রাবেয়া খাতুন উ: ⓚ

৮৯. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো বেশিরভাগ কোথায় রচিত?
ⓚ উত্তরবঙ্গে ⓚ দক্ষিণবঙ্গে
ⓖ পূর্ববঙ্গে ⓖ পশ্চিমবঙ্গে উ: ⓖ

৯০. হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' কোন ধরনের রচনা?
ⓚ কাব্যগ্রন্থ ⓚ উপন্যাস
ⓖ ছোটগল্প ⓖ ভ্রমণকাহিনি উ: ⓖ

৯১. প্রবন্ধের বাহন কী?
ⓚ কাহিনি ⓚ সংলাপ
ⓖ বিষয়বস্তু ⓖ চরিত্র উ: ⓖ

৯২. 'বিচিত চিন্তা' কার লেখা?
ⓚ হুমায়ুন আজাদ ⓚ আহমদ শরীফ
ⓖ এনামুল হক ⓖ আবুল ফজল উ: ⓚ

৯৩. নিচের কোনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ?
ⓚ জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ⓚ রানুর প্রথমভাগ
ⓖ বাঙালির হাসির গল্প ⓖ বাংলার কাব্য উ: ⓖ

৯৪. 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থটি কার?
ⓚ আনিসুজ্জামান ⓚ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ⓖ আবদুল গাফফার চৌধুরী ⓖ বদরুদ্দীন উমর উ: ⓖ

৯৫. 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থের লেখক কে?
ⓚ আহমদ কবির ⓚ আহমদ শরীফ
ⓖ হাসান হাফিজুর রহমান ⓖ আহমদ ছফা উ: ⓖ

৯৬. 'সনেট পঞ্চাশৎ' কার রচনা?
ⓚ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ⓖ আবদুল কাদির ⓖ প্রমথ চৌধুরী উ: ⓖ

CamScanner

৯৭. 'দেশে বিদেশে' বইটিতে কোন শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে?
ⓚ কাবুল ⓚh রিয়াদ
ⓖ লাহোর ⓖh কলকাতা
উ: ক

৯৮. 'প্রেম যখন সর্বস্ব' গ্রন্থটি কোন লেখকের রচনা?
ক) জসীমউদদীন খ) সৈয়দ আলী আহসান
গ) সানাউল হক ঘ) ইব্রাহীম খাঁ
উ: খ

৯৯. 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' এর প্রধান উপজীব্য কী?
ক) ইতিহাস খ) মুক্তিযুদ্ধ
গ) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ঘ) সাঁওতাল বিদ্রোহ
উ: ক

১০০. 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' এর প্রধান বিষয় কী?
ক) প্রেম খ) দেশপ্রেম
গ) গ্রামীণ কুসংস্কার ঘ) বিশ্বযুদ্ধ
উ: গ

১০১. 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
ক) ৭ মার্চের ঘটনা খ) '৭১ এর বিজয়ের ঘটনা
গ) ২৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ঘটনা ঘ) ৩ মার্চের পরের ঘটনা
উ: গ

১০২. 'পথের দাবী' উপন্যাসের মূল বক্তব্য কী?
ক) বিপ্লবীর আদর্শ খ) দেশমুক্তি
গ) জাতিমুক্তি ঘ) উন্মুক্ত জীবন
উ: ক

১০৩. বাংলাদেশের রণসংগীত কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত?
ক) ভাঙার গান খ) সন্ধ্যা
গ) বিষের বাঁশি ঘ) অগ্নি-বীণা
উ: খ

১০৪. 'কবর' কবিতাটির আঙ্গিক সম্পর্কে কোনটি প্রযোজ্য?
ক) ছড়া খ) ক্ষুদ্রাকার কবিতা
গ) দীর্ঘ কবিতা ঘ) সনেট
উ: গ

১০৫. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের বিষয় কী?
ক) ভাষা আন্দোলন খ) মুক্তিযুদ্ধ
গ) স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন ঘ) রাজশাহী ছাত্র-আন্দোলন
উ: খ

১০৬. 'পরিশীলিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়' রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত কে?
ক) প্যারীচাঁদ মিত্র খ) সুকুমার রায়
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) সৈয়দ মুজতবা আলী
উ: ঘ

১০৭. কোন উপন্যাসটিতে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র রয়েছে?
ক) জননী খ) সারেং বৌ
গ) কাঁদো নদী কাঁদো ঘ) জোছনা ও জননীর গল্প
উ: খ

১০৮. আত্মভাবপ্রধান কবিতা হলো–
ক) মহাকাব্য খ) গীতিকবিতা
গ) চিত্রকাব্য ঘ) ব্যঙ্গকাব্য
উ: খ

১০৯. কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য কোনটি?
ক) মহাভারত খ) ইলিয়াড
গ) সোনার তরী ঘ) মহাশ্মশান
উ: ঘ

১১০. কোন কাব্যের সুর প্রকৃতি ও নারী প্রেম?
ক) খণ্ডকাব্য খ) গীতিকাব্য
গ) মহাকাব্য ঘ) প্রণয়কাব্য
উ: খ

১১১. সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) পরানের গহীন ভিতর খ) খণ্ডিত গৌরব
গ) মানচিত্র ঘ) ক্রন্দসী ও আত্মজা
উ: ক

১১২. কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির?
ক) নীল-দর্পণ ও বিষাদ-সিন্ধু খ) লালসালু ও বলাকা
গ) গীতাঞ্জলি ও অগ্নি-বীণা ঘ) ডাকঘর ও শ্রীকান্ত
উ: গ

১১৩. 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
ক) জিয়া হায়দার খ) আল মাহমুদ
গ) সিকদার আমিনুল হক ঘ) ওমর আলী
উ: খ

১১৪. 'কবর' কবিতায় দাদুর শ্বশুরবাড়ি কোন গাঁয়ে?
ক) কদমতলী খ) বাদামতলী
গ) উজানতলী ঘ) পলাশতলী
উ: গ

১১৫. 'চাষাভূষার কাব্য' কার লেখা?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) মনসুর বয়াতী
গ) গোলাম কুদ্দুস ঘ) নির্মলেন্দু গুণ
উ: ঘ

১১৬. শহীদ কাদরীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) সঞ্চিতা খ) তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা
গ) ধূসর পাণ্ডুলিপি ঘ) সোনালী কাবিন
উ: খ

১১৭. বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য কে রচনা করেন?
ক) নবীনচন্দ্র সেন খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) কায়কোবাদ ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
উ: ঘ

১১৮. মহাকাব্য ন্যূনতম কয় সর্গে হয়?
ক) ছয় খ) আট
গ) নয় ঘ) এগারো
উ: খ

১১৯. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদক কে?
ক) E.M.Milford খ) W.B. Yeats
গ) Wordsworth ঘ) John Milton
উ: ক

১২০. 'কাচাঁ ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া'। কবি কার প্রসঙ্গে বলেছেন?
ক) সাজু খ) রুপাই
গ) মুলি ঘ) সোজন
উ: খ

১২১. 'নবান্ন' কবিতাটির রচয়িতা কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) অক্ষয়কুমার বড়াল
গ) জীবনানন্দ দাশ ঘ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
উ: ঘ

১২২. 'উত্তরাধিকার' কাব্যের কবি কে?
ক) শামসুর রাহমান খ) হাসান হাফিজুর রহমান
গ) আল মাহমুদ ঘ) শহীদ কাদরী
উ: খ

১২৩. 'কবর' কবিতাটি কোন ধরনের রচনা?
ক) চতুর্দশপদী কবিতা খ) শোককবিতা
গ) রাখালী কবিতা ঘ) রূপক কবিতা
উ: খ

১২৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি কোন বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত?
ক) নীল বিদ্রোহ খ) সাঁওতাল বিদ্রোহ
গ) চাকমা বিদ্রোহ ঘ) কৃষক বিদ্রোহ
উ: খ

১২৫. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয়–
ক) চট্টগ্রাম থেকে খ) ঢাকা থেকে
গ) কলকাতা থেকে ঘ) ময়মনসিংহ থেকে
উ: খ

CamScanner

১২৬. বাংলায় প্রথম কুরআন শরীফ অনুবাদ করেন কে?
ⓚ আকরম খাঁ ⓛ গিরীশ ঘোষ
ⓖ গিরিশচন্দ্র সেন ⓘ ইউসুফ আলী
উ: ⓖ

১২৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস–
ⓚ হুতোম প্যাঁচার নকশা ⓛ করুণা ও ফুলমণির বিবরণ
ⓖ আলালের ঘরের দুলাল ⓘ কোনোটিই নয়
উ: ⓘ

১২৮. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস–
ⓚ আলালের ঘরের দুলাল ⓛ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ
ⓖ হুতোম প্যাঁচার নকশা ⓘ কৃষ্ণকান্তের উইল
উ: ⓚ

১২৯. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি?
ⓚ রাজবন্দীর জবানবন্দী ⓛ ব্যথার দান
ⓖ বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী ⓘ অগ্নি-বীণা
উ: ⓖ

১৩০. কায়কোবাদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ⓚ বিরহ বিলাপ ⓛ ছাড়পত্র
ⓖ রাত্রিশেষ ⓘ রাখালী
উ: ⓚ

১৩১. জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
ⓚ বনলতা সেন ⓛ রূপসী বাংলা
ⓖ ঝরা পালক ⓘ ধূসর পাণ্ডুলিপি
উ: ⓖ

১৩২. দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম প্রকাশিত নাটক কোনটি?
ⓚ নীল-দর্পণ ⓛ জামাই বারিক
ⓖ কমলে কামিনী ⓘ নবীন তপস্বিনী
উ: ⓚ

১৩৩. ভাষা আন্দোলনের নাটক কোনটি?
ⓚ কবর ⓛ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
ⓖ জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন ⓘ ওরা কদম আলী
উ: ⓚ

১৩৪. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর তাৎপর্য–
ⓚ বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত করা
ⓛ বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
ⓖ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
ⓘ হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে দুর্বল ভাষাকে রক্ষা করা
উ: ⓘ

১৩৫. মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের বিষয়বস্তু কী?
ⓚ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ⓛ ৪৭ এর দেশ বিভাগ
ⓖ ৫২ এর ভাষা আন্দোলন ⓘ ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
উ: ⓖ

১৩৬. 'মাগো ৮ই ফাল্গুনের কথা আমরা ভুলি নাই' এ ফাল্গুন খ্রিষ্টাব্দের কত সাল স্মরণ করায়?
ⓚ ১৯৭১ ⓛ ১৯৬৬
ⓖ ১৯৬৯ ⓘ ১৯৫২
উ: ⓘ

১৩৭. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক?
ⓚ কবর ⓛ নরকে লাল গোলাপ
ⓖ বন্দি শিবির থেকে ⓘ সবগুলো
উ: ⓛ

১৩৮. 'একাত্তরের দিনগুলি' কার রচনা?
ⓚ অরুন্ধতী রায় ⓛ মনিকা আলী
ⓖ জাহানারা ইমাম ⓘ রিজিয়া রহমান
উ: ⓖ

১৩৯. কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক?
ⓚ চিলেকোঠার সেপাই ⓛ জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা
ⓖ খেলারাম খেলে যা ⓘ নন্দিত নরকে
উ: ⓛ

একাদশ-দ্বাদশ 'সাহিত্যপাঠ'র শব্দার্থ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অলিন্দ	চাতাল;বারান্দা	অমোঘ	অব্যর্থ;সার্থক;অবশ্যম্ভাবী
অলোক	অসাধারণ	অশনি	বজ্র
অনন্বয়	অসংলগ্ন	অজিন	পশুচর্ম
অরাতি	শত্রু	অনূপ	বিল
অদ্রীশ	হিমালয়	অধিকর্মা	তত্ত্বাবধায়ক
আঁচর	অঞ্চল, আঁচল	আতান্তর	বিপদ
আওরত	নারী	আবাহন	নিমন্ত্রণ
আলান	খুঁটি, হাতি বাঁধার থাম	আসার	প্রবল বর্ষণ
আমানি	পান্তাভাতের পানি	আত্মাভিমানী	অহংকারী
আদাওতি	শত্রুতা;বিদ্বেষ	আস্পর্ধা	দর্প;দুঃসাহস
আহাজারি	হাহাকার	আনাড়ি	অনিপুণ
আঁজি	রেখা	ইরম্মদ	মেঘ/বজ্র/হাতি
ইন্দিবর	পদ্ম	ইরা	পৃথিবী
ইলা	পৃথিবী	ইমন	মিশ্ররাগিনী
ইন্দু	চাঁদ	উচ্ছ্বসিত	প্রকাশিত
উদীচী	উত্তর দিক	উপচয়	বৃদ্ধি
উদক	জল	উষ্ণীষ	পাগড়ি
উদগীথ	বেদমন্ত্র;বৈদিক স্তোত্রগান	উপদ্রব	অহেতুক উৎপাত
উৎপল	পদ্ম	উপল	শিলা
উৎকর্ণ	কান খাড়া করে আছে এমন	উন্মনা	ব্যাকুল
উর্ণনাভ	মাকড়সা	ঊর্মি	তরঙ্গ
করারে	প্রতিজ্ঞায়	কূপমণ্ডুক	কুয়োর ব্যাঙ। অল্পজ্ঞ
কাঁচুলি	বক্ষবস্ত্র	কেতন	পতাকা
কুঞ্জর	হাতি	কল্লোলিনী	স্রোতস্বিনী
কুরঙ্গ	হরিণ	কনক	স্বর্ণ
কুহু	অমাবস্যা	কপোল	গাল
কন্দর	পর্বতের গুহা	কস্মিনকালে	কোনো সময়ে
কৃশর	খিচুড়ি	কবরী	খোপা
কৃষ্ণবর্ত্মা	অগ্নি	কটক	সৈন্য
কৃষীবল	কৃষক	কুজ	মঙ্গলগ্রহ
কোক	চক্রবাক	কাঞ্চন	স্বর্ণ
কবন্ধ	মুণ্ডহীন ধড়	করীষ	ঘুঁটে
কঞ্জ	পদ্মফুল	কর্বূর	দানব
কুর্দন	আনন্দে লাফালাফি করা	কৈফিয়ত	জবাবদিহি
ক্ষৌণীশ	রাজা	ক্ষোণি	পৃথিবী
ক্ষণপ্রভা	বিজলি	ক্ষিতিভৃৎ	পাহাড়
ক্ষণদা	রাত্রি	ক্ষেম	কল্যাণ
ক্ষপা	রাত্রি	খাঁই	আকাঙ্ক্ষা;উচ্চাভিলাষ
খঞ্জর	চাকু, ছুরি	খতরনাক	বিপজ্জনক;মারাত্মক
খন্দ	ফসল, শস্য; ফসলের মৌসুম	খাম	খুঁটি
খাদি	ভক্ষক	খতর	ভয়
জার	শীত; ঠান্ডা	জঠর	পেট। উদর
জইর	অত্যাচার	ঝিউড়ি	কন্যা
ঝুট	মিথ্যা	ঝঞ্ঝাবাতে	ঝড়ের বাতাসে
তনু	দেহ	তন্তুবায়	তাঁতি
তাপহর	উত্তাপ দূর করে এমন	তকদির	ভাগ্য
তাপাংশ	তাপের অংশ;তাপমাত্রা	তাত	কাকা;চাচা

CamScanner

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
দেয়া	আকাশ;মেঘ	দেমাক	অহংকার;গর্ব
না-হক	ন্যায়সঙ্গত নয় এমন	না-বেহক	অন্যায় নয় এমন
নিবীত	ওড়না	নীরধি	সমুদ্র
নির্ঋতি	অলক্ষ্মী	নির্বর্ষ	বৃষ্টিশূন্য
নিবিদ	বৈদিক মন্ত্রবিশেষ	নড়ি	লাঠি
নির্ঘৃণ	নির্লজ্জ	নির্বাত	বায়ুহীন
পরিহরি	পরিহার করে	পাণ্ডু	ফ্যাকাশে;মলিন
পুষ্কর	পদ্ম	পূষা	সূর্য
পামর	পাপিষ্ঠ	পরাহত	ব্যাহত
প্রগলভ	দাম্ভিক	পিনাক	শিবের ধনুক
ফরমান	বাণী; সংবাদ; খবর	ফতুর	নিঃস্ব;সর্বস্বান্ত
বিদেহ	অশরীরী	বিস্রংস	পতন
ভাস্বান	উজ্জ্বল	ভানু	সূর্য
ভুঞ্জিতে	ভোগ করতে	ভ্রূকুটি	ক্ষোভ
ভূভৃৎ	পাহাড়	মেদিনী	পৃথিবী
ময়ূখমালী	সূর্য	মাগগি	দুর্মূল্য
রাজীব	পদ্ম	রোচিষ্ণু	মার্জিত
রায়ট(riot)	দাঙ্গা; মারামারি	রোনাজারি	আহাজারি করে কান্না
রিরংসা	কাম	রেস্ত	পুঁজি
রোদসী	পৃথিবী ও স্বর্গ	রাতুল	লাল
লোকায়ত	প্রচলিত বিশ্বাস	ভোগার্হ	সম্পত্তি
শম্পা	বিদ্যুৎ	শকল	মাছের আঁশ
শতচ্ছদ	পদ্ম	শটন	পচে যাওয়া
শৈলেন্দ্র	হিমালয়	শুকপাখি	টিয়া পাখি
সীমন্তক	সিঁদুর	সৃতি	গমন
সহস্রদল	পদ্ম	সয়া	সখীর স্বামী
হরিষে	আনন্দে	হরিৎ	সবুজ
হেম	স্বর্ণ	হিরণ্যরেতা	সূর্য
হতোদ্যম	নিরুদ্যম;উদ্যমহীন	হুজ্জত	গোলমাল;হাঙ্গামা

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'অব্যূঢ়' এর অর্থ– [NU-Science : 11-12]
(ক) প্রৌঢ় (খ) নবীন
(গ) অবিবাহিত (ঘ) নিগূঢ় উঃ (গ)

০২. 'সারমেয়' শব্দের অর্থ– [NU-Science : 10-11]
(ক) উৎকৃষ্ট সার (খ) সারাংশ
(গ) সারবান (ঘ) কুকুর উঃ (ঘ)

০৩. 'পয়জার' শব্দের অর্থ- [NU-Science : 09-10]
(ক) প্রস্তাব (খ) বরবাদ
(গ) উৎপাদন (ঘ) পাদুকা উঃ (ঘ)

০৪. 'কূপমণ্ডূক' শব্দের বিশিষ্টার্থ- [NU-Science : 09-10]
(ক) সংকীর্ণমনা ব্যক্তি (খ) কুয়ার ব্যাঙ
(গ) অলস (ঘ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি উঃ (ক)

০৫. 'রোয়াব' শব্দের অর্থ – [NU-Science : 06-07]
(ক) গর্জন (খ) ক্রন্দন
(গ) সম্ভ্রম (ঘ) ভোজন উঃ (গ)

০৬. 'ইঙ্গুদী' শব্দের অর্থ – [NU-Science : 04-05]
(ক) অঙ্গুলি (খ) এক ধরনের গাছ
(গ) আঁখ (ঘ) উড়িধান উঃ (খ)

০৭. 'শমস-উল-ওলামা'র শাব্দিক অর্থ – [NU-Science : 04-05]
(ক) আরবির পণ্ডিত (খ) জ্ঞানীদের মধ্যে সূর্য
(গ) মাদ্রাসার শিক্ষক (ঘ) বড় আলেম উঃ (খ)

০৮. 'নীবার'-এর শব্দার্থ – [NU-Science : 03-04]
(ক) নিবারণ (খ) নেওয়া
(গ) ফসল (ঘ) তৃণধান্য উঃ (ঘ)

০৯. 'অন্যতম' শব্দের অর্থ – [NU-Science : 03-04]
(ক) উল্লেখযোগ্য (খ) অনেকের মধ্যে এক
© গুরুত্বপূর্ণ (ঘ) অন্যজন উঃ (খ)

১০. 'পরভৃত' শব্দটির অর্থ- [NU-Science : 02-03]
(ক) পরের ভৃত্য (খ) কোকিল
(গ) পরগাছা (ঘ) কাক উঃ (খ)

১১. 'কুশীলব' শব্দটির অর্থ কী? [NU-Science : 01-02]
(ক) অভিনেতা (খ) পরিচালক
(গ) প্রকৌশলী (ঘ) কুশলী উঃ (ক)

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'অপরিচিতা' গদ্যে 'মনু' শব্দের অর্থ কী? [JU-D : 21-22]
(ক) শাস্ত্রপ্রণেতা (খ) শিশু
(গ) স্রষ্টা (ঘ) লক্ষ্মী উঃ (ক)

০২. 'ফল্গু' কী? [RU-A : 23-24]
(ক) হোলি খেলায় ব্যবহৃত ফ্লাগ (খ) পাহাড়ি ঝর্ণা
(গ) অন্তঃসলিলা নদী (ঘ) পয়লা ফাল্গুনের উৎসবের গান উঃ (গ)

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী? [CU-B : 23-24]
(ক) সকাল (খ) দুপুর
(গ) বিকাল (ঘ) সন্ধ্যা উঃ (ঘ)

০৪. 'মৃদঙ্গ' শব্দের অর্থ– [BSMRSTU-G : 17-18]
(ক) এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র (খ) অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি
(গ) এক ধরনের খনিজ ধাতু (ঘ) কিশলয়যুক্ত কচি ডাল উঃ (ক)

০৫. 'উচ্ছুগ্গু' শব্দের অর্থ– [DU-C: 11-12]
(ক) উচ্ছন্ন (খ) উৎসব
(গ) উচ্ছৃঙ্খল (ঘ) উৎসর্গ উঃ (ঘ)

০৬. 'ধুচুনি' হলো– [DU-C: 04-05]
(ক) বাঁশের ঝুড়ি (খ) মাটির পাতিল
(গ) পিঠা (ঘ) চুলা উঃ (ক)

০৭. 'মালো' শব্দের অর্থ– [JU-IBA : 10-11]
(ক) মুচি (খ) মলয়ের অধিবাসী
(গ) সাপের ওঝা (ঘ) মা উঃ (গ)

০৮. 'রম্ভার কাঁদি' অর্থ- [RU-A : 23-24; DU-C : 05-06]
(ক) কলার ছড়া (খ) অকর্মণ্য ব্যক্তি
(গ) উত্তীর্ণ হওয়া (ঘ) কাঁটা জাতীয় গাছ উঃ (ক)

০৯. 'চল্লিশের কোঠা' অর্থ– [GST-C : 21-22]
(ক) চল্লিশ বছর (খ) চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত
(গ) চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত (ঘ) চল্লিশ–একচল্লিশ বছর উঃ (গ)

১০. 'আহ্বান' গল্পে 'দাওয়া' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [IU-H : 17-18]
(ক) বারান্দা (খ) দালান
(গ) মেঝে (ঘ) উঠান উঃ (ক)

CamScanner

১১. 'রোয়াক' শব্দের অর্থ হলো- [DU-7 : 17-18]
ক চৌকাঠ খ বারান্দা
গ দরজা ঘ জানালা উ: [illegible]

১২. 'বেওয়া' শব্দের অর্থ কী? [DU-7 : 22-23]
ক সধবা খ বিধবা
গ বেটি ঘ প্রৌঢ় উ: [illegible]

১৩. 'রেইনকোট' গল্পে 'মিলিটারি' শব্দটির মানে হলো- [JU-C : 21-22]
ক মুক্তিকামী খ রাষ্ট্রবিরোধী
গ বিপজ্জনক ঘ সামরিক উ: [illegible]

১৪. 'মাধবী' অর্থ- [DU-D : 11-12]
ক মধুপ খ মধুমালতী
গ বাসন্তী ফুল ঘ মধুকর উ: [illegible]

১৫. '[illegible]' শব্দের অর্থ কী? [RU-B 17-18]
ক সম্মান খ তাড়াতাড়ি
গ দীর্ঘস্থির ঘ ঝটিতি উ: [illegible]

১৬. 'সবার সমান আছি শক্তির আহবে' 'বিদ্রোহের প্রতি বেদনার' কবিতায় 'আহবে' অর্থ : [DU-A : 18-19]
ক রাজ্য খ যুদ্ধ
গ সম্মান ঘ বিভীষণ উ: [illegible]

১৭. 'মজলুম' শব্দের অর্থ হলো- [RU-C 07-08, CU-C : 07-08]
ক নিষ্পাপ খ অসহায়
গ জর্জরিত ঘ অত্যাচারিত উ: [illegible]

১৮. 'রোনাজারি' শব্দের অর্থ- [RU-C : 12-13; BUP-C : 12-13]
ক শোক গীতি খ কান্না
গ ক্রোধ ঘ বেদনা উ: [illegible]

১৯. 'কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিষাদ শর্বরী' এখানে শর্বরী অর্থ হলো- [RU-C : 07-08]
ক মেঘ খ অন্ধকার
গ রাত্রি ঘ চাঁদ উ: [illegible]

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'কেন কবি আজ এমন উন্মনা তুমি'- এখানে 'উন্মনা' শব্দের 'উৎ' যে অর্থ বহন করে-
ক ঊর্ধ্ব খ নিচু
গ ভিতর ঘ বাহির উ: [illegible]

০২. 'তাহারেই মনে পড়ে' কবিতায় ব্যবহৃত 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী?
ক কুয়াশা খ চাদর
গ শরীর ঘ উত্তর দিক উ: [illegible]

০৩. 'রচিয়া লহ না আজও গীতি' এখানে 'না' কী অর্থে ব্যবহৃত?
ক অনুরোধ খ উপদেশ
গ নিষেধ ঘ তিরস্কার উ: [illegible]

০৪. 'দুয়ার' শব্দটির উৎস-
ক দ্বার খ দার
গ দরজা ঘ ফটক উ: [illegible]

০৫. 'হে কবি নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়' এখানে 'নীরব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-
ক স্তব্ধ খ নিশ্চুপ
গ উচ্ছ্বাসহীন ঘ উদাসীন উ: [illegible]

০৬. 'পুষ্পারতি' শব্দের অর্থ কী?
ক বসন্তকাল খ প্রদীপ
গ ফুলের গয়না ঘ ফুলের বন্দনা উ: [illegible]

০৭. 'শয়ন-ভবন' কী?
ক দেবালয় খ যমালয়
গ শয়নালয় ঘ বাসরালয় উ: [illegible]

০৮. সনেট কী?
ক কবিতার রূপকল্পের নাম খ ছন্দের নাম
গ কবিতার নাম ঘ অলংকারের নাম উ: [illegible]

০৯. 'অমরাবতী' কী?
ক স্বর্গ খ নরক
গ আনন্দ ঘ বেদনা উ: [illegible]

১০. 'রামানুজ' শব্দটির অর্থ কী?
ক রামের অনুসারী খ রাম থেকে জন্ম
গ রামের সঙ্গে বনবাসকারী ঘ রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ উ: [illegible]

১১. 'অরিন্দম' শব্দটির অর্থ কী?
ক শত্রু দমনকারী খ বন্ধু
গ আত্মীয় ঘ চোর উ: [illegible]

১২. 'খরপরশা' শব্দের আভিধানিক অর্থ-
ক খরস্রোত খ ধারালো বর্শা
গ তীব্র গতি ঘ তীক্ষ্ণ তীর উ: [illegible]

১৩. 'খরপরশা' শব্দের অর্থ-
ক তীব্র স্রোত খ অত্যন্ত টক
গ থৈ থৈ জল ঘ শাণিত বর্শা উ: [illegible]

১৪. 'তরুছায়ামসী-মাখা'-এই শব্দবন্ধে 'মসী' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ছবি খ কলম
গ কালো রং ঘ সবুজাভ উ: [illegible]

১৫. 'আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'-এখানে 'সোনার ধান' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক তুচ্ছার্থে খ বৃহদার্থে
গ ব্যঞ্জনার্থে ঘ সাধারণ অর্থে উ: [illegible]

১৬. 'সোনার তরী' কবিতায় 'ক্ষুরধারা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ক্ষুরের মতো ধারালো স্রোত খ ধারালো ক্ষুর বিশেষ
গ ক্ষুরের মতো দেখতে ঘ প্রবল স্রোত উ: [illegible]

১৭. 'লহ' শব্দের অর্থ-
ক নাও খ রক্ত
গ লক্ষ কর ঘ দাও উ: [illegible]

১৮. 'মম বাঁশরীর তানে পাশরি আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।' এখানে 'পাশরি' শব্দের অর্থ
ক পাশ কাটিয়ে যাওয়া খ প্রবেশ করা
গ বিস্মৃত হওয়া ঘ আপ্লুত হওয়া উ: [illegible]

১৯. 'কন্দর' শব্দের অর্থ কী?
ক পর্বতের চূড়া খ উপত্যকা
গ পর্বতের গুহা ঘ মরুভূমি উ: [illegible]

২০. 'হল' শব্দের অর্থ হচ্ছে-
ক বৈঠা খ ধনুক
গ লাঙল ঘ বারুদ উ: [illegible]

CamScanner

১১. 'রোয়াক' শব্দের অর্থ হলো– [DU-7 : 17-18]
ⓚ চৌকাঠ ⓚ দাওয়া
ⓖ দরজা ⓘ জানালা
উ: খ

১২. 'বেওয়া' শব্দের অর্থ কী? [DU-7 : 22-23]
ⓚ সধবা ⓚ বিধবা
ⓖ মোটা ⓘ প্রশস্ত
উ: খ

১৩. 'রেইনকোট' গল্পে 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দটির মানে হলো- [JU-C : 21-22]
ⓚ দুষ্কৃতকারী ⓚ রাষ্ট্রবিরোধী
ⓖ বিপদজনক ⓘ সমর্থক
উ: ক

১৪. 'মাধবী' অর্থ– [DU-D: 11-12]
ⓚ মধুকর ⓚ মধুমালতী
ⓖ বাসন্তী ফুল ⓘ মধুময়
উ: গ

১৫. 'ফওরন' শব্দের অর্থ কী? [IU-B 17-18]
ⓚ ফরমান ⓚ তাড়াতাড়ি
ⓖ ধীরস্থির ⓘ ফরিয়াদি
উ: খ

১৬. 'লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে' 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'আহব' অর্থ : [DU-A : 18-19]
ⓚ রাবণ ⓚ যুদ্ধ
ⓖ লক্ষ্মণ ⓘ বিভীষণ
উ: খ

১৭. 'মজলুম' শব্দের অর্থ হলো- [RU-C 07-08; CU-C : 07-08]
ⓚ বিপদাপন্ন ⓚ অসহায়
ⓖ জনপ্রিয় ⓘ অত্যাচারিত
উ: ঘ

১৮. 'রোনাজারি' শব্দের অর্থ– [RU-C : 12-13; BUP-C : 12-13]
ⓚ শোক গীতি ⓚ কান্না
ⓖ ক্রোধ ⓘ বেদনা
উ: খ

১৯. 'কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিষাদ শর্বরী' এখানে শর্বরী অর্থ হলো- [RU-C : 07-08]
ⓚ মেঘ ⓚ অন্ধকার
ⓖ রাত্রি ⓘ চাঁদ
উ: গ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'কেন কবি আজ এমন উন্মনা তুমি'– এখানে 'উন্মনা' শব্দের 'উৎ' যে অর্থ বহন করে–
ⓚ উঁচু ⓚ নিচু
ⓖ ভিতর ⓘ বাহির
উ: ঘ

০২. 'তাহারেই মনে পড়ে' কবিতায় ব্যবহৃত 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ কুয়াশা ⓚ চাদর
ⓖ সমীর ⓘ উত্তর দিক
উ: খ

০৩. 'রচিয়া লহ না আজও গীতি' এখানে 'না' কী অর্থে ব্যবহৃত?
ⓚ অনুরোধ ⓚ উপদেশ
ⓖ নিষেধ ⓘ তিরস্কার
উ: ক

০৪. 'দুয়ার' শব্দটির উৎস–
ⓚ দ্বার ⓚ দার
ⓖ দরজা ⓘ ফটক
উ: ক

০৫. 'হে কবি নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়' এখানে 'নীরব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–
ⓚ স্তব্ধ ⓚ নিশ্চুপ
ⓖ উচ্ছ্বাসহীন ⓘ উদাসীন
উ: ঘ

০৬. 'পুষ্পারতি' শব্দের অর্থ কী? [
ⓚ বসন্তকাল ⓚ প্রদীপ
ⓖ ফুলের গহনা ⓘ ফুলের বন্দনা
উ: ঘ

০৭. 'শমন-ভবন' কী?
ⓚ দেবালয় ⓚ যমালয়
ⓖ যক্ষালয় ⓘ বাসবালয়
উ: খ

০৮. সনেট কী?
ⓚ কবিতার রূপকল্পের নাম ⓚ ছন্দের নাম
ⓖ কবিতার নাম ⓘ অলংকারের নাম
উ: ক

০৯. 'অমরাবতী' কী?
ⓚ স্বর্গ ⓚ নরক
ⓖ আনন্দ ⓘ বেদনা
উ: ক

১০. 'রামানুজ' শব্দটির অর্থ কী?
ⓚ রামের অনুসারী ⓚ রাম থেকে জন্ম
ⓖ রামের সঙ্গে বসবাসকারী ⓘ রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ
উ: ঘ

১১. 'অরিন্দম' শব্দটির অর্থ কী?
ⓚ শত্রু দমনকারী ⓚ বন্ধু
ⓖ আত্মীয় ⓘ চোর
উ: ক

১২. 'খরপরশা' শব্দের আভিধানিক অর্থ–
ⓚ খরস্রোত ⓚ ধারালো বর্শা
ⓖ তীব্র গতি ⓘ তীক্ষ্ণ তীর
উ: খ

১৩. 'খরপরশা' শব্দের অর্থ–
ⓚ তীব্র স্রোত ⓚ অত্যন্ত টক
ⓖ থৈ থৈ জল ⓘ শাণিত বর্শা
উ: ঘ

১৪. 'তরুছায়ামসী-মাখা'-এই শব্দবন্ধে 'মসী' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ ছুরি ⓚ কলম
ⓖ কালো রং ⓘ সবুজাভ
উ: গ

১৫. 'আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'-এখানে 'সোনার ধান' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ তুচ্ছার্থে ⓚ বৃহদার্থে
ⓖ ব্যঞ্জনার্থে ⓘ সাধারণ অর্থে
উ: গ

১৬. 'সোনার তরী' কবিতায় 'ক্ষুরধারা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [
ⓚ ক্ষুরের মতো ধারালো স্রোত ⓚ ধারালো ক্ষুর বিশেষ
ⓖ ক্ষুরের মতো দেখতে ⓘ প্রবল স্রোত
উ: ক

১৭. 'লহ' শব্দের অর্থ–
ⓚ নাও ⓚ রক্ত
ⓖ লক্ষ কর ⓘ দাও
উ: ক

১৮. 'মম বাঁশরীর তানে পাশরি আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।' এখানে 'পাশরি' শব্দের অর্থ হচ্ছে–
ⓚ পাশ কাটিয়ে যাওয়া ⓚ প্রবেশ করা
ⓖ বিস্মৃত হওয়া ⓘ আপ্লুত হওয়া
উ: গ

১৯. 'কন্দর' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ পর্বতের চূড়া ⓚ উপত্যকা
ⓖ পর্বতের গুহা ⓘ মরুভূমি
উ: গ

২০. 'হল' শব্দের অর্থ হচ্ছে–
ⓚ বৈঠা ⓚ ধনুক
ⓖ লাঙল ⓘ বারুদ
উ: গ

CS CamScanner

বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ অধ্যায় ১

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

স্বরবর্ণের উচ্চারণ

'অ'

➤ অ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম। যথা : [অ] এবং [ও]। সাধারণ বা স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ [অ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে [অ] কখনো কখনো [ও]-এর মতো বা সংবৃত উচ্চারিত হয়।

'অ'-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- অ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণের উদাহরণ : অনেক [অনেক], কথা [কথা], অনাথ [অনাথ্], অনাচার [অনাচার্], অটল [অটল্], কলম [কলোম্]।
- শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন : অনাচার [অনাচার্]।
- 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ব অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন : অমানিশা [অমানিশা]।
- পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন : যত [জতো]।
- সহার্থে বা সহিত অর্থে আদ্য অ এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন : সবিনয় [শবিনয়্], সতীর্থ [শতির্‌থো], সসীম [শশিম্]

আদ্য 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- অ বর্ণের সংবৃত বা 'ও' এর মতো উচ্চারণের উদাহরণ : অতি [ওতি], অনু [ওনু], পক্ষ [পোক্‌খো], অদ্য [ওদ্‌দো], মন [মোন্], অত্যাচার [ওত্‌তাচার্], গ্রহ [গ্রোহো], ব্রত [ব্রোতো], রক্ষিত [রোক্‌খিতো], মোহ [মোহো]।
- শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর ই-কার, ঈ-কার কিংবা উ-কার বা ঊ-কার থাকে তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : অভিধান [ওভিধান্], নদী [নোদি], অনুরোধ [ওনুরোধ্] ইত্যাদি।
- শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : কন্যা [কোন্‌না] ইত্যাদি।
- শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ঋ'-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : মসৃণ [মোসৃন্], বক্তৃতা [বোক্‌তৃতা] ইত্যাদি।
- আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ' থাকলে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন : দক্ষ (দোক্‌খো), রক্ষা [রোক্‌খা]।
- শব্দের প্রথমে অ-যুক্ত 'র'-ফলা থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন : ক্রম [ক্রোম্], গ্রন্থ [গ্রোন্‌থো], প্রভাত [প্রোভাত্] ইত্যাদি।

অন্ত্য 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- একাক্ষর শব্দের প্রথমে 'অ' এবং পরে দন্ত্য 'ন' থাকলে 'ও' কারের মতো উচ্চারণ হয়। যেমন : মন [মোন্], বন [বোন্] ইত্যাদি।
- তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ' সাধারণত 'ও'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : আদর [আদোর্], বেতন [বেতোন্], ওজন [ওজোন্] ইত্যাদি।
- 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষণ পদের শেষ 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : উপনীত [উপোনিতো], নত [নতো] ইত্যাদি।
- শব্দান্তে যুক্তবর্ণ থাকলে অন্তিম 'অ' সাধারণত ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : পদ্য [পোদ্‌দো], চিহ্ন [চিন্‌হো] ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির আগে 'ং' থাকলে 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : কংস [কঙ্‌শো], ধ্বংস [ধঙ্‌শো] ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির পূর্বে 'র' ফলা (্র) বা 'ঋ' কার (ৃ) থাকলে শেষের 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : বিকৃত [বিক্‌কৃতো], মৃত [মৃতো], কৃশ [কৃশো] ইত্যাদি।
- বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্ত্য 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : বিবাহ [বিবাহো], বিরহ [বিরহো] ইত্যাদি।

'আ'

➤ স্বাভাবিক উচ্চারণ : আ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ [আ] : আকাশ [আকাশ্], রাত [রাত্], আলো [আলো]।

- [আ] জ্ঞ-এর সঙ্গে থাকলে [অ্যা]-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : জ্ঞান [গ্যাঁন্], জ্ঞাত [গ্যাঁতো], জ্ঞাপন [গ্যাঁপোন্]।

ই, ঈ

- [ই] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে ই এবং ঈ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম : দিন [দিন্], দীন [দিন্], বিনা [বিনা], বীণা [বিনা]।

উ, ঊ

- [উ] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে : উ এবং ঊ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম : উচিত [উচিত্], ঊষা [উশা], ঊনিশ [উনিশ্], ঊনবিংশ [উনোবিঙ্‌শো]।

'ঋ'

- ঋ বর্ণের উচ্চারণ [রি]- এর মতো : ঋতু [রিতু], ঋণ [রিন্], কৃষক [ক্রিশক্], দৃশ্য [দ্রিশ্‌শো]।

'এ'

✍ 'এ' বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম। [এ] এবং [অ্যা]। সাধারণ বা সংবৃত উচ্চারণ [এ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে এ কখনো কখনো [অ্যা] বা বিবৃত উচ্চারিত হয়।

'এ' ধ্বনির সংবৃত (এ) উচ্চারণ :

- এ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ : একটি [এক্‌টি], দেশ [দেশ্], এলো [এলো]।
- শব্দের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে ইত্যাদি।
- একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : কে, সে, যে।
- 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : বেলুন [বেলুন্] ইত্যাদি।
- তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন : প্রেম [প্রেম্], শেষ [শেশ্] ইত্যাদি।
- 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেহ [দেহো], কেহ [কেহো], কেষ্ট [কেশ্‌টো] ইত্যাদি।

'এ' ধ্বনির বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ :

- এ বর্ণের [অ্যা] উচ্চারণ: একটা [অ্যাক্‌টা], বেলা [ব্যালা], খেলা [খ্যালা]।
- দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো) ইত্যাদি।
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : খেমটা (খ্যাম্‌টা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা) ইত্যাদি।
- অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধ্বনির আগের 'এ' ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন : চেংড়া (চ্যাঙ্‌ড়া), খেংড়া (খ্যাঙ্‌ড়া) ইত্যাদি।
- এক, এগারো, তেরো– এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, 'এক' যুক্ত শব্দেও 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : একচোট [অ্যাক্‌চোট্] ইত্যাদি।

'ঐ'

- ঐ বর্ণের উচ্চারণ [ওই] : ঐকিক [ওইকিক্], তৈল [তোইলো]।

'ও'

- ও বর্ণের উচ্চারণ [ও] : ওল [ওল্], বোধ [বোধ্]।

'ঔ'

- ঔ বর্ণের উচ্চারণ [ওউ] : ঔষধ [ওউশধ্], মৌমাছি [মোউমাছি]।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

➤ ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সাধারণত নিজ নিজ ধ্বনি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন : কলা, খর, বল, নাচ শব্দের ক, খ, ব, ন ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে [ক], [খ], [ব], [ন] ইত্যাদি। তবে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ নিজ নিজ ধ্বনি থেকে আলাদা। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

'ঞ' বর্ণের উচ্চারণ

ঞ বর্ণের নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই। স্বতন্ত্র ব্যবহারে [ইঁ]-এর মতো আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনে [ন্]-এর মতো উচ্চারিত হয় : মিঞা [মিয়াঁ], চঞ্চল [চন্‌চল্], গঞ্জ [গন্‌জো]।

পুরাতন ব্যাকরণ (নবম-দশম) অনুযায়ী 'ঞ'-এর উচ্চারণ তিন রকম হয় :

- স্বতন্ত্র ঞ : ইঁঅ- এর মতো : মিঞ (মিঁয়ো), মিঞা (মিঁয়া)।
- যুক্ত ঞ + চ + ছ + জ + ঝ : ন– এর মতো : অঞ্চল (অন্‌চল্), বাঞ্ছা (বান্‌ছা), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা)।
- যুক্ত জ +ঞ : গঁ বা গ্গঁ– এর মতো : জ্ঞান (গ্যাঁন্), যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ)।

'ণ' বর্ণের উচ্চারণ

ণ বর্ণের উচ্চারণ [ন্] : কণা [কনা], বাণী [বানি], হরিণ [হোরিন্]।

'ব' ফলা (্ব)

☞ 'ব' বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ব]। তবে ফলা হিসেবে এই বর্ণের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য আছে।

ক. শব্দের আদিতে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : ত্বক (তক্), স্বত্ব [শোত্তো], স্বাধীন [শাধিন্], স্বদেশ [শদেশ্], ধ্বনি [ধোনি], শ্বাস [শাশ্], স্বাদ [শাদ্], স্বাগত [শাগতো] ইত্যাদি।

খ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটে। যেমন : অশ্ব [অশ্শো], বিশ্বাস [বিশ্শাশ্], পক্ব [পক্কো], বিদ্বান [বিদ্দান্], রাজত্ব [রাজোত্তো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : সান্ত্বনা [শান্তোনা], উজ্জ্বল [উজ্জল্], উচ্ছ্বাস [উচ্ছাশ্], তত্ত্ব [তত্তো], সমুজ্জ্বল [শমুজ্জল্], অন্তর্দ্বন্দ্ব [অন্তরদন্দো] ইত্যাদি।

ঘ. 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' [দ]-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার 'ব' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : উদ্বোধন [উদ্বোধোন্], উদ্বাহু [উদ্বাহু], উদ্বমন [উদ্বমোন্], উদ্বিগ্ন [উদ্বিগ্নো], উদ্বেগ [উদ্বেগ্], উদ্বৃত্ত [উদ্বৃত্তো], উদ্বাস্তু [উদ্বাস্তু] ইত্যাদি।

ঙ. বাংলা শব্দে সন্ধির ফলে 'ক' থেকে আগত 'গ'-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ঐ ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ঋগ্বেদ [রিগ্বেদ্], দিগ্বিদিক [দিগ্বিদিক্], দিগ্বালিকা [দিগ্বালিকা], দিগ্বলয় [দিগ্বলয়], দিগ্বিজয় [দিগ্বিজয়]।

চ. ম-এর সঙ্গে ব-ফলা-যুক্ত হলে সে 'ব' উচ্চারিত হয়। যেমন : অম্বল [অম্বোল্], প্রতিবিম্ব [প্রোতিবিম্বো], গম্বুজ [গোম্বুজ], লম্ব [লম্বো], শম্বুক [শোম্বুক্], সম্বল [শম্বল্] ইত্যাদি।

'ম' ফলা (্ম)

☞ 'ম' ফলা উচ্চারণের কতিপয় নিয়ম : ম বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ম]।

ক. শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনযুক্ত ম-ফলা থাকলে সে 'ম' উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে তা সানুনাসিক [অঁ] এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : শ্মশান (শঁশান্), স্মরণ (শঁরোন্), স্মারক (শাঁরোক্)।

খ. ব্যতিক্রম : শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল'-এর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে সেই 'ম' ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন : যুগ্ম [জুগ্মো], জন্ম [জন্মো], গুল্ম [গুল্মো], উন্মাদ [উন্মাদ্], বাগ্মী [বাগ্মি], বাঙ্ময় [বাঙ্ময়], চিন্ময় [চিন্ময়], কুট্মল [কুট্মল্], সম্মান (শম্মান্), মৃন্ময় [মৃন্ময়], বাল্মীকি [বাল্মিকি] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের 'ম' উচ্চারিত হয় না, ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : আত্মীয় [আত্তিঁয়ো], পদ্ম [পদ্দোঁ], ভস্ম [ভশ্শোঁ], আত্মা [আত্তাঁ] ইত্যাদি।

ঘ. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : সূক্ষ্ম [শুক্খোঁ], লক্ষ্মী [লোক্খিঁ]।

ঙ. বাংলায় কতিপয় ম-ফলা যুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে যাদের ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন : স্মিত [স্মিতো], সুস্মিতা [সুস্মিতা], আয়ুষ্মতী [আয়ুশ্মোতি]।

'য' ফলা (্য)

☞ য বর্ণের উচ্চারণ [জ]। যেমন : যদি [জোদি], যিনি [জিনি], সূর্য [শুর্জো]। তবে য-ফলা থাকলে স্বরের উচ্চারণে পরিবর্তন হয়। যেমন : ব্যতীত [বেতিতো], ব্যথা [ব্যাথা]।

ক. শব্দের আদিতে য-ফলা যুক্ত হলে য-ফলা যুক্ত বর্ণটির উচ্চারণে সাধারণত 'অ্যা' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যর্থ [ব্যার্থো], ব্যাঘাত [ব্যাঘাত্], খ্যাত [খ্যাতো], ব্যাকরণ [ব্যাকরোন্], শ্যামল [শ্যামোল্], ন্যস্ত [ন্যাস্তো], ব্যবধান [ব্যাবোধান্]।

খ. শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যতিক্রম [বেতিক্ক্রোম], ব্যথিত [বেথিতো], ব্যতীত [বেতিতো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মাঝখানে বা শেষে য-ফলা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়, যেমন : উদ্যম [উদ্দম্], গদ্য [গোদ্দো], অদ্য (ওদ্দো), সভ্য (শোব্ভো), কন্যা (কোন্না), লভ্য (লোব্ভো), পণ্য (পোন্নো), তথ্য (তোত্থো), নব্য (নোব্বো), বাধ্য (বাদ্ধো)

⊡ কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকা 'য'-এর কোনো উচ্চারণ হয় না, যেমন : সন্ধ্যা [শোন্ধা], স্বাস্থ্য [শাস্থো], অর্ঘ্য [আর্ঘো], স্বাস্থ্য [শাস্থো), সন্ন্যাসী [শোন্নাশি], অন্ত্য [অন্তো], বন্ধ্যা [বোন্ধা], কণ্ঠ্য [কন্ঠো], মর্ত্য [মোর্তো] ইত্যাদি।

'র' ফলা (্র)

☞ র বর্ণের উচ্চারণ [র]। তবে র-ফলা হিসেবে এর উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে। যেমন :

ক. শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হলে ঐ র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), ব্রত [ব্রোতো], গ্রহ [গ্রোহো], শ্রমিক [শ্রোমিক], ক্রম [ক্রোম্], প্রধান [প্রোধান্], প্রমাণ [প্রোমান্], ভ্রম [ভ্রোম্], প্রহসন [প্রোহোশন্], প্রতিদান [প্রোতিদান্]।

খ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : মাত্র [মাত্ত্রো], বিদ্রোহ [বিদ্দ্রোহো], যাত্রী [জাত্ত্রি]। পরিশ্রম [পোরিস্স্রোম্), বিগ্রহ [বিগ্গ্রোহো], বিচিত্র [বিচিত্ত্রো], তীব্র [তিব্ব্রো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : কেন্দ্র [কেন্দ্রো], শাস্ত্র [শাস্ত্রো], বস্ত্র [বস্ত্রো], মন্ত্র [মন্ত্রো], অস্ত্র [অস্ত্রো], রন্ধ্র [রন্ধ্রো], যান্ত্রিক [জান্ত্রিক্], রবীন্দ্র [রোবিন্দ্রো], তান্ত্রিক [তান্ত্রিক]

'ল' ফলা (্ল)

☞ 'ল' ফলা উচ্চারণের কতিপয় নিয়ম :

ক. শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ক্লান্তি [ক্লান্তি], প্লাবন [প্লাবোন্], ক্লেশ [ক্লেশ্], ম্লান [ম্লান্], গ্লীহা [প্লিহা], গ্লাস [গ্লাস্], প্লাস্টিক [প্লাস্টিক্] ইত্যাদি।

খ. শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব [বিপ্প্লব্], অক্লেশে [অক্ক্লেশে], অম্লান (অম্ম্লান্), অক্লান্ত [অক্ক্লান্তো], আত্মগ্লানি [আত্তোঁগ্লানি], বিশ্লিষ্ট [বিশ্লিশ্টো], শুক্লা [শুক্ক্লা] ইত্যাদি।

'শ' বর্ণের উচ্চারণ

শ কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। ষ বর্ণের উচ্চারণ সব সময়ে [শ]।

শ বর্ণের [শ] উচ্চারণ : শত [শতো], শসা [শশা]।

শ বর্ণের [স] উচ্চারণ : শ্রমিক [স্রোমিক্], শ্রদ্ধা [স্রোদ্ধা]।

'ষ' বর্ণের উচ্চারণ

ষ বর্ণের [শ] উচ্চারণ : ভাষা [ভাশা], ষোলো [শোলো]।

'স' বর্ণের উচ্চারণ

স বর্ণের [শ] উচ্চারণ : সাধারণ [শাধারোন্], সামান্য [শামান্নো]।

স বর্ণের [স] উচ্চারণ : আস্তে [আস্তে], সালাম [সালাম্]।

কতিপয় শব্দের প্রমিত উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অভিমান	ওভিমান্	অনুকূল	ওনুকুল্
অরণ্য	অরোন্নো	অনুগ্রহ	ওনুগ্গ্রোহো
অনুশাসন	ওনুশাশোন্	অধ্যাপক	ওদ্ধাপোক্
অফুরন্ত	অফুরন্তো	অর্ঘ/অর্ঘ্য	অর্ঘো
আত্মীয়	আত্তিঁয়ো	অন্তর্দৃষ্টি	অনতোর্দৃশটি
অপরাহ্ন	অপোরান্হো	অভিজ্ঞ	ওভিগ্গোঁ
অধ্যবসায়	ওদ্ধোবশায়	অনভ্যাস	অনোব্ভ্যাশ্
অনন্যোপায়	অনোন্নোপায়	অনুষ্ঠান	ওনুশ্ঠান্
অত্যুক্তি	ওত্তুক্তি	অব্যক্ত	অব্ব্যাক্তো
অধিকতর	ওধিকোতরো	আহ্লাদ	আল্হাদ্
অন্যতম	ওন্নোতমো	অনুভূতি	ওনুভুতি
অধিকার	ওধিকার্	অজ্ঞাত	অগ্গ্যাঁতো
অধীন	ওধিন্	অসভ্য	অশোব্ভো
অত্যন্ত	ওত্তোন্তো	অধ্যাত্ম	ওদ্ধাত্তোঁ
অক্ষাংশ	ওক্খাংশো	অনূর্ধ্ব	অনুর্ধো
অক্ষাগ্র	ওক্খাগ্গ্রো	অন্যূন	অনন্নুনো
অজ্ঞান	অগ্গ্যাঁন্	অজ্ঞ	অগ্গোঁ
অক্ষম	অক্খম্	অব্যয়	অব্বয়
অন্যায়	অন্ন্যায়	অকথ্য	অকোত্থো
অধ্যুষিত	ওদ্ধুশিতো	অমসৃণ	অমোস্সৃন্
অতুল	ওতুল/অতুল	অকস্মাৎ	অকোশ্শাঁত্
অগত্যা	অগোত্তা	অর্ঘ্য	অর্ঘো
অন্তঃসার	অন্তোশ্শার্	অপসৃত	অপোস্সৃতো
অদক্ষ	অদোক্খো	অদ্বিতীয়	অদ্দিতিয়ো
অনৈক্য	অনোইক্কো	অত্যুক্তি	ওত্তুক্তি
অকালপক্ব	অকাল্পক্কো	অন্তঃশীলা	অন্তোশ্শিলা
অকৃতঘ্ন	অকৃতঘ্নো	অন্তরিক্ষ	অন্তোরিক্খো

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অক্ষয়	অক্‌খয়	অধ্যয়ন	ওদ্‌ধয়ন্
অক্ষি	ওক্‌খি	অনুরাগ	ওনুরাগ্
অঘ্রাণ	অগ্‌ঘ্রান্	আকস্মিক	আকোশ্‌শিক
অচলায়তন	অচলায়োতন্	আহ্বায়ক	আওভায়োক্
অখ্যাত	অক্‌খ্যাতো	উদ্‌বন্ধন	উদ্‌বন্‌ধোন্
আশ্চর্য	আশ্‌চোর্‌জো	উদ্‌বোধন	উদ্‌বোধোন্
আত্মশ্লাঘা	আতোঁশ্লাঘা	উন্মার্গ	উন্‌মারগো
ইতিহাস	ইতিহাশ্	ঈশান	ইশান্
ঈশ্বর	ইশ্‌শর্	ঋষি	রিশি
উদ্‌বেলিত	উদ্‌বেলিতো	ঋতু	রিতু
উচ্ছৃঙ্খল	উচ্‌ছিঙ্‌খল্	উন্মত্ত	উন্‌মত্‌তো
উচ্চতর	উচ্‌চোতরো	উৎকৃষ্ট	উত্‌কৃশ্‌টো
উদ্যত	উদ্‌দতো	উন্নাসিক	উন্‌নাশিক্
উপাত্ত	উপাত্‌তো	উচ্চতম	উচ্‌চোতমো
উদ্যোক্তা	উদ্‌দোক্‌তা	উপগ্রহ	উপোগ্‌গ্রোহো
উদ্‌বৃত্ত	উদ্‌বৃত্‌তো	একবিংশ	একোবিংশো
উৎকৃষ্ট	উত্‌কৃশ্‌টো	কল্যাণ	কোল্‌ল্যান্
উত্থান	উত্‌থান্	কায়স্থ	কায়োস্‌থো
ঊর্ধ্ব	উর্‌ধো	উহ্য	উজ্‌ঝো
একতারা	অ্যাক্‌তারা	কাশ্মীর	কাশ্‌মির্
একগুঁয়ে	অ্যাক্‌গুঁয়ে	একতা	এ্যাকোতা
ওতপ্রোত	ওতোপ্‌প্রোতো	কেমন	ক্যামোন্
কাষ্ঠ	কাশ্‌ঠো	কিংবদন্তি	কিঙ্‌বদোন্‌তি
কর্তব্য	করতোব্‌বো	কৃষিজীবী	কৃশিজিবি
কস্মিন	কোশ্‌শিন্	কস্মিনকালে	কোশ্‌শিন্‌কালে
কৃচ্ছ্র	কৃচ্‌ছো	গণতন্ত্র	গনোতন্‌ত্রো
গণ্ডগ্রাম	গন্‌ডোগ্‌গ্রাম্	গ্রীষ্ম	গ্রিশ্‌শো
গুল্ম	গুল্‌মো	গ্রাহ্য	গ্রাজ্‌ঝো
গীতাঞ্জলি	গিতান্‌জোলি	জ্ঞেয়	গেঁও
ছদ্ম	ছদ্‌দো	জ্ঞান	গ্যাঁন্
জ্ঞাপক	গ্যাঁপক্	জ্ঞাপিত	গ্যাঁপিতো
জ্ঞাতি	গ্যাঁতি	ঘনশ্রুতি	ঘনোস্‌সুতি
চলচ্চিত্র	চলোচ্‌চিত্‌ত্রো	দাহ্য	দাজ্‌ঝো
চৌদ্দ	চোদ্‌দো	চট্টগ্রাম	চট্‌টোগ্‌গ্রাম
চক্রবাক	চক্‌ক্রোবাক্	চরিত্র	চোরিত্‌ত্রো
জনসংখ্যা	জনোশোঙ্‌খা	জ্যামিতি	জ্যামিতি
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি	জ্যোৎস্না	জোত্‌স্‌না
জীবাশ্ম	জিবাশ্‌শোঁ	জনশ্রুতি	জনোস্‌সুতি
জ্যোতিষ্ক	জোতিশ্‌কো	তপস্বী	তপোশ্‌শি
তন্ত্র	তন্‌ত্রো	ত্যক্ত	ত্যাক্‌তো
তরুণ	তোরুন্	তক্ষক	তোক্‌খক্
তথাকথিত	তথাকোথিতো	ত্রিকালদর্শী	ত্রিকাল্‌দোর্‌শি
ততোধিক	ততোধিক্	তত্ত্বীয়	তোত্‌তিয়ো
ত্রস্ত	ত্রোস্‌তো	দুঃসাহস	দুশ্‌শাহোশ্
দ্রব্য	দ্রোব্‌বো	দ্রোহ	দ্রোহো
দুঃখ	দুক্‌খো	দুঃসময়	দুশ্‌শময়্
দর্শনীয়	দরশোনিয়ো	দন্ত্য	দন্‌তো
দ্বন্দ্ব	দন্‌দো	দ্বিত্ব	দিত্‌তো
দাসত্ব	দাশত্‌তো	দূরদৃষ্ট	দুরদৃশ্‌টো
দারিদ্র্য	দোরিদ্‌দ্রো	ধ্যান	ধ্যান্
ধৃত	ধৃতো	ধ্রুপদি	ধ্রুপোদি
নিশ্চিত	নিশ্‌চিতো	নিঃসন্তান	নিশ্‌শন্‌তান্
নৈবেদ্য	নোইবেদ্‌দো	ন্যস্ত	নস্‌তো

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
নিঃসঙ্গ	নিশ্‌শংগো	নীলাম্বরি	নিলাম্‌বোরি
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায়শংগতো	নম্র	নম্‌ম্রো
নিকৃষ্ট	নিকৃশ্‌টো	নশ্বর	নশ্‌শর্
নিঃসম্বল	নিশ্‌শম্‌বল্	নৈর্ঋত	নোইর্‌রিত্
নিভৃত	নিভৃতো	পথ্য	পোত্‌থো
নৃত্য	নৃত্‌তো	প্রত্যয়	প্রোত্‌তয়্
প্রগতি	প্রোগোতি	পাষাণ	পাশান্
প্রাণপণ	প্রানপোন্	প্রত্যঙ্গ	প্রোত্‌তঙ্‌গো
পরিতুষ্ট	পোরিতুশ্‌টো	প্রকৃষ্ট	প্রোকৃশ্‌টো
প্রিয়তম	প্রিয়োতমো	প্রবন্ধ	প্রোবন্‌ধো
প্রশস্তি	প্রোশোস্‌তি	প্রশস্ত	প্রোশস্‌তো
পথচারী	পথোচারী	পর্যন্ত	পোর্‌জোন্‌তো
পত্তন	পত্‌তোন্	প্রথম	প্রোথম্
প্রৌঢ়	প্রোউঢ়ো	প্রক্ষেপ	প্রোক্‌খেপ্
প্রশ্ন	প্রোস্‌নো	প্রমা	প্রোমা
প্রজ্বলিত	প্রোজ্‌জোলিতো	প্রতিজ্ঞা	প্রোতিগ্‌গাঁ
প্রশ্রয়	প্রোস্‌স্রয়্	প্রণাম	প্রোনাম্
বিব্রত	বিব্‌ব্রোতো	বিশ্লেষণ	বিস্‌লেশন্
বাস্তবিক	বাস্‌তোবিক্	বিচ্ছেদ	বিচ্‌ছেদ্
বণ্টন	বন্‌টোন্	ব্যতীত	বেতিতো
বন্য	বোন্‌নো	ব্রত	ব্রোতো
ব্যবসায়	ব্যাবোশায়্	ব্যর্থ	ব্যার্‌থো
বিন্যাস	বিন্‌নাশ্	বাস্তব	বাস্‌তোব্
বিষবৃক্ষ	বিশোবৃক্‌খো	বিপক্ষ	বিপোক্‌খো
বিখ্যাত	বিক্‌খ্যাতো	ব্যতিক্রম	বেতিক্‌ক্রোম্
বনভোজন	বোন্‌ভোজোন্	বিন্যস্ত	বিন্‌নস্‌তো
বৃহত্তর	বৃহত্‌তরো	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্‌হান্‌ডো
বংশজ	বঙ্‌শোজো	বিমিশ্র	বিমিস্‌স্রো
বিস্তৃত	বিস্‌তৃতো	বাহ্যিক	বাজ্‌ঝিক্
ব্যগ্র	ব্যাগ্‌গ্রো	ব্যবসা	ব্যাব্‌শা
বিত্ত	বিত্‌তো	বৈশাখ	বোইশাখ্
বনস্পতি	বনোশ্‌পোতি	প্লাবন	প্লাবোন্
বঞ্চিত	বোন্‌চিতো	বন্যা	বোন্‌না
বিশেষজ্ঞ	বিশেশগ্‌গোঁ	বক্ষ	বোক্‌খো
বহুব্রীহি	বোহুব্‌ব্রিহি	বিস্ময়	বিশ্‌শঁয়
বুভুক্ষা	বুভুক্‌খা	ব্যাকুল	ব্যাকুল্
বশ্যতা	বোশ্‌শোতা	বাহ্য	বাজ্‌ঝো
ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্‌হোপুত্‌ত্রো	ব্যবচ্ছেদ	ব্যাবোচ্‌ছেদ
বিস্মরণ	বিশ্‌শঁরোন্	ব্যাহত	ব্যাহতো
ব্যক্তি	বেক্‌তি	ব্যবস্থা	ব্যাবোস্‌থা
ব্যথিত	বেথিতো	ব্যক্ত	ব্যাক্‌তো
ব্যতিক্রম	বেতিক্‌ক্রোম্	ব্যষ্টি	বেশ্‌টি
বিবস্ত্র	বিবস্‌ত্রো	বিধ্বস্ত	বিদ্‌ধস্‌তো
বিহ্বল	বিওভল্	ভর্তুকি	ভোর্‌তুকি
ভয়ঙ্কর	ভয়োঙ্‌কর্	ভ্রষ্ট	ভ্রোশ্‌টো
ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্	ভাঙন	ভাঙ্‌গোন্
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুশ্‌পুত্‌ত্রো	মারাত্মক	মারাত্‌তোঁক্
মৌন	মোউনো	ব্যাপ্তি	ব্যাপ্‌তি
মন্ত্র	মন্‌ত্রো	মহত্ত্ব	মহোত্‌তো
মন্ত্রণালয়	মন্‌ত্রোনালয়্	মঙ্গল	মঙ্‌গোল্
মৈনাক	মোইনাক্	যক্ষ	জোক্‌খো
যজ্ঞ	জোগ্‌গোঁ	যকৃৎ	জকৃত্
যৌথ	জোউথো	যক্ষ্মা	জক্‌খাঁ
যেমন	জ্যামোন্	রৈখিক	রোইখিক্

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
যখন	জখোন্	লভ্য	লোব্ভো
যাত্রা	জাত্‌রা	যন্ত্রণা	জন্‌ত্রোনা
রুক্মিণী	রুক্‌কিঁনি	লেহ্য	লেজ্‌ঝো
রঙিন	রোঙ্‌গিন্	রম্য	রোম্‌মো
রহস্য	রহোশ্‌শো	রক্ষক	রোক্‌খোক্
লোচন	লোচন্	শৈল	শোইলো
লক্ষণ	লোক্‌খোন্	লাবণ্য	লাবোন্‌নো
লক্ষ্য	লোক্‌খো	লঙ্ঘন	লঙ্‌ঘোন্
লোকগীতি	লোকোগিতি	শল্য	শোল্‌লো
শ্রবণ	স্রোবোন্	শনাক্ত	শনাক্‌তো
শুভক্ষণ	শুভোক্‌খোন্	শিক্ষক	শিক্‌খক্
শুক্রবার	শুক্‌ক্রোবার্	শেওলা	শ্যাওলা
শূর্পণখা	শুর্‌পোনখা	শৃঙ্গ	সৃংগো
শ্রেষ্ঠ	স্রেশ্‌ঠো	শ্রুতি	স্রুতি
শ্মশ্রু	শোস্‌স্রু	শ্লথ	স্লথো
শ্লেষ	স্লেশ্	সস্ত্রীক	শস্‌ত্রিক্
শ্রদ্ধা	স্রোদ্‌ধা	সজ্ঞান	শগ্‌গ্যাঁন্
সম্প্রতি	শম্‌প্রোতি	সর্বত্র	শর্‌রোত্‌ত্রো
সংক্ষিপ্ত	শোঙ্‌খিপ্‌তো	সর্বস্ব	শর্‌বোশ্‌শো
স্বর্গ	শর্‌গো	সঙ্কুচিত	শোঙ্‌কুচিতো
সম্পর্ক	শম্‌পর্‌কো	সহৃদয়	শহৃদয়
সমীরণ	শোমিরন্	সমীক্ষা	শোমিক্‌খা
সমূহ	শোমুহো	সতী	শোতি
সমিতি	শোমিতি	সম্ভাষণ	শম্‌ভাশন্
সম্মিলিত	শম্‌মিলিতো	স্রষ্টা	স্রোশ্‌টা
সন্নিকট	শন্‌নিকট্	সন্ন্যাস	শোন্‌ন্যাশ্
সম্প্রীতি	শম্‌প্রিতি	সমুদ্র	শমুদ্‌দ্রো
সমুন্নত	শমুন্‌নতো	সমীচীন	শোমিচিন্
সমৃদ্ধি	সম্‌মৃদ্‌ধি	সম্পূর্ণ	শম্‌পুর্‌নো
সমুত্থিত	শমুত্‌থিতো	সম্পূরিত	শম্‌পুরিতো
সৌন্দর্য	শোউন্‌দোর্‌জো	সংকীর্ণ	শংকির্‌নো
সর্বোত্তম	শর্‌বোত্‌তম্	স্রোতঃস্বতী	স্রোতোশ্‌শোতি
সদ্য	শোদ্‌দো	স্নিগ্ধ	স্নিগ্‌ধো
সবিনয়	শবিনয়	সংক্ষিপ্ত	শংখিপ্‌তো
স্মার্ত	শাঁর্‌তো	সংবর্ত	শংবর্‌তো
স্বীকৃতি	শিক্‌কৃতি	সহ্য	শোজ্‌ঝো
স্বজন	শজোন্	স্মৃতিসৌধ	সৃঁতিশোউধো
সহস্র	শহোস্‌স্রো	স্বায়ত্তশাসন	শায়ত্‌তোশাশোন্
সংবর্ধনা	শংবর্‌ধোনা	স্নেহ	স্নেহো
ষড়ঋতু	শড়োরিতু	হ্রস্ব	রশ্‌শো

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'আহ্বান' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [NU-Science : 09-10]
ⓚ আহ্বান ⓚ আহব্‌বান
ⓖ আওভান্ ⓖ আহভভান উ: গ

০২. 'অসত্য' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ – [NU-Science : 02-03]
ক) অসইত্‌ত খ) অসইত্‌তো
গ) অশত্‌ত ঘ) অশোত্‌তো উ: ঘ

০৩. 'অসহ্য' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ– [NU-Science : 01-02]
ক) অশোজ্‌ঝো খ) অসয্য
গ) অশোয্য ঘ) অসজ্‌ব উ: ক

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ঙ'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [GST-A : 23–24]
ক) উঁঅ খ) ওয়ো
গ) ওঅ ঘ) উমঅঁ উ: ক

০২. 'জয়ধ্বনি' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [GST-A : 23–24]
ক) জয়োধনি খ) জয়োদ্‌ধনি
গ) জয়োদ্‌ধোনি ঘ) জয়ধোনি উ: গ

০৩. 'উদ্বুদ্ধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে- [GST-A : 22-23]
ক) উদবুদধো খ) উদবুধধো
গ) উদ্‌বুদ্‌ধো ঘ) উদবুদ্‌দো উ: গ

০৪. 'ন্যূনতম' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [GST-A : 21-22]
ক) নূ্নতম খ) নুনতমো
গ) নুনোতমো ঘ) নুনোতম উ: গ

০৫. 'পরাঙ্মুখ' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ–[GST-A : 20-21]
ক) পরাম্‌মুখ খ) পরাংমুখ্
গ) পরাঙ্‌মুখ্ ঘ) পোরাম্‌মুখ্ উ: গ

০৬. 'তিতিক্ষা' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [NSTU-B : 19-20]
ক) তিতিক্‌খা খ) তি্‌কিকখা
গ) তিতিক্‌ক্ষা ঘ) তিতিকক্ষা উ: ক

০৭. 'আহ্বান' শব্দিটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [GST-B : 21-22; CoU-C : 19-20]
ক) আওবান খ) আহ্‌বান্
গ) আহোব্বান ঘ) আও্‌ভান্ উ: ঘ

০৮. শব্দের শেষে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায় না– [GST-B : 20-21]
ক) বৃহত্তর খ) ফল
গ) অবশেষ ঘ) দর্শন উ: ক

০৯. 'রশ্মি' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [GST-B : 20-21]
ক) রোশ্‌শিঁ খ) রশ্‌শি
গ) রোশ্‌মি ঘ) রোশ্‌নি উ: ক

১০. 'বিহ্বল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ কোনটি? [KU-B : 19-20]
ক) বিহব্‌বল্ খ) বিউ্‌ভল্
গ) বিহ্‌ভল ঘ) বিও্‌ভবল উ: খ

১১. উচ্চারণস্থান ভেদে ব্যঞ্জনধ্বনি কয়ভাগে বিভক্ত? [BRUR-A : 19-20]
ক) ৩ খ) ৫ গ) ৪ ঘ) ৬ উ: খ

১২. 'জ্ঞানবান' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো– [RUB : 19-20]
ক) গ্যানবান্ খ) গ্যানোবাণ
গ) গ্যঁনোবান্ ঘ) গ্যাঁনোবান্ উ: ঘ

১৩. ঙ, ঞ, ণ, ন, ং, ঁ ধ্বনিগুলো ইংরেজি করলে কোন বর্ণ লিখতে হয়? [NSTU-D : 19-20]
ক) N খ) M
গ) M ও N ঘ) W উ: ক

১৪. 'ণ' এর উচ্চারণগত বানান কোনটি? [BSMRSTU-D : 19-20]
ক) মূর্ধণ্য খ) মুর্ধণ্য গ) মুর্ধন্য ঘ) মূর্ধন্য উ: ঘ

১৫. 'অপ্রতুল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ? [IU-B : 18-19]
ক) ওপ্‌প্রোতুল খ) অপ্‌রোতুল
গ) অপ্‌প্রোতুল্ ঘ) অপোপরতুল উ: গ

১৬. sh, sion, tion ধ্বনিগুচ্ছের ক্ষেত্রে বাংলা কোন বর্ণ ব্যবহার হয়? [NSTU-D : 18-19]
ক) স খ) শ গ) ষ ঘ) হ উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

❖ **সমাসবদ্ধ শব্দ ভেঙে লেখা :** সমাসবদ্ধ শব্দ ভেঙে লেখা হলে বানান অশুদ্ধ হবে। যেমন : 'জীবন ঘনিষ্ঠ' লিখলে বানান ভুল হবে। কারণ শব্দটি সমাসবদ্ধ। শুদ্ধ বানান হবে: 'জীবনঘনিষ্ঠ', ভেঙে লিখতে চাইলে লিখতে হবে: 'জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ'। নতুবা বানান ভুল হবে। এমন অনেক শব্দ আছে, যেমন : 'কথা শিল্পী' নয়, 'কথাশিল্পী' 'বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নয় 'বিদ্যুৎকেন্দ্র'। 'বাগান বাড়ি' নয়, 'বাগানবাড়ি', 'বীর পুরুষ' নয় হবে 'বীরপুরুষ'। এ বিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। সতর্কভাবে বানানের নিয়ম এবং পাশাপাশি অভিধান দেখার অভ্যাস করলে এ জাতীয় ভুল কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

❖ **হাইফেনযুক্ত (-) সমাসবদ্ধ শব্দ :** আবশ্যিক ও বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ পদগুলোকে যুক্ত করার জন্যে হাইফেন বা পদসংযোগ চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়। যেমন : চলতে-চলতে, এপাশ-ওপাশ, আইন-শৃঙ্খলা, আইন-কানুন।

❖ **ও-কার ব্যবহার :** ও-কারান্ত বিশেষণ পদে এবং ক্রিয়াপদে ও-কার ব্যবহার করতে হবে। নিচের তালিকা লক্ষণীয়–

বর্জনীয় বানান	শুদ্ধ বানান	বর্জনীয় বানান	শুদ্ধ বানান
ভাল	ভালো	বলত	বলতো
কাল	কালো	বলান	বলানো

❖ **'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানান :** 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন :

ওঠানো	ঘুমানো	বলানো	বেড়ানো
করানো	নামানো	খাওয়ানো	পাঠানো

গুরুত্বপূর্ণ বানান সতর্কতা

অ	অকালপক্ব, অকুতোভয়, অগ্রিম, অঙ্গীকার, অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়।
আ	আত্মসাৎ, আদ্যোপান্ত, আন্তর্জাতিক, আনুষঙ্গিক, আহ্নিক।
ই	ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে, ইতস্তত, ইদানীং, ইয়ত্তা, ইত্যাকার।
উ	উচ্চারণে, উজ্জ্বল (কিন্তু প্রজ্বলন), উত্তরসূরি, উত্ত্যক্ত, উদীচী।
ঊ	ঊর্ধ্ব, ঊর্মি, ঊষর, ঊহ্য।
এ	একতা, একবিংশ, এককুশি, একদ্বারা, এতদ্ব্যতীত, একাকী।
ঐ	ঐকতান, ঐক্যবদ্ধ, ঐকমত্য, ঐক্য, ঐষিক, ঐকাত্ম্য, ঐহিক।
ঔ	ঔচিত্য, ঔদ্ধত্য, ঔদার্য, ঔরস, ঔষধিক।
ক	কথোপকথন, কনিষ্ঠ, কর্ণিক, কর্মচারী, কল্যাণীয়াসু।
খ	খেলাধুলা, খাদ্যাভ্যাস, খর্জুর, খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টাব্দ, খোশনবিশ।
গ	গণনা, গত্যন্তর, গর্দভ, গৃহবধূ, গাধা, গাঁদা (ফুল), গরীয়সী।
ঘ	ঘটনাবলি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ঘাঁটি, ঘূর্ণন, ঘনিষ্ঠ, ঘূর্ণমান/ঘূর্ণায়মান।
চ	চিক্কণ, চিরুনি, চূড়ান্ত, চৈত্য, চর্বণ, চূড়া, চিরায়ুষ্মান।
জ	জন্মপ্রতিনিধি, জনাব, জাজ্বল্যমান, জ্যৈষ্ঠ।
ত	তুরিত, তড়িৎ, ততোধিক, তত্ত্বাবধায়ক, তদ্রূপ, তিতিক্ষা, ত্যাজ্য।
দ	দারুণ, দীর্ঘজীবী, দুরবস্থা, দুরূহ, দুর্গ, দুর্গা, দুর্নীতিগ্রস্ত, দূতাবাস।
ধ	ধূমপান, ধুলা/ধূলি, ধ্বজ, ধ্বংস, ধ্বন্যাত্মক।
ন	নস্যাৎ, নিকুঞ্জ, নিরীহ, নির্ণয়, নির্মাণ, নৃশংস, ন্যায়, ন্যূনতম।
প	পদ্ধতি, পড়শি, পরিকুৎ, পিপীলিকা, পিশাচ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, পূজা।
ফ	ফলপ্রসূ, ফলন, ফণীন্দ্র, ফূর্তি (কিন্তু স্ফূর্তি)।
ব	বর্ণালি, বাঞ্ছনীয়, বিদুষী, বিদেশি, বিভীষিকা, বীভৎস, ব্যতিক্রম।
ভ	ভবিষ্যদ্বাণী, ভুজ, ভুয়া, ভুঁড়ি, ভূরিভোজন, ভ্রাম্যমাণ, ভূম্যধিকারী।
ম	মরীচিকা, মহীয়সী, মাহাত্ম্য, মধ্যাহ্ন, মন্বন্তর, মহেশ্বাস।
র	রাগিণী, রূপায়ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল, রেস্তোরাঁ, রোরুদ্যমান, রশ্মি।
ল	লবণ, লাবণ্য, লণ্ডভণ্ড, লক্ষ্যমাত্রা, লোকান্তর, লুব্ধক, লাঞ্ছনা।
শ	শারীরিক, শিরশ্ছেদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা, শ্বশুর।
ষ	ষড়যন্ত্র, ষাণ্মাসিক, ষড়ৈশ্বর্য, ষড়ানন, ষণ্মুখ।
স	সদ্যোজাত, সমীচীন, সন্ধ্যা, সন্ন্যাসিনী, সম্মানিত, সরকারি, সুধী, সৌন্দর্য, স্বচ্ছন্দ/স্বাচ্ছন্দ্য, স্বতঃসিদ্ধ, স্বাজাত্যবোধ, স্বায়ত্তশাসন।
হ	হৃৎপিণ্ড, হীনম্মন্যতা, হৃদরোগ, হরীতকী, হিরণ্ময়, হতোদ্যম।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোন বানান ভুল? [NU-Science : 14-15]
ⓚ পরিষদ্ ⓛ মুহূর্ত ⓜ মুমূর্ষু ⓝ স্বত্ব — উ: [illegible]

০২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [NU-Science : 14-15]
ⓚ স্বায়ত্বশাসন ⓛ স্বায়ত্তশাসন ⓜ স্বয়ত্তশাসন ⓝ সায়ত্তশাসন — উ: [illegible]

০৩. সঠিক বানান কোনটি? [NU-Science : 13-14]
ⓚ সুন্দর্য ⓛ সৌন্দর্য ⓜ সোন্দর্য ⓝ সৌন্দর্যতা — উ: [illegible]

০৪. নির্ভুল শব্দগুচ্ছ- [NU-Science : 11-12]
ⓚ বিদুষণ, পঙ্কজ, প্রহেলিকা, নিরুদ্বেগ
ⓛ করকা, দারা, আহুত, নির্জিগীষা
ⓜ নির্বাণ, সজ্জন, নির্গুণ, উত্থান
ⓝ ম্রিয়মাণ, অনিমেষ, দক্ষ, মোহিত — উ: [illegible]

০৫. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ? [NU-Science : 10-11]
ⓚ অগ্রণী, ভৌগলিক, জলোচ্ছ্বাস ⓛ দুরাবস্থা, দন্ড, ব্যবহার
ⓜ সমর্পণ, আধ্যাত্মিক, বিস্ময় ⓝ সাক্ষী, স্বাক্ষর, জ্যোতিষ — উ: [illegible]

০৬. কোন শব্দটি সঠিক? [NU-Science : 10-11]
ⓚ শ্রদ্ধাস্পদাসু ⓛ শ্রদ্ধাস্পদাসু
ⓜ শ্রদ্ধাস্পদেষু ⓝ শ্রদ্ধাস্পদাত — উ: [illegible]

০৭. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ? [NU-Science : 09-10]
ⓚ ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক, শক্তি ⓛ সূক্ষ্ম, আবিষ্কার, ব্যক্তি
ⓜ প্রতিযোগিতা, পোস্ট অফিস, মুহূর্ত ⓝ মুমূর্ষু, বর্ণনা, শারীরিক — উ: [illegible]

০৮. বানানদুষ্ট শব্দ – [NU-Science : 08-09]
ⓚ লজ্জাস্কর ⓛ প্রতিযোগিতা
ⓜ সদ্যোজাত ⓝ তারিফ — উ: [illegible]

০৯. কোন শব্দটি অশুদ্ধ? [NU-Science : 07-08]
ⓚ বাঙালিত্ব ⓛ লজ্জাবনত
ⓜ বিপরীতমুখী ⓝ সৌজন্যতা — উ: [illegible]

১০. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [NU-Science : 04-05]
ⓚ অন্তপুর ⓛ ভরপুর ⓜ ভয়াতুর ⓝ দুপুর — উ: [illegible]

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. সঠিক বানান কোনটি? [GST-A : 23-24]
ⓚ হীনমন্যতা ⓛ হীনমন্য
ⓜ হীনন্মন্য ⓝ হীনম্মন্যতা — উ: [illegible]

০২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [GST-A : 23-24]
ⓚ প্রাণীবিদ্যা ⓛ স্বত্ব ⓜ সারথি ⓝ কুজ্ঝ — উ: [illegible]

০৩. কোন বানানটি সঠিক? [GST-A : 23-24]
ⓚ আকাংখা ⓛ আকাঙ্খা
ⓜ আকাঙ্ক্ষা ⓝ আকাংক্ষা — উ: [illegible]

০৪. প্রমিত বানানরূপ কোনটি? [GST-A : 22-23]
ⓚ দিকনির্ণয় ⓛ দিগ্‌নির্ণয়
ⓜ দিঙ্‌নির্ণয় ⓝ দিঙ্নির্ণয় — উ: [illegible]

০৫. শুদ্ধ বানান কোনটি? [GST-A : 20-21]
ⓚ অপরাহ্ণ ⓛ দুর্নীতি ⓜ নিষ্ফল ⓝ পরিনাম — উ: [illegible]

০৬. ঠিক বানান কোনটি? [NSTU-A : 19-20]
ⓚ রেঁনেসা ⓛ রেনেঁসা ⓜ রিনেসাঁ ⓝ রেনেসাঁস — উ: [illegible]

CamScanner

০৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [KU-B : 19-20]
ক) স্বচ্ছলতা খ) উর্ধমুখী গ) উচ্ছৃঙ্খল ঘ) প্রজ্জ্বলন **উ: গ**

০৮. নিচের কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? [CoU-C : 19-20]
ক) সমিচিন খ) মুমুর্ষু গ) আকাংখা ঘ) সান্ত্বনা **উ: ঘ**

০৯. ভুল বানান কোনটি? [BSMRSTU-E : 19-20]
ক) সমিতি খ) প্রতিতি গ) জ্যামিতি ঘ) প্রকৃতি **উ: খ**

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [BRUR-A : 19-20]
ক) সমীচীন খ) সমিচিন গ) সমিচীন ঘ) সমীচিন **উ: ক**

১১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [JUST-D : 19-20]
ক) বয়োজ্যেষ্ঠ খ) বয়োজ্যোষ্ঠ গ) বয়োঃজ্যেষ্ঠ ঘ) বয়োজেষ্ঠ্য **উ: ক**

১২. নিচের কোনটি শুদ্ধ? [SHUBD-B : 19-20]
ক) ঘূর্ণীয়মান খ) ঘূর্নীয়মান গ) ঘূর্ণিমান ঘ) ঘূর্ণ্যমান **উ: ঘ**

১৩. শুদ্ধ কোনটি? [SHUBD-B : 19-20]
ক) উচিৎ খ) অপরাহ্ন গ) অন্তঃসত্তা ঘ) এতৎসত্ত্বেও **উ: ঘ**

১৪. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [SHUBD-B : 19-20]
ক) প্রতিযোগীতা, কণ্ঠ, আষাঢ় খ) শ্রদ্ধাঞ্জলি, মাষ্টার, দন্ডনীয় গ) অধিকার, ব্যথা, সহযোগী ঘ) ভৌগলিক, বর্ণনা, মুন্ডা **উ: গ**

১৫. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ হলো– [RUB : 19-20]
ক) পূণ্য, শূন্য খ) দূর্যোগ, দুর্বার গ) বাধা, বাঁধা ঘ) যন্ত্রণা, মন্ত্রনা **উ: গ**

১৬. নিচের যে বানানটি ঠিক – [RUB : 19-20]
ক) মধ্যহ্ন খ) সায়াহ্ণ গ) পূর্বাহ্ন ঘ) অপরাহ্ণ **উ: ঘ**

১৭. কোনটি সঠিক? [HSTU-D : 19-20; JUST-D : 19-20; SHUBD-A : 18-19]
ক) পিপীলিকা খ) পীপীলিকা গ) পিপিলিকা ঘ) পিপীলীকা **উ: ক**

১৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [HSTU-C : 19-20]
ক) মনীষী খ) মনিষি গ) মনীষি ঘ) মনিষী **উ: ক**

১৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? [BSFMSTU-C : 19-20]
ক) স্বত্ত্বাধিকারী খ) সত্তাধিকারী গ) স্বত্বাধিকারী ঘ) স্বত্ত্যাধিকারী **উ: গ**

২০. নিচের কোন বানানটি ব্যাকরণিক দিক থেকে যথাযথ? [KU-A : 18-19]
ক) বিচিত্র্য খ) বৈচিত্র্যতা গ) বৈচিত্র্য ঘ) বৈচিত্র **উ: গ**

২১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [CoU-B : 18-19]
ক) শ্বাসত খ) শাশ্বত গ) শ্বাশত ঘ) শাস্বত **উ: খ**

২২. কোনটি অশুদ্ধ বানানে লেখা? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক) সশঙ্কিত খ) দারিদ্র গ) নিস্পৃহ ঘ) নিমজ্জন **উ: খ**

২৩. নিচের কোন বানানটি ঠিক? [JKKNIU-D : 18-19]
ক) কল্যাণীয়াসু খ) নিহারিকা গ) আপোষ ঘ) অধ্যাত্ম **উ: ঘ**

২৪. নিচের কোনটি শুদ্ধ? [SHUBD-B : 18-19]
ক) প্রনয়ণ খ) কল্যান গ) রূপায়ণ ঘ) মূল্যায়ণ **উ: গ**

২৫. কোন বানানটি সঠিক? [MBSTU-D : 19-20]
ক) প্রোজ্জ্বল খ) উজ্জলতা গ) সমিচিন ঘ) কৃপনতা **উ: ক**

২৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) অধ্যাবসায় খ) অধ্যবসায় গ) সুপারিস ঘ) শুপারিস **উ: খ**

২৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [MBSTU-D : 18-19]
ক) শিরশ্ছেদ খ) শিরোশ্ছেদ গ) শিরঃশ্ছেদ ঘ) শিরচ্ছেদ **উ: ক**

২৮. কোন বানানটি ঠিক? [NSTU-E : 18-19]
ক) মুহুর্মুহু খ) মূহূর্মূহু গ) মুহূর্মুহু ঘ) মুহুর্মুহ **উ: ক**

২৯. কোন বানানটি ঠিক? [NSTU-E : 18-19]
ক) মনুষ্যত্ত খ) মনুষ্যত্ব গ) মনুষত্য ঘ) মনুস্যত্ত **উ: খ**

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. কোন শব্দটি শুদ্ধ নয়?
ক) সংখ্যা খ) সংবর্ধনা গ) উশৃঙ্খল ঘ) অহংকার **উ: গ**

০২. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
ক) বাঙালী খ) বাড়ি গ) কুমির ঘ) হাতি **উ: ক**

০৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) কাগয খ) হাযার গ) বাজার ঘ) পুলিস **উ: গ**

০৪. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
ক) কৃষ্টি খ) স্টেশন গ) গৃহই ঘ) ষ্টোর **উ: ঘ**

০৫. কোন বানানটি ঠিক নয়?
ক) অক্ষয় খ) চৈতালী গ) জাপানি ঘ) রঙিন **উ: খ**

০৬. কোনটি শুদ্ধ নয়?
ক) প্রতিতি খ) প্রকৃতি গ) জ্যামিতি ঘ) সমিতি **উ: ক**

০৭. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক) তৃনয়ণ খ) ত্রিনয়ণ গ) ত্রিনয়ন ঘ) তৃনয়ন **উ: গ**

০৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক) শরিসৃপ খ) শরীসৃপ গ) সরিসৃপ ঘ) সরীসৃপ **উ: ঘ**

০৯. কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ?
ক) ঘনিষ্ঠ খ) বৈশিষ্ট গ) বৈদগ্ধ্য ঘ) সশ্রদ্ধ **উ: খ**

১০. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক) মধুসুদন খ) মধূসূদন গ) মধূসুদন ঘ) মধুসূদন **উ: ঘ**

১১. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক) সমীচীন, কণ্ঠ, মাষ্টার খ) অঞ্জুলি, দন্ডনীয়, কিংকর্তব্যবিমুঢ় গ) প্রতিযোগিতা, স্বাদেশীক, সম্ভরণ ঘ) সহযোগী, শিরশ্ছেদ, গুঞ্জরন **উ: ঘ**

১২. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ক) অন্তস্থল খ) অন্তঃস্থল গ) অন্তস্তল ঘ) অন্ততল **উ: গ**

১৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) সবিসেশ খ) স্ববিশেস গ) সবিশেষ ঘ) শবিশেষ **উ: গ**

১৪. কোন বানানগুলো শুদ্ধ?
ক) উচ্ছৃঙ্খল, চলচ্চিত্র খ) চলৎশক্তি, দুরুহ গ) উৎশৃঙ্খল, পুরাণ ঘ) গরিব, নক্ষর **উ: ক**

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) ত্রিভূজ খ) পরিপক্ক গ) আকাঙ্খা ঘ) পুণ্য **উ: ঘ**

CamScanner

ব্যাকরণ

অধ্যায় ৩

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ **পদ :** বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলা হয়। যেমন : এ কলমে (কলম + এ) লেখে ভালো।

◈ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদ) সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে : "প্রাতিপদিকের পর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত 'পদ' (inflected words) সৃষ্ট হয়।" যেমন : ১. আকাশে সূর্যের দেখা নাই। ২. রাস্তায় লোকজন দৌড়াইতেছে। এখানে 'আকাশ', 'সূর্য', 'রাস্তা', 'দৌড়ানো' শব্দের সঙ্গে 'এ', 'এর', 'য়', 'ইতেছে' বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে আকাশ, সূর্য, রাস্তা, দৌড়ানো একেকটি পদে পরিণত হয়েছে।

পদের শ্রেণিবিভাগ

➤ **ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদের) শ্রেণিবিভাগ :** শব্দের ব্যাকরণগত অবস্থান তাদের বিভাজনকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে পাঁচটি শব্দশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া ও ৫. অব্যয়।

➤ 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে মুখ্যত ব্যাকরণগত ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বাংলার শব্দশ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. বিশেষ্য ২. সর্বনাম ৩. বিশেষণ ৪. ক্রিয়া ৫. ক্রিয়াবিশেষণ ৬. যোজক ৭. অনুসর্গ ও ৮. আবেগ-শব্দ।

বিশেষ্য

☞ **বিশেষ্য :** কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা প্রাণীর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

◈ **প্রকারভেদ :** বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা : i. নাম বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ii. জাতিবাচক বিশেষ্য iii. দ্রব্য বা বস্তুবাচক বিশেষ্য iv. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য v. ভাববাচক বিশেষ্য ও vi. গুণবাচক বিশেষ্য।

সর্বনাম

☞ **সর্বনাম :** বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম সাধারণত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন : হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তার শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।

দ্বিতীয় বাক্যে 'তার' শব্দটি প্রথম বাক্যের 'হস্তী' বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 'তার' শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলে ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন :
ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।
খ. ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

◈ **সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহ নানা প্রকারের হয়ে থাকে। যথা : ০১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম, ০২. আত্মবাচক সর্বনাম, ০৩. সামীপ্যবাচক সর্বনাম, ০৪. দূরত্ববাচক সর্বনাম, ০৫. সাকুল্যবাচক সর্বনাম, ০৬. প্রশ্নবাচক সর্বনাম, ০৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম, ০৮. সংযোগজ্ঞাপক সর্বনাম, ০৯. ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম, ১০. অন্যাদিবাচক সর্বনাম, ১১. যৌগিক সর্বনাম (অনিশ্চয়বাচক), ১২. সাপেক্ষ বা প্রতিনির্দেশক সর্বনাম।

বিশেষণ পদ

• **বিশেষণ :** যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন : করিম **ভালো** ফুটবল খেলে। **সুন্দর** বাগান। **চটপটে** ছেলে।

• **প্রকারভেদ :** বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা : ১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ।

১. **নাম বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন :
ক. সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।
খ. বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ-সবল দেহকে কে না ভালোবাসে?

☞ **নাম বিশেষণের প্রকারভেদ :**

রূপবাচক	**নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **কালো** মেঘ।
গুণবাচক	**চৌকস** লোক, **দক্ষ** কারিগর, **ঠান্ডা** হাওয়া।
অবস্থাবাচক	**তাজা** মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা।
ক্রমবাচক	**দশম** শ্রেণি, **সত্তর** পৃষ্ঠা, **প্রথমা** কন্যা।
সংখ্যাবাচক	**হাজার** লোক, **দশ** দশা, **শ** টাকা।
পরিমাণবাচক	**বিঘাটেক** জমি, **পাঁচ শতাংশ** ভূমি, **হাজার টনী** জাহাজ, **এক কেজি** চাল, **দু কিলোমিটার** রাস্তা।
অংশবাচক	**অর্ধেক** সম্পত্তি, **ষোলো আনা** দখল, **সিকি** পথ।
উপাদানবাচক	**বেলে** মাটি, **মেটে** কলসি, **পাথুরে** মূর্তি।
প্রশ্নবাচক	**কত** দূর পথ? **কেমন** অবস্থা?
নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	**এই** লোক, **সেই** ছেলে, **ছাব্বিশে** মার্চ।

০২. **ভাব বিশেষণ :** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। যেমন : গাড়িটা **বেশ** জোরে চলছে।

➤ **প্রকারভেদ :** ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা : ক. ক্রিয়া বিশেষণ খ. বিশেষণের বিশেষণ গ. অব্যয়ের বিশেষণ ঘ. বাক্যের বিশেষণ।

❀ নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশেষণের প্রকারভেদ ❀

⊡ **প্রকারভেদ :** বিশেষণকে নানা নামে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

০১. **বর্ণবাচক বা রূপবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে রং নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **লাল** ফিতা, **কালো** মেঘ।

০২. **গুণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষণ। যেমন : **চালাক** ছেলে, **ঠান্ডা** পানি, **চৌকস** লোক, **দক্ষ** কারিগর, **গরম** জল, **সৎ** লোক।

০৩. **অবস্থাবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে অবস্থা বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **চলন্ত** ট্রেন, **তরল** পদার্থ, **তাজা** মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা, **মুমূর্ষু** রোগী।

০৪. **ক্রমবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে ক্রমসংখ্যা বোঝায়, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **এক** টাকা, **আট** দিন, **সত্তর** পৃষ্ঠা, **হাজার** লোক, **দশ** দশা, **শ** টাকা।

০৫. **পূরণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে পূরণসংখ্যা বোঝায়, তাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **তৃতীয়** প্রজন্ম, **৩৪তম** অনুষ্ঠান, **সত্তরতম** পৃষ্ঠা, **প্রথমা** কন্যা।

০৬. **পরিমাণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে পরিমাণ বা আয়তন বোঝায়, তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **আধা কেজি** চাল, **অনেক** লোক, **বিঘাটেক** জমি, **পাঁচ শতাংশ** ভূমি, **হাজার টনী** জাহাজ, **এক কেজি** চাল, **দু কিলোমিটার** রাস্তা, **অর্ধেক** সম্পত্তি, **ষোলো আনা** দখল, **সিকি** পথ।

০৭. **উপাদানবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে উপাদান নির্দেশ করে, তাকে উপাদানবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **বেলে** মাটি, **মেটে** কলসি, **পাথুরে** মূর্তি, **স্বর্ণময়** পাত্র।

০৮. **প্রশ্নবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে প্রশ্নবাচকতা নির্দেশিত হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **কেমন** গান? **কতক্ষণ** সময়? **কত** দূর পথ? **কেমন** অবস্থা?

০৯. **নির্দিষ্টতাবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **এই** দিনে, **সেই** সময়, **এই** লোক, **সেই** ছেলে, **ছাব্বিশে** মার্চ।

১০. **ভাববাচক বিশেষণ :** যেসব বিশেষণ বাক্যের অন্তর্গত অন্য বিশেষণকে বিশেষিত করে, সেসব বিশেষণকে ভাববাচক বিশেষণ বলে। এটাকে বিশেষণের বিশেষণও বলা হয়। যেমন : '**খুব** ভালো খবর' ও 'গাড়িটা **বেশ** জোরে চলছে'।

১১. **বিধেয় বিশেষণ :** বাক্যের বিধেয় অংশে যেসব বিশেষণ বসে, সেসব বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যেমন : 'লোকটা **পাগল**' বা 'এই পুকুরের পানি **ঘোলা**'।

CamScanner

ক্রিয়াপদ

- **ক্রিয়াপদ :** যে পদের দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন : ফুল ফুটেছিল। বৃষ্টি হবে।
- **ক্রিয়াপদের গঠন :** ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন : 'পড়ি' = পড় + ই। এখানে 'পড়' ধাতু ও 'ই' ক্রিয়াবিভক্তি।

➢ **ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ :** ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : **ক. সমাপিকা ক্রিয়া খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।**

ক. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের (বা মনোভাবের) পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : নাদিয়া বই পড়ছে। ছেলেরা খেলা করছে। **সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন :** সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : আমি কলেজে গিয়ে-। এখানে 'গিয়ে' ক্রিয়াপদ দ্বারা মনের ভাব শেষ হয়নি; মনের ভাব সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই **'গিয়ে'** একটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক্রিয়াবিশেষণ

- **ক্রিয়াবিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ ক্রিয়ার বিশেষ অবস্থা বা ক্রিয়া কীরূপে সম্পন্ন হয়েছে তা জানিয়ে দেয়, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষণ (adverb) বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে থাকে। এটি ক্রিয়ার গুণ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অর্থ প্রকাশক শব্দ হিসেবে কাজ করে এবং ক্রিয়ার সময়, স্থান, প্রকার, উৎস, তীব্রতা, উপকরণ ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থার অর্থগত ধারণা দেয় (ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত কর্ম ও ক্রিয়ার পূর্বে বসে)। যেমন : কারা যেন গুনগুনিয়ে গান গাচ্ছিল।
- **ক্রিয়াবিশেষণের প্রকারভেদ :** ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঠিকভাবে পথ চলো। কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি। বাবা এখনি বাড়ি ফিরবেন।
৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়। সাপটা ওখানে লুকিয়েছে।
৪. নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	আমি এখন যাব না। এমন কথা আমার জানা নেই। তিনি গতকাল ঢাকায় যান নি।
৫. পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ	আমি কি যাব? খুব যে বলেছিলেন আসবেন! মরি তো মরব।
৬. সংযোজক ক্রিয়াবিশেষণ	তোমার কথা হয়তো সত্যি, অবশ্য আমি তা মানতে পারছি না। কাজে তার মন নেই, তাছাড়া সে কাজ পারেও না।

- **ক্রিয়াবিশেষণের গঠন :** বিভক্তি চিহ্ন ছাড়া কিংবা যোগে, অসমাপিকা ক্রিয়াপদ যোগে, শব্দদ্বৈত যোগে ক্রিয়াবিশেষণ গঠিত হয়। যেমন : অসমাপিকা ক্রিয়াপদ-যোগে ক্রিয়াবিশেষণ : ভালো করে (ইয়া > য়ে) হাঁটো।
শব্দদ্বৈত-যোগে ক্রিয়াবিশেষণ : ধীরে ধীরে ডুবছে।

যোজক

- **যোজক :** যে পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের কিংবা বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন (পৃথককরণ) অথবা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন : ফুলদানিটা ভালো করে ধরো, নইলে পড়ে যাবে।
- **যোজকের শ্রেণিবিভাগ :** যোজক শব্দকে কয়েক প্রকার হয়। যথা :

ক. **সাধারণ যোজক :** এ ধরনের শব্দশ্রেণি দুটি শব্দ কিংবা বাক্যকল্পকে জুড়ে দেয়। এবং, ও, আর সাধারণ যোজক শব্দ। যেমন :

দুটো শব্দের সংযোগ : সুখ ও সমৃদ্ধি কে না চায়?

দুটো বাক্যকল্পের সংযোগ : আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ একরকম নয়।

খ. **বৈকল্পিক যোজক (alternative connectives) :** এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যকল্প বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন : লাল বা নীল যে কোনো রং হলেই চলবে। সারাদিন খুঁজলাম, অথচ বইটা পেলাম না।

গ. **বিরোধমূলক যোজক (adversative contrasting connectives) :** এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটাতে দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সংশোধন বা বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন : এত পরিশ্রম করলাম, তবু ফল পেলাম না।

ঘ. **কারণবাচক যোজক (causal connectives) :** এটি দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়, যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন : যেহেতু ঠান্ডা লেগেছে, তাই আইসক্রিম খাচ্ছি না। এগুলোতে শর্তের অর্থও ফুটে ওঠে। যেমন : তুমি তাড়াতাড়ি রওনা দাও, নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না।

ঙ. **সাপেক্ষ যোজক (correlative/conditional connectives) :** এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলো শর্তবাচক বা সাপেক্ষ বা নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় নামে পরিচিত। কয়েকটি পরস্পর নির্ভরশীল যুগ্ম শব্দ (যদি.. তবে, যত... তত) পারস্পরিক যোজকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : যদি তুমি পরিশ্রম করো, তবে ভালো ফল পাবে। যত গর্জে তত বর্ষে না।

অনুসর্গ

- **অনুসর্গ :** 'অনুসর্গ' শব্দটির 'অনু' অর্থ- পরে বা পশ্চাতে, আর 'সর্গ' মানে সৃষ্টি বা ব্যবহার। বাংলা ভাষায় এক ধরনের সহায়ক শব্দ বাক্যে অন্য কোনো পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে কিংবা বিভক্তির মতো কাজ করে। এগুলো অনুসর্গ (post position) নামে পরিচিত। পদের পরে ব্যবহৃত হয় বলে এগুলোকে পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ও বলা হয়ে থাকে।

➢ অনুসর্গ অব্যয়ের মতো। তাই এদের বিভিন্নভাবে ব্যবহার করলেও আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন : বিনি সুতায় গাঁথা মালা।

➢ **অনুসর্গের শ্রেণিবিভাগ :** গঠন ও ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গকে ভাগ করা চলে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
ক. নাম বা বিশেষ্য অনুসর্গ খ. ক্রিয়া অনুসর্গ

আবেগ শব্দ

- **আবেগ শব্দ :** আবেগ (interjection) শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে অনন্বয়ী, মনোভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয়ও বলা হয়। এ ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নানাবিধ ভাবপ্রকাশে সাহায্য করে।

➢ **আবেগ- শব্দের শ্রেণিবিভাগ :**
মানুষের আবেগ বিচিত্র বলে আবেগ প্রকাশের সব শব্দ আকার পায় না। সাধারণত আবেগ-শব্দকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ০১. সিদ্ধান্তবাচক আবেগ-শব্দ, ০২. প্রশংসাবাচক আবেগ-শব্দ, ০৩. বিরক্তিসূচক আবেগ-শব্দ, ০৪. বিস্ময়সূচক আবেগ-শব্দ, ০৫. ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ, ০৬. সম্বোধনবাচক আবেগ-শব্দ, ০৭. করুণাবাচক আবেগ-শব্দ, ০৮. আলংকারিক আবেগ-শব্দ।

অব্যয় পদ

- **অব্যয় পদ :** ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

➢ **অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য :**

i. অব্যয় পদের সঙ্গে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না।
ii. অব্যয় পদের একবচন বা বহুবচন হয় না।
iii. অব্যয় পদের স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

CamScanner

➤ **প্রকার :** বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যথা : বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. **বাংলা অব্যয় শব্দ :** আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।

২. **বিদেশি অব্যয় শব্দ :** আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

৩. **তৎসম অব্যয় শব্দ :** যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

➤ **অব্যয়ের প্রকারভেদ :**

অব্যয় পদ প্রধানত চার প্রকার। যথা : ১. সমুচ্চয়ী ২. অনন্বয়ী ৩. অনুসর্গ ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

কতিপয় পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অণু	আণবিক	আলাপ	আলাপি	চন্দ্র	চান্দ্র
অর্থ	আর্থিক	আকাশ	আকাশি	চীন	চৈনিক
অঙ্গ	আঙ্গিক	আনন্দ	আনন্দিত	বিষাদ	বিষণ্ণ
অংশ	আংশিক	ইচ্ছা	ঐচ্ছিক	ভয়	ভীত
অগ্নি	আগ্নেয়	ইতিহাস	ঐতিহাসিক	শ্রম	শ্রান্ত
অধুনা	আধুনিক	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক	আলোড়ন	আলোড়িত
অনুরাগ	অনুরক্ত	পুষ্প	পুষ্পিত	সামর্থ্য	সমর্থ
উত্তাপ	উত্তপ্ত	উত্তোলন	উত্তোলিত	উদ্দেশ	উদ্দিষ্ট
উদয়	উদিত	উদ্ধৃতি	উদ্ধৃত	উন্নয়ন	উন্নীত
প্রমাণ	প্রমাণিত	প্রকৃতি	প্রাকৃত	পঙ্ক	পঙ্কিল
পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য	নুন	নোনতা	জটিলতা	জটিল
প্রসাদ	প্রসন্ন	পশম	পশমি	তারল্য	তরল
বপন/উপ্তি	উপ্ত	পরাভব	পরাভূত	ত্বরা	ত্বরিৎ
বিপদ	বিপন্ন	পাথর	পাথুরে	দুষ্টামি/দুষ্টুমি	দুষ্ট
ব্যবহার	ব্যবহারিক	পৃথিবী	পার্থিব	দারিদ্র্য	দরিদ্র
ফেন	ফেনিল	ব্যাকরণ	বৈয়াকরণ	আনুগত্য	অনুগত
বরণ	বরণীয়/বৃত	বসন্ত	বাসন্তী	আতিশয্য	অতিশয়
বিষয়	বৈষয়িক	বর্ষ	বার্ষিক	ইতরামি	ইতর
মন	মানসিক	বিলাত	বিলাতি	উন্নতি	উন্নত
মুখ	মৌখিক	ফুল	ফুলেল	ঔচিত্য	উচিত
মঙ্গল	মাঙ্গলিক	বধ	বধ্য/হত	ঔদ্ধত্য	উদ্ধত
মাংস	মাংসল	বস্তু	বাস্তব	ঋজুতা	ঋজু
মোহ	মুগ্ধ, মোহিত	মধু	মধুর/মধুময়	কারুণ্য	করুণ
মাস	মাসিক	মাঠ	মেঠো	কুঁড়েমি	কুঁড়ে
রুপা	রুপালি	মাছ	মেছো	কপটতা	কপট
রেশম	রেশমি	মাটি	মেটে	খেপামি	খেপা
সুতা	সুতি	মূল	মৌলিক	গৌরব	গুরু
সৌন্দর্য	সুন্দর	মরম	মরমি	গৌড়	গৌড়ীয়
সমর	সামরিক	মেয়ে	মেয়েলি	ঘর	ঘরোয়া
লোভ	লোভী	বিদ্যা	বিদ্বান	শ্যামলী	শ্যামল
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	শখ	শৌখিন	দৃঢ়তা	দৃঢ়
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	শ্রী	শ্রীমান	দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ
শৈত্য	শীত	শব্দ	শাব্দিক	ধৈর্য	ধীর
শৌর্য	শূর	শাঁস	শাঁসালো	নব্য	নব
হেম	হৈম	শীত	শীতল	লালিমা	লাল
হরণ	হৃত	সর্বনাশ	সর্বনাশা	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
হুঁশ	হুঁশিয়ার	অভ্যন্তর	অভ্যন্তরীণ	অভিশাপ	অভিশপ্ত
ঈপ্সা	ঈপ্সু	উত্তোলন	উত্তোলিত	কৌতূহল	কৌতূহলী

বাক্যে পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

পুণ্য	বিশেষণ	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
	বিশেষ্য	পুণ্যে মতি হোক।
নিশীথ	বিশেষণ	নিশীথ রাতে বাজে বাঁশি।
	বিশেষ্য	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।
সত্য	বিশেষণ	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
	বিশেষ্য	এ এক বিরাট সত্য।
ভালো	বিশেষণ	ভালো লোক সবার প্রিয়।
		ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য	আপন ভালো সবাই চায়।
		নিজের ভালো কে না চায়?
মন্দ	বিশেষণ	মন্দ লোককে শাস্তি পেতে হয় না।
		মন্দ কথা বলতে নাই।
	বিশেষ্য	মন্দকে মন্দ বলতে দোষ কী?
বড়	বিশেষণ	টাকা থাকলেই বড় লোক হয় না।
	বিশেষ্য	বড় ছোট ভেদাভেদ আমার নেই।
মূর্খ	বিশেষণ	মূর্খ লোকের মতো এসব কি বলছ?
	বিশেষ্য	মূর্খকে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই।
আপন	সর্বনাম	আপন চেয়ে পর ভালো।
	বিশেষণ	আপন ভালো পাগলেও বোঝে।
চেনা	বিশেষণ	এ যে আমাদের চেনা লোক।
	বিশেষ্য	চেনাই অচেনা হয়ে যায়।
রাঁধা	বিশেষ্য	ভাত রাঁধাই মেয়েদের একমাত্র কাজ নয়।
	বিশেষণ	রাঁধা ভাত না খেয়ে চলে যেয়ো না।
ধরা	বিশেষ্য	মাছ ধরা জেলেদের পেশা।
	বিশেষণ	ধরা মাছ কি কেউ ছেড়ে দেয়?
অল্প	বিশেষণ	এত অল্প ভাতে পেট ভরবে না।
	বিশেষ্য	অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ভালো।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'বিশ্বস্ত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ– [NU-Science : 14-15]
ক বিশ্বাস্য খ বিশ্বাস গ বিশ্বস্ততা ঘ বিশ্বাসী উ: খ

০২. 'এইটুকুন' শব্দের 'টুকুন' হলো– [NU-Science : 14-15]
ক প্রত্যয় খ বিভক্তি গ পদাশ্রিত নির্দেশক ঘ বহুবচন উ: গ

০৩. 'দক্ষিণ' শব্দের বিশেষ্য - [NU-Science : 12-13]
ক দক্ষিণতা খ দক্ষিণা গ দাক্ষিণ্য ঘ দক্ষিণ্যত্ব উ: গ

০৪. 'শূন্য বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।'-এখানে 'খাঁ খাঁ' কী ধরনের অব্যয়? [NU-Science : 12-13]
ক ধ্বন্যাত্মক অব্যয় খ সমুচ্চয়ী অব্যয়
গ অনন্বয়ী অব্যয় ঘ পদান্বয়ী অব্যয় উ: ক

০৫. পদ হওয়ার রীতি – [NU-Science : 05-06]
ক শব্দের সঙ্গে উপসর্গের যোগ খ শব্দকে বিশেষায়িত রূপদান
গ শব্দে ব্যঞ্জনার আরোপ ঘ বাক্যে শব্দের ব্যবহার উ: ঘ

০৬. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'–এখানে 'কিংবা' কোন ধরনের অব্যয়? [NU-Science : 04-05]
ক সংযোজক খ বিয়োজক
গ সংকোচক ঘ অনুকার উ: খ

০৭. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদের উদাহরণ – [NU-Science : 02-03]
ক সকল খ মেঘ গ আকাশ ঘ সভা উ: ঘ

০৮. 'তুমি কি খাবে?' এই বাক্যের 'কি' হলো– [NU-Science : 02-03]
ক সর্বনাম খ অব্যয়
গ ক্রিয়া বিশেষণ ঘ বিশেষণ উ: খ

০৯. তুমি না বলেছিলে আজ আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার [NU-Science : 01-02]
ক নেতিবাচক খ অব্যয়সূচক
গ সম্মতিসূচক ঘ সন্দেহবাচক উ: গ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।'—এখানে 'নিশীথ' কোন পদ? [GST-A : 23-24]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ
ⓖ ক্রিয়া ⓖ ক্রিয়াবিশেষণ উ: খ

০২. 'সর্বজন' শব্দের বিশেষণ কোনটি? [GST-A : 22-23]
ⓚ সার্বজনীন ⓚ বিশ্বজনীন
ⓖ সার্বজনীয় ⓖ সর্বজনীন উ: ঘ

০৩. 'এ এক বিরাট সত্য'- এই বাক্যে 'সত্য' কোন পদ? [GST-A : 21-22]
ⓚ বিশেষণ ⓚ অব্যয়
ⓖ ক্রিয়া ⓖ বিশেষ্য উ: ঘ

০৪. যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ–[GST-A : 20-21]
ⓚ কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধরো। ⓚ ঘটনাটা শুনে রাখ।
ⓖ সাপুড়ে সাপ খেলায় ⓖ এখন গোল্লায় যাও উ: খ

০৫. অনুকার অব্যয় কোনটি? [CoU-A : 18-19]
ⓚ উঃ ⓚ ওগো
ⓖ মর মর ⓖ মরি মরি উ: ঘ

০৬. ব্যতিহারিক সর্বনামের উদহারণ কোনটি? [CoU-A : 18-19]
ⓚ আপসে ⓚ স্বয়ং ⓖ সমুদয় ⓖ অপর উ: ক

০৭. 'প্রণয় ছিল পরিণয় হইল, আর কী আশা?' এ বাক্যে 'কী' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [SUST-A : 19-20]
ⓚ যোজক পদ ⓚ বিশেষ্য ⓖ সর্বনাম
ⓖ ক্রিয়া-বিশেষণ ⓤ বিশেষণ উ: গ

০৮. 'মামুন সুমনকে একটি বই দিয়েছে।' এ বাক্যটি কোন ক্রিয়ার সফল উদাহরণ? [SUST-A : 19-20]
ⓚ প্রযোজক ⓚ সকর্মক ⓖ অকর্মক
ⓖ দ্বিকর্মক ⓤ ণিজন্ত ক্রিয়ার উ: ঘ

৯. 'পুণ্যে মতি হোক।' বাক্যে 'পুণ্যে' শব্দটি কোন পদ? [KU-B : 19-20]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ
ⓖ ক্রিয়া ⓖ বিশেষণের অতিশায়ন উ: ক

তিনি কোথায় যেন চলে গেলেন। বাক্যে চিহ্নিত শব্দযুগল কোন ক্রিয়া? [KU-B : 19-20]
ⓚ প্রযোজক ⓚ দ্বিকর্মক
ⓖ যৌগিক ⓖ মিশ্র উ: গ

'অন্ধের আবার কি দিন কি রাত'। এ বাক্যে 'কি' হলো– [CoU-C : 19-20]
ⓚ অব্যয় পদ ⓚ বিশেষণ পদ
ⓖ সর্বনাম পদ ⓖ বিশেষ্য পদ উ: ক

'আজ নয় কাল সে আসবেই।' বাক্যটিতে 'নয়' শব্দটির ব্যাকরণিক শ্রেণি কোনটি? [IU-B : 19-20]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ যোজক
ⓖ ক্রিয়া বিশেষণ ⓖ অব্যয় উ: ঘ

বিশেষ্য পদ কোনটি? [IU-B : 19-20]
ⓚ জাত ⓚ গৈরিক ⓖ উদ্ধত ⓖ গাম্ভীর্য উ: ঘ

কোন পদের আগে অজস্র শব্দটি বসালে বহুবচন হয়? [BRUR-A : 19-20]
ⓚ সর্বনাম ⓚ অব্যয় ⓖ বিশেষ্য ⓖ ক্রিয়া উ: গ

'আজও' শব্দের 'ও' প্রত্যয় কোন অর্থে ব্যবহৃত? [SHUBD-B : 19-20]
ⓚ অধিকন্তু অর্থে ⓚ নিশ্চয়াত্মক অর্থে
ⓖ বিশেষণ ⓖ সমাসবদ্ধ উ: গ

১৬. 'অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন।' এখানে "অবশ্য" হলো– [RUB : 19-20]
ⓚ অব্যয় ⓚ সর্বনাম
ⓖ বিশেষ্য ⓖ বিশেষণ উ: ঘ

১৭. 'মাসুদ সারাদিন খেলছিল।' বাক্যের ক্রিয়া হলো– [RUB : 19-20]
ⓚ সকর্মক ⓚ অকর্মক
ⓖ দ্বিকর্মক ⓖ সমধাতুজ উ: খ

১৮. যৌগিক ক্রিয়ার একটি ব্যবহার হলো– [RUB : 19-20]
ⓚ এগিয়ে চলা ⓚ সাঁতরানো
ⓖ বড়ো হওয়া ⓖ ডাঙন ধরা উ: ক

১৯. ইংরেজি ব্যাকরণের Adverb কে বাংলা ব্যাকরণে কী বলা হয়? [NSTU-D : 19-20]
ⓚ সমুচ্চয়ী ⓚ নামপদ
ⓖ ভাব বিশেষণ ⓖ নাম বিশেষণ উ: গ

২০. 'গিজগিজ' কোন পদের উদাহরণ? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ সর্বনাম ⓚ বিশেষণের অতিশায়ন
ⓖ অব্যয় ⓖ ক্রিয়া বিশেষণ উ: গ

২১. কোন বাক্যে অনন্বয়ী অব্যয়ের ব্যবহার হয়েছে? [BSMRSTU-E : 19-20]
ⓚ বাঃ কী সুন্দর পাখি ⓚ যত গর্জে তত বর্ষে না
ⓖ বেলা যে পড়ে এল ⓖ ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল উ: ক

২২. 'জ্বর' এর সাথে কোন শব্দের দ্বিরুক্তিতে 'সামান্য' অর্থ প্রকাশ পায়? [KU-A : 18-19]
ⓚ জারি ⓚ বিকার
ⓖ জ্বর ⓖ ব্যাধি উ: গ

২৩. 'দুই-দশ টাকা উপার্জন করিবে, এই আশায় দোকান খুলিয়াছে।' নিম্নরেখ বাক্যাংশটুকু কী ধরনের? [IU-B : 18-19]
ⓚ বিশেষ্যধর্মী ⓚ বিশেষণধর্মী
ⓖ বিশেষ্য-বিশেষণধর্মী ⓖ ক্রিয়াবিশেষণধর্মী উ: ক

২৪. নিচের কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম আছে? [IU-B : 18-19]
ⓚ দুধকে আমরা দুগ্ধ বলি ⓚ তাকে আমরা চিনি না
ⓖ জিজ্ঞাসিব জনে জনে ⓖ লাঙল দ্বারা জমি চাষ হয় উ: ক

২৫. কোন বাক্যে অনন্বয়ী অব্যয় আছে? [BRUR-A : 18-19]
ⓚ হাশেম অথবা কাশেম যাও ⓚ পাছে লোকে কিছু বলে
ⓖ ওকে দিয়ে হবে না ⓖ সাবধানে চলাচল কর উ: খ

২৬. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [JKKNIU-AP : 18-19]
ⓚ আমি ভাত খাচ্ছি ⓚ আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব
ⓖ আমি দুপুরে ভাত খাই ⓖ তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠ উ: খ

২৭. অব্যয় পদ কত প্রকার? [JKKNIU-D : 18-19]
ⓚ ৩ ⓚ ৪
ⓖ ৫ ⓖ ৬ উ: খ

২৮. 'শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।' এ বাক্যে ক্রিয়া কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [SUST-A : 18-19]
ⓚ আকস্মিকতা ⓚ কার্য-সমাপ্তি ⓖ নিরন্তরতা
ⓖ অভ্যস্ততা ⓤ অনুমোদন উ: ঘ

২৯. 'মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?' এ বাক্যে 'কে কে' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [SUST-A : 18-19]
ⓚ ধারাবাহিকতা ⓚ আগ্রহ ⓖ অনুরূপ
ⓖ সামান্য ⓤ আধিক্য উ: ঙ

৩০. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখলে কীভাবে? এখানে 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে' [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ ক্রিয়া বিশেষণ ⓚ বিশেষণ
ⓖ বিশেষ্য ⓖ ক্রিয়া উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে তাকে বলে—
ক) যৌগিক ক্রিয়া খ) দ্বিকর্মক ক্রিয়াপদ
গ) মিশ্র ক্রিয়া ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

০২. 'শিশুর মন সংকল্পযুক্ত হয়ে থাকে।' বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি—
ক) মিশ্র ক্রিয়া খ) যৌগিক ক্রিয়া
গ) প্রযোজক ক্রিয়া ঘ) অনুক্ত ক্রিয়া উ: খ

০৩. 'ফরসা মানুষ'-এর 'ফরসা' শব্দটি কোন ধরনের বিশেষণ?
ক) অবস্থাবাচক খ) রূপবাচক
গ) গুণবাচক ঘ) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক উ: খ

০৪. 'বাবাই' এর বিশেষণ—
ক) দ্বিত্ব খ) বাহত
গ) বিষয় ঘ) প্রতিবাদ উ: খ

০৫. 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' বাক্যে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে?
ক) তুলনা খ) পরিমাণ
গ) কার্যকারণ ঘ) বৈপরীত্য উ: ঘ

০৬. 'কী বিপদ! কিছুতেই যে পিছু ছাড়ে না।' এ বাক্যে 'কী' অব্যয়ের ভাব—
ক) বিরক্তি খ) রাগ
গ) হতাশ ঘ) দুঃখ উ: ঘ

০৭. 'টিপ্ টিপ্, শত বিন্দু, নিশ্চিন্ত যে জল' এ বাক্যে 'শত বিন্দু' কোন পদ?
ক) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য খ) অব্যয়ের বিশেষণ
গ) বাক্যের বিশেষণ ঘ) বাক্যালংকার অব্যয় উ: গ

০৮. 'তুমি কি কেউ নি পারো' এখানে 'নি' হচ্ছে—
ক) ক্রিয়া বিশেষণ খ) বিশেষণ
গ) অব্যয় ঘ) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ উ: ঘ

০৯. অপরিবর্তনীয় শব্দকে কী বলে?
ক) অনুক্ত ক্রিয়াপদ খ) বিশেষ্য পদ
গ) অব্যয় পদ ঘ) ক্রিয়াপদ উ: গ

১০. 'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন' এখানে 'মা' কোন কর্তা?
ক) মুখ্য কর্তা খ) গৌণ কর্তা
গ) প্রযোজক কর্তা ঘ) প্রযোজ্য কর্তা উ: গ

১১. অব্যক্ত ভাব প্রকাশক অব্যয়—
ক) ঝম ঝম খ) শন শন
গ) ধাঁ ধাঁ ঘ) ঢং ঢং উ: ঘ

১২. উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ কোনটি?
ক) বলেছ, করেছ খ) করেছি, খেয়েছি
গ) বলেছিস, খেয়েছিস ঘ) এসেছেন, করেছেন উ: খ

১৩. নির্ধারক বিশেষণ-এর উদাহরণ কোনটি?
ক) অনেক দিন বাড়ি যাই না খ) এক এক করে সবাই চলে গেল
গ) রাশি রাশি ভারা ভারা ধান ঘ) লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ উ: খ

ব্যাকরণ
অধ্যায় ৪

উপসর্গ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উপসর্গ : যে সকল অব্যয়সূচক শব্দাংশ নামপদ বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে সেগুলোকে উপসর্গ বলে।
- প্রকারভেদ : বাংলা ভাষার উপসর্গ তিন প্রকার। যথা :
১. বাংলা উপসর্গ ২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ এবং ৩. বিদেশি উপসর্গ।

০১. বাংলা উপসর্গ : বাংলা উপসর্গ একুশটি। যথা : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

২১টি বাংলা উপসর্গ মনে রাখার জন্য জয়কলি'র শর্ট টেকনিক :

⇨ বাংলা উপসর্গ : অঘারাম বাস করে অচেনা অজ পাড়াগাঁয়ে। হাপানের সু পুত্র সাজন ভর দুপুরে কদ কুসুমকে বিয়ে করে নিখোঁজ হলো। পরে আড়ালে আবডালে ঊনিশটি দিন বনের মধ্যে অনাহারে কাটিয়ে আনমনা হয়ে বসেছিল। তার বিয়ের এই ইতিহাস শুনে রাজা পাতি রাম আকুলভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সুখি হও।

⇨ বিভিন্ন অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ :

বাংলা উপসর্গ, অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দগঠন

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অকাজ, অকেজো, অপয়া, অকাট, অকাল, অগোছালো।
	অভাব/না	অচিন, অচেনা, অদেখা, অবাঙালি, অমিল, অথৈ।
	ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে, অঘোরে।
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাচার।
	ব্যতীত (ছাড়া)	অনাছিষ্টি, অনাচার।
	অশুভ	অনামুখো।
আ	অভাব (না)	আকাঁড়া, আলুনি, আচালা, আহাঁটি, আধোয়া।
	বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠা, আকথা, আকাম, আকাল, আঘাটা।
আড়	বক্র অর্থে	আড়চোখে, আড়নয়নে।
	প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা।
	বিশিষ্ট	আড়কোলা, আড়গড়া, আড়কাঠি।
আন	না	আনকোরা।
	বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমনা।
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল।
ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে।
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস।
ঊন (ঊনা)	কম	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ (< ঊনবিংশ)।
কদ্	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার।
কু	কুৎসিত	কুকথা, কুনজর, কুকাজ, কুপথ্য, কুকাম।
নি	নাই/নেতি	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট।
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়ো, পাতিকাক।
বি	ভিন্নতা	বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিকল, বিকাল।
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরসন্ধ্যা।
রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামশিঙা, রামদা, রামবোকা।
স	সঙ্গে বা সম্পূর্ণ	সলাজ, সরব, সঠিক, সপাট, সজোরে।
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান।
সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুনাম, সুদিন, সুডৌল।
হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ

CamScanner

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে তাকে বলে–
(ক) যৌগিক ক্রিয়া (খ) দ্বিত্ব ক্রিয়াপদ
(গ) ণিজন্ত ক্রিয়া (ঘ) কোনোটিই নয় উ: ঘ

০২. 'শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।' বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি–
(ক) মিশ্র ক্রিয়া (খ) যৌগিক ক্রিয়া
(গ) প্রযোজক ক্রিয়া (ঘ) অনুক্ত ক্রিয়া উ: খ

০৩. 'ভালো মানুষ'-এর 'ভালো' শব্দটি কোন ধরনের বিশেষণ?
(ক) আধারবাচক (খ) রূপবাচক
(গ) গুণবাচক (ঘ) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক উ: গ

০৪. 'ব্যাঘাত' এর বিশেষণ–
(ক) বিঘ্ন (খ) ব্যাহত
(গ) বিঘেয় (ঘ) প্রতিঘাত উ: খ

০৫. 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' বাক্যে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে?
(ক) তুলনা (খ) পরিণাম
(গ) কার্যকারণ (ঘ) বৈপরীত্য উ: ক

০৬. 'কী বিপদ! ভিখারি যে পিছু ছাড়ে না।' এ বাক্যে 'কী' অব্যয়ের ভাব–
(ক) বিরক্তি (খ) রাগ
(গ) হতাশা (ঘ) দুঃখ উ: ক

০৭. 'ধিক্ তারে, শত ধিক্, নির্লজ্জ যে জন' এ বাক্যে 'শত ধিক্' কোন পদ?
(ক) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (খ) অব্যয়ের বিশেষণ
(গ) বাক্যের বিশেষণ (ঘ) বাক্যালংকার অব্যয় উ: খ

০৮. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?' এখানে 'নি' হচ্ছে–
(ক) ক্রিয়া বিশেষণ (খ) বিশেষণ
(গ) অলঙ্কার (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ উ: ক

০৯. অপরিবর্তনীয় শব্দকে কী বলে?
(ক) অনুক্ত ক্রিয়াপদ (খ) বিশেষ্য পদ
(গ) অব্যয় পদ (ঘ) ক্রিয়াপদ উ: গ

১০. 'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন' এখানে 'মা' কোন কর্তা?
(ক) মুখ্য কর্তা (খ) গৌণ কর্তা
(গ) প্রযোজক কর্তা (ঘ) প্রযোজ্য কর্তা উ: গ

১১. অব্যক্ত ভাব প্রকাশক অব্যয়–
(ক) ঝম ঝম (খ) শন শন
(গ) খাঁ খাঁ (ঘ) ঢং ঢং উ: ঘ

১২. উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ কোনটি?
(ক) বলেছ, করেছ (খ) করেছি, খেয়েছি
(গ) বলেছিস, খেয়েছিস (ঘ) এসেছেন, করেছেন উ: খ

১৩. 'নির্ধারক বিশেষণ'-এর উদাহরণ কোনটি?
(ক) অনেক দিন বাড়ি যাই না (খ) এক এক করে সবাই চলে গেল
(গ) রাশি রাশি ভারা ভারা ধান (ঘ) লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ উ: গ

ব্যাকরণ

অধ্যায় ৪ উপসর্গ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উপসর্গ : যে সকল অব্যয়সূচক শব্দাংশ নামশব্দ বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে সেগুলোকে উপসর্গ বলে।
- প্রকারভেদ : বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। যথা :
১. বাংলা উপসর্গ ২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ এবং ৩. বিদেশি উপসর্গ।

০১. বাংলা উপসর্গ : বাংলা উপসর্গ একুশটি। যথা : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

২১টি বাংলা উপসর্গ মনে রাখার জন্য জয়কলি'র শর্ট টেকনিক :

➭ বাংলা উপসর্গ : অঘারাম বাস করে অচেনা অজ পাড়াগাঁয়ে। হাশেমের সৎ পুত্র সাহস ভর দুপুরে কদ কুসুমকে বিয়ে করে নিখোঁজ হলো। পরে আড়ালে আবডালে উনচল্লিশ দিন বনের মধ্যে অনাহারে কাটিয়ে আনমনা হয়ে বসেছিল। তার বিরহের এই ইতিহাস শুনে রাজা পাতি রাম আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সুখি হও।

➭ বিভিন্ন অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ :

বাংলা উপসর্গ, অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দগঠন

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অকাজ, অকেজো, অপয়া, অকাট, অকাল, অগোছালো।
	অভাব/না	অচিন, অচেনা, অদেখা, অবাঙালি, অমিল, অথৈ।
	ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে, অঘোরে।
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়।
	ব্যতীত (ছাড়া)	অনাছিষ্টি, অনাচার।
	অশুভ	অনামুখো।
আ	অভাব (না)	আকাঁড়া, আলুনি, আচালা, আছাঁটা, আধোয়া।
	বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠা, আকথা, আকাম, আকাল, আঘাটা।
আড়	বক্র অর্থে	আড়চোখে, আড়নয়নে।
	আধা, প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা।
	বিশিষ্ট	আড়কোলা, আড়গড়া, আড়ক্ঠি।
আন	না	আনকোরা।
	বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমনা।
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল।
ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে।
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস।
উন (ঊনা)	কম	উনপাঁজুরে, ঊনিশ (< উনবিংশ)।
কদ্	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার।
কু	কুৎসিত	কুকথা, কুনজর, কুকাজ, কুপথ্য, কুকাম।
নি	নাই/নেতি	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট।
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়া, পাতিকাক।
বি	ভিন্নতা	বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিকল, বিকাল।
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরসাঁজ, ভরপুর, ভরসন্ধ্যে।
রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামশিঙ্গা, রামদা, রামবোকা।
স	সঙ্গে বা সম্পূর্ণ	সলাজ, সরব, সঠিক, সপাট, সজোরে।
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান।
সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুনাম, সুদিন, সুডৌল।
হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ : বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকোচন-সম্প্রসারণ করে থাকে।

তৎসম উপসর্গ বিশটি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

২০টি তৎসম উপসর্গ মনে রাখার জন্য জয়কলি'র শর্ট টেকনিক :

☞ **তৎসম উপসর্গ :** যুদ্ধে প্রথম পরাজয়ের সম পরিমাণ অপমান, অবমাননা, অনুতাপ ও উৎপীড়ন নিবারণ করার জন্য দুরন্ত অভি ও অপি নিরন্তর সুদিনের আশায় অতি কষ্টে উপনেতার অধিবেশনে প্রতিদিন আগমন ও বিচরণ করতেন।

সংস্কৃত উপসর্গযোগে অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দগঠন :

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	প্রভাব, প্রজ্ঞা, প্রচলন, প্রস্ফুটিত।
	উৎকর্ষ	প্রকৃষ্ট, প্রদর্শন, প্রবাদ, প্রমূর্ত, প্রভাত।
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রকীর্তি, প্রখ্যাত, প্রশংসা।
	আধিক্য	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রখর, প্রচণ্ড, প্রমত্ত।
	সম্মুখ	প্রগতি, প্রণতি, প্রণাম, প্রগ্রসর।
	গতি/ক্রিয়া	প্রবেশ, প্রস্থান, প্রচার, প্রজনন, প্রদান।
	ধারা পরম্পরা	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য, প্রজন্ম।
পরা	আতিশয্য	পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ, পরাক্রম, পরাশক্তি।
	বিপরীত	পরাজয়, পরাধীন, পরাঙ্মুখ, পরাহত।
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ।
	অপকর্ষ	অপকর্ম, অপচেষ্টা, অপদেবতা, অপপ্রচার।
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ।
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন।
	উৎকৃষ্ট	অপরূপ।
	বিকৃত	অপমৃত্যু, অপপাঠ, অপভাষা, অপভ্রংশ।
সম	সম্যকরূপে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর, সংবাদ, সংযম।
	আধিক্য	সংক্রম, সন্তাপ, সমুৎসুক, সমৃদ্ধ।
	মিলন	সম্বন্ধ, সম্মিলন, সংকলন, সংযোজন, সঞ্চয়।
	সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ, সমক্ষ, সমুপস্থিত।
নি	নিষেধ	নিবৃত্তি।
	সম্যকভাবে	নিগূঢ়, নিথর, নিপুণ, নিবেদন, নিমগ্ন।
	বাজে	নিকৃষ্ট।
	আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুণ, নিকষ, নিপীড়ন, নিবিড়, নিস্তব্ধ।
অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা, অবহেলা।
	সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন, অবদমন, অবলোকন।
	উৎকর্ষ	অবদান।
	নিশ্চয়তা	অবধান, অবধারণ।
	অধোমুখিতা	অবতরণ, অবরোহণ, অবতীর্ণ, অবনতি।
	অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবশিষ্ট।
অনু	পশ্চাৎ	অনুশোচনা, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ।
	সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুদান।
	পৌনঃপুন	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন।
	সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা।
নির (নিঃ)	অভাব/নেই	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নিরন্ন।
	অতিরিক্ত	নিরতিশয়।
	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ, নিরুদ্ধ।
	বহির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন।
দুর (দুঃ)	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র।
	কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুর্গম, দুরূহ, দুর্জয়, দুর্বোধ্য, দুর্ভেদ্য।
বি	বিশেষরূপে	বিধৃত, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞ, বিদগ্ধ
	অভাব	বিনিদ্র, বিফল, বিতৃষ্ণা, বিবস্ত্র, বিদেহ।
	বিপরীত ভাব	বিকর্ষণ, বিক্রয়, বিদেশ, বিরাগ।
	গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ।
	অপ্রকৃতস্থ	বিকার, বিপর্যয়।
সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুপ্রিয়, সুজন, সুপথ, সুফল।
	সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুপাচ্য, সুবোধ্য।
	আতিশয্য	সুচতুর, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ, সুদক্ষ।
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উদ্যম, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্থিত, উদ্বাহু।
	আতিশয্য	উচ্ছেদ, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন।
	প্রাবল্য	উচ্ছ্বাস, উত্তপ্ত, উদগ্র, উত্তেজনা, উন্মত্ত।
	প্রস্তুতি/বিকাশ	উৎপাদন, উচ্চারণ, উত্তীর্ণ, উৎপন্ন।
	অপকর্ষ	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছেদ, উদ্ধত, উৎপাত।
অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিরাজ, অধীশ্বর।
	মধ্য বা আয়ত্ত	অধিকৃত, অধিগম্য, অধিবাসী, অধিভুক্ত।
	অতিরিক্ত	অধিকর্ম, অধিবর্ষ, অধিহার।
	উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান, অধিত্যকা।
	ব্যাপ্তি	অধিকার, অধিবাস, অধিগত।
পরি	বিশেষরূপ	পরিপূর্ণ, পরিবর্তন, পরিত্যাগ, পরিচালনা, পরিপক্ব
	শেষ	পরিশেষ, পরিশোধ, পরিসমাপ্তি।
	সুন্দর	পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ
	বিরুদ্ধ	পরিত্যাগ, পরিপন্থী, পরিহার।
	সম্যকরূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ।
	চতুর্দিক	পরিক্রমণ, পরিপার্শ্ব, পরিবৃত, পরিবার।
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিকৃতি, প্রতিমা।
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিকার, প্রতিপক্ষ, প্রতিশোধ।
	সম্যক	প্রতীক্ষা, প্রতিষ্ঠা।
	বিপরীত	প্রত্যুপকার, প্রতিদান।
	পৌনঃপুন	প্রতিদিন, প্রতিগ্রাম, প্রতিঘর, প্রতিমুহূর্ত।
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত।
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ, উপনগর।
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন।
	মন্দ	উপদেবতা, উপপতি, উপপত্নী, উপজীবী।
	সম্যক	উপকরণ, উপক্রম, উপবেশন, উপযুক্ত, উপহার।
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপজাতি, উপদ্বীপ, উপজেলা।
	বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ।
অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিনিবেশ।
	উৎকর্ষ	অভিজাত, অভিরাম।
	বিশেষ	অভিধান, অভিনেতা, অভিভাবক।
	গমন	অভিযান, অভিসার, অভিবাসন, অভিবাসী
	সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন, অভিনন্দন।
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়।
	অতিরিক্ত	অতিচালাক, অতিভক্তি, অতিবৃষ্টি।
	পার হওয়া	অতিক্রম, অতিক্রান্ত।
	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
অপি	ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি।
	আরও	অপিচ।
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র।
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস।
	বিপরীত	আদান, আগমন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিদেশি উপসর্গের অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দগঠন

ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
কার্	কাজ	কারখানা, কারসাজি, কারবার, কারদানি, কারচুপি।
দর্	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান।
না	না	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নাবালক।
নিম্	আধা	নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
ফি	প্রতি	ফি হপ্তা, ফি বছর, ফি মাস, ফি সন, ফি লোক।
বদ্	মন্দ	বদমেজাজ, বজ্জাত, বদহাল, বদখত, বদমাশ।
বে	না	বেআদব, বেহায়া, বেকার, বেগতিক, বেতার।
বর্	বাইরে, মধ্যে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
ব্	সহিত	বমাল, বনাম, বকলম।
কম্	স্বল্প	কমজোর, কমবখ্‌ত্, কমপোখ্‌তো।

ছন্দে ছন্দে ফারসি উপসর্গ মনে রাখার জয়কলি শর্ট টেকনিক :
নারায়ণগঞ্জের বদমাশ, বেহায়া, কমবখত্ ফিরোজ কথার বরখেলাপ করে নিমাইকে বলল, আরো টাকা দর কার।

আরবি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
আম্	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার।
খাস্	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা, খাসদরবার।
লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
গর্	অভাব অর্থে	গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

ছন্দে ছন্দে আরবি উপসর্গ মনে রাখার জয়কলি শর্ট টেকনিক :
আম দরবারের হিসাবে গরমিল থাকলে খাসমহল লাটে উঠবে।

ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
ফুল	পূর্ণ অর্থে	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-মোজা, ফুল-প্যান্ট।
হাফ	আধা	হাফ-হাতা, হাফ-টিকিট, হাফ-নেতা।
হেড	প্রধান	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত।
সাব	অধীন	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর।

উর্দু-হিন্দি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা, হরহামিনা।
হরেক	বিবিধ অর্থে	হরেকরকম, হরেকখাবার।

বাংলা উপসর্গের মধ্যে চারটি উপসর্গ তৎসম উপসর্গের তালিকাতেও পাওয়া যায়। সেগুলো হলো– আ, সু, বি, নি।

কয়েকটি বাংলা বিশেষ উপসর্গের উদাহরণ :

আ	আধোয়া, আকাঁড়া, আলুনি, আগাছা।
সু	সুদিন, সুনজর, সুনাম, সুকাজ।
বি	বিপথ, বিফল, বিভুঁই।
নি	নিলাজ, নিখোঁজ, নিখুঁত, নিরেট।

কয়েকটি বিশেষ তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গের উদাহরণ :
সু > সুশীল, সুদর্শন, সুনিপুণ, সুশান্ত।
বি > বিশুদ্ধ, বিবর্ণ, বিজ্ঞান, বিপুল।
নি > নিদান, নিবিড়, নিনাদ, নিবৃত্তি।
উপসর্গটি যে শব্দের সাথে যোগ হয় সেটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা আর শব্দটি তৎসম হলে উপসর্গটি তৎসম। যেমন : আগাছা, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ 'আ, সু, বি, নি'– বাংলা।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. কোনটি বাংলা উপসর্গ নয়? [NU-Science : 12-13]
ⓚ ক ⓛ সু ⓖ হর ⓘ অনা — উ: ⓖ

০২. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গ এসেছে যে-ভাষা থেকে – [NU-Science : 11-12]
ⓚ হিন্দি ⓛ ফারসি ⓖ উর্দু ⓘ আরবি — উ: ⓘ

০৩. 'হরহামেশা' শব্দে কোন ভাষার উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [NU-Science : 10-11]
ⓚ আরবি ⓛ ফারসি ⓖ হিন্দি ⓘ বাংলা — উ: ⓖ

০৪. 'প্রতি' কীরূপ উপসর্গ? [NU-Science : 09-10]
ⓚ বাংলা উপসর্গ ⓛ সংস্কৃত উপসর্গ ⓖ বিদেশী উপসর্গ ⓘ উপসর্গ নয় — উ: ⓛ

০৫. ব্যাপ্তি অর্থে 'পরি' উপসর্গের প্রয়োগ – [NU-Science : 08-09]
ⓚ পরিপূর্ণ ⓛ পরিপাটি ⓖ পরিশোধ ⓘ পরিসর — উ: ⓘ

০৬. উপসর্গযুক্ত শব্দ– [NU-Science : 07-08]
ⓚ অহেতুক ⓛ অহোরাত্র ⓖ অহমিকা ⓘ অহঙ্কার — উ: ⓚ

০৭. 'সাতিশয়' শব্দটি কয়টি উপসর্গযোগে গঠিত? [NU-Science : 06-07]
ⓚ ১টি ⓛ ২টি ⓖ ৩টি ⓘ ১টিও নয় — উ: ⓛ

০৮. উপসর্গঘটিত শব্দ – [NU-Science : 04-05]
ⓚ আঙ্গুল ⓛ আগুন ⓖ আকাঠ ⓘ আজন্ম — উ: ⓖ

০৯. 'পাতিলেবু' শব্দটি গঠিত – [NU-Science : 03-04]
ⓚ উপসর্গযোগে ⓛ সন্ধিযোগে ⓖ সমাসযোগে ⓘ প্রত্যয়যোগে — উ: ⓚ

১০. উপসর্গ সাধিত শব্দ নয় – [NU-Science : 02-03]
ⓚ নির্ণয় ⓛ পরাজয় ⓖ সমগ্র ⓘ নিভৃত — উ: ⓘ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. কোন দুটি শব্দের উপসর্গদ্বয় বিপরীতধর্মী অর্থ প্রদান করছে? [GST-A : 23–24]
ⓚ প্রচেষ্টা, প্রভাত ⓛ উপবন, উপবেশন ⓖ অকুণ্ঠ, অসীম ⓘ অপরূপ, অপদেবতা — উ: ⓘ

০২. 'গরহাজির' শব্দের 'গর' কোন ভাষার উপসর্গ? [GST-B : 22-23]
ⓚ ফরাসি ⓛ সংস্কৃত ⓖ আরবি ⓘ বাংলা — উ: ⓖ

০৩. কোনটি ফারসি উপসর্গ? [GST-B : 21-22]
ⓚ হর ⓛ আম ⓖ নিম ⓘ সাব — উ: ⓖ

০৪. 'ক্ষুদ্র' অর্থে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে? [GST-B : 20-21]
ⓚ উপকণ্ঠ ⓛ উপদল ⓖ উপকূল ⓘ উপশহর — উ: ⓛ

০৫. কোনটি সংস্কৃত উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? [IU-B : 19-20]
ⓚ সংকলন ⓛ কদাকার ⓖ হাভাতে ⓘ কুসঙ্গ — উ: ⓚ

০৬. কোনগুলো আরবি উপসর্গজাত শব্দ? [BRUR-A : 19-20]
ⓚ খাসমহল, হাফহাতা ⓛ হররোজ, ফি-বছর ⓖ খাসমহল, লাপাত্তা ⓘ কমজোর, বমাল — উ: ⓖ

০৭. নিচের কোন শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত হয়নি? [BRUR-A : 19-20]
ⓚ অনুবাদ ⓛ অষ্টমী ⓖ নির্ণয় ⓘ সম্পূর্ণ — উ: ⓛ

CS CamScanner

০৮. 'আড়গড়া' শব্দে উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [JKKNIU-D : 19-20]
(ক) প্রায় (খ) বাঁকা
(গ) বিশিষ্ট (ঘ) আধা
উ: গ

০৯. 'নিদাঘ' শব্দে 'নি' উপসর্গটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– [RUB : 19-20]
(ক) অভাব (খ) আতিশয্য
(গ) অল্পতা (ঘ) নিশ্চয়
উ: খ

১০. কোনটি বাংলা উপসর্গ?[BSMRSTU-E : 19-20]
(ক) আড় (খ) নিম
(গ) অপ (ঘ) উৎ
উ: ক

১১. 'প্রভাত' শব্দটির মধ্যে 'প্র'– [MBSTU-D : 19-20]
(ক) বিভক্তি (খ) অনুসর্গ
(গ) উপসর্গ (ঘ) প্রত্যয়
উ: গ

১২. 'ফুলপ্যান্ট' শব্দে 'ফুল' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কোন অর্থে? [MBSTU-D : 19-20]
(ক) আধা (খ) প্রধান
(গ) অধীন (ঘ) পূর্ণ অর্থে
উ: ঘ

১৩. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি? [HSTU-D : 19-20]
(ক) পরা (খ) ইতি
(গ) অনু (ঘ) পরি
উ: খ

১৪. 'বিচরণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [HSTU-C : 19-20]
(ক) গতি (খ) বিশেষ্য
(গ) বিশেষণ (ঘ) সাধারণ
উ: ক

১৫. 'বিনির্মাণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে? [HSTU-C : 19-20]
(ক) ইতিবাচক (খ) নেতিবাচক
(গ) সংকোচন (ঘ) প্রসারণ
উ: ঘ

১৬. নিচের কোনটি সংস্কৃত উপসর্গ? [JUST-D : 19-20]
(ক) অনু (খ) অনা
(গ) আম্ (ঘ) আন
উ: ক

১৭. খাঁটি বাংলা উপসর্গ নয় কোনটি? [BSMRSTU-D : 19-20]
(ক) পরি (খ) আন (গ) পাতি (ঘ) রাম
উ: ক

১৮. ফারসি উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দ কোনটি? [KU-A : 18-19]
(ক) বাসব্বর (খ) অধিকার
(গ) লাপাত্তা (ঘ) বেতার
উ: ঘ

১৯. বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [BRUR-A : 18-19]
(ক) রামছাগল (খ) প্রভাব
(গ) পরাজয় (ঘ) কারখানা
উ: ক

২০. কোন শব্দটি আরবি উপসর্গযোগে গঠিত? [JKKNIU-AP : 18-19]
(ক) গরমিল (খ) হররোজ
(গ) নালায়েক (ঘ) কমজোর
উ: ক

২১. কোন গুচ্ছটি তৎসম উপসর্গ নয়? [JKKNIU-D : 18-19]
(ক) নি, অব, দুর, অপি (খ) অপ, নির, সু, আ
(গ) আব, স, না, কার (ঘ) উৎ, বি, অভি, পরা
উ: গ

২২. কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ নয়? [SHUBD-A : 18-19]
(ক) হরঘমেশা (খ) হররোজ
(গ) হরতাল (ঘ) হরদম
উ: গ

২৩. নিচের কোন উপসর্গটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলাতে বিদ্যমান? [JUST-D : 18-19]
(ক) সু (খ) আব.
(গ) অব (ঘ) অভি
উ: ক

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'হররোজ, হরকিসিম। এ 'হর' কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে?
(ক) পূর্ণ অর্থে (খ) আধা অর্থে
(গ) প্রত্যেক অর্থে (ঘ) মধ্যস্থ অর্থে
উ: গ

০২. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
(ক) লা (খ) হা
(গ) প্র (ঘ) ভর
উ: গ

০৩. কোনটি বিদেশি উপসর্গের দৃষ্টান্ত?
(ক) কু (খ) অপ
(গ) অজ (ঘ) বদ্
উ: ঘ

০৪. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?
(ক) আম (খ) আড়
(গ) প্র (ঘ) নিম
উ: খ

০৫. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
(ক) অজ (খ) গর
(গ) পরি (ঘ) পাতি
উ: গ

০৬. 'বর' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
(ক) ইংরেজি (খ) তৎসম
(গ) খাঁটি বাংলা (ঘ) ফারসি
উ: ঘ

০৭. 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া' এখানে 'আকাঁড়া' শব্দের 'আ' কোন উপসর্গ?
(ক) খাঁটি বাংলা (খ) বিদেশি
(গ) সংস্কৃত (ঘ) তৎসম
উ: ক

০৮. 'প্রতি' কোন ভাষার উপসর্গ?
(ক) আরবি (খ) বাংলা
(গ) ইংরেজি (ঘ) সংস্কৃত
উ: ঘ

০৯. 'অপ' উপসর্গটি 'অপকর্ম' শব্দে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) নিকৃষ্ট (খ) বিকৃত
(গ) বিপরীত (ঘ) দুর্নাম
উ: ক

১০. কোন শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়নি?
(ক) সুগম (খ) লবণ
(গ) নিখুঁত (ঘ) দুর্গম
উ: খ

১১. 'পরীক্ষা' শব্দের 'পরি' উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা কী?
(ক) সম্যক (খ) বিশেষ
(গ) শেষ (ঘ) চতুর্দিক
উ: ক

১২. উপসর্গ যুক্ত হয় কৃদন্ত বা নাম শব্দের-
(ক) পূর্বে (খ) মধ্যে
(গ) পরে (ঘ) পূর্বে ও পরে
উ: ক

১৩. কোনটি ফারসি উপসর্গ?
(ক) কার্ (খ) কাম
(গ) হয় (ঘ) হাফ
উ: ক

১৪. কোনটি আরবি উপসর্গ?
(ক) নিম (খ) আম
(গ) পরা (ঘ) সম
উ: খ

১৫. কোনটি সংস্কৃত উপসর্গ?
(ক) আড় (খ) অজ
(গ) কদ (ঘ) পরা
উ: ঘ

CamScanner

ব্যাকরণ
অধ্যায় ৫

সমাস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **সমাস :** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।
- ➤ **সমস্তপদ :** সমস্যমান পদগুলো মিলে যে একটি পদ হয়, তাকে সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ বা সমাসনিষ্পন্ন পদ বলে।
- ➤ **সমস্যমান পদ :** যে যে পদে সমাস হয় তাকে সমস্যমান পদ বলে।
- ➤ **ব্যাসবাক্য :** যে বাক্য সমস্যমান পদগুলোর পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করে অথবা সমস্তপদকে ভাঙলে যে বাক্য পাওয়া যায়, তাকে ব্যাসবাক্য বা সমাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলে।
- ➤ **পূর্বপদ ও পরপদ :** সমাসবদ্ধ পদের প্রথমটি পূর্বপদ ও পরেরটি উত্তরপদ বা পরপদ। যেমন : শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল। এখানে, শোক দ্বারা আকুল = ব্যাসবাক্য, শোক, আকুল = সমস্যমান পদ, শোকাকুল = সমস্তপদ, শোক = পূর্বপদ, আকুল = উত্তর বা পরপদ।

যে সমাসে যে পদ প্রধান :

সমাস	পদ	সমাস	পদ
কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু	পরপদ	অব্যয়ীভাব	পূর্বপদ
বহুব্রীহি	কোনো পদ প্রধান নয়	দ্বন্দ্ব	উভয়পদ

- ➤ **সমাসের প্রকারভেদ :** সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যেমন : ১. দ্বন্দ্ব সমাস ২. কর্মধারয় সমাস ৩. তৎপুরুষ সমাস ৪. বহুব্রীহি সমাস ৫. দ্বিগু সমাস ও ৬. অব্যয়ীভাব সমাস। এছাড়াও প্রাদি সমাস, নিত্য সমাস, অলুক সমাস ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে।

বি.দ্র. : নতুন ব্যাকরণ (২০২১ সাল থেকে পাঠ্য) অনুসারে সমাস মূলত চার প্রকার। যথা : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার সমাস আলোচনা করা হলো :

দ্বন্দ্ব সমাস

১. **দ্বন্দ্ব সমাস :** যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্তপদে রক্ষিত হয়েছে। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর– এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন : মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন :

মিলনার্থক শব্দযোগে	মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট।
বিরোধার্থক শব্দযোগে	দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক।
বিপরীতার্থক শব্দযোগে	আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, লাভ-লোকসান।
অঙ্গবাচক শব্দযোগে	হাত-পা, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ডু, নাক-মুখ।
সংখ্যাবাচক শব্দযোগে	সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, উনিশ-বিশ।
সমার্থক শব্দযোগে	হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, খাতা-পত্র।
প্রায় সমার্থক	পোকা-মাকড়, কাপড়-চোপড়, ধুতি-চাদর।
দুটি সর্বনামযোগে	যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, এখানে-সেখানে।
দুটি ক্রিয়াযোগে	দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা।
দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে	ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে।
দুটি বিশেষণযোগে	ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল।

- ➤ **অলুক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, হাতে-কলমে।
- ➤ **বহুপদী দ্বন্দ্ব :** তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ, তেল-নুন-লকড়ি ইত্যাদি।
- ➤ **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদগুলো লোপ পায় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দ নির্ধারিত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : তুমি, সে ও আমি = আমরা। সে ও আপনি = আপনারা ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস

২. **কর্মধারয় সমাস :** যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : নীল যে আকাশ = নীলাকাশ, যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা, গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল।

- **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই।
- **উপমান কর্মধারয় :** উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন : ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে 'ভ্রমর' উপমান এবং 'কেশ' উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।
- **উপমিত কর্মধারয় :** সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়)। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন : মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র।
- **রূপক কর্মধারয় :** উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন : ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল।

তৎপুরুষ সমাস

৩. **তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন : বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ্, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

- ➤ **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত।
- ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, চির ব্যাপ্ত করে কাল = চিরকাল।
- ➤ **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ।
- **উন, হীন, শূন্য :** উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : এক দ্বারা উন = একোন, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন।
- ➤ **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, শিশুদের জন্য সাহিত্য = শিশুসাহিত্য।

CamScanner

➤ **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

➤ **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর, দের) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

➤ **অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** ঘোড়ারডিম, মাটিরমানুষ, হাতেরপাঁচ, মামারবাড়ি, সাপেরপা, মনেরমানুষ, কলেরগান ইত্যাদি। **কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।**

➤ **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা।

➤ **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস :** না-বাচক নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর।

➤ **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন : পকেট মারে যে = পকেটমার, জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ। এখানে 'পকেট', 'জলে', 'জল' উপপদ এবং 'মারে', 'চরে' ও 'দেয়' কৃদন্ত পদ।

➤ **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ : ঘিয়েভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান।

দ্বিগু সমাস

৪. **দ্বিগু সমাস :** সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উত্তর পদে বিশেষ্যপদ প্রযুক্ত হয় এবং এ সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়। যেমন : ত্রি কালের সমাহার– ত্রিকাল। এখানে 'ত্রি' সংখ্যাবাচক শব্দ এবং 'কাল' বিশেষ্য।

➤ দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়। যেমন : শত অব্দের সমাহার– শতাব্দী, পঞ্চ বটের সমাহার– পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার– ত্রিপদী, ত্রি (তিন) ফলের সমাহার– ত্রিফলা ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস

৫. **অব্যয়ীভাব সমাস :** পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি দেখানো হলো :

উপ

সামীপ্য বা কাছে অর্থে	
উপকণ্ঠ : কণ্ঠের সমীপে	উপকূল : কূলের সমীপে
সাদৃশ্য অর্থে	
উপকথা : কথার সদৃশ	উপদ্বীপ : দ্বীপের সদৃশ
উপবন : বনের সদৃশ	উপলক্ষ : লক্ষ্যের সদৃশ
ক্ষুদ্র অর্থে	
উপগ্রহ : উপ [ক্ষুদ্র] যে গ্রহ	উপজাতি : উপ [ক্ষুদ্র] যে জাতি
উপনদী : উপ [ক্ষুদ্র] যে নদী	উপবিভাগ : উপ [ক্ষুদ্র] যে বিভাগ

প্রতি

ব্যাপ্তি বা বীপ্সা অর্থে	বৈপরীত্য অর্থে
প্রতিক্ষণ : ক্ষণ ক্ষণ	প্রতিকূল : প্রতি [বিপরীত] কূল
প্রতিদিন : দিন দিন	প্রতিদান : প্রতি [বিপরীত] দান
প্রতিবার : বার বার	প্রতিবাদ : প্রতি [বিপরীত] বাদ
প্রতিমুহূর্ত : মুহূর্ত মুহূর্ত	প্রত্যুত্তর : প্রতি [বিপরীত] উত্তর

সাদৃশ্য অর্থে	
প্রতিকৃতি : প্রতি [সদৃশ] কৃতি	প্রতিমূর্তি : প্রতি [সদৃশ] মূর্তি
প্রতিধ্বনি : প্রতি [সদৃশ] ধ্বনি	প্রতিবিম্ব : প্রতি [সদৃশ] বিম্ব

যথা

উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট অর্থে	অনতিক্রম্যতা বা অনুযায়ী অর্থে
যথাকালে : যথা কালে	যথাবিধি : বিধিকে অতিক্রম না করে
যথাসময়ে : যথা সময়ে	যথারীতি : রীতিকে অতিক্রম না করে
যথাস্থানে : যথা স্থানে	যথাসাধ্য : সাধ্যকে অতিক্রম না করে

আ

পর্যন্ত অর্থে	
আকণ্ঠ : আ [অবধি] কণ্ঠ	আজানু : আ [অবধি] জানু
আকর্ণ : আ [অবধি] কর্ণ	আমৃত্যু : আ [অবধি] মৃত্যু
ঈষৎ বা কম অর্থে	**অবধি (থেকে) অর্থে**
আনত : ঈষৎ নত	আকৈশোর : কৈশোর থেকে শুরু করে
আরক্তিম : ঈষৎ রক্তিম	আবাল্য : বাল্য থেকে শুরু করে
সমষ্টি অর্থে	
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা : বালবৃদ্ধ থেকে বনিতা সবাই।	

প্র, পর

দূরবর্তী অর্থে	
পরোক্ষ : অক্ষির অগোচরে	প্রপিতামহ : পিতামহের দূরবর্তী

নিঃ = নির

অভাব অর্থে	
নিরামিষ : আমিষের অভাব	নির্ভাবনা : ভাবনার অভাব
নিরুৎসাহ : উৎসাহের অভাব	নির্মক্ষিক : মক্ষিকার অভাব

আ, হা

অভাব অর্থে	
আলুনি : নুনের অভাব	হাভাত : ভাতের অভাব

বহুব্রীহি সমাস

৬. **বহুব্রীহি সমাস :** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

➤ **বহুব্রীহি সমাসের প্রকার :** বহুব্রীহি সমাস ৮ প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ্, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

➤ **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী।

➤ **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি। যেমন : আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

➤ **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

➤ **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস :** পূর্বপদে নঞর্থক (না-অর্থবোধক) অব্যয় ও পরপদে বিশেষ্য মিলে যে তৃতীয় বিষয়ের ধারণা প্রকাশ পায় তাকেই নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : নেই আশ্রয় যার– অনাশ্রিত। নাই হুঁশ যার– বেহুঁশ।

➤ **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন : বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী।

CamScanner

➤ **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যেমন : এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ + আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ + ও)।

➤ **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি।

➤ **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন : দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা।

➤ **নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি :** কোনো নিয়ম অনুসরণ না করেই গঠিত বহুব্রীহি সমাসকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ।

ঙ **সমাসের অন্যান্য প্রকারভেদ :**

➤ **নিত্য সমাস :** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন :

অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর। পূজার নিমিত্ত = পূজার্থে।
কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র। কাল তুল্য সাপ = কালসাপ।
অন্য গৃহ = গৃহান্তর। তুমি, আমি ও সে = আমরা।

➤ **প্রাদি সমাস :** প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তাকে বলে প্রাদি সমাস। যেমন :

প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। প্র (প্রকৃষ্ট) গতি = প্রগতি।
পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ। উদ্‌গত নিদ্রাকে = উন্নিদ্র।
অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ। প্র (প্রকৃষ্ট) রূপে ভাত = প্রভাত।

➤ **সুপসুপা সমাস :** এ সমাস বাংলা নয়, সংস্কৃতে আলোচ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণে সু, ঔ, যস্ প্রভৃতি বিভক্তির নাম সুপ্। বিভক্তিযুক্ত পদকে সুবন্ত পদ বলে। একটি সুবন্ত পদের সঙ্গে আর একটি সুবন্ত পদের যে সমাস হয় অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত নামপদের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত অন্যপদের যে সমাস হয় তাকে সুপসুপা বা সহসুপা সমাস বলে। যেমন : পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব।

➤ **ছদ্মবেশী সমাস :** প্রথমেই বলে রাখা ভালো, 'ছদ্মবেশী সমাস' বলে বাংলা ব্যাকরণে স্বীকৃত কিছু নেই। সমাসের কোনো কোনো সমস্তপদ অতি ব্যবহারে সংক্ষিপ্ততর হয়ে পড়ে। তখন তাদের চেনাই কষ্ট হয়। এ ধরনের সমস্তপদের সমাসকে ছদ্মবেশী সমাস বলতে চেয়েছেন কেউ কেউ ('এগুলোকে ছদ্মবেশী সমাস বলতে ইচ্ছে করে।' জ্যোতিভূষণ চাকী)। উদাহরণ : অঘ্রান, বাসর, আমানি, পোলাও, ভাত্তর, আঁষটে।

সমাসের উদাহরণ

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অস্থির	নয় স্থির	নঞ্ তৎপুরুষ
উর্ণনাভ	উর্ণা নাভিতে যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
ঐতিহাসিক	ইতিহাস সম্পর্কিত যা	বহুব্রীহি সমাস
ওষ্ঠাধর	ওষ্ঠ এবং অধর	দ্বন্দ্ব সমাস
কালসিন্ধু	কাল রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গণতন্ত্র	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘিয়েভাজা	ঘিয়ে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
চাঁদমুখ	মুখ চাঁদের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ছাপোষা	ছা পোষে যে	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
ছেলেধরা	ছেলে ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঝরনাধারা	ঝরনার ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
ঠোঁটকাটা	ঠোঁট কাটা যার	বহুব্রীহি সমাস
ডাকবাক্স	ডাক ফেলার বাক্স	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঢেঁকিছাটা	ঢেঁকি দিয়ে ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
তীর্থযাত্রা	তীর্থের জন্য যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ
দশানন	দশ আনন আছে যার	বহুব্রীহি সমাস
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয় সমাস
ন্যায়নিষ্ঠ	ন্যায়ে নিষ্ঠ	সপ্তমী তৎপুরুষ
পদ্মআঁখি	আঁখি পদ্মের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
প্রভাকর	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রত্যুত্তর	উত্তরের বিপরীত	অব্যয়ীভাব সমাস
পোকায়কাটা	পোকায় কাটা	অলুক তৎপুরুষ

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. **'নিষ্কলঙ্ক' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?** [NU-Science : 12-13]
ⓚ অলুক তৎপুরুষ ⓚh উপমিত কর্মধারয়
ⓖ নঞর্থক বহুব্রীহি ⓖh অব্যয়ীভাব
উ: ⓖ

০২. **'লাঠালাঠি' কোন সমাস?** [NU-Science : 10-11]
ⓚ প্রাদি ⓚh ব্যতিহার বহুব্রীহি
ⓖ তৎপুরুষ ⓖh কর্মধারয়
উ: ⓚh

০৩. **'ধর্মঘট' কোন সমাসের উদাহরণ?** [NU-Science : 09-10]
ⓚ ব্যতিহার বহুব্রীহি ⓚh মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ⓖ উপপদ তৎপুরুষ ⓖh অলুক দ্বন্দ্ব
উ: ⓚh

০৪. **'অনাশ্রিত' শব্দটি কোন সমাস?** [NU-Science : 09-10]
ⓚ বহুব্রীহি ⓚh অব্যয়ীভাব
ⓖ নঞ্ তৎপুরুষ ⓖh ষষ্ঠী তৎপুরুষ
উ: ⓖ

০৫. **অব্যয়ীভাব সমাসবদ্ধ শব্দ –** [NU-Science : 08-09]
ⓚ অকালমৃত্যু ⓚh অপয়া
ⓖ আয়কর ⓖh আমূল
উ: ⓖh

০৬. **'যথাসাধ্য' সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাসবাক্য –** [NU-Science : 07-08]
ⓚ যথা যে সাধ্য ⓚh যথার্থ সাধ্য
ⓖ সাধ্যকে অতিক্রম না করে ⓖh যথা সাধ্য যার
উ: ⓖ

০৭. **'প্রতিকূল' কোন সমাস?** [NU-Science : 06-07]
ⓚ অব্যয়ীভাব সমাস ⓚh প্রাদি সমাস
ⓖ নিত্য সমাস ⓖh বহুব্রীহি সমাস
উ: ⓚ

০৮. **তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ –** [NU-Science : 05-06]
ⓚ প্রভাত ⓚh দ্বিপ্রহর
ⓖ খাসখবর ⓖh সাহিত্যবিশারদ
উ: ⓖh

০৯. **'উড়োজাহাজ' কোন সমাস?** [NU-Science : 03-04]
ⓚ বহুব্রীহি ⓚh কর্মধারয়
ⓖ দ্বন্দ্ব ⓖh তৎপুরুষ
উ: ⓚh

১০. **'অল্পপ্রাণ' কোন সমাস?** [NU-Science : 02-03]
ⓚ তৎপুরুষ ⓚh কর্মধারয়
ⓖ অব্যয়ীভাব ⓖh বহুব্রীহি
উ: ⓖh

১১. **'ঘরে-বাইরে' কোন সমাস?** [NU-Science : 01-02]
ⓚ অলুক তৎপুরুষ ⓚh অলুক বহুব্রীহি
ⓖ অলুক দ্বন্দ্ব ⓖh অব্যয়ীভাব
উ: ⓖ

CamScanner

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি কোন ধরনের সমাস? [GST-A : 22-23]
ⓚ কর্মধারয় ⓚ বহুব্রীহি ⓖ তৎপুরুষ ⓖ দ্বন্দ্ব উ: গ

০২. 'তচ্ছভুক্ত' শব্দটি গঠিত হয়েছে– [GST-A : 22-23]
ⓚ প্রত্যয়যোগে ⓚ সমাসযোগে
ⓖ উপসর্গযোগে ⓖ সন্ধিযোগে উ: খ

০৩. একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকলে তাকে কী বলা হয়? [GST-A : 21-22]
ⓚ লুপ্তোপমা ⓚ রূপক ⓖ পূর্ণোপমা ⓖ মালোপমা উ: ঘ

০৪. রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [GST-A : 20-21]
ⓚ কুসুমকোমল ⓚ পদ্মাসন ⓖ তেপান্তর ⓖ জ্ঞানবৃক্ষ উ: ঘ

০৫. 'ঘোড়ার ডিম' কোন সমাস? [CoU-A : 19-20]
ⓚ অলুক বহুব্রীহি ⓚ অলুক তৎপুরুষ
ⓖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓖ অলুক দ্বন্দ্ব উ: খ

০৬. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি এর উদাহরণ কোনটি? [CoU-A : 18-19]
ⓚ গায়ে-পড়া ⓚ ঘরমুখো ⓖ তেপায়া ⓖ দ্বীপ উ: খ

০৭. 'মহাকীর্তি'এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [HSTU-C : 19-20]
ⓚ মহতী যে কীর্তি ⓚ মহা যে কীর্তি
ⓖ মহান যে কীর্তি ⓖ মহান কীর্তি যার উ: ক

০৮. বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তাকে কী বলে? [KU-B : 19-20]
ⓚ সমানাধিকরণ ⓚ ব্যধিকরণ
ⓖ ব্যতিহার ⓖ প্রত্যয়ান্ত উ: খ

০৯. 'ঘিয়ে ভাজা' শব্দটি কোন সমাস? [CoU-C : 19-20]
ⓚ অলুক দ্বন্দ্ব ⓚ অলুক বহুব্রীহি
ⓖ অলুক তৎপুরুষ ⓖ নিত্য সমাস উ: গ

১০. 'জোস্নারাত' শব্দটি কোন সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন? [BSFMSTU-C : 19-20]
ⓚ তৎপুরুষ ⓚ দ্বন্দ্ব
ⓖ বহুব্রীহি ⓖ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: ঘ

১১. 'উপভাষা' কোন সমাস? [BSFMSTU-C : 19-20]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ দ্বিগু ⓖ বহুব্রীহি ⓖ অব্যয়ীভাব উ: ঘ

১২. 'মিশকালো' কোন প্রকার সমাস? [IU-B : 19-20]
ⓚ উপমান কর্মধারয় ⓚ রূপক কর্মধারয়
ⓖ দ্বন্দ্ব ⓖ উপমিত কর্মধারয় উ: ক

১৩. কোনটি নিত্য সমাস? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ গ্রামান্তর ⓚ জজসাহেব ⓖ মনমাঝি ⓖ জলেস্থলে উ: ক

১৪. 'মৌমাছি' কোন সমাস? [JKKNIU-E : 19-20]
ⓚ তৎপুরুষ ⓚ অব্যয়ীভাব ⓖ কর্মধারয় ⓖ দ্বিগু উ: গ

১৫. জলে-স্থলে কোন সমাস? [JKKNIU-D : 19-20]
ⓚ সমার্থক দ্বন্দ্ব ⓚ বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব
ⓖ অলুক দ্বন্দ্ব ⓖ একশেষ দ্বন্দ্ব উ: গ

১৬. 'দুঃখকে প্রাপ্ত' এটি কোন সমাস? [JUST-E : 19-20]
ⓚ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ⓚ বহুব্রীহি
ⓖ দ্বিগু ⓖ কর্মধারয় উ: ক

১৭. কোনটি প্রাদি সমাস? [HSTU-D : 19-20]
ⓚ প্রবাদ ⓚ প্রবেশ ⓖ আকণ্ঠ ⓖ দুর্ভিক্ষ উ: ক

১৮. 'যাবজ্জীবন' কোন সমাস? [HSTU-C : 19-20]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ বহুব্রীহি ⓖ অব্যয়ীভাব ⓖ দ্বিগু উ: গ

১৯. কোনটি দ্বিগু সমাস? [HSTU-C : 19-20]
ⓚ পশুরী ⓚ বড়বাবু
ⓖ সোনামুখ ⓖ কানা-খোড়া উ: ক

২০. 'লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি' কোন সমাসের উদাহরণ? [NSTU-D : 19-20]
ⓚ ব্যতিহার বহুব্রীহি ⓚ কর্মধারয়
ⓖ নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি ⓖ তৎপুরুষ উ: ক

২১. 'ভোটাধিকার' কোন সমাস? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ বহুব্রীহি ⓚ তৎপুরুষ
ⓖ দ্বিগু ⓖ নিত্য সমাস উ: খ

২২. কোনটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [BSMRSTU-E : 19-20]
ⓚ অভাব ⓚ রান্নাঘর ⓖ প্রাণপ্রিয় ⓖ রাজপুত্র উ: ঘ

২৩. নিচের কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [CoU-B : 18-19]
ⓚ আমরা ⓚ দা-কুমড়া ⓖ হাতে-কলমে ⓖ প্রতিকূল উ: গ

২৪. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? [CoU-B : 18-19]
ⓚ চৌচালা ⓚ চন্দ্রমুখ
ⓖ কায়মনোবাক্য ⓖ রেলগাড়ি উ: ক

২৫. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ? [IU-B : 18-19]
ⓚ স্বয়ংসিদ্ধ ⓚ অনামুখ ⓖ বিমৃশ্যকারী ⓖ বজ্রনখ উ: গ

২৬. 'পঞ্চনদ' কোন সমাসের উদাহরণ? [BRUR-A : 18-19]
ⓚ দ্বিগু ⓚ অব্যয়ীভাব ⓖ দ্বন্দ্ব ⓖ কর্মধারয় উ: ক

২৭. 'তুষারশুভ্র' কোন সমাসের উদাহরণ? [SHUBD-B : 18-19]
ⓚ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ⓚ উপমান কর্মধারয়
ⓖ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ⓖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ উ: খ

২৮. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ সপ্তাহ ⓚ বাবা-মা ⓖ অভাব ⓖ পলান্ন উ: খ

২৯. 'পথের রাজা' এটি কোন সমাসের ব্যাসবাক্য? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ তৎপুরুষ ⓚ বহুব্রীহি ⓖ কর্মধারয় ⓖ দ্বিগু উ: ক

৩০. 'গৃহকর্ত্রী' কোন সমাস? [JUST-D : 18-19]
ⓚ পঞ্চমী তৎপুরুষ ⓚ চতুর্থী তৎপুরুষ
ⓖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓖ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ উ: গ

৩১. 'চাঁদবদন' কোন সমাস? [JUST-E : 18-19]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓚ কর্মধারয়
ⓖ বহুব্রীহি ⓖ তৎপুরুষ উ: খ

৩২. 'অমিল' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [BSMRSTU-D : 18-19]
ⓚ অ-মিল ⓚ ন মিল ⓖ স-মিল ⓖ মিল নেই উ: খ

৩৩. দ্বিগু সমাসে কোন পদের প্রাধান্য থাকে? [BSMRSTU-D : 18-19]
ⓚ পূর্বপদ ⓚ উভয়পদ
ⓖ পরপদ ⓖ অন্যপদ উ: গ

৩৪. 'গোঁফখেজুরে' কোন সমাস? [BSMRSTU-E : 18-19]
ⓚ ব্যতিহার বহুব্রীহি ⓚ দ্বিগু
ⓖ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ⓖ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি উ: ঘ

৩৫. 'জঠরজ্বালা' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? [BSMRSTU-E : 18-19]
ⓚ কর্মধারয় সমাস ⓚ অব্যয়ীভাব সমাস
ⓖ তৎপুরুষ সমাস ⓖ বহুব্রীহি সমাস উ: গ

CamScanner

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম কী?
ⓚ সমাস ⓚ কারক
ⓖ বচন ⓖ বাচ্য
উ: ক

০২. যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেকটির নাম কী?
ⓚ সমস্যমান পদ ⓚ ব্যাসবাক্য
ⓖ সমাসবাক্য ⓖ সমস্তপদ
উ: ক

০৩. 'খড়মপা' কোন সমাস?
ⓚ রূপক কর্মধারয় সমাস ⓚ দ্বন্দ্ব সমাস
ⓖ নিত্য সমাস ⓖ তৎপুরুষ সমাস
উ: ক

০৪. পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপের ফলে যে সমাস হয়, তার নাম কী?
ⓚ তৃতীয়া তৎপুরুষ ⓚ সপ্তমী তৎপুরুষ
ⓖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓖ অব্যয়ীভাব
উ: গ

০৫. সপ্তমী তৎপুরুষের উদাহরণ কোনটি?
ⓚ মাতৃসেবা ⓚ তালকানা
ⓖ মনগড়া ⓖ শাপমুক্ত
উ: খ

০৬. 'সমাস' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ⓚ ধ্বনিতত্ত্বে ⓚ রূপতত্ত্বে
ⓖ বাক্যতত্ত্বে ⓖ অর্থতত্ত্বে
উ: খ

০৭. পরপদের অপর নাম কী?
ⓚ উপপদ ⓚ পূর্বপদ
ⓖ বিশেষ্য পদ ⓖ উত্তরপদ
উ: ঘ

০৮. 'ইগলপাখি' কোন সমাস?
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ কর্মধারয়
ⓖ তৎপুরুষ ⓖ বহুব্রীহি
উ: খ

০৯. উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা বোঝায় কোন সমাসে?
ⓚ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ⓚ উপমিত কর্মধারয়
ⓖ রূপক কর্মধারয় ⓖ উপমান কর্মধারয়
উ: গ

১০. কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে কোন সমাস বলে?
ⓚ উপমান তৎপুরুষ ⓚ উপপদ তৎপুরুষ
ⓖ ৪র্থী তৎপুরুষ ⓖ নঞ্ তৎপুরুষ
উ: খ

১১. যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তির লোপ পায় না, তাকে বলে—
ⓚ উপপদ তৎপুরুষ ⓚ নঞ্ তৎপুরুষ
ⓖ অলুক তৎপুরুষ ⓖ নিমিত্তার্থে তৎপুরুষ
উ: গ

১২. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ বহু গম ⓚ বহু ধান
ⓖ বহু চাল ⓖ বহু পাট
উ: খ

১৩. যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর অর্থ না বুঝিয়ে তৃতীয় পদকে বুঝায়, তাকে কী বলে?
ⓚ দ্বিগু সমাস ⓚ বহুব্রীহি সমাস
ⓖ তৎপুরুষ সমাস ⓖ ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
উ: খ

১৪. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ⓚ নরাধম ⓚ দ্বীপ
ⓖ বর্ণচোরা ⓖ দোলন
উ: খ

১৫. সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষণের যে সমাস হয়, তাকে কী সমাস বলে?
ⓚ তৎপুরুষ ⓚ দ্বিগু
ⓖ অ-প্রধান ⓖ বহুব্রীহি
উ: খ

ব্যাকরণ অধ্যায় ৬

বাক্য প্রকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **বাক্য :** যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে। একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা : ক. আকাঙ্ক্ষা খ. আসত্তি ও গ. যোগ্যতা।

ক. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা । যেমন : 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে'– এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব বিজ্ঞাপিত করে না, আরও কিছু শোনবার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

খ. **আসত্তি :** মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন : কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয় নি। মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন : 'কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।' বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

গ. **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন : 'বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।' এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।' বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

☞ **গঠন অনুসারে বাক্য :** তিন প্রকার। যথা : ১. সরল ২. জটিল বা মিশ্র ৩. যৌগিক।

১. **সরল বাক্য (Simple Sentence) :** কোনো বাক্য একটি উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র ক্রিয়া সংবলিত হলে এবং অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কিত না হলে তাকে সরল বাক্য বলে। উদাহরণ : রানা বই পড়ে।

২. **জটিল বাক্য (Complex Sentence) :** একাধিক খণ্ডবাক্য আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও অধীনতার সম্পর্ক স্বীকার করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো বাক্য গঠিত হলে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন : যদি পড় তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

৩. **যৌগিক বাক্য (Compound Sentence) :** একাধিক স্বাধীন ও অ-সাপেক্ষ বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে দীর্ঘতর বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।

☞ **বাগ্‌ভঙ্গি বা অর্থানুসারে বাক্যের বাক্যের শ্রেণিবিভাগ :** অর্থানুসারে বাক্যকে সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য ২. প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য ৩. অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য ৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য ৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য ৬. সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য ৭. বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য।

১. **বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা নির্দেশ করা হয়, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যেমন : সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

➤ বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার। যথা : ক. অস্তিবাচক বাক্য খ. নেতিবাচক বাক্য

ক. অস্তিবাচক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিবাচক বাক্য বলে। যেমন : প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।

খ. নেতিবাচক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য অস্বীকৃতি, নিষেধ বা না-সূচক অর্থ বোঝায়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন : প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

CamScanner

২. **প্রশ্নবোধক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন : আপনি কেন ভূতে বিশ্বাস করেন? এ বাসটা কখন ছাড়বে?

৩. **অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য :** যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন : সদা সত্য কথা বলবে। সময় নষ্ট করো না।

৪. **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য :** যে বাক্যে ইচ্ছা, অভিপ্রায়, প্রার্থনা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন : আপনি দীর্ঘজীবী হোন। মহারাজের জয় হোক।

৫. **কার্যকারণাত্মক বাক্য :** যে বাক্যে ক্রিয়া নিষ্পত্তি কোনো বিশেষ শর্তের অধীনে এমন বোঝায়, তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যেমন : মন দিয়ে না পড়লে পাশ করা যায় না। যদি বল, আসব।

৬. **সংশয়সূচক বাক্য :** যে বর্ণনাত্মক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে সংশয়সূচক বাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যে হয়তো, বুঝি, সম্ভবত, বোধ হয়, নাকি, নিশ্চয় প্রভৃতি সংশয়সূচক ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হয়তো তার আসা হবে না। বোধ হয় কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

৭. **বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য :** যে বাক্যে আনন্দ-বেদনা, বিস্ময়-কৌতূহল, শোক, ক্রোধ-ঘৃণা, আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন : ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ।

বাক্য রূপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

সরল থেকে যৌগিক বাক্য

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।	সে পরিশ্রমী অথচ নির্বোধ।
তিনি ধনী হলেও দাতা নন।	তিনি ধনী, কিন্তু দাতা নন।
তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।	তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।	সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোট নয়।

যৌগিক থেকে জটিল বাক্য

যৌগিক বাক্য	জটিল বাক্য
লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ।	যদিও লোকটি ধনী, তথাপি সে কৃপণ।
পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।	যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে।
তিনি ধনী, কিন্তু অসুখী।	যদিও তিনি ধনী, তথাপি তিনি অসুখী।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।	প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
সে কথাই এরা ভাবে।	সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।	কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।
তুমি আবার এসো।	তুমি আবার না এলে হবে না।
হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।	হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না।
তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন।	তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।
মানুষ মরণশীল।	মানুষ অমর নয়।

নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

নেতিবাচক বাক্য	প্রশ্নবাচক
তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে না।	তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে কি?
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন না।	সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন কি?
কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল না।	অন্ধের দুঃখ কেউ বুঝল কি?
সে আর ভিক্ষা করে না।	সে কি আর ভিক্ষা করে?
আর তো পথ নেই।	আর কি পথ আছে?

অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	প্রশ্নবাচক বাক্য
তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার।	তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার নয় কি?
সুখ সকলেরই কাম্য।	সুখ কার না কাম্য?
ভুল সকলেই করে।	ভুল কি সকলেই করে না?

নির্দেশাত্মক থেকে বিস্ময়সূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	বিস্ময়সূচক বাক্য
দৃশ্যটি বড়ই করুণ।	দৃশ্যটি কী করুণ!
এ তো ভয়ানক দুঃখের কথা।	কী ভয়ানক দুঃখের কথা!
ভারি চমৎকার চিত্র।	কী চমৎকার চিত্র!

নির্দেশাত্মক থেকে প্রার্থনাসূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	প্রার্থনাসূচক বাক্য
তোমার সুখ কামনা করি।	সুখী হও।
তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি।	তুমি দীর্ঘজীবী হও।
প্রার্থনা করি সৎপথে যেন তোমার মতি হয়।	সৎপথে তোমার মতি হোক।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'তিনি অফিসের বাইরে আছে।'- বাক্যটির নেতিবাচক রূপ- [NU-Science : 11-12]
ⓚ তিনি অফিসের ভিতরে আছেন ⓚ তিনি অফিসে নাই
ⓖ তিনি অফিসের ভিতরে নাই ⓖ তিনি অফিসের বাইরে নাই
উ: ⓖ

০২. 'সেখানে কেউ নেই'-বাক্যের অস্তিমান রূপ- [NU-Science : 09-10]
ⓚ সেখানে কেউ নেই ⓚ জায়গাটা খালি
ⓖ যেখানে মানুষ আছে ⓖ জায়গাটা নির্জন
উ: ⓖ

০৩. 'আশেপাশে কোনো শব্দ নেই।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ – [NU-Science : 08-09]
ⓚ আশেপাশে শব্দ আছে ⓚ আশপাশ শব্দহীন
ⓖ আশেপাশে শব্দহীন ⓖ আশেপাশে নিঃশব্দ
উ: ⓖ

০৪. 'না রফিক, শামীম বাড়িতে নেই।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ – [NU-Science : 06-07]
ⓚ না রফিক, শামীম বাড়িতে আছে
ⓚ না রফিক, শামীম বাড়িতে থাকে
ⓖ হ্যাঁ রফিক, শামীম বাড়িতে নেই
ⓖ হ্যাঁ রফিক, শামীম বাড়ির বাইরে আছে
উ: ⓖ

০৫. 'মা ছিল না বলে কেউ খোঁপা বেঁধে দেয়নি।' বাক্যটি [NU-Science : 05-06]
ⓚ সরল ⓚ জটিল
ⓖ যৌগিক ⓖ খন্ড
উ: ⓚ

০৬. 'সে যে কোথায় ঘুরছে তা জানি না।'–কোন ধরনের বাক্য? [NU-Science : 04-05]
ⓚ সরল বাক্য ⓚ যৌগিক বাক্য
ⓖ জটিল বাক্য ⓖ খণ্ড বাক্য
উ: ⓖ

০৭. 'তাতে সমাজ-জীবন চলে না।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ- [NU-Science : 04-05]
ⓚ তাতে সমাজ-জীবন অচল হয়ে পড়ে
ⓚ তাতে না সমাজ-জীবন চলে
ⓖ তাতে সমাজ-জীবন অচল হয়ে পড়ে
ⓖ তাতে সমাজ-জীবন সচল হয়ে পড়ে
উ: ⓚ

CamScanner

০৮. 'আমারও এদের উপর বিশ্বাস আছে।'-এই অস্তিবাচক বাক্যের নেতিবাচক রূপান্তর [NU-Science : 03-04]
ক) আমারও এদের উপর বিশ্বাস নেই
খ) আমার ও এদের ওপর অবিশ্বাস আছে
গ) আমারও এদের উপর বিশ্বাস না থাকতে পারে না
ঘ) আমারও এদের উপর যে বিশ্বাস নেই তা নয় উ: ঘ

০৯. 'পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়'-এই নেতিবাচক বাক্যের অস্তিবাচক রূপ – [NU-Science : 02-03]
ক) পৃথিবী চিরস্থায়ী খ) পৃথিবী ধ্বংসশীল
গ) পৃথিবী চিরকাল থাকবে না ঘ) পৃথিবী অচিরস্থায়ী উ: ঘ

১০. 'আমি বই নিয়ে যাব।' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ- [NU-Science : 01-02]
ক) আমি বই না নিয়ে যাব না।
খ) আমি বই নিয়ে যাব না।
গ) আমি বই নেব না।
ঘ) আমি কি বই নিয়ে যাব না। উ: ক

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না।'-এটি কোন ধরনের বাক্য?[GST-A : 23-24]
ক) ইচ্ছাসূচক খ) প্রার্থনাসূচক
গ) আবেগসূচক ঘ) অনুজ্ঞাসূচক উ: ক

০২. 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক' – এই বাক্যের নেতিবাচক রূপ কোনটি? [GST-A : 22-23]
ক) পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়
খ) পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক তা নয়
গ) পরিস্থিতি অস্বাভাবিক নয়
ঘ) পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলা চলে না উ: গ

০৩. 'খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি।'- এটি কোন ধরনের বাক্য? [GST-A : 21-22]
ক) মিশ্র খ) যৌগিক
গ) জটিল ঘ) সরল উ: ঘ

০৪. সিলেটে বহু চা-বাগান আছে। এ বাক্যের নেতিবাচক রূপ কোনটি? [SUST-A : 19-20]
ক) সিলেটে তেমন চা-বাগান নেই খ) সিলেটে চা-বাগান নেই
গ) সিলেটে চা-বাগানের অভাব নেই
ঘ) সিলেটে যে চা-বাগান নেই, এমন নয়
ঙ) সিলেটে চা-বাগানের সংখ্যা কম নয় উ: ঙ

০৫. যখন সে খবরটা শুনেছে, তখন সে আনন্দ পেয়েছে। এ বাক্যটি- [SUST-A : 19-20]
ক) যৌগিক খ) জটিল গ) সরল
ঘ) বিস্ময়সূচক ঙ) অনুজ্ঞাবাচক উ: খ

০৬. 'দরজা খোল' কোন ধরনের বাক্য? [NSTU-A : 19-20]
ক) নির্দেশক খ) কার্যকারণাত্মক
গ) প্রশ্নাত্মক ঘ) অনুজ্ঞাবাচক উ: ঘ

০৭. 'বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র' কোন শ্রেণির বাক্য? [HSTU-C : 19-20]
ক) সরল খ) যৌগিক
গ) জটিল ঘ) বিযুক্ত উ: ক

০৮. বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝাতে এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে বলে- [BSMRSTU-E : 19-20]
ক) অর্থসংগতি খ) আকাঙ্ক্ষা
গ) যোগ্যতা ঘ) আসত্তি উ: খ

০৯. ভাষার বিচারে সার্থক বাক্যের গুণ নয় কোনটি? [BSMRSTU-G : 19-20]
ক) আকাঙ্ক্ষা খ) যোগ্যতা
গ) আসক্তি ঘ) আসত্তি উ: গ

১০. 'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সখিনা বিবির কপাল ভাঙলো' এটি কোন বাক্য? [BSMRSTU-E : 19-20]
ক) সরল খ) মিশ্র বা জটিল
গ) যৌগিক ঘ) সংযুক্ত উ: খ

১১. 'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে না' বাক্যটি- [JUST-E : 19-20]
ক) সরল খ) জটিল
গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: গ

১২. কোনটি জটিল বাক্যের উদাহরণ? [CoU-C : 19-20]
ক) ধার্মিকেরা সুখী খ) যারা ধার্মিক, তারা সুখী
গ) সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ ঘ) সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ উ: খ

১৩. 'বাংলাদেশে ভাদ্র-আশ্বিন বসন্তকাল' বাক্যে কোন গুণের অভাব রয়েছে? [IU-B : 19-20]
ক) আকাঙ্ক্ষা খ) আসত্তি
গ) যোগ্যতা ঘ) সবগুলোই উ: গ

১৪. 'যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর' গঠনগতভাবে এটি কোন জাতীয় বাক্য? [BRUR-A : 19-20; JUST-D : 19-20]
ক) সরল খ) মিশ্র
গ) যৌগিক ঘ) অনুজ্ঞা উ: খ

১৫. আশ্রিত খণ্ডবাক্য কয় প্রকার? [JKKNIU-D : 19-20]
ক) ৪ খ) ৫
গ) ২ ঘ) ৩ উ: ঘ

১৬. যখন সে খবরটা শুনেছে, তখন সে আনন্দ পেয়েছে। এ বাক্যটি [SUST-A : 19-20]
ক) সরল খ) জটিল গ) যৌগিক
ঘ) বিস্ময়সূচক ঙ) অনুজ্ঞাবাচক উ: খ

১৭. 'শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা উচিত' এটা কোন ধরনের বাক্য? [HSTU-D : 19-20]
ক) অনুজ্ঞামূলক খ) নির্দেশমূলক
গ) যৌগিক ঘ) মিশ্র উ: ক

১৮. কোনটি সরল বাক্যের উদাহরণ? [HSTU-C : 19-20]
ক) রাত্রির পর আসে দিন
খ) সেই সত্য, যা রচিবে তুমি
গ) যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও তার অহংকার নেই
ঘ) সজল বুদ্ধিমান, কিন্তু দুষ্ট ছেলে উ: ক

১৯. 'কাল হইতে মামার আসিয়াছি বাড়ি আমি' বাক্যে কোন গুণের অভাব ঘটেছে? [IU-B : 18-19]
ক) যোগ্যতা খ) আসত্তি
গ) আকাঙ্ক্ষা ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

২০. 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।' কোন ধরনের বাক্য? [JUST-B : 18-19]
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য
গ) যৌগিক বাক্য ঘ) খণ্ড বাক্য উ: খ

২১. জটিল কিংবা যৌগিক বাক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- [PUST-C : 17-18]
ক) কমা খ) সেমিকোলন
গ) কোলন ঘ) হাইফেন উ: ক

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. পদ সংস্থাপন ক্রম অনুসারী বাক্য কোনটি?
ক) মেঘ কালো আঁধার কালো
খ) তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে
গ) হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ঘ) পাখি পাকা পেঁপে খায়
উ: ঘ

০২. 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?
ক) বিশেষণের পরে
খ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে
গ) সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে
ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে
উ: খ

০৩. 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক) আনন্দ
খ) আনুগত্য
গ) আবেগ
ঘ) আশাবাদ
উ: ক

০৪. বাক্যের অংশ কয়টি?
ক) ২টি
খ) ৩টি
গ) ৪টি
ঘ) ৫টি
উ: ক

০৫. কতগুলো পদ একত্র হয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করলে তাকে কী বলে?
ক) উক্তি
খ) সমাস
গ) সন্ধি
ঘ) বাক্য
উ: ঘ

০৬. 'বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।' বাক্যটি–
ক) নেতিবাচক
খ) অস্তিবাচক
গ) নঞর্থক
ঘ) অনুজ্ঞা
উ: খ

০৭. 'গরু মানুষের গোসত খায়।' বাক্যটিতে কীসের অভাব আছে?
ক) যোগ্যতা
খ) আকাঙ্ক্ষা
গ) আসত্তি
ঘ) নৈকট্য
উ: ক

০৮. 'সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত' এ বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
ক) বাহুল্য দোষে
খ) গুরুচণ্ডালী দোষে
গ) দুর্বোধ্যতাদোষে
ঘ) বিদেশি শব্দ দোষে
উ: ক

০৯. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে?
ক) আকৃতি
খ) মিনতি
গ) আসত্তি
ঘ) আকাঙ্ক্ষা
উ: গ

১০. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে কী বলে?
ক) বিধেয়
খ) অভিপ্রেত
গ) বিধান
ঘ) লক্ষ্যবস্তু
উ: ক

১১. ভাষার একক কী?
ক) বাক্য
খ) কথা
গ) বর্ণ
ঘ) শব্দ
উ: ক

১২. 'যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।' বাক্যটি কোন শ্রেণির?
ক) তির্যক বাক্য
খ) সরল বাক্য
গ) যৌগিক
ঘ) কোনোটিই নয়
উ: ঘ

১৩. অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য কী হারায়?
ক) আসত্তি
খ) রীতিসিদ্ধ
গ) যোগ্যতা
ঘ) অর্থবাচকতা
উ: গ

১৪. 'তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো' এ বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
ক) বাহুল্য দোষে
খ) গুরুচণ্ডালী দোষ
গ) দুর্বোধ্যতা
ঘ) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা
উ: গ

ব্যাকরণ

অধ্যায় ৭

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **অপপ্রয়োগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : অশ্রুজল।
- **কারণ :** ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা :

ক. উচ্চারণজনিত **খ.** শব্দ গঠনজনিত ও **গ.** অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত

ক. উচ্চারণজনিত : আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমন : অনাটন (হবে 'অনটন'), উক্ত্যাক্ত (হবে 'উত্যক্ত')।

খ. শব্দ গঠনজনিত : শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন : অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হয় বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।

গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত : শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ) ইত্যাদি।

বানানগত অশুদ্ধি : বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার ফলে শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। 'বাংলা বানানের নিয়ম' অধ্যায়ে বানান রীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বানানগত অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ
অধগতি	অধোগতি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	কৌতুহল	কৌতূহল
সমীচিন	সমীচীন	সম্বাদ	সংবাদ

সমাসঘটিত বানান : সংস্কৃত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির্) উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমন : নেই ধন যার = নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এরকম–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নীরোগী	নীরোগ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নিরভিমানী	নিরভিমান

সমার্থক শব্দের বানান (শব্দের অতি ব্যবহারজনিত অশুদ্ধি) :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	যদ্যাপিও	যদ্যাপি/যদিও
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
বিবিধপ্রকার	বিবিধ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

লক্ষণীয় : 'স্বাগত' শব্দটি গঠিত হয়েছে/সু-/উপসর্গযোগে (সু + আগত = স্বাগত)। এর সঙ্গে আবারও অনাবশ্যকভাবে /সু-/উপসর্গ যোগ করে সুস্বাগত শব্দটি তৈরি ব্যাকরণসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ নয়।

উৎকর্ষবাচক –তর, –তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত বানান : বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে /-ইষ্ঠ/ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক ৎ-তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক ৎ-তম/প্রত্যয় যোগ করে থাকেন। যেমন : কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর/শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি। এ রকম প্রয়োগ অশুদ্ধ ও অনুচিত।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতম	কনিষ্ঠ	বলিষ্ঠতম	বলিষ্ঠ
গরিষ্ঠতম	গরিষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. পদ সংস্থাপন ক্রম অনুসারী বাক্য কোনটি?
ⓚ মেঘ কালো আঁধার কালো ⓛ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে
ⓜ হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ⓝ পাখি পাকা পেঁপে খায় উ: ঘ

০২. 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?
ⓚ বিশেষণের পরে ⓛ অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে
ⓜ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে ⓝ অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে উ: খ

০৩. 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ আনন্দ ⓛ আনুগত্য
ⓜ আবেগ ⓝ আশাবাদ উ: ক

০৪. বাক্যের অংশ কয়টি?
ⓚ ২টি ⓛ ৩টি
ⓜ ৪টি ⓝ ৫টি উ: ক

০৫. কতগুলো পদ একত্র হয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করলে তাকে কী বলে?
ⓚ উক্তি ⓛ সমাস
ⓜ সন্ধি ⓝ বাক্য উ: ঘ

০৬. 'বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।' বাক্যটি–
ⓚ নেতিবাচক ⓛ অস্তিবাচক
ⓜ নঞর্থক ⓝ অনুজ্ঞা উ: খ

০৭. 'গরু মানুষের গোসত খায়।' বাক্যটিতে কীসের অভাব আছে?
ⓚ যোগ্যতা ⓛ আকাঙ্ক্ষা
ⓜ আসত্তি ⓝ নৈকট্য উ: ক

০৮. 'সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত' এ বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
ⓚ বাহুল্য দোষে ⓛ গুরুচণ্ডালী দোষে
ⓜ দুর্বোধ্যতাদোষে ⓝ বিদেশি শব্দ দোষে উ: ক

০৯. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে?
ⓚ আকুতি ⓛ মিনতি
ⓜ আসত্তি ⓝ আকাঙ্ক্ষা উ: গ

১০. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে কী বলে?
ⓚ বিধেয় ⓛ অভিপ্রেত
ⓜ বিধান ⓝ লক্ষ্যবস্তু উ: ক

১১. ভাষার একক কী?
ⓚ বাক্য ⓛ কথা
ⓜ বর্ণ ⓝ শব্দ উ: ক

১২. 'যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।' বাক্যটি কোন শ্রেণির?
ⓚ তির্যক বাক্য ⓛ সরল বাক্য
ⓜ যৌগিক ⓝ কোনোটিই নয় উ: ঘ

১৩. অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য কী হারায়?
ⓚ আসত্তি ⓛ রীতিসিদ্ধ
ⓜ যোগ্যতা ⓝ অর্থবাচকতা উ: গ

১৪. 'তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো' এ বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
ⓚ বাহুল্য দোষে ⓛ গুরুচণ্ডালী দোষ
ⓜ দুর্বোধ্যতা ⓝ রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা উ: গ

ব্যাকরণ
অধ্যায় ৭

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **অপপ্রয়োগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : অশ্রুজল।
- **কারণ :** ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা :
ক. উচ্চারণজনিত খ. শব্দ গঠনজনিত ও গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত

ক. উচ্চারণজনিত : আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমন : অনাটন (হবে 'অনটন'), উজ্যাক্ত (হবে 'উত্যক্ত')।

খ. শব্দ গঠনজনিত : শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন : অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হয় বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।

গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত : শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ) ইত্যাদি।

- **বানানগত অশুদ্ধি :** বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার ফলে শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। 'বাংলা বানানের নিয়ম' অধ্যায়ে বানান রীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বানানগত অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ
অধগতি	অধোগতি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	কৌতুহল	কৌতূহল
সমীচিন	সমীচীন	সম্বাদ	সংবাদ

- **সমাসঘটিত বানান :** সংস্কৃত ইন্–ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির্) উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমন : নেই ধন যার = নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এরকম–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নীরোগী	নীরোগ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নিরভিমানী	নিরভিমান

- **সমার্থক শব্দের বানান (শব্দের অতি ব্যবহারজনিত অশুদ্ধি) :**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	যদ্যাপিও	যদ্যপি/যদিও
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
বিবিধপ্রকার	বিবিধ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

লক্ষণীয় : 'স্বাগত' শব্দটি গঠিত হয়েছে/সু-/উপসর্গযোগে (সু + আগত = স্বাগত)। এর সঙ্গে আবারও অনাবশ্যকভাবে /সু-/উপসর্গ যোগ করে সুস্বাগত শব্দটি তৈরি ব্যাকরণসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ নয়।

- **উৎকর্ষবাচক –তর, –তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত বানান :** বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে /-ইষ্ঠ/ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক ৎ-তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক ৎ-তম/প্রত্যয় যোগ করে থাকেন। যেমন : কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর/শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি। এ রকম প্রয়োগ অশুদ্ধ ও অনুচিত।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতম	কনিষ্ঠ	বলিষ্ঠতম	বলিষ্ঠ
গরিষ্ঠতম	গরিষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ

CamScanner

৬. **শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ :** যেকোনো শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এর ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। যেমন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অসহ্যনীয়	অসহ্য	অধীনস্থ	অধীন
অস্তমান	অস্তায়মান	অগ্রসরমান	অগ্রসর
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অশ্রুজল	অশ্রু
একত্রিত	একত্র	ঐক্যতা	ঐক্য/একতা
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	কার্পণ্যতা	কার্পণ্য
চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	নিরহংকারী	নিরহংকার
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	বারম্বার	বারংবার
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	সুস্বাগত	স্বাগত
সৌজন্যতা	সৌজন্য	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে

৭. **প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানানজনিত অপপ্রয়োগ :** ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ঠিক অর্থ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেও প্রয়োগে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির জন্য বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহার হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

যতি- বিরাম যতী- সন্ন্যাসী	টীকা- টিপ্পনী টিকা- কপালে চিহ্ন	আসক্তি- অনুরাগ আসত্তি- নৈকট্য	শুচি- পবিত্র সূচি- তালিকা
কাঁদা- কান্না কাদা- কর্দম	দিন- দিবস দীন- দরিদ্র	গিরিশ- মহাদেব গিরীশ- হিমালয়	পরভৃত- কোকিল পরভৃৎ- কাক

৮. **অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত :**

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত	
অত্র-তত্র-যত্র	'অত্র' শব্দের অর্থ এখানে; 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। 'এই' অর্থে 'অত্র' ব্যবহার অশুদ্ধ।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
অশ্রুজল	'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই চোখের জল বোঝায়।
অন্তরীণ	Interned বা বন্দি অর্থে 'অন্তরিন' শব্দটি প্রচলিত। যেহেতু শব্দটি সংস্কৃত নয়। কিংবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে গঠিত নয়, তাই এ শব্দে দীর্ঘ- 'ঈ' কার যেমন খাটে না, তেমনি মূর্ধন্য-'ণ' ও খাটে না।
অপেক্ষমাণ/ অপেক্ষমান	ক্ষ অর্থাৎ ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
ইদানীংকাল	'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
আঙ্গিক	'আঙ্গিক' শব্দটির অর্থ : অঙ্গ সম্বন্ধীয়। তাই 'কলাকৌশল' অর্থে 'আঙ্গিক' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
উর্বরা শক্তি/ উর্বরতা শক্তি	'উর্বরা শক্তি' কথাটির ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ভূমিই 'উর্বরা শক্তি' নয়। তাই 'উর্বরা শক্তি'র পরিবর্তে 'উর্বরতা শক্তি' কথাটির প্রয়োগই যথার্থ।
দাহ্যশক্তি/ দাহিকা/শক্তি	দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ : যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'।
অতিপ্রথম/ সর্বপ্রথম	'প্রথম' শব্দের সঙ্গে কোনো তুলনামূলক শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না। এজন্য শব্দটি থেকে 'অতি' ও 'সর্ব' বাদ যাবে।
বাধ্যগত	'বাধ্য' বিশেষণ বাচক শব্দের অর্থ : 'অনুগত' এক্ষেত্রে 'গত' শব্দ যোগ করে 'বাধ্যগত' ব্যবহার অশুদ্ধ। 'আপনার বাধ্যগত' এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'আপনার অনুগত'।
সহসা	'সহসা' শব্দের অর্থ : হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিত। তাই 'শিগগির' অর্থে 'সহসা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত	
কৃচ্ছ্র/কৃচ্ছ্রতা	'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ : শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ্র' শব্দের সাথে 'তা' প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছ্রতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
পদক্ষেপ	'পদক্ষেপ' শব্দের অর্থ : পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে 'পদক্ষেপ' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
প্রস্তাব/ প্রস্তাবনা	'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবনা' শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'আলোচ্য বিষয়' ও 'ভূমিকা' তাই 'প্রস্তাব' অর্থে 'প্রস্তাবনা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
বৈদেহী/ বিদেহী	'বিদেহ' শব্দ দ্বারা দেহশূন্য বা অশরীরী বোঝায়। 'বিদেহ' বিশেষণবাচক শব্দের সাথে ঈ- প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয়েছে। দুটো শব্দের ব্যবহারই অপপ্রয়োগ।
বিষাক্ত/ বিষধর	'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ : 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত' অশোভন– শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।
মধুমাস/ মধুফল	'মধুমাস' শব্দের অর্থ : চৈত্র মাস। বর্তমানে জ্যৈষ্ঠের আম, জাম, লিচু ও অন্যান্য ফলকে বলা হচ্ছে মধুফল। এ প্রয়োগও শুদ্ধ নয়। মধুফল বলে প্রকৃতপক্ষে কোনো মাস নেই।
ফলশ্রুতি	'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
ভাষাভাষী	ভাষা ব্যবহারকারী বোঝাতে ভাষীই যথেষ্ট। তবে 'ভাষী' অর্থে 'ভাষাভাষী' শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
পূর্বাহ্ণে	'পূর্বাহ্ণ' শব্দের অর্থ : দিনের প্রথম ভাগ। অনেকেই পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ণে' শব্দটির ব্যবহার করে যা অপপ্রয়োগ।
সাম্প্রতিককাল	'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
সঠিক	'সঠিক' শব্দটি দ্বারা বোঝায় ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি 'ঠিক' দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় তাহলে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
তাপদাহ	'তাপ' শব্দটির অর্থ : উষ্ণতা, উত্তাপ বা দাহ। 'তাপদাহ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'দাহদাহ'। তাপদাহ শব্দটির বহুল ব্যবহার থাকলেও শব্দটির শুদ্ধরূপ হলো 'দাবদাহ'। যার অর্থ- দাবানলের তাপ।
কেবলমাত্র/ শুধুমাত্র	যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে সেখানে 'কেবলমাত্র' বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
উপর্যুক্ত/ উপরোক্ত	'উপর' সংস্কৃত শব্দ নয়, বাংলা শব্দ এবং এর সঙ্গে 'উক্ত' শব্দের সন্ধির ফলে 'উপরোক্ত' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'উক্ত' (বচ + ত) শব্দটি তৎসম শব্দ। একটি অতৎসম শব্দের সাথে একটি তৎসম শব্দের সন্ধি অবিধেয়। তাই 'উপর' শব্দের সাথে 'উক্ত' শব্দের সন্ধি না করে 'উপরি' (উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত) শব্দের সাথে 'উক্ত' শব্দের সন্ধি করাই উচিত।
উল্লেখ/ উল্লিখিত	সংস্কৃতে (এবং বাংলায়ও) মূল ধাতুটি 'লিখ' হলেও লেখা, লেখন, লেখনী প্রভৃতি শব্দে 'লে' আসে। কিন্তু লিখিত, অলিখিত। একই কারণে উল্লেখ (উৎ + লেখ) হলেও উল্লেখিত নয়, উল্লিখিত লিখতে হবে। এ সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন।
কৃতি/কৃতী	'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ : কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ : কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থ 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
প্রেক্ষিত/ পরিপ্রেক্ষিত	'প্রেক্ষিত' শব্দটি এসেছে 'প্রেক্ষণ' থেকে এসেছে, যার অর্থ : দৃষ্টি। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'প্রেক্ষিত'-এর অর্থ : দেখা হয়েছে এমন (অর্থাৎ দৃষ্ট)। তাই 'প্রেক্ষাপট' বা 'পটভূমি' অর্থে 'প্রেক্ষিত' শব্দের ব্যবহার ভুল প্রয়োগ।

CamScanner

বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ

ক. **বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল :** অনেক সময় বিশেষণ পদ নির্ধারক বহুবচনের কাজ করে। এ ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করার দরকার হয় না। যেমন : তিনজন লোক, একগাদা ফুল, ডালা ভরা সুপারি, অদ্ভুত সব কাণ্ড, সকল ছাত্র, অনেক দিন, বহু বছর, যাবতীয় প্রাণী, সমুদয় প্রশ্ন। এ রকম ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করে 'তিনজন লোকেরা', 'একগাদা ফুলগুলো', 'সমুদয় প্রশ্নসমূহ', 'সকল ছাত্ররা' ইত্যাদি প্রয়োগ শুদ্ধ হয় না। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এ গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এ গ্রহের বাসিন্দা।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

খ. **যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল :** শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।
তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত।

গ. **বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল :** বাক্যে যেখানে বিশেষ্য ব্যবহার করতে হবে সেখানে বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে প্রয়োগ করায় এ ধরনের ভুল হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সদা/সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।	দুর্বলতাবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।

ঘ. **যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল :** এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন : 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হয়। এর বদলে –ঈয় প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
একটা গোপন পরামর্শ আছে।	একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।

ঙ. **বিশেষণ-দ্বিত্বজনিত ভুল :** বিশেষণ শব্দের সঙ্গে পুনরায় বিভ্রান্তিবশত বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন : 'চিত্রিত' শব্দটি বিশেষণ, আবার 'সচিত্র' শব্দটিও বিশেষণ। দুটিকে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ভ্রমাত্মক ও অশুদ্ধ শব্দ সচিত্রিত। এ ধরনের অশুদ্ধ শব্দের উদাহরণ :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	একত্রিত	একত্র
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল	নিঃশেষিত	নিঃশেষ

চ. **বাচ্যজনিত ভুল :** কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও হওয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন :

ভুল প্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।

ছ. **লিঙ্গ-সঙ্গতিজনিত ভুল :** বাংলা সাধু ভাষায় এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন :

অপপ্রয়োগ	বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
শুদ্ধ	বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

জ. **প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল :**

প্রবাদ-প্রবচনের মর্মমূলে রয়েছে যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তাই যুগ-যুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূলের অর্থ বদলে দেয়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

☞ **যুক্তব্যঞ্জন-ঘটিত বানান এবং য-ফলাজনিত বানান :**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উৎশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল	অদ্যপি	অদ্যাপি
সমুজ্জল	সমুজ্জ্বল	অদ্যবধি	অদ্যাবধি
প্রোজ্জলন	প্রজ্বলন	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	ব্যয়াম	ব্যায়াম
উন্নাষিক	উন্নাসিক	ব্যাপদেশ	ব্যপদেশ
মহোত্তম	মহত্তম	ব্যাতীত	ব্যতীত
সরণাপন্ন	শরণাপন্ন	মনোস্তাপ	মনস্তাপ

বাক্য শুদ্ধিকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

০১. চ-বর্গের শেষ বর্ণ ঞ। চ-বর্গের সাথে ঞ যুক্ত হয়। কখনোই 'ণ' বা 'ন' যুক্ত হয় না। যেমন : কাঞ্চন (ঞ্চ = ঞ + চ), জ্ঞান (জ্ঞ = জ + ঞ)।

০২. ত-বর্গের শেষ বর্ণ ন (দন্ত্য-ন)। তাই তৎসম শব্দে ত-বর্গের সাথে ন (দন্ত্য-ন) যুক্ত হয়। কখনোই মূর্ধন্য– ণ (ণ) যুক্ত হয় না। যেমন : দন্ত, ধান্দা, সন্ধ্যা।

০৩. র-এর পর ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং য, য়, হ ইত্যাদির পর (মূর্ধন্য-ণ) ণ হয়। যেমন : প্রাঙ্গণ, অর্পণ, গ্রহণ, পরায়ণ।

০৪. ই-কার বা উ কার পরস্থিত বিসর্গের পর ক, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়। উপসর্গের পর ই-কার ও উ-কার থাকলে পরবর্তীতে 'ষ' (মূর্ধন্য-ষ) হয় অন্যথায় 'স' (দন্ত-স) হয়। যেমন : পরিষ্কার, আবিষ্কার, অনুষঙ্গ, সুষুপ্ত।

☞ **বাক্য শুদ্ধিকরণের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :**

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
সে অপমান হইয়াছে।	সে অপমানিত হয়েছে।
তিনি আরোগ্য হয়েছেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
ইহা প্রমাণ হয়েছে।	এটি প্রমাণিত হয়েছে।
মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পন্যতা অনুচিৎ।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
নদীর জল হ্রাস হয়েছে।	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
বুনো কচু বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
ভূল লিখিতে ভূল করিও না।	ভুল লিখিতে ভুল করিও না।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।
সে মনোকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।
সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।	সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।
একটি গোপন পরামর্শ আছে।	একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
সকল সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

CamScanner

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'অশিষ্ট আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের প্রতি কোনো কোনো সময় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আচরণ ন্যাক্কারজনক বলিয়া মনে হয়।'- চলিত রীতির বাক্যটিতে সর্বমোট ভুলের সংখ্যা- [NU-Science : 11-12]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয় উ: (গ)

০২. 'ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্তজনকে অন্নজল দান করার চেয়ে মহত্ত্বর ও পুণ্যের কাজ আর কী হতে পারে?'- বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা- [NU-Science : 10-11]
(ক) পাঁচ (খ) চার (গ) তিন (ঘ) দুই উ: (গ)

০৩. 'এক রাজা তার হাকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাইতে না পারিয়া তাঁকে খুন করেন।' -চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা— [NU-Science : 08-09]
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫ উ: (গ)

০৪. "আমাদের ভবিষ্যত সভ্যতা গড়িয়া উঠবে আমাদের মনের গভীর অন্তস্তল হইতে।" -চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা- [NU-Science : 07-08]
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ উ: (গ)

০৫. 'দীনাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য কাজ বলিয়া মনে হচ্ছে।' চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা — [NU-Science : 06-07]
(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার উ: (গ)

০৬. 'শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যাহা লোকে নিতান্ত অনীচ্ছা সত্ত্বেও গলাধকরণ করিতে বাধ্য হয়।' চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা- [NU-Science : 05-06]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয় উ: (গ)

০৭. 'ত্রুটি যারা মার্জনা করেন ঔদার্য্য তাঁহাদেরই।'-চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা – [NU-Science : 04-05]
(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪ উ: (গ)

০৮. 'সকল ছাত্রছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে, মুখস্ত করে পরিক্ষায় লিখিলে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।' চলিত রীতির এই বাক্যে ভুলের সংখ্যা – [NU-Science : 03-04]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয় উ: (ঘ)

০৯. 'অভাবগ্রস্থ ছেলেটি তার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করিল।' –চলিত ভাষার এই বাক্যে মোট ভুলের সংখ্যা- [NU-Science : 02-03]
(ক) ৪টি (খ) ৫টি (গ) ৬টি (ঘ) ৭টি উ: (ক)

১০. 'অতঃপর বিশ্রামযুক্ত রোগগ্রস্থ পিতা পুত্র সম্বন্ধে যা জানতেন সবই খুলে বলিলেন।'-সাধু রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি? [NU-Science : 01-02]
(ক) পাঁচ (খ) ছয় (গ) চার (ঘ) তিন উ: (গ)

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. কোনটি সঠিক বাক্য? [GST-A : 22-23]
(ক) নদী সাগরের উদ্দেশে ধেয়ে চলে (খ) নদী সাগরের উদ্দেশ্যে ধেয়ে চলে
(গ) নদী সাগরে উদ্দেশ্যে ধেয়ে চলে (ঘ) নদী সাগরের উদ্দেশ্যে যায় চলে উ: (ক)

০২. চন্দ্রবিন্দু চিহ্নের ভুল প্রয়োগ হয়েছে কোন শব্দে? [GST-A : 21-22]
(ক) আঁকাবাঁকা (খ) সাঁতার (গ) কাঁধ (ঘ) কাঁচ উ: (ঘ)

০৩. শুদ্ধ কোনটি? [SHUBD-B : 19-20]
(ক) অহোরাত্র জাগরণ অসহ্য (খ) এক সদ্যজাত শিশুর কথা
(গ) একত্রিত করো সবাইকে (ঘ) সমাজ সমৃদ্ধশালী হয়েছে উ: (ক)

০৪. কোন শব্দটি গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট নয়? [JKKNIU-D : 18-19]
(ক) গরুর শকট (খ) শবপোড়া (গ) মড়াপোড়া (ঘ) মড়াদাহ উ: (গ)

০৫. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [SHUBD-B : 18-19]
(ক) একাকী (খ) একত্রিত (গ) একত্র (ঘ) এক উ: (খ)

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ অথচ বহুল প্রচলিত শব্দকে কী বলে?
(ক) প্রচলিত শব্দ (খ) অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত শব্দ
(গ) প্রচলিত অপপ্রয়োগ (ঘ) অপপ্রয়োগ উ:

০২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) তাহার জীবন সংশয়াপন্ন (খ) তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ
(গ) তাহার জীবন সংশয়ময় (ঘ) তাহার জীবন সংশয়ে [illegible] উ:

০৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
(ক) সে আরোগ্য হইয়াছে (খ) [illegible]
(গ) সূর্য উদিত হয়েছে (ঘ) কথাটি ঠিক নয় উ:

০৪. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) নির্ভরশীল (খ) নির্ভরশীলতা
(গ) নির্ভরতা (ঘ) নির্ভরযোগ্য উ:

০৫. ঠিক শব্দটি বের করুন—
(ক) তৎকালীন সময়ে (খ) তৎকালে
(গ) তৎকালের সময়ে (ঘ) তৎকালীন সময় উ:

০৬. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
(ক) ইদানিংকাল (খ) অপদস্থ
(গ) সাম্প্রতিক (ঘ) উপরোক্ত উ:

০৭. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) কেবলমাত্র (খ) অধীন
(গ) মনঃকষ্ট (ঘ) [illegible] উ:

০৮. কোনটি অপপ্রয়োগ নয়?
(ক) ঐক্যমত্য (খ) [illegible]
(গ) ভৌগলিক (ঘ) দরিদ্রতা উ:

০৯. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
(ক) উপর্যুক্ত (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) দৈন্যতা উ:

১০. 'অবদান' (মনোযোগ) ও 'অবদান' (কীর্তি) কোন জাতীয় অপপ্রয়োগ?
(ক) উচ্চারণজনিত (খ) অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত
(গ) শব্দ গঠনজনিত (ঘ) সবগুলো উ:

১১. শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ নয় কোনটি?
(ক) ইতিপূর্বে (খ) অন্তঃস্পর্শী
(গ) সবিনয়পূর্বক (ঘ) অস্তায়মান উ:

১২. নিচের কোনটি বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
(ক) শুধুমাত্র (খ) ফলশ্রুতি
(গ) সুকেশী (ঘ) পরিপ্রেক্ষিত উ:

১৩. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
(ক) অপেক্ষমাণ (খ) দাহিকা শক্তি
(গ) আকণ্ঠ পর্যন্ত (ঘ) স্বায়ত্তশাসন উ:

১৪. শুদ্ধ রূপ কোনটি?
(ক) সৌন্দর্যতা (খ) সুন্দর্য
(গ) সুন্দরতা (ঘ) সৌন্দর্য উ:

১৫. প্রয়োগের অর্থ বিবেচনায় নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
(ক) সুস্বাস্থ্য (খ) স্বাগত
(গ) সচিত্রিত (ঘ) শ্রেষ্ঠতম উ:

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যাকরণ
অধ্যায় ৮

পারিভাষিক শব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **সংজ্ঞা :** বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। অর্থাৎ ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দই হচ্ছে পরিভাষা। যেমন : Oxygen- অম্লজান, File- নথি।

➤ **শব্দ ও পরিভাষা :** শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। পরিভাষা কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধারণার সংজ্ঞার্থ বা নাম। কিন্তু শব্দ (Word) হচ্ছে ভাষায় ব্যবহৃত যে কোনো অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। বস্তুত পারিভাষিক শব্দগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সকল পরিভাষাই মূলত শব্দ, কিন্তু সকল শব্দই পরিভাষা নয়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Article	অনুচ্ছেদ	Agenda	আলোচ্যসূচি
Attestation	সত্যায়ন	Allotment	বরাদ্দ
Air-mail	বিমানডাক	Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক
Affidavit	শপথনামা, হলফনামা	Anatomy	শারীরবিদ্যা
Academic year	শিক্ষাবর্ষ	Aid	সাহায্য
Author	লেখক	Acting	ভারপ্রাপ্ত
Autonomy	স্বায়ত্তশাসন	Ancestor	পূর্বপুরুষ
Broadcast	সম্প্রচার করা	Booklet	পুস্তিকা
Blue print	প্রতিচিত্র	Bribe	ঘুষ
Ballad	গীতিকা	Bloc	শক্তিজোট
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত	Book-post	খোলা ডাক
Ballot	ভোট	Bureau	ব্যুরো, দপ্তর
Bail	জামিন	Boycott	বর্জন
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Census	আদমশুমারি
Civil war	গৃহযুদ্ধ	Catalogue	তালিকা
Copyright	লেখস্বত্ব	Consignor	প্রেরক
Copy	প্রতিলিপি	Colony	উপনিবেশ
Cable	তার	Crown	মুকুট
Care-taker	তত্ত্বাবধায়ক	Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ
Coldwar	স্নায়ুযুদ্ধ	Chancellor	আচার্য
Diplomacy	কূটনীতি	Donor	দাতা
Defence	প্রতিরক্ষা	Data	উপাত্ত
Dialect	উপভাষা	Deputation	প্রেষণ
Deposit	আমানত	Discharge	বরখাস্ত
Dynamic	গতিশীল	Diagram	নকশা, রেখাচিত্র
Editorial	সম্পাদকীয়	Embargo	অবরোধ
Executive	নির্বাহী	Forecast	পূর্বাভাস
Episode	উপাখ্যান	Excise duty	আবগারি শুল্ক
Forfeit	বাজেয়াপ্ত করা	Existence	অস্তিত্ব
Farce	প্রহসন	Foreword	পূর্বকথা
File	নথি	Fiction	কথাসাহিত্য
Famine	দুর্ভিক্ষ	Feudal	সামন্ততান্ত্রিক
Geology	ভূতত্ত্ব	Gypsy	বেদে
Hostage	জিম্মি	Gazetted	ঘোষিত

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Handout	জ্ঞাপনপত্র	Hospitality	আতিথেয়তা
Hand-bill	প্রচারপত্র	Hydrogen	উদযান
Invoice	চালান	Interpreter	দোভাষী
Idealism	ভাববাদ	Indigenous	দেশজ/স্বদেশীয়
Inflation	মুদ্রাস্ফীতি	Inspection	পরিদর্শন
Jobber	দালাল	Juggler	ভোজবাজিকর
Judge	বিচারক	Jury	নির্ণায়ক বর্গ
Key note	মূলভাব	Key Word	মূল শব্দ
Legend	কিংবদন্তি	Livestock	পশুসম্পদ
Lyric	গীতিকবিতা	Lien	পূর্বস্বত্ব
Leftist	বামপন্থি	Limited	সীমাবদ্ধ
Mythology	পুরাণতত্ত্ব	Milky Way	ছায়াপথ
Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Manifesto	ইশতেহার
Mail	ডাক	Memo	স্মারক
Navy	নৌবাহিনী	Notice	বিজ্ঞপ্তি
Proforma	ছক	Poetics	সাহিত্যতত্ত্ব
Poultry	হাঁস-মুরগি	Pathology	রোগবিদ্যা
Parasite	পরজীবী	Preamble	প্রস্তাবনা
Plebiscite	গণভোট	Payee	প্রাপক
Plaintiff	ফরিয়াদি	Pseudonym	ছদ্মনাম
Postage	ডাকমাশুল	Pottery	মৃৎশিল্প
Printer	মুদ্রক	Petrology	শিলাতত্ত্ব
Quack	হাতুড়ে	Robot	যন্ত্রমানব
Revenue	রাজস্ব	Realm	প্রদেশ
Referendum	গণভোট	Rotation	আবর্তন
Radical	মৌলিক	Rebate	বাট্টা
Reform	সংস্কার	Regret	দুঃখ
Remedy	প্রতিকার	Resignation	পদত্যাগ
Revival	পুনরুজ্জীবন	Release	মুক্তি
Rank	পদমর্যাদা	Recruitment	নিযুক্তি
Retirement	অবসর	Retired	অবসরপ্রাপ্ত
Republic	প্রজাতন্ত্র	Regiment	সৈন্যদল
Sanction	অনুমোদন	Suggestion	দিক-নির্দেশনা
Salary	বেতন	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Sabotage	অন্তর্ঘাত	Scale	নিক্তি
Similitude	সাম্য	Sublet	উপভাড়া
Syllabus	পাঠ্যসূচি	Satellite	উপগ্রহ
Sewerage	পয়ঃপ্রণালি	Successor	উত্তরাধিকারী
Skull	মাথার খুলি	Surplus	উদ্বৃত্ত
Subjudice	বিচারাধীন	Subsidy	ভর্তুকি
Terminal	প্রান্তিক	Token	প্রতীক
Tripod	টিপাই	Terminology	পরিভাষা
Transfer	বদলি/হস্তান্তর	Termination	অবসান
Up-to-date	হালনাগাদ	Vocabulary	শব্দকোষ
Vacancy	খালি	Voucher	রসিদ
Volcano	আগ্নেয়গিরি	Volunteer	স্বেচ্ছাসেবী
Waste land	পতিত জমি	Warehouse	গুদাম
White paper	শ্বেতপত্র	X-Ray	রঞ্জনরশ্মি
X-mas day	বড়দিন	Yolk	কুসুম
Year-Book	বর্ষপঞ্জি	Zodiac	রাশিচক্র
Zeal	সতেজতা	Zone	অঞ্চল

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'Ladies Finger' বলতে বোঝায়– [NU-Science : 14-15]
ক নারীর আঙ্গুল খ রমণীয় হাত
গ বেগুন ঘ ঢেঁড়স উঃ ঘ

০২. 'Astronomy'- এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [NU-Science : 13-14]
ক জ্যোতিষশাস্ত্র খ জ্যোতির্বিদ্যা
গ জ্যোতিষী ঘ জ্যোতির্মণ্ডল উঃ খ

০৩. 'Armour' শব্দের অর্থ – [NU-Science : 12-13]
ক তক্কর খ প্রাজ্ঞ
গ আংশিক ঘ বর্ম উঃ ঘ

০৪. 'Constipation'-এর বাংলা প্রতিশব্দ – [NU-Science : 11-12]
ক কোষ্ঠকাঠিন্য খ সংবিধান
গ নির্বাচনী এলাকা ঘ সুকঠিন উঃ ক

০৫. 'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা– [NU-Science : 10-11]
ক জালিয়াতি খ মিথ্যাচার
গ ভুলে যাওয়া ঘ শক্তি প্রয়োগ উঃ ক

০৬. 'Study Leave' এর বাংলা- [NU-Science : 08-09]
ক শিক্ষা ছুটি খ শিক্ষাবকাশ
গ শিক্ষালাভ ঘ শিক্ষা সংস্কার উঃ খ

০৭. 'Housing' এর পরিভাষা– [NU-Science : 07-08]
ক আবাস খ আবাসন
গ বাস ঘ নিবাস উঃ খ

০৮. Blockade-এর পরিভাষা – [NU-Science : 06-07]
ক অবলোপ খ প্রতিরোধ
গ প্রতিবন্ধক ঘ অবরোধ উঃ ঘ

০৯. 'Quack' এর পরিভাষা – [NU-Science : 05-06]
ক ভূমিকম্প খ দ্রুতগামী
গ হাতুড়ে ঘ ভূমিধস উঃ গ

১০. 'Treasurer' এর পরিভাষা – [NU-Science : 04-05]
ক অর্থভান্ডার খ অর্থমন্ত্রী
গ কোষাগার ঘ কোষাধ্যক্ষ উঃ ঘ

১১. 'Civil Society' এর পরিভাষা – [NU-Science : 03-04]
ক সভ্য সমাজ খ সুশীল সমাজ
গ বেসামরিক সমাজ ঘ মানব সমাজ উঃ খ

১২. 'Executive' এর পরিভাষা- [NU-Science : 02-03]
ক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খ নির্বাহী
গ সহযোগী ঘ ব্যবস্থাপক উঃ খ

১৩. 'Aboriginal' এর পরিভাষা কোনটি? [NU-Science : 01-02]
ক কৃত্রিম খ অমৌলিক
গ আদিবাসী ঘ আদি মানব উঃ গ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'Ledger' শব্দের অর্থ–[GST-A : 23–24]
ক মামলা খ অনুমতিপত্র
গ খতিয়ান ঘ দ্রাঘিমা উঃ গ

০২. 'Corrigendum' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? [GST-A : 23–24]
ক পুনর্বিন্যাস খ শুদ্ধিপত্র
গ অনুরোধপত্র ঘ বিজ্ঞপ্তি উঃ খ

০৩. 'Monitoring' – শব্দটির বাংলা পরিভাষা কোনটি? [GST-A : 21-22]
ক পরিবীক্ষণ খ নিরীক্ষণ
গ পর্যালোচনা ঘ পর্যবেক্ষণ উঃ ক

০৪. 'হাইড্রোজেন' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [CoU-A : 18-19]
ক উদযান খ অম্লজান
গ কারিযান ঘ সমীভবন উঃ ক

০৫. 'Pedagogy' এর পারিভাষিক অর্থ– [CoU-C : 19-20]
ক মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিদ্যা খ পর্বত সম্পর্কিত বিদ্যা
গ শিক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যা ঘ পানি সম্পর্কিত বিদ্যা উঃ গ

০৬. 'Null and Void' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [BSMRSTU-G : 19-20]
ক বাতিল খ পালাবদল
গ মামুলি ঘ নিরপেক্ষ উঃ ক

০৭. 'Worship' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [BRUR-A : 19-20]
ক পূর্ত খ রিট
গ বিনীত ঘ পূজা উঃ ঘ

০৮. 'Bully' এর অর্থ– [SHUBD-B : 19-20]
ক বদমেজাজি খ বুদ্ধিহীন
গ একগুঁয়ে ঘ বেপরোয়া উঃ ঘ

০৯. 'Allotment' শব্দের বাংলা পরিভাষা– [RUB : 19-20]
ক বন্টন খ বিভাজন
গ ব্যবহার ঘ বরাদ্দ উঃ ঘ

১০. 'Liberalism' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [MBSTU-D : 19-20]
ক উদারতা খ উদারনীতিবাদ
গ উদারমুক্ততা ঘ নৈতিকতাবাদ উঃ খ

১১. 'Bribe' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [HSTU-C : 19-20]
ক উপহার খ সেলামি
গ সাহসী ঘ উৎকোচ উঃ ঘ

১২. 'Embergo' শব্দের পরিভাষা কোনটি? [NSTU-D : 19-20]
ক নিষেধাজ্ঞা খ অন্তর্ঘাত
গ সময়ক্ষেপণ ঘ পরিতাপ উঃ ক

১৩. 'Hybrid' এর পারিভাষিক রূপ– [BSFMSTU-C : 19-20]
ক উচ্চ ফলনশীল খ যৌগিক
গ সঙ্কর ঘ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উঃ গ

১৪. 'Civil War' এর পরিভাষা নিচের কোনটি? [CoU-B : 18-19]
ক গৃহযুদ্ধ খ নগরযুদ্ধ
গ দাঙ্গা ঘ জনযুদ্ধ উঃ ক

১৫. 'Osmosis' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [IU-B : 18-19]
ক অাস্রবণ/অভিস্রবণ খ মরূদ্যান
গ ঝরনাধারা ঘ সবুজ উদ্যান উঃ ক

CamScanner

১৬. 'গ্রিনরুম' মানে কী? [JKKNIU-AP : 18-19]
ক) হলরুম খ) সবুজ ঘর
গ) সাজঘর ঘ) পরিচ্ছদ ঘর
উ: গ

১৭. 'Aesthetics' শব্দের বাংলা পরিভাষা– [SHUBD-A : 18-19]
ক) নীতিবিদ্যা খ) নন্দনতত্ত্ব
গ) সম্মোহন ঘ) বিমানবিদ্যা
উ: খ

১৮. 'Autobiography' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? [NSTU-D : 18-19]
ক) জীবনকাহিনি খ) উপন্যাস
গ) আত্মজীবনী ঘ) নাটক
উ: গ

১৯. 'Founder' শব্দটির বাংলা পরিভাষা কোনটি? [NSTU-E : 18-19]
ক) মালিক খ) প্রতিষ্ঠাতা
গ) অধ্যক্ষ ঘ) সংগঠক
উ: খ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'Canvas' শব্দের অর্থ–
ক) প্রচার খ) ক্যাম্বিস কাপড়
গ) ভোট চাওয়া ঘ) বিক্রি করা
উ: খ

০২. 'Housing' এর পরিভাষা–
ক) আবাস খ) আবাসন
গ) বাস ঘ) নিবাস
উ: খ

০৩. 'Adam's Apple' এর পরিভাষা–
ক) কণ্ঠধ্বনি খ) কণ্ঠমণি
গ) আদমের আপেল ঘ) নিষিদ্ধ ফল
উ: খ

০৪. 'Blocade' এর পরিভাষা–
ক) অবলোপ খ) প্রতিরোধ
গ) প্রতিবন্ধক ঘ) অবরোধ
উ: ঘ

০৫. 'Hypothesis' এর পরিভাষা–
ক) দিগন্ত খ) অনুমান
গ) প্রান্তিক ঘ) গবেষণা
উ: খ

০৬. 'Context' এর অর্থ–
ক) সংসর্গ খ) মূলপাঠ
গ) উপসংহার ঘ) প্রসঙ্গ
উ: ঘ

০৭. 'Coating' এর পরিভাষা–
ক) চিহ্নায়ন খ) নিয়োগপত্র
গ) মামলাবাজ ঘ) আবরণ
উ: ঘ

০৮. 'Migratory bird' এর পরিভাষা–
ক) পোষা পাখি খ) দ্রুতগামী
গ) অতিথি পাখি ঘ) তোতাপাখি
উ: গ

০৯. 'Surgeon' এর পরিভাষা–
ক) ভেষজ চিকিৎসক খ) শল্য চিকিৎসক
গ) অস্থি চিকিৎসক ঘ) দন্ত চিকিৎসক
উ: খ

১০. 'Obligatory' এর পরিভাষা–
ক) শপথ গ্রহণ খ) ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র
গ) একচ্ছত্র ঘ) বাধ্যতামূলক
উ: ঘ

১১. 'Amplitude' এর পরিভাষা–
ক) বিস্তৃতি খ) ভাগ
গ) প্রসারিত ঘ) বিস্তার
উ: ঘ

১২. 'Virile' এর পরিভাষা–
ক) কৃপণ খ) পুরোষোচিত
গ) উদ্ধত ঘ) কাপুরুষোচিত
উ: খ

১৩. 'For good' এর পরিভাষা–
ক) ক্ষণতরে খ) গড়িমসি
গ) ভালো হওয়া ঘ) চিরতরে
উ: ঘ

ব্যাকরণ
অধ্যায় ৯

অনুবাদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **সংজ্ঞা :** ভাষান্তর বা ভাষান্তরকরণকে অনুবাদ বলে। অর্থাৎ অনুবাদ হলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর।
- **প্রকারভেদ :** অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :
  ক. আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation), খ. ভাবানুবাদ (Faithful Rendering)
- **অনুবাদের বৈশিষ্ট্য :**
  ১. অনুবাদের পারদর্শিতা ভাষান্তরের ওপর নির্ভরশীল।
  ২. ক্রিয়ার কাল অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় না।
  ৩. অনুবাদ জ্ঞান চর্চার সহায়ক।
  ৪. পরিভাষার অনুপস্থিতিতে অনুবাদে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যায়।
  ৫. অনুবাদ কোন ধরনের হবে তা ভাবের ওপর নির্ভর করে।

গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের দৃষ্টান্ত

After death comes the doctor	চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
After meat comes mustard	নুন আনতে পানতা ফুরায়।
All covet, all lost	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
All's well that ends well	সব ভালো তার, শেষ ভালো যার।
As you so, so you reap	যেমনি কর্ম তেমনি ফল।
Art is long, life is short	বিদ্যা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত।
Beggars must not be choosers	ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
Barking dogs seldom bite	যত গর্জে তত বর্ষে না।
Blood is thicker than water	রক্তের টান বড় টান।
Brevity is the soul of wit	মানিকের খানিক ভালো।
Care killed the cat	অতি যত্নে মরণফাঁদ।
Charity begins at home	আগে ঘর, তবে তো পর।
Every man is for himself	চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
Example is better than precept	উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভালো।
Familiarity breeds contempt	অধিক মাখামাখিতে মান নষ্ট।
Great talkers are little doers	মুখে বুলি লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা।
Give the devil his due	যার প্রাপ্য তাকে তা দাও।
Habit is second nature	অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়ায়।
Irony of fate	অদৃষ্টের পরিহাস।
It takes two to make a quarrel	এক হাতে তালি বাজে না।
Like cures like	কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
Many a little makes a mickle	রাই কুড়িয়ে বেল।
Necessity knows no law	অভাবে স্বভাব নষ্ট।
No pains, no gains	কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না।
Out of sight, out of mind	চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়।
Penny wise, pound foolish	বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।
Rumour is a great traveller	গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়।
Riches have wings	টাকা আছে পাখা উড়াতে কতক্ষণ।
Tit for tat	ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
To carry coals to Newcastle	তেলা মাথায় তেল দেওয়া।
To do or die	মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
To rob Peter to pay Paul	গরু মেরে জুতো দান।
The more, the merrier	যত গুড় তত মিষ্টি।
The pot calls the kettle black	চালুনি বলে, ছুঁচ, তোর তলায় ছেঁদা।
Virtue thrives best in adversity	বিপদের মধ্যেই গুণের পরীক্ষা হয়।

CamScanner

[illegible]

[illegible] 'He has put on much weight' [illegible]

[illegible] 'The boy is set on becoming a teacher.' [illegible]

[illegible] The Vice Chancellor of University took the chair in the meeting. [illegible]

[illegible]

০৫. 'I am no stranger to this place' [illegible] – [NU-Science : 04-05]
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] উ: ঘ

০৬. 'He takes his father.' বাক্যের বাংলা অনুবাদ – [NU-Science : 03-04]
(ক) সে তার পিতার দায়িত্ব নিয়েছে (খ) সে তার পিতার অনুসারী
(গ) সে দেখতে তার পিতার মতো (ঘ) সে তার পিতার উত্তরাধিকারী উ: গ

০৭. We mean business- বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ- [NU-Science : 02-03]
(ক) আমরা ব্যবসা বুঝি (খ) আমরা ব্যবসা বুঝিয়ে থাকি
(গ) আমরা আসলেই কাজ করি (ঘ) আমরা কাজ নিয়ে থাকি উ: গ

০৮. 'Patience has its reward- বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ [NU-Science : 01-02]
(ক) রোগীর জন্য পুরস্কার আছে (খ) সবুরে মেওয়া ফলে
(গ) ধৈর্যের মূল্যায়ন হয়েছে (ঘ) রোগী পুরস্কার পেয়েছে উ: খ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. Their efforts culminated into failure. বাক্যটির বাংলা অনুবাদ– [JUST-D : 19-20]
(ক) তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। (খ) তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হলো।
(গ) তাদের প্রচেষ্টা সফল হলো। (ঘ) কোনোটিই নয়। উ: ক

০২. During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. ঠিক বঙ্গানুবাদ কোনটি? [KU-A : 18-19]
(ক) আমি আশৈশব আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি।
(খ) আমি আমরণ আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি।
(গ) আমি জীবনভর আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি।
(ঘ) আমি আমৃত্যু আফ্রিকার মানুষের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছি। উ: ঘ

০৩. 'Easier said than done.' এর বঙ্গানুবাদ কোনটি? [KU-A : 18-19]
(ক) বলা সহজ করা কঠিন। (খ) বলা সহজ করা জটিল।
(গ) [illegible] (ঘ) বলার তুলনায় করা সহজ। উ: ক

০৪. 'Ill got ill spent' এর অনুবাদ [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] উ: [illegible]

০৫. 'Diamond cuts diamond' এর [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা উ: [illegible]

Part 4 সহায়ক MCQ

০১. 'Smack went the whip' এর অর্থ–
(ক) সপাং করে চাবুক পড়ল (খ) চাবুকটি চালানো হল
(গ) [illegible] (ঘ) চাবুকটি পড়ে গেল উ: ক

০২. 'The girl is possessed.' বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ কোনটি?
(ক) মেয়েটি মুগ্ধ (খ) মেয়েটি দোষী
(গ) মেয়েটির বিপদ (ঘ) মেয়েটি ভূতাবিষ্ট উ: ঘ

০৩. 'He has messed up everything' নিচের কোনটির অনুবাদ শুদ্ধ?
(ক) সে সব কিছু নষ্ট করেছে (খ) সে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছে
(গ) সে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে (ঘ) সে সব মেরে রেখেছে উ: গ

০৪. 'The rains have set in' বাক্যটির বাংলা অনুবাদ নিচের কোনটি?
(ক) বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। (খ) বৃষ্টি পড়ছে।
(গ) বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। (ঘ) বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। উ: ঘ

০৫. 'পেয়ালাটির গরম যেন আগুন।' বাক্যটির যথাযথ অনুবাদ কোনটি?
(ক) The cup is as hot as fire. (খ) The cup is so hot as fire.
(গ) The cup is hot like fire. (ঘ) The cup is hot as fire. উ: ক

০৬. 'To break the ice.' বাক্যটির সর্বোত্তম অনুবাদ কোনটি?
(ক) বরফ গলল। (খ) বরফ পানি হলো।
(গ) সম্পর্ক ভালো হলো। (ঘ) বরফ খণ্ড হলো। উ: গ

০৭. 'He has strong pen' বাক্যটির যথার্থ বঙ্গানুবাদ–
(ক) তার লেখার হাত ভালো। (খ) তার কলমটি মজবুত।
(গ) তিনি একজন মজবুত কলমধারী। (ঘ) কোনোটিই নয়। উ: ক

০৮. অনুবাদ কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ৫ উ: ক

০৯. 'স্পেসিফিক' শব্দের সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য অনুবাদ কোনটি?
(ক) বিশেষ (খ) সুনির্দিষ্ট (গ) এককথায় (ঘ) যেন তেন উ: খ

১০. Let bygones be bygones. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?
(ক) অতীত সর্বদা জাগ্রত (খ) যে যাওয়ার সে যায়
(গ) চলে যাওয়াই নিয়তি (ঘ) অতীতকে মুছে ফেলো উ: ঘ

১১. Please make room for her. শুদ্ধ অনুবাদ নির্ণয় কর :
(ক) ওকে বসার জায়গা দাও (খ) ওর কক্ষটি গুছিয়ে দাও
(গ) দয়া করে ওকে যেতে দাও (ঘ) ওর জন্য রুমের ব্যবস্থা কর উ: ক

১২. No smoke without fire. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?
(ক) আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না। (খ) সব গুজবেরই ভিত্তি আছে।
(গ) বিনা স্বার্থে কিছুই হয় না। (ঘ) গুজবই রহস্য সৃষ্টি করে। উ: খ

১৩. 'সপাং করে চাবুক পড়ল।' বাক্যটির সর্বোত্তম অনুবাদ কোনটি?
(ক) Whip hit fast. (খ) Whip goes very fast.
(গ) Smack fell down fast (ঘ) Smack went the whip. উ: ঘ

১৪. They were at dagger's drawn. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?
(ক) তারা উন্মুক্ত ছুরির কাছে ছিল। (খ) তারা শত্রু ছিল।
(গ) তারা ঘোর বিবদমান ছিল। (ঘ) তারা ছুরি বের করেছিল। উ: গ

CamScanner

ব্যাকরণ
অধ্যায় ১০

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ব্যাকরণে শুধু মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকেই- **ধ্বনি বলে। ভাষার মূল উপাদান- ধ্বনি।**
- পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি এক প্রয়াসে ও দ্রুত উচ্চারিত হয়ে যদি একটি যুক্ত ধ্বনিতে রূপ নেয়, তাকে- **যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন : অ + উ = অউ (বউ), অ + ও = অও (অও) ইত্যাদি।**
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা- **পঁচিশটি।**
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক ধ্বনি ও বর্ণ দুটি। যথা : i. ঐ (অ + ই) ii. ঔ (অ + উ)
- যৌগিক স্বরধ্বনির ভিন্ন নাম আছে। যেমন : দ্বিস্বর, সন্ধিস্বর, দ্বৈতস্বর, সন্ধ্যক্ষর, মিশ্র স্বরধ্বনি ও সংযুক্ত স্বরধ্বনি।
- জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে- **পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। পার্শ্বিক ধ্বনি : 'ল'। একে আবার তরল ধ্বনিও বলা হয়।**
- তাড়নজাত ধ্বনি ('ড়', 'ঢ়') জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়।
- কম্পনজাত ধ্বনি ('র') জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং দন্তমূলকে একাধিক বার আঘাত করে উচ্চারিত হয়।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধ-স্বরধ্বনি ৪টি। যথা : ই, উ, এ(য়) এবং ও। যেমন : বই, বেউ, খায়, নাও ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

- **স্পর্শধ্বনি :** 'ক - ম' পর্যন্ত মোট **২৫টি** ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলা হয়।
- **অঘোষ ধ্বনি :** অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি। যেমন : (ক + খ)।
- **ঘোষ ধ্বনি :** ঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়। বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি। যেমন : (গ + ঘ)।
- **অল্পপ্রাণ ধ্বনি :** অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ কম থাকে। যেমন : (ক + গ + ঙ)।
- **মহাপ্রাণ ধ্বনি :** মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ বেশি থাকে। বর্গের ২য় + ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : (খ + ঘ)।
- **উষ্মধ্বনি :** উচ্চারণের সময় বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে বলে এদেরকে উষ্মধ্বনি বলে। **উষ্মধ্বনি ৪টি।** যথা : শ, ষ, স, হ। এ ধ্বনিগুলোকে আবার উষ্মবর্ণও বলা হয়। উষ্ম বর্ণের মধ্যে শ, ষ, স-কে শিশধ্বনি বলে এবং 'হ' হচ্ছে উষ্ম ঘোষ ধ্বনি।
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। যেমন : অ, ক ইত্যাদি।

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ, য, য়	অগ্রতালু	তালব্য বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, র, ড়, ঢ়	পশ্চাৎ দন্তমূল	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	অগ্র দন্তমূল	দন্ত্য বর্ণ
প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ

- **অক্ষর :** এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয় অক্ষর। যেমন : বন্ধন = বন্ + ধন্। এখানে ২টি অক্ষর আছে।
- **স্বরান্ত বা মুক্তাক্ষর :** যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্বরান্ত বা মুক্তাক্ষর বলে। যেমন : চলো = চ + লো।
- **ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর :** যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না, তাকে ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন : চল্ = চ + ল্।
- **বর্ণ :** 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট।' এখানে 'ইট' হচ্ছে বর্ণ। ——— – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- নাসিক্য বর্ণকে অনুনাসিক বা সানুনাসিকও বলা হয়। **নাসিক্য বর্ণ : ৫টি।** যথা : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এবং নাসিক ধ্বনি : ৩টি (ঙ,ন,ম)।
- **নিলীন বর্ণ :** 'অ' বর্ণটিকে 'নিলীন' বর্ণ বলা হয়। কারণ 'অ' স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।
- **অন্তঃস্থ বর্ণ :** ৩টি। যথা : য, র, ল।
- **পরাশ্রয়ী বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণ তিনটি। যথা : ং, ঃ, ঁ।
- **খণ্ড-ত (ৎ) :** খণ্ড-ত (ৎ) কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্ - চিহ্ন যুক্ত 'ত্' এর রূপভেদ মাত্র।
- **কার :** স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' বলে। বাংলা বর্ণমালায় 'কার' ১০টি। যথা : আ = া, ই = ি, ঈ = ী, উ = ু, ঊ = ূ, ঋ = ৃ, এ = ে, ঐ = ৈ, ও = ো, ঔ = ৌ।
- **ফলা :** ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে 'ফলা'। বাংলা বর্ণমালায় 'ফলা' ৬টি। যথা : ন, ম, ব, ল, র, য।

বর্ণের মাত্রাবিষয়ক তথ্য :

বিষয়	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	সংখ্যা
বর্ণের সংখ্যা	১১টি	৩৯টি	৫০টি
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৬টি	২৬টি	৩২টি
অর্ধমাত্রার বর্ণ	১টি (ঋ)	৭টি	৮টি
মাত্রাহীন বর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)	১০টি

স্বরবর্ণের প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

বর্ণ/স্বরের নাম	সংখ্যা	স্বরবর্ণ
হ্রস্ব স্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘ স্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
মৌলিক স্বর	৭টি	অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা
যৌগিক স্বর	২টি	ঐ (ও + ই), ঔ (ও + উ)

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [NU-Science : 14-15]
(ক) ১১টি (খ) ১২টি
(গ) ৭টি (ঘ) ৯টি
উ: গ

০২. দন্তমূলের শেষাংশ এবং জিহ্বার পাতার সহযোগে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়- [NU-Science : 08-09]
(ক) ফ (খ) গ (গ) জ (ঘ) ধ
উ: গ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ঢ়' এর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয় কোনটি? [GST-A : 22-23]
(ক) অঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(খ) ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(গ) ঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(ঘ) ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
উ: ঘ

০২. একই সঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে? [GST-A : 20-21]
(ক) স্বরসঙ্গতি (খ) যৌগিক স্বর
(গ) যুগ্মব্যঞ্জন (ঘ) মধ্যস্বর
উ: খ

CamScanner

০৩. অন্তস্বরত্রীয় ধ্বনি কোনটি? [BU-A : 19-20; SHUBD-Science : 19-20]
ⓚ হ ⓚ ধ
ⓖ ক ⓖ য
উ: ঘ

০৪. কোনটি ঘোষ-মহাপ্রাণ ধ্বনি? [NSTU-A : 19-20]
ক) খ খ) ফ
গ) ধ ঘ) চ
উ: গ

০৫. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে– [KU-B : 19-20]
ক) ৩১, ৯, ১০ খ) ৩২, ৮, ১০
গ) ৩০, ৮, ১২ ঘ) ৩২, ১১, ৭
উ: খ

০৬. বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি? [JUST-E : 19-20; JKKNIU-AP : 18-19]
ক) ৩৭ খ) ৩৮
গ) ৩৯ ঘ) ৪০
উ: গ

০৭. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? [CoU-C : 19-20]
ক) কার খ) ফলা
গ) চিহ্ন ঘ) প্রতীক
উ: খ

০৮. অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি কোনগুলো? [BRUR-A : 19-20]
ক) ক, খ, চ, ছ খ) চ, ছ, ত, থ
গ) প, ফ, জ, ঝ ঘ) ক, গ, ট, ড
উ: ঘ

০৯. বাংলা ভাষায় দন্তমূলীয় ধ্বনির দৃষ্টান্ত হলো– [RUB : 19-20]
ক) শ, ক, হ খ) ট, ঠ, ড
গ) ব, য, হ ঘ) ম, ঙ, গ
উ: খ

১০. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [HSTU-D : 19-20; BSMRSTU-G : 19-20]
ক) ৫টি খ) ৭টি
গ) ৯টি ঘ) ১১টি
উ: খ

১১. ভাষার মূল উপাদান কী? [HSTU-C : 19-20]
ক) ধ্বনি খ) শব্দ
গ) সমাস ঘ) প্রত্যয়
উ: ক

১২. 'ট' কী ধরনের বর্ণ? [JUST-D : 19-20]
ক) ওষ্ঠ্য খ) তালব্য
গ) দন্ত্য ঘ) মূর্ধন্য
উ: ঘ

১৩. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি? [CoU-B : 18-19]
ক) হ খ) র
গ) ল ঘ) ষ
উ: গ

১৪. ত, থ, দ, ধ, ন হচ্ছে – [JKKNIU-AP : 18-19]
ক) তালব্য বর্ণ খ) কণ্ঠবর্ণ
গ) দন্ত্য বর্ণ ঘ) মূর্ধন্য বর্ণ
উ: গ

১৫. সংবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [JUST-D : 18-19]
ক) আ খ) অ
গ) ই ঘ) ঋ
উ: গ

১৬. 'শ, ষ, স' এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কী? [SUST-A : 17-18]
ক) অঘোষ অল্পপ্রাণ খ) অঘোষ মহাপ্রাণ গ) ঘোষ অল্পপ্রাণ
ঘ) ঘোষ মহাপ্রাণ ঙ) স্পর্শধ্বনি
উ: ক

১৭. কোনটি স্বতন্ত্র বর্ণ নয়? [PUST-C : 17-18]
ক) ত খ) ৎ
গ) ঞ ঘ) ম
উ: খ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. নিচের কোন ধ্বনি বাংলায় নেই?
ক) ওষ্ঠ্য খ) দন্তৌষ্ঠ্য গ) তালব্য ঘ) মূর্ধন্য
উ: খ

০২. বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' হচ্ছে–
ক) মৌলিক ধ্বনি খ) যৌগিক ধ্বনি
গ) যৌগিক বর্ণ ঘ) দ্বিশ্লেষ
উ: খ

০৩. কোনটি একাক্ষর শব্দ?
ক) কাকা খ) চাচা গ) ভাই ঘ) বোনাই
উ: গ

০৪. জিভের ডগা আর উপর-পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়–
ক) গ, ঘ খ) জ, ঝ গ) ট, ঠ ঘ) ত, থ
উ: ঘ

০৫. দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে সৃষ্ট ধ্বনি–
ক) ঘ খ) ঝ গ) চ ঘ) ভ
উ: গ

০৬. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে–
ক) অভিকর্ষ খ) অভিশ্রুতি গ) ক্ষীণায়ন ঘ) বিপ্রকর্ষ
উ: গ

০৭. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে–
ক) বর্ণ খ) শব্দ গ) উপসর্গ ঘ) অক্ষর
উ: ক

০৮. পাশাপাশি অবস্থিত এবং উচ্চারিত দুটি স্বরের যুক্ত রূপকে বলা হয়–
ক) পরাশ্রয়ী স্বর খ) অর্ধস্বর
গ) সন্ধ্যক্ষর ঘ) যুক্তাক্ষর
উ: গ

০৯. ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ কোনটি?
ক) ঢ খ) ভ গ) ণ ঘ) প
উ: ক

১০. 'চন্দ্রবিন্দু' মূলত কীসের পরিবর্তিত রূপ–
ক) ঘর্ষণ বর্ণের খ) বর্গীয় বর্ণের
গ) অনুনাসিক ধ্বনির ঘ) সর্বনামের
উ: গ

১১. পার্শ্বিক ধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক) হ খ) র গ) ল ঘ) ষ
উ: গ

১২. ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় যে নতুন মূল ধ্বনিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি–
ক) অ্যা ধ্বনি খ) ও ধ্বনি গ) য় ধ্বনি ঘ) উ ধ্বনি
উ: ক

১৩. একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে?
ক) স্বর-সঙ্গতি খ) যৌগিক স্বর
গ) অভিশ্রুতি ঘ) মধ্যস্বর
উ: খ

১৪. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঔ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
ক) অ এবং ই খ) এ এবং ই
গ) অ এবং উ ঘ) উ এবং ই
উ: গ

১৫. কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?
ক) ও, অ খ) আ, ই গ) ই, উ ঘ) ঐ, ঔ
উ: ঘ

১৬. 'ম' এর উচ্চারণ স্থান–
ক) নাক খ) তালু গ) ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র ঘ) ওষ্ঠ্য
উ: গ

১৭. বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
ক) ৪ ভাগে খ) ৩ ভাগে গ) ৫ ভাগে ঘ) ২ ভাগে
উ: ঘ

১৮. নিচের কোন বর্ণগুলো কখনো শব্দের প্রথমে আসে না?
ক) ঙ ং ঞ ণ খ) ন ঝ ধ ঙ
গ) থ ন ধ ঘ) কোনোটিই নয়
উ: ক

CamScanner

ব্যাকরণ

অধ্যায় ১১

যুক্তবর্ণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **যুক্তব্যঞ্জন :** যুক্তব্যঞ্জন, যুক্তাক্ষর মূলত লিখিত ভাষার রূপ থেকে গৃহীত হয়েছে। মুখের ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জনের পৃথক ধারণা নেই। দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির ভেতরে যদি কোনো স্বরধ্বনি না থাকে, তখন সেই ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি একত্রে লেখা হয় এবং তখন তাকে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন : বক্তা = ব্ + অ + ক্ + ত্ + আ। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ 'ক + ত' এর মূলরূপ পরিবর্তিত হয়ে 'ক্ত' হয়েছে।
- যুক্তবর্ণের দুটি রূপ আছে। যথা :
  i. **স্বচ্ছ রূপ :** ঙ্ক (ঙ্ + ক), ঙ্খ (ঙ্ + খ), স্ত (স্ + ত), ব্দ (ব্ + দ)।
  ii. **অস্বচ্ছ রূপ :** ক্ষ (ক্ + ষ), হ্ম (হ্ + ম), ত্থ (ত্ + থ), ষ্ণ (ষ্ + ণ), জ্ঞ (জ্ + ঞ)।
- বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সন্ন্যাস, সূক্ষ্ম, রুক্মিণী, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

যুক্তব্যঞ্জন গঠন ও শব্দের প্রয়োগ

যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ	যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ
ণ্ড	ণ্ + ড	কাণ্ড	ন্ধ	ন্ + ধ	অন্ধ
ন্ড	ন্ + ড	ভান্ডার	ব্ধ	ব্ + ধ	উপলব্ধি
ত্র	ত্ +র	নেত্র	হ্ণ	হ্ + ণ	পূর্বাহ্ণ
ত্রু	ত্ + র্ + উ	ত্রুটি	হ্ন	হ্ + ন	আহ্নিক
ভ্রু	ভ্ + র্ + উ	ভ্রূভঙ্গি	হ্য	হ্ + য	ঐতিহ্য
ষ্ম	ষ্ + ম	গ্রীষ্ম	গ্ন	গ্ + ন	অগ্নি
ষ্ণ	ষ্ + ণ	তৃষ্ণা	ন্থ	ন্ + থ	মন্থর
দ্য	দ্ + য	গদ্য	স্থ	স্ + থ	দুস্থ
স্র	স্ + র	সহস্র	স্ক	স্ + ক	পুরস্কার
ত্ম	ত্ + ম	মহাত্মা	ষ্ক	ষ্ + ক	পরিষ্কার
ট্ট	ট্ + ট	অট্টহাসি	ন্তু	ন্ + ত্ + উ	কিন্তু
ট্র	ট্ + র	ট্রেন	স্তু	স্ + ত্ + উ	প্রস্তুত
ম্ফ	ম্ + ফ	উল্লম্ফ	ণ্ন	ণ্ + ন	বিষণ্ন
ক্ব	ক্ + ব	নিক্বণ	ম্ন	ম্ + ন	নিম্ন
ক্ষ	ক্ + ষ	ভিক্ষুক	ম্ম	ম্ + ম	সম্মান
হ্ম	হ্ + ম	ব্রাহ্মণ	ন্ম	ন্ + ম	উন্মথিত
জ্ঞ	জ্ + ঞ	বিজ্ঞান	গ্ন	গ + ন	বিঘ্ন
ঞ্জ	ঞ্ + জ	গঞ্জনা	ক্ষ্ম	ক্ + ষ + ম	সূক্ষ্ম
ঞ্চ	ঞ্ + চ	অঞ্চল	হৃ	হ্ + ঋ	হৃদয়
ঞ্ছ	ঞ্ + ছ	লাঞ্ছনা	রূ	র্ + উ	রূপক
ঞ্ঝ	ঞ্ + ঝ	ঝঞ্ঝাট	ঙ্গ	ঙ + গ	গঙ্গা
ত্ত	ত্ + ত	উত্তাল	ঙ্ক	ঙ + ক	শঙ্কা
ক্ত	ক্ + ত	ভক্তি	দ্ব	দ্ + ব	সদ্ব্যবহার
ত্ম	ত্ + ম	আত্মীয়	দ্ধ	দ্ + ধ	উদ্ধার
ক্র	ক্ + র	ক্রন্দন	গ্ধ	গ্ + ধ	দগ্ধ
ত্থ	ত্ + থ	অশ্বত্থ	ক্স	ক্ + স	বাক্স

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'র্ক' এর বিশ্লিষ্ট রূপ – [NU-Science : 12-13]
ⓚ ক + র্ ⓚ র্ + ক ⓖ ক + অ + র ⓖ ক + র + অ উ: খ

০২. হৃ, রূ, ঞ্ছ-এ বিশ্লিষ্ট রূপ– [NU-Science : 04-05]
ক) হ + উ, র + হ, হ + ন
খ) হ্ + ঋ, র্ + ঊ, ঞ্ + ছ
গ) হ + ঋ, র + ঋ, ণ + ছ
ঘ) হ + উ, র + উ, ঞ + ছ
উ: খ

০৩. যথাক্রমে ক্ষ, ষ্ণ এবং হ্ন-এর বিশ্লিষ্ট রূপ – [NU-Science : 03-04]
ক) ক + ষ, ষ্ণ + ঞ, হ + ণ
খ) ক্ + ষ, ষ্ + ণ, হ্ + ন
গ) ক + খ, ষ + ঞ, হ + ন
ঘ) খ + খ, ষ + ণ, হ + ণ
উ: খ

০৪. 'হ্ম' এর বিশ্লিষ্ট রূপ- [NU-Science : 01-02]
ক) ম + ম খ) হ্ + ম গ) ম + হ ঘ) ম + উ উ: খ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ষ্ণ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত? [GST-B : 20-21]
ক) ণ্ + ষ খ) ষ্ + ঞ গ) ষ্ + ন ঘ) ষ্ + ণ উ: ঘ

০২. 'ঞ্চ'-কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়– [RUB : 19-20]
ক) ন্ + চ
খ) ণ্ + চ + ঞ
গ) ণ্ + ঞ
ঘ) ঞ্ + চ
উ: ঘ

০৩. 'জ্ঞ' যুক্ত বর্ণটির অন্তঃস্থ বর্ণগুলো হচ্ছে– [BSMRSTU-G : 18-19]
ক) জ্ + ঞ খ) জ + ঙ গ) ঞ + জ ঘ) জ + ঙ্গ উ: ক

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'দ্ম' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন কোন বর্ণ পাওয়া যায়?
ক) দ + দ খ) দ্ + ম গ) হ্ + ম ঘ) ম + ম উ: খ

০২. 'ঞ্ঝ' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
ক) ঝ + ঞ খ) ঞ + জ গ) জ + ঞ ঘ) ঞ্ + ঝ উ: ঘ

০৩. 'ত্ত্ব' যুক্তবর্ণটি কোন বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে?
ক) ত + উ + ব
খ) ত্ + ত্ + ব
গ) ত + ব + উ
ঘ) ত + ত + উ
উ: খ

০৪. 'ষ্ক্র' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
ক) ক্ + ষ
খ) ক্ + ষ + র + ক
গ) ক্ + ষ + র
ঘ) ষ্ + ক্ + র
উ: ঘ

০৫. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক) ক্ + ষ খ) ক + খ গ) ষ + ক ঘ) খ + ক উ: ক

০৬. 'ম্ভ্র' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?
ক) ম্ + ব
খ) ম্ + ভ + ঋ
গ) ভ্ + ম + র
ঘ) ম্ + ভ্ + র
উ: ঘ

০৭. যে যে বর্ণের সমন্বয়ে 'ন্ত্র' যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে–
ক) ন্ + ত্ + র
খ) ত্ + ন + র
গ) ন্ + ত + ঋ
ঘ) ত্ + ঋ + ন
উ: ক

০৮. 'মুগ্ধ' শব্দের যুক্তবর্ণের শুদ্ধ রূপ কোনটি?
ক) গ্ + ধ খ) গ + দ গ) ধ + গ ঘ) গ + দ্দ উ: ক

০৯. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?
ক) ঐ
খ) ই
গ) ষ্ণ
ঘ) কোনোটিই নয়
উ: গ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১০. 'ত্ম' কে ভাঙলে কোনটি হয়?
(ক) ম + ত (খ) ত্ + ম (গ) ত + ত (ঘ) ত + ব **উ: (খ)**

১১. 'কৃষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত?
(ক) ষ্ + ণ (খ) ষ + ম
(গ) ষ + ঞ (ঘ) ষ + ঙ **উ: (ক)**

১২. ভুল সংযুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ কোনটি?
(ক) হ্ম = হ্ + ম (খ) হ্ণ = হ্ + ন
(গ) ঞ্জ = ঞ + জ্ (ঘ) জ্ঞ = জ্ + ঞ **উ: (খ)**

১৩. যথাক্রমে 'ট্ট' এবং 'হ্ন' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
(ক) ট্ + য, ঞ + ণ (খ) ট + া, হ + ণ
(গ) ট্ + ট, হ্ + ন (ঘ) ট + ঠ, হ + ন **উ: (গ)**

১৪. 'স্প্র' যুক্তবর্ণটির মধ্যে রয়েছে–
(ক) স্ + প্ + র (খ) স + প + ঋ
(গ) প + স + র (ঘ) র + প + স **উ: (ক)**

১৫. নিচে বাংলা ব্যঞ্জন ভুলভাবে যুক্ত হয়েছে–
(ক) ক্ষ– ক্ + ষ (খ) হ্ম– হ্ + ম
(গ) ত্ন– ত্ + ন (ঘ) জ্ঞ– জ্ + ঞ **উ: (গ)**

১৬. 'হ্ণ' যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লিষ্ট রূপ কোনটি?
(ক) হ্ + ম (খ) হ্ + ণ (গ) হ্ + ন (ঘ) থ্ + ন **উ: (খ)**

১৭. অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণ কোথায় থাকে?
(ক) 'খ' বর্ণের পরে (খ) 'ক' বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে
(গ) 'খ' বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে (ঘ) 'হ' বর্ণের পরে **উ: (খ)**

১৮. 'ক্ষ্ম' এর বিশিষ্ট রূপ কী?
(ক) ক্ + খ + ম (খ) খ্ + থ + ম
(গ) খ্ + ক + ন (ঘ) ক্ + ষ্ + ম **উ: (ঘ)**

১৯. 'রন্ধ্র' শব্দের বর্ণগুলো হলো–
(ক) র + ন + ধ + র (খ) র + ণ + ধ + র
(গ) র + ণ + দ + র (ঘ) র + ন + দ + র **উ: (ক)**

২০. 'উষ্ণ' শব্দের 'ষ্ণ' যুক্তাক্ষরের বিশ্লিষ্ট রূপ–
(ক) ষ্ + ঞ (খ) ষ্ + ম (গ) ষ্ + ণ (ঘ) ষ্ + ন **উ: (গ)**

২১. 'লাঞ্ছনা' শব্দের 'ঞ্ছ' এর বিশ্লিষ্ট বর্ণ কোন দুটি?
(ক) ঙ + ছ্ (খ) ন্ + ছ্ (গ) ঞ্ + ছ্ (ঘ) ণ্ + ছ্ **উ: (গ)**

২২. 'জ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?
(ক) ঞ্ + জ (খ) ঞ্ + গ
(গ) জ্ + ঞ (ঘ) গ্ + ঞ **উ: (গ)**

২৩. 'ক্ষ, ষ্ণ ও হ্ন' তিনটি যুক্ত বর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ নির্দেশ কর–
(ক) ক্ + ষ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ (খ) ক্ + খ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
(গ) ক্ + ষ, ষ্ + ণ, হ্ + ন (ঘ) খ্ + খ, ষ্ + ণ, হ্ + ন **উ: (গ)**

২৪. 'ত্থ' যুক্তবর্ণটি–
(ক) 'ত' ও 'ত' এর মিলিত রূপ (খ) 'ত' ও 'থ' এর মিলিত রূপ
(গ) 'থ' ও 'ত' এর মিলিত রূপ (ঘ) 'থ' ও 'থ' এর মিলিত রূপ **উ: (খ)**

২৫. 'মনু' শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়–
(ক) ম্ + নু (খ) মন্ + উ
(গ) ম্ +অ + নু (ঘ) ম্ + অ + ন্ + উ **উ: (ঘ)**

২৬. কোন কোন বর্ণের যুক্তরূপ 'ক্স'?
(ক) ক ও ক (খ) ক ও ‿
(গ) ক্ ও স (ঘ) ক ও ণ **উ: (গ)**

ব্যাকরণ

অধ্যায় ১২

ধ্বনির পরিবর্তন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✎ ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে। যেমন : শরীর > শরীল।

☞ ধারাবাহিকভাবে ধ্বনির পরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

০১. **স্বরাগম :** উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে স্বরাগম বলে।

ক. আদি স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন : স্টেশন > ইস্টিশন।

খ. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন : প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম।

গ. অন্ত্য স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন : বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি, কড়া > কড়াই, পোখত্ > পোক্ত, নস্য > নস্যি।

০২. **অপিনিহিতি :** পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন : আজি > আইজ, চারি > চাইর, সাধু > সাউধ।

০৩. **অসমীকরণ :** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন : ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, গপ + গপ > গপাগপ ইত্যাদি।

০৪. **স্বরসঙ্গতি :** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি : পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : তুলা > তুলো, পূজা > পুজো, রূপা > রুপো, কুমড়া > কুমড়ো, ইচ্ছা > ইচ্ছে।

খ. মধ্য স্বরসঙ্গতি : আদি বা অন্ত্য স্বরধ্বনি দ্বারা বা উভয় স্বরধ্বনি দ্বারা মধ্যস্বর প্রভাবিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : জিলাপি > জিলিপি, ভিখারি > ভিখিরি, বিলাতি > বিলিতি, এখনি > এখুনি, হিসাবি > হিসিবি ইত্যাদি।

গ. পরাগত স্বরসঙ্গতি : পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : বিড়াল > বেড়াল, দেশি > দিশি, চিনা > চেনা, লিখা > লেখা, উঠা > ওঠা।

ঘ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি : আদি ও অন্ত্য উভয় স্বরধ্বনিই পরস্পরকে প্রভাবিত করে ভিন্ন স্বরধ্বনি সৃষ্টি করলে, তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : মোজা > মুজো, পোষা > পুষ্যি ইত্যাদি।

০৫. **ধ্বনি বিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান বিনিময়ের ফলে ধ্বনিগত যে অসংগতির সৃষ্টি হয়, তা-ই ধ্বনি বিপর্যয়। যেমন : বাক্স > বাসক, বারাণসী > বেনারসি, লোকসান > লোসকান, ডেস্ক > ডেস্ক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

০৬. **বিষমীভবন :** দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, তরবার > তরোয়াল, আরমারি > আলমারি ইত্যাদি।

০৭. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন। যেমন : পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, একেবারে > এক্কেবারে, বড় > বড্ড।

০৮. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ :** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন : বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ক. আদিস্বর লোপ : শব্দের আদি স্বর লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার ইত্যাদি।

খ. মধ্যস্বর লোপ : শব্দের মধ্যে স্বরলোপ হলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গামোছা > গামছা।

গ. অন্ত্যস্বর লোপ : শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ হলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন : আজি > আজ, চারি > চার, আশা > আশ, সন্ধ্যা > সাঁজ।

০৯. **সমীভবন :** শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্নধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন : জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. প্রগত সমীভবন : পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বনির সদৃশরূপ প্রাপ্ত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন : পক্ব > পক্ক, চক্র > চক্ক, পদ্ম > পদ্দ, চন্দন > চন্নন ইত্যাদি।

খ. পরাগত সমীভবন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির সদৃশরূপ প্রাপ্ত হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন : তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ, বদ + জাত > বজ্জাত, রাঁধ + না > রান্না ইত্যাদি।

গ. অন্যোন্য সমীভবন : পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় ধ্বনি পরস্পরকে প্রভাবিত করে অন্য একটি ধ্বনিতে সদৃশরূপে পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য বা পারস্পরিক সমীভবন বলে। যেমন : সত্য > সচ্চ, বিদ্যা > বিজ্জা, তৎশক্তি > তচ্ছক্তি, উৎশৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল, কুৎসিত > কুচ্ছিত, বিশ্রী > বিচ্ছিরি, বৎসর > বচ্ছর ইত্যাদি।

১০. **ব্যঞ্জন বিকৃতি :** শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন : কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১১. **ব্যঞ্জনচ্যুতি :** পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ হওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বলে। যেমন : বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা, ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা, ভাই শ্বশুর > ভাশুর ইত্যাদি।

১২. **অন্তর্হতি :** পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন : ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

১৩. **অভিশ্রুতি :** অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি (অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ') পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে গেলে এবং তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে, তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন : জালিয়া > জাইল্যা > জেলে, করিয়া > কইর‍্যা > করে।

১৪. **র-কার লোপ :** আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন : তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে।

১৫. **হ-কার লোপ :** আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দু স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন : পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আল্লাহ > আল্লা, শাহ্ > শা ইত্যাদি।

১৬. **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি :** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক-স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (Y) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারণ হয়। এ অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন : মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ : নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. **কপাট → কবাট – এটি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?** [NU-Science : 14-15]
ⓚ ধ্বনি–বিপর্যয় ⓚ বর্ণ–বিপর্যয় ⓖ অপিনিহিত ⓖ বর্ণবিকার **উ: ঘ**

০২. **'অলাবু' থেকে 'লাউ' হওয়ার কারণ–** [NU-Science : 11-12]
ⓚ বর্ণাগম ⓚ বর্ণলোপ ⓖ বর্ণ বিপর্যয় ⓖ বর্ণাশুদ্ধি **উ: খ**

০৩. **'রত্ন > রতন' হওয়ার ধ্বনিসূত্র –** [NU-Science : 08-09]
ⓚ স্বরভক্তি ⓚ স্বরসংগতি
ⓖ অভিশ্রুতি ⓖ অপিনিহিতি **উ: ক**

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. **অভিশ্রুতির ক্ষেত্রে কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়?** [CoU-A : 19-20]
ⓚ এ, ঐ ⓚ ই, এ
ⓖ ই, উ ⓖ ই, ঔ **উ: গ**

০২. **'বিপ্রকর্ষ' এর উদাহরণ কোনটি?** [CoU-A : 18-19]
ⓚ হর্ষ > হরষ ⓚ ধপ + ধপ > ধপাধপ
ⓖ কাঁদনা > কান্না ⓖ ধোবা > ধোপা **উ: ক**

০৩. **'বাপজান > বাজান' কী জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত?** [BU-A : 19-20]
ⓚ অভিশ্রুতি ⓚ অন্তর্হতি
ⓖ স্বরলোপ ⓖ ধ্বনি বিপর্যয় **উ: খ**

০৪. **নিচের কোনটিতে মধ্য-স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে?** [SHUBD-Science : 19-20]
ⓚ ফিল্ম > ফিলিম ⓚ সত্য > সত্যি
ⓖ গ্লাস > গিলাস ⓖ শিক্ষা > শিক্কে **উ: ক**

০৫. **ফাল্গুন > ফাগুন –কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?** [KU-B : 19-20]
ⓚ ব্যঞ্জনচ্যুতি ⓚ অভিশ্রুতি
ⓖ অসমীকরণ ⓖ অন্তর্হতি **উ: ঘ**

০৬. **পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে কী বলে?** [KU-B : 19-20]
ⓚ পরাগত সমীভবন ⓚ প্রগত সমীভবন
ⓖ বিষমীভবন ⓖ অন্যোন্য সমীভবন **উ: ঘ**

০৭. **ব্যঞ্জনচ্যুতির উদাহরণ কোনটি?** [BSMRSTU-G : 19-20; NSTU-D : 19-20]
ⓚ কবাট > কপাট ⓚ ফলাহার > ফলার
ⓖ বউদিদি > বউদি ⓖ লাফ > ফাল **উ: গ**

০৮. **সমীভবনের উদাহরণ কোনটি?** [BSMRSTU-E : 19-20]
ⓚ লাল > নাল ⓚ জন্ম > জম্ম
ⓖ আজি > আজ ⓖ মিঠা > মিঠে **উ: খ**

০৯. **'তলোয়ার' শব্দটি 'তরোয়াল' রূপে উচ্চারিত হলে তাকে বলে–** [IU-B : 19-20]
ⓚ ব্যঞ্জনচ্যুতি ⓚ ধ্বনি বিকার
ⓖ ধ্বনি বিপর্যয় ⓖ শব্দ বিপর্যয় **উ: গ**

১০. **'বর্ষণ > বরিষণ' এ কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে?** [JUST-D : 19-20]
ⓚ অভিশ্রুতি ⓚ আদি স্বরাগম
ⓖ ধ্বনি-বিপর্যয় ⓖ মধ্য স্বরাগম **উ: ঘ**

১১. **'শুনিয়া > শুনে' পরিবর্তনটি কোন ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?** [JKKNIU-D : 19-20]
ⓚ অন্তর্হতি ⓚ অভিশ্রুতি
ⓖ অপিনিহিতি ⓖ স্বরসঙ্গতি **উ: খ**

১২. **পাশাপাশি দুই স্বরের মিলনে পরের স্বরধ্বনি লোপ পেয়ে নিচের কোন শব্দটি গঠিত হয়েছে?** [JUST-D : 19-20]
ⓚ হিন্দুয়ানি ⓚ আলোয়
ⓖ পুনরাধিকার ⓖ যাচ্ছেতাই **উ: ঘ**

১৩. **'মোজা > মুজো' এটি কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি?** [KU-A : 18-19]
ⓚ প্রগত ⓚ পরাগত
ⓖ মধ্যগত ⓖ অন্যোন্য **উ: ঘ**

CamScanner

Part 3

[illegible]

Part 4

সম্ভাব্য MCQ

[illegible]

উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন	ষট্ + বর্গ = ষড়বর্গ
অপ্ + জ = অব্জ	ষট্ + বিংশ = ষড়বিংশ
ষট্ + বিধ = ষড়বিধ	ষট্ + ভুজ = ষড়ভুজ
উৎ + বেগ = উদ্‌বেগ	হরিৎ + বর্ণ = হরিদ্বর্ণ
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু	জগৎ + বিখ্যাত = জগদ্বিখ্যাত
উৎ + ভব = উদ্ভব	তৎ + ভব = তদ্ভব
উৎ + ভিদ = উদ্ভিদ	বিদ্যুৎ + বেগ = বিদ্যুদ্বেগ
সৎ + বংশ = সদ্‌বংশ	সৎ + ভাব = সদ্ভাব
বাক্ + যন্ত্র = বাগ্‌যন্ত্র	দিক্ + হস্তী = দিগ্‌হস্তী
ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র	উৎ + যত = উদ্যত
ষট + রস = ষড়রস	বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ
উৎ + যাপন = উদ্‌যাপন	উৎ + যম = উদ্যম
উৎ + যোগ = উদ্‌যোগ	তৎ + রূপ = তদ্রূপ
অলম্ + কার = অলংকার	সম্ + খ্যা = সংখ্যা
অহম্ + কার = অহংকার	কিম্ + কর = কিংকর
সম্ + পদ = সম্পদ	সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ
সম্ + মতি = সম্মতি	সম্ + বোধন = সম্বোধন
সম্ + বল = সম্বল	সম্ + মিলন = সম্মিলন
সম্ + যম = সংযম	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ
সম্ + যোগ = সংযোগ	সম্ + যত = সংযত
সম্ + রাগ = সংরাগ	সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত
সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন	কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি
সম্ + লাপ = সংলাপ	বশম্ + বদ = বশংবদ
সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ	সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা
সম্ + সার = সংসার	সম্ + হার = সংহার
সম্ + হতি = সংহতি	সম্ + হত = সংহত
ষষ্ + থ = ষষ্ঠ	রাজ্ + নী = রাজ্ঞী
যজ্ + ন = যজ্ঞ	লভ্ + ত = লব্ধ
দুহ্ + ত = দুগ্ধ	বিমুহ্ + ত = বিমুগ্ধ

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি :

আ + চর্য = আশ্চর্য	প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত
আ + পদ = আস্পদ	বন্ + পতি = বনস্পতি
এক + দশ = একাদশ	বাক্ + ঈশ্বরী = বাগেশ্বরী
গো + পদ = গোষ্পদ	বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র
তদ্ + কর = তস্কর	বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
পর + পর = পরস্পর	ষট্ + দশ = ষোড়শ
পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ	হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র
দিব্ + লোক = দ্যুলোক	মনস + ঈষা = মনীষা

বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধির দৃষ্টান্ত :

উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
পরি + কৃত = পরিষ্কৃত	সম্ + কৃত = সংস্কৃত
সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি	পরি + কার = পরিষ্কার
সম্ + কার = সংস্কার	

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি মনে রাখার কৌশল :

সংসদে অপ সংস্কৃতির উত্থান ঠেকাতে সংস্কৃত ভাষার সংস্কার আইন পরিষ্কার ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে।

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

অধঃ + গতি = অধোগতি	মনঃ + জগৎ = মনোজগৎ
অধঃ + গামী = অধোগামী	সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
পুরঃ + গামী = পুরোগামী	অধঃ + গমন = অধোগমন
মনঃ + গত = মনোগত	বয়ঃ + জ্যেষ্ঠ = বয়োজ্যেষ্ঠ
মনঃ + গামী = মনোগামী	মনঃ + জ = মনোজ
সরঃ + জ = সরোজ	মনঃ + দীপ = মনোদীপ
ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ	শিরঃ + দেশ = শিরোদেশ
মনঃ + লীন = মনোলীন	যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা
যশঃ + লাভ = যশোলাভ	শ্রেয়ঃ + লাভ = শ্রেয়োলাভ
নিঃ + রোগ = নীরোগ	নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র
নিঃ + রস = নীরস	নিঃ + রক্ত = নীরক্ত
নিঃ + রব = নীরব	চক্ষু + রোগ = চক্ষুরোগ
অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ	পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার
অহঃ + অহ = অহরহ	অন্তঃ + আলোক = অন্তরালোক
পুনঃ + অপি = পুনরপি	পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি
অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা	পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন
অন্তঃ + ইত = অন্তরিত	অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়
পুনঃ + আগত = পুনরাগত	পুনঃ + উৎপত্তি = পুনরুৎপত্তি
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ	পুনঃ + উদ্ভব = পুনরুদ্ভব
পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত	পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার
অন্তঃ + ঈপ = অন্তরীপ	প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান
নিঃ + অপরাধ = নিরপরাধ	নিঃ + অবচ্ছিন্ন = নিরবচ্ছিন্ন
নিঃ + উপমা = নিরুপমা	নিঃ + উদ্বিগ্ন = নিরুদ্বিগ্ন
নিঃ + উচ্চার্য = নিরুচ্চার্য	নিঃ + উপায় = নিরুপায়
দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট	দুঃ + অধিগম্য = দুরধিগম্য
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা	দুঃ + আকাঙ্ক্ষা = দুরাকাঙ্ক্ষা
দুঃ + জন = দুর্জন	পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
দুঃ + জ্ঞেয় = দুর্জ্ঞেয়	বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক	দুঃ + দান্ত = দুর্দান্ত
দুঃ + দশা = দুর্দশা	নিঃ + দোষ = নির্দোষ
নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব	নিঃ + দিষ্ট = নির্দিষ্ট
দুঃ + দম = দুর্দম	বহিঃ + দ্বার = বহির্দ্বার
চতুঃ + ধা = চতুর্ধা	নিঃ + ধারণ = নির্ধারণ
অহঃ + নিশ = অহর্নিশ	অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত
দুঃ + নীতি = দুর্নীতি	দুঃ + নাম = দুর্নাম
দুঃ + নিবার = দুর্নিবার	নিঃ + নয় = নির্ণয়
অন্তঃ + বর্তী = অন্তর্বর্তী	নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প
নিঃ + ভীক = নির্ভীক	প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ
প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব	আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	নিঃ + লিপ্ত = নির্লিপ্ত
নিঃ + যাস = নির্যাস	নিঃ + লজ্জ = নির্লজ্জ
দুঃ + লক্ষণ = দুর্লক্ষণ	অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত
দুঃ + লভ = দুর্লভ	অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নভঃ + চর = নভশ্চর	নিঃ + চেতন = নিশ্চেতন
নিঃ + চয়= নিশ্চয়	নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট
নিঃ + চল = নিশ্চল	দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র
নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত	দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন	মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু
নিঃ + চুপ = নিশ্চুপ	শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র	শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য	সদ্যঃ + ছিন্ন = সদ্যশ্ছিন্ন
ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টংকার	চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি
নিঃ + কর = নিষ্কর	পরিঃ + কার = পরিষ্কার
নিঃ + করুণ = নিষ্করুণ	বহিঃ + কার = বহিষ্কার
নিঃ + কলঙ্ক = নিষ্কলঙ্ক	বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত
নিঃ + প্রদীপ = নিষ্প্রদীপ	নিঃ + পত্র = নিষ্পত্র
আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল	দুঃ + কর্ম = দুষ্কর্ম
নিঃ + পেষণ = নিষ্পেষণ	চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ
ইতঃ + তত = ইতস্তত	মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব
নিঃ + তার = নিস্তার	মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
নিঃ + তেজ = নিস্তেজ	মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি
দুঃ + তর = দুস্তর	শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ
অয়ঃ + কঠিন = অয়স্কঠিন	পুরঃ + কার = পুরস্কার
তিরঃ + কার = তিরস্কার	মনঃ + কামনা = মনস্কামনা
তেজঃ + ক্রিয় = তেজস্ক্রিয়	শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর
নমঃ + কার = নমস্কার	ভাঃ + কর = ভাস্কর
বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ
অধঃ + ক্রম = অধঃক্রম	অন্তঃ + ক্রীড়া = অন্তঃক্রীড়া
অন্তঃ + কোণ = অন্তঃকোণ	নিঃ + শত্রু = নিঃশত্রু
অন্তঃ + শত্রু = অন্তঃশত্রু	নিঃ + শব্দ = নিঃশব্দ
চক্ষুঃ + শূল = চক্ষুঃশূল	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ
দুঃ + শাসন = দুঃশাসন	বহিঃ + শত্রু = বহিঃশত্রু
নিঃ + শঙ্ক = নিঃশঙ্ক	নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ
অন্তঃ + সংগতি = অন্তঃসংগতি	নিঃ + সহায় = নিঃসহায়
অন্তঃ + সলিলা = অন্তঃসলিলা	প্রাতঃ + স্মরণীয় = প্রাতঃস্মরণীয়
অন্তঃ + সার = অন্তঃসার	বহিঃ + সমুদ্র = বহিঃসমুদ্র
দুঃ + সংবাদ = দুঃসংবাদ	স্বতঃ + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ
নিঃ + সংশয় = নিঃসংশয়	মনঃ + সংযোগ = মনঃসংযোগ
দুঃ + স্বপ্ন = দুঃস্বপ্ন	পুনঃ + প্রবেশ = পুনঃপ্রবেশ

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	ভাঃ + কর = ভাস্কর
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ	অহঃ + অহ = অহরহ

ছন্দে ছন্দে বিশেষ বিসর্গ সন্ধি :

বাচস্পতি বাবুর স্নেহের আস্পদ হরিশ্চন্দ্রও অহরহ গুরুকে প্রণাম করে ভাস্করে (সূর্য) অহর্নিশ।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'অক্ষৌহিণী' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি-বিচ্ছেদ – [NU-Science : 12-13]
ⓚ অক্ষ + ঊহিনী ⓚ অক্ষ + ইহিনী
ⓖ অক্ষ + হিনী ⓖ অক্ষ + ঔহিনী
উ: ক

০২. 'দুঃ + অবস্থা' এই সন্ধি নিষ্পন্ন শব্দটি হবে– [NU-Science : 10-11]
ক) দূরবস্থা খ) দুরাবস্থা
গ) দুরবস্থা ঘ) দূরস্থা
উ: গ

০৩. 'বাগেশ্বরী' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ– [NU-Science : 10-11]
ক) বাকী + ঈশ্বরী খ) বাগ + ঈশ্বরী
গ) বাগ্ + ঈশ্বর ঘ) বাক্ + ঈশ্বরী
উ: ঘ

০৪. 'দ্যুলোক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ- [NU-Science : 09-10]
ক) দুঃ + লোক খ) দিব + লোক
গ) দু + লোক ঘ) দ্বি + লোক
উ: খ

০৫. 'নিরন্ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ – [NU-Science : 08-09]
ক) নি + অন্ন খ) নির + অন্ন
গ) নিঃ + অন্ন ঘ) নির + ন্ন
উ: গ

০৬. 'শীতার্ত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – [NU-Science : 07-08]
ক) শীত + আর্ত খ) শীত + ঋত
গ) শীত + রত ঘ) শী + তার্ত
উ: খ

০৭. 'ষষ্ঠ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ – [NU-Science : 06-07]
ক) ষট্ + ঠ খ) ষষ্ + ত
গ) ষষ্ + থ ঘ) ষষ্ + ঠ
উ: গ

০৮. 'কটাক্ষ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [NU-Science : 05-06]
ক) কটু + অক্ষ খ) কট + অক্ষ
গ) কটা + ক্ষ ঘ) কটা + অক্ষ
উ: খ

০৯. সন্ধিজাত শব্দ – [NU-Science : 04-05]
ক) ইন্দ্রজিৎ খ) ইত্যাদি
গ) ইলিশ ঘ) ইতিহাস
উ: খ

১০. 'উচ্ছৃঙ্খল' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ – [NU-Science : 03-04]
ক) উঃ + শৃঙ্খল খ) উচ্ + চৃঙ্খল
গ) উৎ+ চৃঙ্খল ঘ) উৎ + শৃঙ্খল
উ: ঘ

১১. 'পবন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – [NU-Science : 02-03]
ক) পো + অন খ) প + ন
গ) পো + বন ঘ) প + অন
উ: ক

১২. 'উদ্ধৃত'-এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [NU-Science : 01-02]
ক) উৎ + ধৃত খ) উৎ + হৃত
গ) উদ + ধৃত ঘ) উৎ + হত
উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ভাস্কর' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [NSTU-B : 19-20]
ⓚ ভাস্ + কর ⓑ ভা + কর
ⓖ ভাঃ + কর ⓓ ভাৎ + কর
উ: ⓖ

০২. 'ধনুষ্টঙ্কার' এর ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [KU-B : 19-20]
ⓚ ধনুষ + টঙ্কার ⓑ ধনুস্ + টঙ্কার
ⓖ ধনুসঃ + টঙ্কার ⓓ ধনুঃ + টঙ্কার
উ: ⓓ

০৩. 'শিরশ্ছেদ' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [CoU-C : 19-20]
ⓚ শিরঃ + ছেদ ⓑ শির + ছেদ
ⓖ শিরঃ + শেদ ⓓ শির + শেদ
উ: ⓚ

০৪. 'সদানন্দ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [BRUR-A : 19-20]
ⓚ সদা + আনন্দ ⓑ সদ + অ + নন্দ
ⓖ সদা + নন্দ ⓓ সদ্ + আনন্দ
উ: ⓚ

০৫. 'আদ্যোপান্ত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [BSFMSTU-C : 19-20]
ⓚ আদি + উপান্ত ⓑ আদ্য + উপান্ত
ⓖ আদ্যো + পান্ত ⓓ আদ্যোপ + অন্ত
উ: ⓚ

০৬. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ? [BRUR-A : 19-20]
ⓚ অভিযান ⓑ সংবাদ
ⓖ গমন ⓓ সুলভ
উ: ⓑ

০৭. 'জনৈক' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [JKKNIU-E : 19-20]
ⓚ জনৈ + এক ⓑ জন + এক
ⓖ জন + ইক ⓓ জন + ঈক
উ: ⓑ

০৮. 'বিমুহ্ + ত' এর ঠিক সন্ধি কোনটি? [JKKNIU-D : 19-20]
ⓚ বিমুগ্ধ ⓑ বিমহিত
ⓖ বিমোহিত ⓓ বিমূর্ত
উ: ⓚ

০৯. অহংকার শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [SHUBD-B : 19-20]
ⓚ অহং + কার ⓑ অহঃ + কার
ⓖ অহম্ + কার ⓓ অহর + কার
উ: ⓖ

১০. 'আশাতীত' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ- [SHUBD-B : 19-20]
ⓚ আশা + তীত ⓑ আশ + অতীত
ⓖ আশ + অতিত ⓓ আশা + অতীত
উ: ⓓ

১১. তন্বী শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [MBSTU-D : 19-20]
ⓚ তনু + ঈ ⓑ তনু + ই
ⓖ তনূ + ঈ ⓓ তনূ + ই
উ: ⓚ

১২. 'উপরি + উক্ত' সন্ধি করলে কোনটি হয়? [MBSTU-D : 19-20]
ⓚ উপরিক্ত ⓑ উপরোক্ত
ⓖ উপর্যুক্ত ⓓ উপরুক্ত
উ: ⓖ

১৩. 'অন্যান্য' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [MBSTU-D : 19-20]
ⓚ অন্যা + অন্য ⓑ অন্য + অন্য
ⓖ অন্যা + অন্যা ⓓ অন্য + অন্যা
উ: ⓑ

১৪. কোন সন্ধিটি নিপাতনের সিদ্ধ? [HSTU-D : 19-20]
ⓚ বাক + দান = বাগদান ⓑ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
ⓖ পর্ + পর = পরস্পর ⓓ সম + সার = সংসার
উ: ⓖ

১৫. 'তরুচ্ছায়া' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [HSTU-D : 19-20]
ⓚ তরু + ছায়া ⓑ তরু + চ্ছায়া
ⓖ তর + ছায়া ⓓ কোনোটিই নয়
উ: ⓚ

১৬. 'গবাদি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? [HSTU-D : 19-20]
ⓚ গো + আদি ⓑ গবা + আদি
ⓖ গো + আবদি ⓓ গবা + দি
উ: ⓚ

১৭. 'ভুক্ত' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [HSTU-C : 19-20]
ⓚ ভুজ্ + ত ⓑ ভুক্ + তো
ⓖ ভুজ্ + তো ⓓ ভুঃ + ক্ত
উ: ⓚ

১৮. 'প্রত্যাবর্তন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [JUST-E : 19-20]
ⓚ প্রতি + বর্তন ⓑ প্রতি + আবর্তন
ⓖ প্রত্যা + বর্তন ⓓ প্রতিঃ + আবর্তন
উ: ⓑ

১৯. কোনটি ঠিক? [BSMRSTU-G : 19-20]
ⓚ সু + অল্প = স্বল্প ⓑ সং + বাদ = সংবাদ
ⓖ পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ ⓓ সু + আগত = সাগত
উ: ⓚ

২০. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি? [KU-A : 18-19]
ⓚ গবেষণা ⓑ ষষ্ঠ
ⓖ আশ্চর্য ⓓ অন্বিত
উ: ⓖ

২১. নিচের কোনটি বিসর্গ সন্ধি? [CoU-B : 18-19]
ⓚ যদ্যপি ⓑ অন্বেষণ
ⓖ উচ্ছেদ ⓓ দুষ্কর
উ: ⓓ

২২. 'সরোবর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [BRUR-A : 18-19]
ⓚ সরো + বর ⓑ সর + বর
ⓖ সরঃ + বর ⓓ সর + বোর
উ: ⓖ

২৩. 'অধমর্ণ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [SHUBD-B : 18-19]
ⓚ অধঃ + মন ⓑ অধম + ঋণ
ⓖ অধম + অর্ণ ⓓ অধ + মর্ণ
উ: ⓑ

২৪. 'রাজকীয়' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাই – [SHUBD-B : 18-19]
ⓚ রাজন্ + ঈয় ⓑ রাজক্ + ঈয়
ⓖ রাজা + কীয় ⓓ রাজা + নীয়
উ: ⓚ

২৫. নিচের কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া ⓑ শরৎ + ইন্দু = শরদিন্দু
ⓖ সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত ⓓ তদ্ + কর = তস্কর
উ: ⓓ

২৬. 'মাত্রাধিক্য' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [MBSTU-D : 18-19]
ⓚ মাত্রা + আধিক্য ⓑ মাত্র + অধিক্য
ⓖ মাত্র + আধিক্য ⓓ মাতৃ + আধিক্য
উ: ⓚ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
ⓚ সমীভবনের ⓑ বিষমীভবনের
ⓖ অভিশ্রুতির ⓓ বিপ্রকর্ষের
উ: ⓚ

০২. বিসর্গ সন্ধি কয় প্রকার?
ⓚ তিন ⓑ চার
ⓖ দুই ⓓ পাঁচ
উ: ⓖ

০৩. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
ⓚ মার্তণ্ড ⓑ ভাবুক
ⓖ তন্বী ⓓ অন্বেষণ
উ: ⓚ

০৪. নিচের কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
ⓚ কুড়িক ⓑ উচ্ছেদ
ⓖ তৎকাল ⓓ দুষ্কর
উ: ⓚ

CamScanner

০৫. সন্ধিতে 'র্' এবং 'স' এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
ⓚ ঃ ⓚ ঃ ⓖ ঁ ⓖ হ
(ক) ঃ (খ) ঃ (গ) ˙ (ঘ) হ — উ: খ

০৬. কোনটির নিয়মানুসারে সন্ধি হয় না?
(ক) গায়ক (খ) আশ্চর্য
(গ) পশ্বধম (ঘ) নদ্যম্বু — উ: গ

০৭. 'জগজ্জীবন' শব্দটি সন্ধির কোন নিয়মানুসারে হয়েছে?
(ক) ত + ঝ (খ) ত + জ
(গ) দ + ঝ (ঘ) দ + জ — উ: খ

০৮. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধিবিচ্ছেদ হলো–
(ক) প্র + ঊঢ় (খ) প্রো + ঊঢ়
(গ) প্র + ওঢ় (ঘ) প্রো + ঔঢ় — উ: ক

০৯. নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে কোনটি?
(ক) মৃন্ময় (খ) বৃহস্পতি
(গ) বৃহদর্থ (ঘ) আদ্যন্ত — উ: খ

১০. 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের সন্ধি সাধিত রূপ কোনটি?
(ক) উদ্ + শিষ্ট (খ) উদগ + ছিষ্ট
(গ) উদ্ + ষ্ট (ঘ) উদ্ + ইষ্ট — উ: ক

১১. নিম্নের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
(ক) কুলটা (খ) সন্ধ্যার
(গ) গবেষণা (ঘ) ভাবুক — উ: ক

১২. 'নীরব' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ–
(ক) নীঃ + রব (খ) নির্ + রব
(গ) নিঃ + রব (ঘ) নীহ্ + রব — উ: গ

১৩. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ?
(ক) শীতল (খ) সংখ্যা
(গ) অধিকার (ঘ) তোমার — উ: খ

১৪. 'উদ্ধার' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ হবে–
(ক) উঃ + ধার (খ) উৎ + দার
(গ) উৎ + ধার (ঘ) উৎ + হার — উ: ঘ

১৫. বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ নয়–
(ক) ইতোমধ্যে (খ) নীরব
(গ) শ্রেয়োলাভ (ঘ) বিম্বোষ্ঠ — উ: ঘ

১৬. 'দুরূহ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ–
(ক) দুঃ + উহ্ (খ) দুঃ + রূহ
(গ) দূর + উহ (ঘ) দুর + হ — উ: ক

১৭. 'উচ্ছল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) উৎ + শল (খ) উৎ + ছল
(গ) উৎ + চল (ঘ) উচ + ছল — উ: খ

১৮. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ?
(ক) দ্যুলোক (খ) প্রৌঢ়
(গ) সীমন্ত (ঘ) শারঙ্গ — উ: খ

১৯. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি?
(ক) সংযোগ (খ) সঞ্চয়
(গ) উদ্ধত (ঘ) ষোড়শ — উ: ঘ

২০. 'নিষ্কর' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) নিঃ + কর (খ) নি + কর
(গ) নিষ্ + কর (ঘ) নিষ্য + কর্ — উ: ক

ব্যাকরণ
অধ্যায় ১৪

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ণ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের বানানে 'ণ'-এর যথাযথ ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

■ ট-বর্গীয় বর্ণের আগে যুক্ত ব্যঞ্জনে তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' বসে। যেমন :
ণ + ট = ণ্ট : কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি।
ণ + ঠ = ণ্ঠ : অবগুণ্ঠন, আকণ্ঠ, ময়ূরকণ্ঠী, লুণ্ঠন ইত্যাদি।
ণ + ড = ণ্ড : গণ্ডমূর্খ, বাগবিতণ্ডা, কূপমণ্ডূক, পাষণ্ড, শৃঙ্খমণ্ডিত।

■ তৎসম শব্দে 'র' এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : অরণ্য, করুণ, পুরাণ, বরণ, ধারণ, ধারণা, ব্যাকরণ ইত্যাদি।

■ তৎসম শব্দে রেফ (র্) এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : আকীর্ণ, মূর্ণন, দীর্ণ।
লক্ষণীয় : সাধিত শব্দে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন : দুর্নাম, অহর্নিশ, দুর্নিবার, দুর্নীতি।

■ তৎসম শব্দে 'ঋ' এবং মূর্ধন্য-ষ এর পরে 'ণ' বসে। যেমন : ঋণ, তৃণ, মৃণাল, মসৃণ, ঘৃণা, আকর্ষণ, বিভীষণ, পোষণ, দূষণ, ভূষণ, বিষণ্ণ।

■ যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ এর পর মূর্ধন্য ণ :
ক-য়ে মূর্ধন্য ষ যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ হয়। 'ক্ষ' এর পরে ন-ধ্বনি থাকলে তা মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : ক্ষণ, দক্ষিণ, পরীক্ষণ, বিচক্ষণ, লক্ষণ, ভক্ষণ।

■ পরি, প্র, নির- এ উপসর্গের পর ণ-ত্ব বিধি অনুসারে ন-ধ্বনি মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : পরিণত, পরিবহণ, প্রণাম, প্রণোদিত, প্রমাণ।

■ 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না, 'ন' হয়। যেমন : অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

■ 'র' কিংবা 'র'-ফলার পর 'আয়ন' শব্দটি থাকলে 'আয়ন' শব্দের দন্ত্য ন পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ।

■ তদ্ভব ক্রিয়াপদে 'ণ' বসে না, 'ন' বসে। যেমন : করানো, ঘোরানো, ধরানো, ঝরানো, চরানো, পরানো, ধরুন, মারুন, করুন, ধরেন, মারেন, করেন, পারেন, সারেন, কষেন।

■ অপর, পরা, পূর্ব, প্র- এ কয়েকটি পূর্বপদের পর 'অহ্ন' শব্দ বসলে দন্ত্য ন- মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : প্র + অহ্ন = প্রাহ্ণ। এরকম– অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ।

■ সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য ণ হয় না :
যেমন : অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস, দুর্নিমিত্ত, নিষ্পন্ন, বরানুগমন, অগ্রনেতা, ত্রিনয়ন, দুর্নিরীক্ষ্য, নীরন্ধ্র, বহির্গমন, অহর্নিশ, ত্রিনেত্র, দুর্নীতি, পরনিন্দা, রূপবান, ক্ষুন্নিবারণ, দুরন্বয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুর্নাম, নির্গমন, পুরুষানুক্রমে, সর্বনাম, চিরনিদ্রা, দুর্নিবার, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট, হরিনাম।

স্বভাবতই 'ণ' বসে এমন কয়েকটি শব্দ : (ছড়াকারে)

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্বণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

CamScanner

☞ বিশেষ তালিকা : গুণ, আপণিক, কণা, পণ, ঘুণ, জীবাণু (স্বভাবতই 'ণ')।

☞ মূল সংস্কৃত শব্দে 'ণ' থাকলে শব্দটি তদ্ভবে রূপান্তরিত হলে 'ণ' এর পরিবর্তে 'ন' প্রযুক্ত হয়। যেমন :

তৎসম	পরিবর্তিত (তদ্ভব)	তৎসম	পরিবর্তিত (তদ্ভব)
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান	ব্রাহ্মণ	বামুন
কঙ্কণ	কাঁকন	মাণিক্য	মানিক
কৃষাণ	কিষান	শ্রবণ	শোনা
কোণ	কোনা	প্রণাম	পেন্নাম
কণিক	কানিক	যন্ত্রণা	যাতনা
গৃহিণী	গিন্নি	তৎক্ষণ	তখন
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন	পুণ্য	পুন্যি

ষ-ত্ব বিধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ ষ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

- **ঋ কিংবা ঋ-কারের পর মূর্ধন্য ষ :** তৎসম শব্দে ঋ কিংবা ঋ-কারের পর বানানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : ঋষভ, কৃষক, কৃষাণ, কৃষি, ঋষি, বৃষ্ণ, কৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষা, বর্ষা। **ব্যতিক্রম :** 'কৃশ্' ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশনা, কৃশকায় ইত্যাদি।
- **ই-কার এবং উ-কারের পর মূর্ধন্য ষ :** সন্ধিবদ্ধ, সমাসবদ্ধ কিংবা উপসর্গজাত শব্দের পরপদে কখনো দন্ত্য স এবং কখনো মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : অসহ কিন্তু বিষহ। এ ক্ষেত্রে একটি সরল সূত্র রয়েছে। সূত্রটি হচ্ছে : অ-স্বর এবং আ-স্বরের পর দন্ত্য স হয় এবং ই-স্বর (ই/ঈ) এবং উ-স্বর (উ/ঊ)-এর পর মূর্ধন্য ষ হয়।
- **ই-স্বর এবং উ-স্বরের পর ইচ্ছা অর্থে-** সন্ প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : জিগীষা, জিজীবিষা, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, চিকীর্ষা, জিগীষু, জিজীবিষু।
- **ট-বর্গের সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জন আকারে তৎসম শব্দে 'ষ' প্রযুক্ত হয়।** যেমন : শিষ্টাচার, অনাসৃষ্টি, অন্ত্যেষ্টি, নিকৃষ্ট, ব্যষ্টি, সমষ্টি, পরিশিষ্ট, আদিষ্ট।
- **সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়।** যেমন : কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রীচরণেষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, বন্ধুবরেষু, সুহৃদ্বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু।

☞ **লক্ষণীয় :** সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর দন্ত্য স হয়। যেমন : কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু, সুজনীয়াসু।

☞ 'ই', 'উ'-কারান্ত উপসর্গের পরে তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' বসে। যেমন :

অভি	অভিষঙ্গ, অভিষেক, অভিষিক্ত।
নি	নিষঙ্গ, নিষাদী, নিষিক্ত, নিষিদ্ধ, নিষুপ্ত, নিষেধ।
পরি	পরিষদ, পরিষদীয়, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।
প্রতি	প্রতিষেধক।
বি	বিষণ্ন, বিষম, বিষহ, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ।
অনু	অনুষঙ্গ।
সু	সুষম, সুষুপ্ত।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'দুর্নিবার' ও 'দুর্নাম' শব্দ দুটিতে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়নি কেন? [GST-A : 23-24]
ক) ণ-ত্ব বিধান অনুসারে খ) সমাসবদ্ধ বলে
গ) সন্ধিজনিত কারণে ঘ) বিদেশি শব্দ বলে
উ: খ

০২. 'দুর্নীতি', 'দুর্নাম' ও 'দুর্নিবার' শব্দগুলোতে ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয় কেন? [GST-A : 21-22; KU-B : 19-20]
ক) দেশি শব্দ খ) তৎসম শব্দ
গ) বিদেশি শব্দ ঘ) সমাসবদ্ধ শব্দ
উ: ঘ

০৩. কোন বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গাতেই ব্যবহৃত হয়? [CoU-A : 19-20]
ক) ন খ) ণ
গ) ঙ ঘ) ঞ
উ: ক

০৪. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে? [BU-A : 19-20]
ক) নিপুণ খ) হরিণ
গ) শ্রাবণ ঘ) ঘণ্টা
উ: ক

০৫. কোনটি স্বভাবতই 'ণ' এর উদাহরণ? [BSMRSTU-G : 19-20]
ক) রামায়ণ খ) কণিকা
গ) হরিণ ঘ) ঋণ
উ: খ

০৬. ণ-ত্ব-বিধান অনুযায়ী সমাসবদ্ধ পদের দ্বিতীয় পদে দন্ত্য-ন হয়। নিচের কোন শব্দে এ বিধি অনুসৃত হয়েছে? [JUST-D : 18-19]
ক) গভর্নমেন্ট খ) দুর্নীতি
গ) ক্লোরিন ঘ) অন্বেষণ
উ: খ

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

০১. কোন দুটি উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়?
ক) অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত খ) ই-কারান্ত ও উ -কারান্ত
গ) এ-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত ঘ) ও-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত
উ: খ

০২. 'তৎসম' শব্দে 'ঋ, র' এর পরে কোনটি বসবে?
ক) স খ) ষ
গ) ণ ঘ) য়
উ: গ

০৩. বিদেশি এবং খাঁটি বাংলা শব্দের বানানে সর্বদাই–
ক) ণ হয় খ) ন হয়
গ) মাঝে মাঝে ণ হয় ঘ) ণ ও ন উভয়ই হয়
উ: খ

০৪. কোন ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম ঠিক থাকে না?
ক) দুটি বর্ণের মিলনে সন্ধি হলে
খ) কারক নির্ণয়ে
গ) সমাসবদ্ধ দু পদের পার্থক্য থাকলে
ঘ) শব্দের বানানে
উ: গ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৫. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহার হয়েছে নিচের কোনটিতে?
ⓚ তৃণ ⓚ মরণ
ⓖ কাণ্ড ⓖ ভাণ
উ: ঘ

০৬. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' রক্ষিত হয়েছে?
ক ব্রাহ্মণ খ শাণ
গ হরিণ ঘ বর্ণ
উ: খ

০৭. নিচের কোন শব্দটি স্বভাবতই ষ-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ?
ক কোষ খ বর্ষা
গ সুষমা ঘ মুমূর্ষু
উ: ক

০৮. কোন শব্দে স্বভাবতই ষ হয়?
ক বিষয় খ পৌষ
গ সুষমা ঘ ষষ্ঠী
উ: খ

০৯. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক দুর্নীতি খ দুর্ণাম
গ গননা ঘ আপোশ
উ: ক

১০. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোনটি অশুদ্ধ?
ক দুর্ণীতি খ দারুণ
গ মূল্যায়ন ঘ বর্ণ
উ: ক

১১. নিচের যে শব্দটিতে স্বভাবতই 'ণ' হয়–
ক তৃণ খ লক্ষণ
গ অর্পণ ঘ ভীষণ
উ: ক

১২. তৎসম শব্দের নিম্নের তিনটি বর্ণের পূর্বে যুক্ত-ন সব সময় 'ণ' হয়–
ক ঠ, ফ, ত খ ট, ঠ, ড
গ প, ট, স ঘ ড, ষ, ন
উ: খ

১৩. সাধিত ষ-বিশিষ্ট নয় এমন শব্দ–
ক মূষিক খ অভিষেক
গ দৃষ্টি ঘ সুষম
উ: ক

১৪. নিচের কোন শব্দে কোনো নিয়ম ছাড়াই মূর্ধন্য-ষ বসেছে?
ক কৃষ্ণ খ কল্যাণীয়েষু
গ ভাষ্য ঘ অভিষেক
উ: গ

১৫. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন গুচ্ছ অশুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্ত?
ক ধরন, বরণ খ বর্ননা, পুরোণো
গ নেত্রকোনা, পরগনা ঘ রূপায়ণ, প্রণয়ন
উ: খ

১৬. কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ?
ক পুণ্য খ গ্রহণ
গ স্মরণ ঘ অর্পণ
উ: ক

১৭. 'ণ-ত্ব' বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?
ক পুরোনো খ ধরন
গ পরগণা ঘ রূপায়ণ
উ: গ

১৮. কোন বানানটি ষ-ত্ব বিধানের উদাহরণ?
ক বিশেষণ খ ষোড়শ
গ ভূষণ ঘ স্পষ্ট
উ: খ

ব্যাকরণ

অধ্যায় ১৫

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ প্রকৃতি : শব্দ বা ধাতু বা পদের মূল অংশকে প্রকৃতি বলে। 'প্রকৃতি' কথাটির অর্থ 'মূল' অর্থাৎ ক্রিয়ামূল ও শব্দমূল। যেমন : √চল্ + আ; এখানে 'চল্' হলো প্রকৃতি বা ধাতু। আর প্রত্যয় হলো 'আ'। ক্রিয়া প্রকৃতি বুঝানোর জন্য ধাতু চিহ্ন হিসেবে √ ব্যবহার করতে হয়।

☞ প্রকারভেদ : প্রকৃতি ২ প্রকার। যথা : ১. নাম প্রকৃতি ২. ক্রিয়া প্রকৃতি।

০১. নাম প্রকৃতি : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে 'নাম প্রকৃতি/প্রাতিপদিক' বলে।

০২. ক্রিয়া প্রকৃতি : ক্রিয়ার মূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি/ধাতু। যেমন : √নাচ + অন = নাচন, এখানে 'নাচ' হলো ক্রিয়া প্রকৃতি।

☞ প্রকৃতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :

i. মৌলিক শব্দকে নাম প্রকৃতি বলে।
ii. নাম প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তি উভয়ই যুক্ত হতে পারে।
iii. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশের আলোচ্য বিষয়।
iv. ক্রিয়ার মূলকে শুধু ধাতু নয়, ক্রিয়া প্রকৃতিও বলে।
v. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।

প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ প্রত্যয় : শব্দ গঠনের জন্য শব্দ বা নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন : √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মনু + অ = মানব। এখানে 'অন্ত' এবং 'অ' হলো প্রত্যয়।

☞ প্রকারভেদ : প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা : ১. কৃৎ প্রত্যয় ২. তদ্ধিত প্রত্যয়।

☞ প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :

i. 'ষ্ণ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়।
ii. প্রত্যয় শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়।
iii. প্রত্যয়ের সহায়তায় যেসব শব্দ গঠিত হয় তার উৎস দু'ধরনের; যার একটি ধাতু অপরটি শব্দ।
iv. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য নতুন শব্দ গঠন করা।
v. 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না।
vi. ধাতুর পর 'আই' প্রত্যয় যুক্ত হলে ভাববাচক বিশেষ্য হয়।

☞ প্রত্যয়ের স্বরগত পরিবর্তন :

➤ গুণ : এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. ই, ঈ স্থলে এ বা এ-কার (ে) হয়। যেমন : √চিন্ + আ = চেনা।
ii. উ, ঊ স্থলে ও বা ও-কার (ো) হয়। যেমন : √ধু + আ = ধোয়া।
iii. ঋ স্থলে অর্ হয়। যেমন : √কৃ + অন = করণ।

➤. বৃদ্ধি : এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. অ স্থলে আ বা আ কার (া) হয়। যেমন : √পচ্ + অক = পাচক।
ii. উ, ঊ স্থলে ঔ বা ঔ কার (ৌ) হয়। যেমন : যুব + অন = যৌবন।
iii. ঋ স্থলে আর্ হয়। যেমন : √স্মৃ + অক = স্মারক।

➤ সম্প্রসারণ : এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. ব স্থলে উ হয়। যেমন : √বচ্ + ত = উক্ত।
ii. র স্থলে ঋ হয়। যেমন : √গ্রহ্ + ত = গৃহীত।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
খনিক	√খন্ + ইক	হার	√হার্ + অ
দেওন	√দে + অন	পাওনা	√পা + অনা
গাওন	√গা + অন	পড়া	√পড় + আ
ধোনক	√ধুন্ + অক	গাঁথনি	√গাঁথ্ + অনি
পাকড়াও	√পাকড় + আও	মোড়ক	√মুড় + অক
চড়াও	√চড় + আও	শুনানি	√শুন্ + আনি
জানানি	√জান্ + আনি	মাতাল	√মাত্ + আল
ফুলুরি	√ফুল্ + উরি	ভাজি	√ভাজ্ + ই
মিশাল	√মিশ্ + আল	মরিয়া	√মর্ + ইয়া
বেড়ি	√বেড় + ই	ডাকু	√ডাক্ + উ
পড়তা	√পড় + তা	বাড়তি	√বাড় + তি
ঘাটতি	√ঘাট্ + তি	ডাক	√ডাক্ + অ
ছাড়	√ছাড় + অ	পাওন	√পা + অন
খাওন	√খা + অন	ঝাড়ন	√ঝাড় + অন
মিশুক	√মিশ্ + উক	বাজনা	√বাজ্ + অনা
মাজন	√মাজ্ + অন	ঢাকনা	√ঢাক্ + অনা
থাকা	√থাক্ + আ	ঘুমন্ত	√ঘুম্ + অন্ত
ফোটা	√ফুট্ + আ	ফুটন্ত	√ফুট্ + অন্ত
বাড়ন্ত	√বাড় + অন্ত	টনক	√টন্ + অক
খোদাই	√খুদ্ + আই	বসা	√বস্ + অ + আ
ভরা	√ভৃ + আ	ঢালাই	√ঢাল্ + আই
মরিয়া	√মর্ + ইয়া	জাগান	√জাগ্ + আন
বাঁধন	√বাঁধ্ + আন	উজান	√উজ্ + আন
ঝাঁকানি	√ঝাঁক্ + আনি	চালান	√চাল্ + আন
লেখক	√লিখ্ + অক	হাঁটি	√হাঁট্ + ই
হাসি	√হাস্ + ই	গাইয়ে	√গা + ইয়ে
পিছল	√পিছ্ + অল	সাজোয়া	√সাজ্ + উয়া
বাজিয়ে	√বাজ্ + ইয়ে	কাঁদুক	√কাঁদ্ + উক
ঝরনা	√ঝর্ + না	বাঁচোয়া	√বাঁচ্ + ওয়া
ধরতা	√ধর্ + তা	চলতা	√চল্ + তা
কাটতি	√কাট্ + তি	উঠতি	√উঠ্ + তি
কমতি	√কম্ + তি	গনতি	√গন্ + তি
মাগনা	√মাগ্ন + আ	দলিত	√দল্ + ইত
বাটনা	√বাট্ + না	ফাটক	√ফাট্ + অক

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + অক	জনক	√জন্ + অক
পাঠ	√পঠ্ + অ	মগ্ন	√মস্জ্ + ত
শ্রবণ	√শ্রু + অন্	জ্ঞান	√জ্ঞা + অন্
যন্ত্রণা	√যন্ত্র + অন + আ	মত্ত	√মদ্ + ত
রক্ত	√রন্জ্ + ত	ক্রীত	√ক্রী + ত
গ্রথিত	√গ্রন্থ্ + ত	নিন্দিত	√নিন্দ্ + ত
উপ্ত	√বপ্ + ত	শয়ন	√শী + অন
লগ্ন	√লগ্ + ন	যত্ন	√যত্ + ন
শয্যা	√শী + য + আ	ছিদ্র	√ছিদ্ + র
উপসর্গ	উপ + √সৃজ্ + অ	ইন্দ্র	√ইন্দ্ + র
ঘৃণা	√ঘৃণ্ + অ + আ	দৃশ্য	√দৃশ্ + য
আহত	আ + √হন্ + ত	যুক্ত	√যুজ্ + ত
নাশ	√নশ্ + অ	জ্ঞাত	√জ্ঞা + ত (ক্ত)
স্নাত	√স্না + ত (ক্ত)	সুপ্ত	√স্বপ্ + ত (ক্ত)
গত	√গম্ + ত (ক্ত)	জাত	√জন্ + ত
দগ্ধ	√দহ্ + ত (ক্ত)	ছিন্ন	√ছিদ্ + ত (ক্ত)
লব্ধ	√লভ্ + ত (ক্ত)	দত্ত	√দা + ত (ক্ত)
সৃষ্ট	√সৃজ্ + ত (ক্ত)	উক্ত	√বচ্ + ত (ক্ত)
মুক্তি	√মুচ্ + তি (ক্তি)	ঈশ্বর	√ঈশ্ + বর
পাক	√পচ্ + অ (ঘঞ)	সেনা	√সি + ন + আ
পায়ী	√পা + ইন	ধর্ম	√ধৃ + ম
অগ্র	√অগ্ + র	ভেদ	√ভিদ্ + অ
ইচ্ছা	√ইষ্ + অ + আ	সেতু	√সি + তু
হিংস্রক	√হিংস্ + র + ক	কৃষ্টি	√কৃষ্ + তি (ক্তি)

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
কানাচ	কান + আচ	বোকাপানা	বোকা + পানা
ডিঙা	ডিঙি + আ	বাঘা	বাঘ + আ
সেমত	সে + মত	পাগলপারা	পাগল + পারা
সতিন	সতী + ন	নামতা	নাম + তা
সাপিনী	সাপ + ইনি	চাকতি	চাক + তি
চড়ক	চড় + ক	লালপানা	লাল + পানা
গোদা	গোদ + আ	ঢালু	ঢাল + উ
জ্বরুয়া > জ্বরো	জ্বর + উয়া	লাজুক	লাজ + উক
বাতুয়া	বাত + উয়া	জীবনভর	জীবন + ভর
ঘরোয়া	ঘর + উয়া	বাটাভরা	বাটা + ভরা
জলুয়া > জলো	জল + উয়া	দিনভর	দিন + ভর
দুরন্তপনা	দুরন্ত + পনা	জেঠতুতো	জেঠ + তুত

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
হৈমন্ত	হেমন্ত + অ	শাক্ত	শক্তি + অ
স্মার্ত	স্মৃতি + অ	কৌরব	কুরু + অ
বৈধ	বিধি + অ	তৈল	তিল + অ
সৌহার্দ্য	সুহৃদ + অ (য)	যৌবন	যুবন + অ
সৌরভ	সুরভি + অ	শৌচ	শুচি + অ
গৌরব	গুরু + অ	জৈন	জিন + অ
নৈতিক	নীতি + ইক	দৈব	দেব + অ
সাহিত্য	সহিত + য	নাবিক	নৌ + ইক
মৌখিক	মুখ + ইক	ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ইক
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	পণ্ডিত	পণ্ডা + ইত
অগ্রিম	অগ্র + ইম	পশ্চিম	পশ্চাৎ + ইম

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
গ্রামীণ	গ্রাম + ঈন্	মানবীয়	মানব + ঈয়
পাথেয়	পথিন্ + এয়	পৈতৃক	পিতৃ + ইক
মাতৃক	মাতৃ + ক	মাতৃত্ব	মাতৃ + ত্ব
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	চঞ্চলতা	চঞ্চল + তা
তারুণ্য	তরুণ + য	প্রাচুর্য	প্রচুর + য
পৌরোহিত্য	পুরোহিত + য	প্রাচ্য	প্রাচ্ + য
বলিষ্ঠ	বলবৎ + ইষ্ঠ	ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্র + তমট
গ্রামিক	গ্রাম + ইক	বাদলা	বাদল + আ
বৈদ্য	বিদ্যা + অ	সার্বভৌম	সর্বভূমি + অ
সপ্তম	সপ্তন্ + ম	পানতা	পানি + তা
সৌজন্য	সুজন + য	বৈমাত্রেয়	বিমাতৃ + এয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
নজরানা	নজর + আনা	দারোগাগিরি	দারোগা + গিরি
দাতাগিরি	দাতা + গিরি	পাণ্ডাগিরি	পাণ্ডা + গিরি
কর্তাগিরি	কর্তা + গিরি	মাঝিগিরি	মাঝি + গিরি
মাস্তানগিরি	মাস্তান + গিরি	মুটেগিরি	মুটে + গিরি
বাবুগিরি	বাবু + গিরি	দারোয়ান	দ্বার + ওয়ান
পিলখানা	পিল + খানা	মুদিখানা	মুদি + খানা
শুঁড়িখানা	শুঁড়ি + খানা	ছাপাখানা	ছাপা + খানা
মুসাফিরখানা	মুসাফির + খানা	কসাইখানা	কসাই + খানা
দপ্তরখানা	দপ্তর + খানা	দস্তরখানা	দস্তর + খানা
বেশরম	বে + শরম	গালিচা	গালি + চা
চামচা	চাম + চা	বাবুর্চিখানা	বাবুর্চি + খানা
বাতিদান/দানি	বাতি + দান	মজাদার	মজা + দার
ফৌজদার	ফৌজ + দার	অংশীদার	অংশী + দার
জমিদার	জমি + দার	নীলচে	নীল + চে
সমঝদার	সমঝ + দার	জোয়ারদার	জোয়ার + দার

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোন 'ই' প্রত্যয়টি উৎস-স্থান প্রকাশ করছে? [NU-Science : 13-14]
(ক) বেনারসি (খ) দোকানি
(গ) ডাক্তারি (ঘ) ঝুলি
উ: ক

০২. 'পানীয়' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় হবে– [NU-Science : 10-11]
(ক) পা + অনীয় (খ) পান + ঈয়
(গ) পানি + ঈয় (ঘ) পা + নীয়
উ: ক

০৩. প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ – [NU-Science : 08-09]
(ক) একুশে (খ) কমজোর
(গ) দুর্যোগ (ঘ) একাদশ
উ: ক

০৪. 'মৌল' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় – [NU-Science : 07-08]
(ক) মোল + অ (খ) মূল + অ
(গ) মুলা + আ (ঘ) মূল + আ
উ: খ

০৫. প্রত্যয়জাত শব্দ – [NU-Science : 06-07]
(ক) তেপায়া (খ) লালচে
(গ) অপয়া (ঘ) অতীত
উ: খ

০৬. 'হৈম' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় – [NU-Science : 05-06]
(ক) হিম+অ (খ) হেমা+অ
(গ) হৈ+ম (ঘ) হেম+আ
উ: ক

০৭. 'সত্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় – [NU-Science : 04-05]
(ক) সতি + অ (খ) সতি + য
(গ) সৎ + অ (ঘ) সৎ + য
উ: ঘ

০৮. প্রত্যয়ঘটিত শব্দ – [NU-Science : 03-04]
(ক) দুরন্ত (খ) বসন্ত
(গ) ডুবন্ত (ঘ) অনন্ত
উ: গ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'উক্তি' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [GST-A : 21-22]
(ক) ইক্ + তি (খ) উচ্ + ক্তি
(গ) বচ্ + ক্তি (ঘ) বচ্ + তী
উ: গ

০২. কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ কোনটি? [GST-A : 20-21]
(ক) বাঙালি (খ) জেলে
(গ) বক্তব্য (ঘ) নবীন
উ: গ

০৩. কোন ধাতুকে 'ণিজন্ত' ধাতু বলে? [SHUBD-Science : 19-20]
(ক) সাধিত ধাতু (খ) প্রযোজক ধাতু
(গ) সংস্কৃত ধাতু (ঘ) মৌলিক ধাতু
উ: খ

০৪. 'ফির্' ধাতুটি কী অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়? [SHUBD-Science : 19-20]
(ক) প্রার্থনা (খ) পুনরাগমন
(গ) ঝুলানো (ঘ) ঠেলা
উ: খ

০৫. 'উক্তি' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [NSTU-B : 19-20]
(ক) উক্ত + ই (খ) উক্ + তি
(গ) বচ্ + ক্তি (ঘ) মুচ্ + তি
উ: গ

০৬. 'দাপট' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হবে: [RSTU-C : 19-20]
(ক) দাপ + আট (খ) দাপা + অট
(গ) দাপ্ + ট (ঘ) দাপা + আট
উ: গ

০৭. প্রাতিপদিকের যথার্থ প্রতিশব্দ নিচের কোনটি? [KU-B : 19-20]
(ক) প্রকৃতি (খ) নাম শব্দ
(গ) নাম প্রকৃতি (ঘ) ক্রিয়া প্রকৃতি
উ: গ

০৮. কোন শব্দের ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে? [BSMRSTU-E : 19-20]
(ক) ঠগী (খ) পানসে
(গ) পাঠক (ঘ) সেলামি
উ: গ

০৯. তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কোনটি? [JUST-E : 19-20]
(ক) দর্শন (খ) বাংলাদেশি
(গ) বর্ষণ (ঘ) ঘর্ষণ
উ: খ

১০. 'প্রতিযোগিতা' শব্দটিতে প্রত্যয় রয়েছে– [BSFMSTU-C : 19-20]
(ক) একটি (খ) দুইটি
(গ) তিনটি (ঘ) একটিও না
উ: ক

১১. 'যোদ্ধা' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়? [IU-B : 19-20]
(ক) √যোধ্ + তৃচ (খ) √যুধ + তা
(গ) √যোধ্ + হা (ঘ) √যুধ + তৃ
উ: খ

১২. 'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণির ধাতু থেকে গঠিত? [IU-B : 19-20]
(ক) দেশি (খ) সংস্কৃত মূল
(গ) বিদেশি (ঘ) খাঁটি বাংলা
উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

১৩. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? [BRUR-A : 19-20]
ⓚ সর্বনাম ⓚ সমাস
ⓖ প্রাতিপাদিক ⓖ প্রাতিপদিক
উ: ঘ

১৪. প্রত্যয় প্রধানত কত প্রকার? [JKKNIU-B : 19-20]
ক) ৫ খ) ৪
গ) ৩ ঘ) ২
উ: ঘ

১৫. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয় সাধিত? [JKKNIU-D : 19-20]
ক) প্রণয় খ) খণ্ডিত
গ) নিঃশ্বাস ঘ) নীর
উ: খ

১৬. নিচের কোনটি বাংলা ধাতু নয়? [JKKNIU-D : 19-20]
ক) কাট্ খ) কাঁদ্
গ) জান্ ঘ) মাগ্
উ: ঘ

১৭. 'যোগ' এর সঠিক প্রত্যয় কোনটি? [JKKNIU-D : 19-20]
ক) √যুজ + ঘঞ খ) √যুজ্ + ঘঞ্
গ) যুজ্ + ঘঞ্ ঘ) যুজ্ + ঘঞ
উ: খ

১৮. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়? [MBSTU-D : 19-20]
ক) পড়ুয়া খ) রাখাল
গ) ঘরোয়া ঘ) নায়ক
উ: গ

১৯. শব্দকে ভাঙলে যে ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক একক পাওয়া যায়, তাকে কী বলে? [NSTU-D : 19-20]
ক) রূপমূল খ) ধ্বনি
গ) ধাতু ঘ) স্বর
উ: ক

২০. 'পড়ন্ত' শব্দটি নিচের কোনটি যোগে গঠিত? [NSTU-D : 19-20]
ক) উপসর্গযোগে খ) প্রত্যয়যোগে
গ) সমাসযোগে ঘ) অনুসর্গযোগে
উ: খ

২১. 'উঁচা' এর আদিগণ কোনটি? [BSMRSTU-D : 19-20]
ক) গোছা খ) ঘুরা
গ) শিখা ঘ) খোঁচা
উ: খ

২২. 'মোট থেকে মুটে' কী অর্থে প্রত্যয়? [BSMRSTU-D : 19-20]
ক) জীবিকা খ) উপজীবিকা
গ) বৃত্তি ঘ) ব্যবসা
উ: খ

২৩. 'বুদ্ধি' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [IU-B : 18-19]
ক) √বুধ্ + ক্তি খ) √বুদ্ + ধি
গ) √বুৎ + ধি ঘ) √বুধ্ + ই
উ: ক

২৪. সংস্কৃত ধাতু – [JKKNIU-AP : 18-19]
ক) শুন্ খ) কহ্
গ) আঁক ঘ) হস্
উ: ঘ

২৫. ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়– [JKKNIU-D : 18-19]
ক) ক্রিয়ামূল খ) ক্রিয়াবিভক্তি
গ) ধাতু ঘ) সবগুলো
উ: ঘ

২৬. কোনটি 'ইক' প্রত্যয়যুক্ত নয়? [SHUBD-B : 18-19]
ক) ধনিক খ) বণিক
গ) মাসিক ঘ) ভাষিক
উ: খ

২৭. ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয়– [MBSTU-D : 18-19]
ক) ধাতু খ) প্রাতিপদিক
গ) প্রত্যয় ঘ) অনুবন্ধ
উ: ক

২৮. কোনটি কৃৎপ্রত্যয়? [MBSTU-D : 18-19]
ক) ঢাকা + আই খ) রাখ্ + আল
গ) জাল + উয়া ঘ) ইরান + ই
উ: খ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'চোর' শব্দে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করলে কী অর্থ প্রকাশ করে?
ক) সামান্য খ) সাদৃশ্য
গ) অবজ্ঞা ঘ) মিঠাই
উ: গ

০২. কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কৃৎপ্রত্যয় কোনটি?
ক) ভোজ্য খ) চলিষ্ণু
গ) আত্মঘাতী ঘ) শ্রমী
উ: খ

০৩. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ?
ক) শৈব খ) সৌর
গ) দৈব ঘ) চৈত্র
উ: খ

০৪. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ নয়?
ক) ভাবুক খ) পঙ্কিল
গ) গরিব ঘ) বৈজ্ঞানিক
উ: গ

০৫. ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ধাতুর পরে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়?
ক) আন খ) আল
গ) আও ঘ) আই
উ: ঘ

০৬. নিচের কোনটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয়?
ক) দর্শন খ) প্রকৃতি
গ) জিত ঘ) জাত
উ: গ

০৭. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?
ক) ষ্ণিক খ) ষ্ণেয়
গ) সাৎ ঘ) সা
উ: গ

০৮. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
ক) মেধাবী খ) নীলিমা
গ) গিন্নিপনা ঘ) মেঘলা
উ: গ

০৯. বাংলা কৃদন্ত শব্দ কোনটি?
ক) বহতা খ) মৌন
গ) মেঘলা ঘ) দাপট
উ: ক

১০. 'বাবুর্চি' শব্দের 'চি' প্রত্যয়টি–
ক) ফারসি খ) আরবি
গ) সংস্কৃত ঘ) তুর্কি
উ: ঘ

১১. 'ধার্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়–
ক) ধৃ + য্য খ) ধৃ + য
গ) ধা + র্য ঘ) ধার + য
উ: খ

১২. 'নিপাতনে সিদ্ধ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ–
ক) চৈত্র খ) শৈব
গ) সৌর ঘ) দৈব
উ: গ

১৩. ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয়যোগে গঠিত–
ক) নায়িকা খ) সেবিকা
গ) মালিকা ঘ) শ্যালিকা
উ: গ

১৪. কোনটি প্রত্যয়ান্ত শব্দ?
ক) লামা খ) জামা
গ) গামা ঘ) হেমা
উ: ঘ

১৫. বিদেশি প্রত্যয়যুক্ত শব্দ–
ক) বাঁদরামি খ) অংশীদার
গ) কর্তব্য ঘ) বাছাই
উ: খ

CamScanner

ব্যাকরণ অধ্যায় ১৬

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

■ সংজ্ঞা : ভাষার মুখ্য উপাদান শব্দ। এক বা একাধিক অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় শব্দ, কিংবা অর্থ আছে এমন ধ্বনি হলো শব্দ। যেমন : কোরান, ত্রিপিটক, বাইবেল। শব্দের সামষ্টিক রূপেই গড়ে ওঠে ভাষার বাক্য কাঠামো। সেজন্য শব্দ বাক্যের একক।

■ বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ (Word) বলে। যেমন : 'কলম' তিনটি ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত একটি শব্দ। —— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ : গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুই প্রকার। যথা :
ক. মৌলিক শব্দ খ. সাধিত শব্দ।

■ মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন : গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

■ সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমন : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), ডুবুরি (ডুব + উরি)।

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ : অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

■ যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন :
মিতালি = মিতা + আলি – অর্থ : মিতার ভাব বা বন্ধুত্ব।
গায়ক = গৈ + ণক (অক) – অর্থ : গান করে যে।
কর্তব্য = √কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।
বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।
পাঠক = √পঠ্ + অক (<ণক) – অর্থ : পাঠ করে যে।

■ রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন : হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ– হস্ত আছে যার, কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো + এষণা) অর্থ– গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ :
১. বাঁশি– বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
২. তৈল– শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন : বাদাম-তেল।
৩. প্রবীণ– শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৪. সন্দেশ– শব্দ প্রত্যয়গত অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।
৫. কুশল– (কুশ + √লা + অ) শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ 'যজ্ঞের জন্য কুশ আহরণ করে যে'। কিন্তু লোকপ্রচলিত অর্থ নিপুণ, দক্ষ বা মঙ্গল।
৬. অতিথি– ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যার তিথি নেই'। কিন্তু প্রচলিত অর্থ মেহমান।

■ যোগরূঢ় শব্দ : সমাসনিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন :
১. পঙ্কজ– পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি কেবল 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
২. রাজপুত– 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ।'
৩. মহাযাত্রা– মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে 'মহাযাত্রা' শব্দটি কেবল 'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. জলধি– 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে কেবল 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : উৎসগতভাবে শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা :

■ তৎসম শব্দ : তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন : চন্দ্র, ধর্ম, ভবন, মনুষ্য, সূর্য, পাত্র, নক্ষত্র, পর্বত।

■ অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন :

তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ	তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ
সূর্য >	সুরুজ	পুত্র >	পুত্তুর
রাত্রি >	রাত্তির	যত্ন >	যতন

■ তদ্ভব শব্দ : তদ্ভবকে পারিভাষিক ও খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়। 'তদ্ভব' এর অর্থ [তৎ (তার) + ভব (উৎপন্ন)] তার থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : চামার, চোখ, বিয়ে, মাথা, দেওর ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ >	প্রাকৃত শব্দ >	তদ্ভব শব্দ
অদ্য >	অজ্জ >	আজ
চন্দ্র >	চন্দ >	চাঁদ
হস্ত >	হত্থ >	হাত
কৃষ্ণ >	কণ্হ >	কানু
কর্ম >	কজ্জ >	কাজ
বধূ >	বহু >	বউ

■ দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি, ঢোল, চাউল, ডিঙ্গি, টোপর, চাঙারি, কয়লা, কাঁচা, কামড়, ডাঁসা, পয়লা, খড়, ঝানু, ঝামা, ঝিনুক, ঢেউ, বাঙ্গি, ডাঁটি, ডাহা।

■ বিদেশি শব্দ : যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তাকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন : ইসলাম (আরবি), নামাজ (ফারসি) ইত্যাদি।

বি. দ্র : নতুন ব্যাকরণ অনুসারে, উৎস বিবেচনায় বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় : তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি।

আরবি শব্দ

আরবি শব্দ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ।

➤ আরবি শব্দের উদাহরণ :
■ আল্লাহ, আকবর, আদালত, আলেম, আমলা, আমিন, আলাদা, আসল, আসবাব, আসামি, আমানত।
■ ঈমান, ইদ, ইসলাম, ইনকিলাব, ইনসান, ইহুদি।
■ উজির, উকিল।
■ ওজু, ওজর, ওকালত।

CamScanner

- এজলাস, এলেম।
- কলম, কানুন, কুরআন, কোরবানি, কাফন, কাফের, কালাম, কালিয়া, কেচ্ছা, কৈফিয়ত, কেরামতি, কদম (পা অর্থে), কুদরত, কিতাব, কদর, কেবলা, কসাই, কিয়ামত।
- খবর, খারাপ, খাসি, খারিজ, খাজনা।
- গজল, গরিব, গোসল, গায়েব।
- জাকাত, জেহাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, জরিমানা, জল্লাদ, জলসা, জাহাজ, জুলুম।
- তওবা, তালাক, তসবি, তুফান।
- দোয়াত, দৌলত, দুনিয়া, দাখিল, দালাল।
- নবাব, নগদ।
- ফরজ, ফকির।
- বাকি, বকেয়া।
- মশকরা, মশগুল, মুন্সেফ, মোক্তার, মসজিদ, মনিব, মহকুমা, মলম, মসনদ, মুশকিল, মুসাফির, মোল্লা।
- রায়
- লোকসান
- শয়তান
- সিন্দুক
- হারাম, হালাল, হাদিস, হেফাজত।

ছন্দে ছন্দে আরবি শব্দ মনে রাখার কৌশল :

আলেমগণ কুরআন ও হাদিস থেকে ইসলামের নানা কানুন ইনকিলাবে ইশতাহার দিলেন। হারাম বর্জন করে হালাল পথে থেকে ঠিকভাবে ওজু গোসল করে এলেমের সাথে জাকাত হজ পালন করলে আল্লাহ ইনাম স্বরূপ কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাত ইজারা দিবেন। যারা গরিবদেরকে বই, কিতাব, দোয়াত, কলম, তসবি দিয়ে সাহায্য করবে আল্লাহর আদালতের এজলাসে ইনসাফের রায়ে তাদের নগদ, বাকি সব খারিজ হয়ে যাবে। দালাল, ইহুদি, উকিল, উজির, মোক্তার, মুন্সেফ, শয়তানদের কবরে খবর হবে।

ফারসি শব্দ

ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক শব্দ/সাংস্কৃতিক শব্দ ৩. বিবিধ শব্দ।

➤ ফারসি শব্দ :
- আমদানি, আইন, আজাদ, আফগান, আবাদ, আয়না, আরাম (সুখ অর্থে), আসমান, আদমি।
- কাগজ, কাবুলি, কারবার, কারখানা, কামিজ, কামান (ধনুক অর্থে)।
- খোদা, খরগোশ, খুশি, খানসামা।
- গরম, গালিচা, গোমস্তা, গোরস্থান, গোলাপ, গুনাহ।
- চশমা, চাকরি, চাদর, চাঁদা (সংগৃহীত অর্থ সংক্রান্ত)।
- জবানবন্দি, জিন্দা, জমি, জর্দা, জানোয়ার, জাম (বড়ো পেয়ালা অর্থে), জামা, জায়গা, জঙ্গি, জামদানি।
- তোশক, তারিখ, তরমুজ।
- দরজা, দফতর, দস্তখত, দৌলত, দোজখ, দরবেশ, দরবার, দোকান, দামামা, দারোয়ান, দেওয়াল, দরজি।
- নালিশ, নার্গিস, নামাজ, নমুনা, নামি, নাশতা।
- পাঞ্জাবি, পেয়াদা, পেশকার, পয়গম্বর।
- ফেরেশতা, ফরমান।
- বালিশ, বেতার, বাদশাহ, বান্দা, বদমাশ, বাগান, বাগিচা, বরফ, বাজার, বাদাম, বিবি, বেগম, বেহেশত।
- মোহর, মাহিনা, মেথর।
- রোজা, রসদ, রফতানি, রোজ, লাল (রঙ অর্থে)।
- শরম।
- সুদ, সফেদ, সেতার।
- হিন্দু, হাজার, হাঙ্গামা।

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ : ইউনিভার্সিটি, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল, আফিম (opium), অফিস (office), স্কুল (school), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), কামান (আগ্নেয়াস্ত্র অর্থে), ফুটবল, স্টেশন, সার্কাস, বোতল, ইঞ্জিন, হাইকোর্ট, পেনশন, ট্যাক্সি, ডাক্তার, পাউডার, পেন্সিল, বোনাস, টেনিস, ক্লাস, কোম্পানি, উইল, লেবেল, জাঁদরেল, থিয়েটার, এজেন্ট, কনস্টেবল, ক্লাব, ডজন, ফটো, ফ্যাশন, আরদালি, সিগন্যাল, টেবিল, চেয়ার, নম্বর, টিকিট, বুরুশ, টিফিন, টিপাই, সাজি, কেরোসিন, ইউনিয়ন, ইউনিক, ফটোগ্রাফ, লণ্ঠন, কাস্টমস, তোরঙ, ডেপুটি ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ

পর্তুগিজ শব্দ : আলমারি, আলপিন, আনারস, বালতি, পাউরুটি, গুদাম, আতা, পাদ্রি, বেহালা, আয়া, মাস্তুল, নিলাম, গরাদ, গির্জা, মিস্ত্রি, ইস্পাত, চাবি, যিশু, কপি (বাঁধা কপি অর্থে), পেঁপে, আলকাতরা, কামরা, বোতাম, পেয়ারা, কেদারা (একজনের বসার উপযোগী উঁচু আসনবিশেষ), পেরেক, তোয়ালে, আচার (তেল মশলা সহযোগে তৈরি টক ঝাল মিষ্টি খাদ্যবস্তু), ইস্তিরি, ফিতা, টোকা (শুকনো পাতা অর্থে), গামলা, সালসা, বোম্বেটে, ইংরেজ, ইংরেজি ইত্যাদি।

ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি শব্দ

ফরাসি : ক্যানভাস, ক্যাফে, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁতাত, আতেল।

হিন্দি : পানি, ধোলাই, লাগাতার, সমঝোতা, হালুয়া, কাহিনি, টহল, ডেরা, তাঞ্জাম, ধাপ্পা, ছিটকানি (খিল বা হুড়কো অর্থে), চারা (পশু বা মাছের খাদ্য), নানা (মায়ের বাবা), চিকনাই, খানা (খাদ্য অর্থে) ইত্যাদি।

তুর্কি : কুর্নিশ, কুলি (মুটে, শ্রমিক), খোকা, চাকর, চাকু, বাবুর্চি, বাবা, বাহাদুর, লাশ (মরাদেহ), মোগল, সওগাত, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

জাপানি শব্দ : হারাকিরি, রিক্সা, হাসনাহেনা, জুডো, ক্যারাটে, সুনামি, সুশি ইত্যাদি।

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

- চীনা শব্দ : চা, চিনি, লিচু, সাম্পান ইত্যাদি।
- ওলন্দাজ : টেক্কা, রুইতন, হরতন, ইস্কাপন ইত্যাদি।
- বর্মি শব্দ : লুঙ্গি, ফুঙ্গি, নাপ্পি, প্যাগোডা, চঙ (মঠ) ইত্যাদি।
- সাঁওতালি : কামড়, কাঙাল, চিলা, হাঁড়িয়া, গোর্দ। [বাংলা একাডেমি : প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ]
- ইতালীয় : ক্যাসিনো, পিৎজা, সোপ্রানো, মাফিয়া।
- গুজরাটি : খদ্দর, হরতাল, খাদি, গরবা।
- পেরু : কুইনাইন।
- দক্ষিণ আফ্রিকান : জিরাফ, জেব্রা।
- এস্কিমো : ইগ্‌লু, কায়াক।
- সিংহলি : সিডর।
- গ্রিক শব্দ : দাম, সুড়ঙ্গ।
- রুশ : কমরেড, ভোদ্‌কা
- মালয় : কিরিচ, কাকাতুয়া।
- স্পেনিশ : এল নিনিও, ডেঙ্গু।
- মেক্সিকান : চকলেট
- মৈথিল : মুঝ, তুম, পহুঁ, ভেল।
- কোল : বোঙ্গা।
- তামিল : চুরুট।
- পাঞ্জাবি : শিখ, চাহিদা।
- জার্মান : নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন।

CamScanner

মিশ্র শব্দ

৬. মিশ্র শব্দ : দেশি ও বিদেশি অথবা দুটো ভিন্ন জাতীয় ভাষার শব্দ একত্র হয়ে যে শব্দ গঠন করে তাকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন :

খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)	হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম)
হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)	পকেট-মার (ইংরেজি + বাংলা)
চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরবি)	রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি)
ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি)	কালি-কলম (সংস্কৃত + আরবি)
হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি)	

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোনটি জোড়কলম শব্দের দৃষ্টান্ত? [NU-Science : 14-15]
ক) নিমকদানি খ) হাঁসজারু
গ) ফুল্লকুসুম ঘ) স্কুলঘর
উ: খ

০২. 'আকাশ' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [NU-Science : 14-15]
ক) নভ খ) অচল
গ) অন্তরীক্ষ ঘ) ব্যোম
উ: খ

০৩. 'রিকশা' শব্দটি মূলত কোন ভাষার? [NU-Science : 13-14]
ক) ইংরেজি খ) জাপানি
গ) চীনা ঘ) সিংহলি
উ: খ

০৪. কোনটি মিশ্র শব্দ? [NU-Science : 13-14]
ক) কৃষ্টি-কালচার খ) দোয়া-দরুদ
গ) ধামা-কুলা ঘ) হারাম-হালাল
উ: ক

০৫. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [NU-Science : 12-13]
ক) জলদ খ) জলজ
গ) জলীয় ঘ) জলধি
উ: ক

০৬. নিচের কোন শব্দজোড় অ-তৎসম? [NU-Science : 12-13]
ক) পরগনা, ধার্মিক খ) হাতি, পক্ষী
গ) মৃত্তিকা, সবুজ ঘ) জবাবদিহি, বাবা
উ: ঘ

০৭. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [NU-Science : 11-12]
ক) আদিত্য খ) বালিশ
গ) লোহিত ঘ) উজ্জ্বল্য
উ: ক

০৮. কোনটি দেশি শব্দ নয়? [NU-Science : 09-10]
ক) ঢিল খ) ঝিঙা
গ) মাছি ঘ) মুড়কি
উ: গ

০৯. কোনটি তৎসম শব্দ? [NU-Science : 09-10]
ক) চন্দ্র খ) ধর্ম
গ) সন্ধ্যা ঘ) সবগুলো
উ: ঘ

১০. তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগে সৃষ্টি হয়- [NU-Science : 09-10]
ক) বাহুল্য দোষ খ) গুরুচণ্ডালী দোষ
গ) দুরান্বয় দোষ ঘ) দুর্বোধ্যতা
উ: খ

১১. 'শালগম' শব্দটির মূল ভাষা – [NU-Science : 08-09]
ক) সংস্কৃত খ) আরবি
গ) ফারসি ঘ) তুর্কি
উ: গ

১২. 'যোগরূঢ়' শব্দের উদাহরণ – [NU-Science : 08-09]
ক) ভাড়াটে খ) জলদ
গ) চন্দ্র ঘ) অশ্ব
উ: খ

১৩. পর্তুগিজ থেকে গৃহীত বাংলা শব্দ – [NU-Science : 06-07]
ক) পেরেক খ) পেরেশান
গ) গেঞ্জি ঘ) পালিশ
উ: ক

১৪. আরবি থেকে আগত শব্দ – [NU-Science : 05-06]
ক) ফন্দিবাজ খ) তকলিফ
গ) উমেদার ঘ) বাগা
উ: খ

১৫. 'কুড়ি' কোন শ্রেণির শব্দ? [NU-Science : 03-04]
ক) তৎসম খ) তদ্ভব
গ) দেশি ঘ) বিদেশি
উ: গ

১৬. 'তুফান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [NU-Science : 03-04]
ক) আরবি খ) চীনা
গ) হিন্দি ঘ) জাপানী
উ: ক

১৭. 'বোমা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [NU-Science : 02-03]
ক) উর্দু খ) পর্তুগিজ
গ) ইংরেজি ঘ) ফরাসি
উ: খ

১৮. কোন শব্দগুচ্ছে তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশি শব্দ রয়েছে? [NU-Science : 02-03]
ক) ধর্ম, ভবন, বোষ্টম, বদমাস
খ) চামার, পুত্র, টোপর, জোছনা
গ) চুলা, ঢেঁকি, কর্মকার, মনুষ্য
ঘ) মহকুমা, কুচ্ছিত, নক্ষত্র, গিন্নি
উ: খ

১৯. 'মোরগ' শব্দটি- [NU-Science : 01-02]
ক) পর্তুগিজ খ) আরবি
গ) ফারসি ঘ) তুর্কি
উ: গ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'বুমেরাং' শব্দটি কোন দেশীয়? [GST-A : 23–24]
ক) জাপানিজ খ) চৈনিক
গ) পর্তুগিজ ঘ) অস্ট্রেলীয়
উ: ঘ

০২. 'পোশাক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [GST-A : 23–24]
ক) ইংরেজি খ) ফরাসি
গ) ফারসি ঘ) পর্তুগিজ
উ: গ

০৩. 'ইংরেজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [GST-A : 23–24]
ক) ইংরেজি খ) ফরাসি
গ) পর্তুগিজ ঘ) ফারসি
উ: গ

০৪. 'খাসজমি ' শব্দে 'খাস' কোন ভাষার উপসর্গ? [GST-A : 22-23]
ক) ফরাসি খ) বাংলা
গ) আরবি ঘ) সংস্কৃত
উ: গ

০৫. 'ড্রামা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [GST-A : 21-22]
ক) গ্রিক খ) ইংরেজি
গ) ফরাসি ঘ) লাতিন
উ: ক

CamScanner

০৬. 'খবর' শব্দটি— [NSTU-B : 19-20]
ক তামিল খ গ্রিক
গ গুজরাটি ঘ মারাঠি উ: গ

০৭. 'মুখীন' শব্দটি একটি— [NSTU-B : 19-20]
ক যৌগিক শব্দ খ মৌলিক শব্দ
গ যোগরূঢ় শব্দ ঘ রূঢ়ি শব্দ উ: ঘ

০৮. 'শাকসবজি' শব্দটি কোন কোন ভাষাযোগে গঠিত? [KU-B : 19-20]
ক বাংলা + ফারসি খ তৎসম + ফারসি
গ ফারসি + আরবি ঘ ফারসি + বাংলা উ: খ

০৯. 'আনারস' শব্দটি— [BSFMSTU-C : 19-20]
ক পর্তুগিজ খ ফরাসি
গ হিস্পানি ঘ ওলন্দাজ উ: ক

১০. 'পেট' কোন ভাষার শব্দ? [BSMRSTU-G : 19-20]
ক তামিল খ মুন্ডারি
গ কোল ঘ গুজরাটি উ: ক

১১. 'চাবি' কোন ভাষার শব্দ? [BSMRSTU-E : 19-20]
ক পর্তুগিজ খ ওলন্দাজ
গ ফরাসি ঘ গুজরাটি উ: ক

১২. নিচের কোনটি মৌলিক বাংলা শব্দ? [IU-B : 19-20]
ক নেশাখোর খ মনগড়া
গ কফি ঘ কান উ: ঘ

১৩. রাজপুত, মহযাত্রা কী জাতীয় শব্দ? [BRUR-A : 19-20]
ক যৌগিক খ রূঢ়ি
গ মৌলিক ঘ যোগরূঢ় উ: ঘ

১৪. 'খানদানি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [BRUR-A : 19-20]
ক ফারসি খ ফরাসি
গ আরবি ঘ হিন্দি উ: ক

১৫. কোনটি তৎসম শব্দ? [JKKNIU-E : 19-20]
ক কুলা খ চামার
গ ভবন ঘ চাঁদ উ: গ

১৬. 'মজুর' কোন ভাষার শব্দ? [BSMRSTU-E : 19-20]
ক ফারসি খ উর্দু
গ হিন্দি ঘ আরবি উ: ঘ

১৭. 'রাজা-বাদশা' শব্দটিতে যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে – [JKKNIU-D : 19-20]
ক তৎসম + ফারসি খ ফারসি + তৎসম
গ তৎসম + আরবি ঘ আরবি + তৎসম উ: ক

১৮. যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ কোনটি? [SHUBD-B : 19-20]
ক পাচক খ রাখাল
গ পলাশ ঘ পঙ্কজ উ: ঘ

১৯. 'রুমাল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [SHUBD-B : 19-20]
ক আরবি খ ফারসি
গ তুর্কি ঘ পর্তুগিজ উ: ঘ

২০. আরবি ভাষা থেকে আগত শব্দ হলো– [RUB : 19-20]
ক সবজি খ দোকান
গ আলমারি ঘ কলম উ: ঘ

২১. নিচের কোনটি রূঢ়ি শব্দ? [MBSTU-D : 19-20]
ক মিতালি খ গায়ক
গ প্রবীণ ঘ জলধি উ: গ

২২. 'হাসনাহেনা' কোন দেশের শব্দ? [HSTU-D : 19-20]
ক চীন খ পর্তুগিজ
গ জাপান ঘ ইরান উ: গ

২৩. কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ? [HSTU-C : 19-20]
ক নদী খ বর্ণা
গ ডিঙ্গি ঘ নৌকা উ: গ

২৪. কোনটি দেশি শব্দ নয়? [HSTU-C : 19-20]
ক ধুতি খ ঢেঁকি
গ চিড়া ঘ মই উ: ক

২৫. 'ডেস্ক' শব্দটি বাংলায় কোন ভাষা থেকে এসেছে? [NSTU-D : 19-20]
ক বর্মী খ ড্যানিশ
গ স্পেনীয় ঘ পর্তুগিজ উ: গ

২৬. 'লাঠি' ও 'চাউল' শব্দ দুটি– [JUST-E : 19-20]
ক বিদেশি খ দেশি
গ তৎসম ঘ তদ্ভব উ: খ

২৭. 'গবেষণা' (গো + এষণা) কোন ধরনের শব্দ? [KU-A : 18-19]
ক যৌগিক শব্দ খ মৌলিক শব্দ
গ রূঢ়ি শব্দ ঘ যোগরূঢ় শব্দ উ: গ

২৮. 'বুর্জোয়া' শব্দটির উৎস-ভাষা কোনটি? [IU-B : 18-19]
ক ওলন্দাজ খ ফরাসি
গ জার্মান ঘ সুইডিশ উ: খ

২৯. গোলাপ, নাক, লাল, তিন– এগুলো কোন ধরনের শব্দ? [BRUR-A : 18-19]
ক যৌগিক খ রূঢ়
গ যোগরূঢ় ঘ মৌলিক উ: ঘ

৩০. 'বেহালা' শব্দটি যে ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে– [SHUBD-A : 18-19]
ক গুজরাটি খ পর্তুগিজ
গ ইতালীয় ঘ ফারসি উ: খ

৩১. নিচের কোনটি জোড়কলম শব্দের দৃষ্টান্ত? [SHUBD-B : 18-19]
ক সিংহাসন খ অত্যধিক
গ হাঁসজারু ঘ আদ্যন্ত উ: গ

৩২. 'সবুজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [SHUBD-B : 18-19]
ⓚ সংস্কৃত ⓚ হিন্দি
ⓖ ফারসি ⓖ তুর্কি

(ক) সংস্কৃত (খ) হিন্দি
(গ) ফারসি (ঘ) তুর্কি
উ: গ

৩৩. আরবি 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' শব্দ থেকে এসেছে। 'কলমোস' কোন ভাষার শব্দ? [MBSTU-D : 18-19]
(ক) পাঞ্জাবি (খ) গ্রিক
(গ) ফরাসি (ঘ) স্প্যানিশ
উ: খ

৩৪. খোদা, চশমা, ফেরেশতা শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে আগত? [NSTU-D : 18-19]
(ক) আরবি (খ) উর্দু
(গ) হিন্দি (ঘ) ফারসি
উ: ঘ

৩৫. 'বাঁশি' কোন শ্রেণির শব্দ? [NSTU-D : 18-19]
(ক) যৌগিক (খ) রূঢ় বা রূঢ়ি
(গ) যোগরূঢ় (ঘ) মৌলিক
উ: খ

৩৬. 'পোশাক' কোন ভাষার শব্দ? [JUST-D : 18-19]
(ক) আরবি (খ) খাঁটি বাংলা
(গ) ফরাসি (ঘ) ফারসি
উ: ঘ

৩৭. 'লবণ' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [BSMRSTU-D : 18-19]
(ক) সংস্কৃত (খ) পাঞ্জাবি
(গ) হিন্দি (ঘ) বাংলা
উ: ক

৩৮. বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'তারিখ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [BSMRSTU-D : 18-19]
(ক) তুর্কি (খ) আরবি
(গ) ফারসি (ঘ) পর্তুগিজ
উ: খ

৩৯. 'মশকরা' ও 'মশগুল' শব্দ দুটো– [BSMRSTU-E : 18-19]
(ক) তুর্কি (খ) হিন্দি
(গ) আরবি (ঘ) ফারসি
উ: গ

৪০. 'সুনামি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? [BSMRSTU-E : 18-19]
(ক) চীনা (খ) জাপানি
(গ) কোরিয়ান (ঘ) মালয়
উ: খ

৪১. কোন তথ্যটি ভুল? [SUST-A : 17-18]
(ক) 'নগদ' শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে
(খ) 'চাবি' শব্দটি পর্তুগিজ ভাষা থেকে এসেছে
(গ) 'রেস্তোরাঁ' শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে
(ঘ) 'হরতাল' শব্দটি গুজরাটি ভাষা থেকে এসেছে
(ঙ) 'দারোগা' শব্দটি তুর্কি ভাষা থেকে এসেছে
উ: গ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'চরকা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) পাঞ্জাবি (খ) জাপানি
(গ) চীনা (ঘ) গুজরাটি
উ: ঘ

০২. 'মুৎসুদ্দি' শব্দটি কী?
(ক) দেশি (খ) তদ্ভব
(গ) তৎসম (ঘ) বিদেশি
উ: ঘ

০৩. 'হিবাচি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) ফারসি (খ) জাপানি
(গ) আরবি (ঘ) ওলন্দাজ
উ: খ

০৪. 'রায়, তসবি' শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) ফরাসি (খ) ইংরেজি
(গ) পর্তুগিজ (ঘ) আরবি
উ: ঘ

০৫. 'তুম' শব্দটির উৎস ভাষা কোনটি?
(ক) মৈথিলী (খ) মারাঠি
(গ) পাঞ্জাবি (ঘ) গুজরাটি
উ: ক

০৬. নিচের কোনটি দেশি শব্দ?
(ক) ডাব (খ) কলম
(গ) কৃপণ (ঘ) কপি
উ: ক

০৭. 'প্রাকৃত' এর অর্থ কী?
(ক) মূল (খ) স্বাভাবিক
(গ) পুরাতন (ঘ) নতুন
উ: খ

০৮. অনার্যদের সৃষ্ট শব্দগুলো কোন ধরনের শব্দ?
(ক) অর্ধ-তৎসম (খ) তৎসম
(গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি
উ: ঘ

০৯. নিচের কোনটি বর্মি ভাষার শব্দ?
(ক) চানাচুর (খ) আলপিন
(গ) ফুঙ্গি (ঘ) আলমারি
উ: গ

১০. 'আজব' শব্দটি কোন বিদেশি শব্দ?
(ক) আরবি (খ) ফরাসি
(গ) হিন্দি (ঘ) উর্দু
উ: ক

১১. অর্থগত দিক থেকে 'হরিণ' কোন শ্রেণির শব্দ?
(ক) মৌলিক (খ) যৌগিক
(গ) রূঢ়ি (ঘ) যোগরূঢ়
উ: গ

১২. 'জাদু' শব্দ বাংলায় এসেছে যে ভাষা থেকে–
(ক) ফারসি (খ) ফরাসি
(গ) আরবি (ঘ) হিন্দি
উ: ক

১৩. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি রূঢ়ি শব্দ?
(ক) হরিণ (খ) জলদ
(গ) উজান (ঘ) মাননীয়
উ: ক

১৪. 'একতারা' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে–
(ক) আরবি (খ) ফারসি
(গ) তুর্কি (ঘ) সংস্কৃত
উ: খ

১৫. 'চশমা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) আরবি (খ) ফারসি
(গ) তুর্কি (ঘ) পর্তুগিজ
উ: খ

CamScanner

১৬. 'পেয়ারা' কোন ভাষার শব্দ?
ⓚ আরবি ⓚ সংস্কৃত
ⓖ ফারসি ⓖ পর্তুগিজ উ: ঘ

১৭. 'জামদানি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক) আরবি খ) তুর্কি
গ) ফারসি ঘ) হিন্দি উ: গ

১৮. 'মোলায়েম' কোন ভাষার শব্দ?
ক) তুর্কি খ) ফারসি
গ) হিন্দি ঘ) আরবি উ: ঘ

১৯. 'কুড়ি' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক) তৎসম খ) তদ্ভব
গ) দেশি ঘ) বিদেশি উ: গ

২০. 'কাঁচি' শব্দটি হলো–
ক) তুর্কি খ) ফারসি
গ) আরবি ঘ) হিন্দি উ: ক

২১. বাংলা ভাষায় 'রিক্সা' শব্দটি–
ক) ফরাসি খ) ফারসি
গ) হিন্দি ঘ) জাপানি উ: ঘ

২২. 'চাবিকাঠি' কীরূপ শব্দ?
ক) দেশি খ) বিদেশি
গ) সংস্কৃত ঘ) মিশ্র উ: ঘ

২৩. 'বিয়ে' কোন ধরনের শব্দ?
ক) তৎসম খ) দেশি
গ) অর্ধতৎসম ঘ) তদ্ভব উ: ঘ

২৪. 'যিশু' কোন ভাষার শব্দ?
ক) পর্তুগিজ খ) ইংরেজি
গ) ফরাসি ঘ) ওলন্দাজ উ: ক

২৫. মৌলিক শব্দ কোনটি?
ক) মেঘ খ) ছুটি
গ) কাব্য ঘ) দ্বীপ উ: ক

২৬. তুর্কি শব্দ কোনটি?
ক) দারোগা খ) এজলাস
গ) ফাজিল ঘ) বোতল উ: ক

২৭. 'কাজ' শব্দের তৎসম রূপ–
ক) ক্রিয়া খ) কর্জ্জ
গ) কর্ম ঘ) করণীয় উ: গ

২৮. 'ইস্পাত' শব্দটি কোন ভাষার?
ক) ইংরেজি খ) ফরাসি
গ) ওলন্দাজ ঘ) পর্তুগিজ উ: ঘ

২৯. কোনটি তদ্ভব শব্দ?
ক) গরু খ) মহিষ
গ) হাতি ঘ) হরিণ উ: গ

৩০. কোনটি হিন্দি শব্দ?
ক) আব্বু খ) কলম
গ) পান্ডা ঘ) মৌসুম উ: গ

৩১. 'মুসাফির' কোন ভাষার শব্দ?
ক) আরবি খ) ফারসি
গ) হিন্দি ঘ) তুর্কি উ: ক

৩২. দেশি শব্দ কোনটি?
ক) শরম খ) চাবি
গ) কুটুম্ব ঘ) খড় উ: ঘ

৩৩. 'দালাল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক) ইংরেজি খ) উর্দু
গ) হিন্দি ঘ) আরবি উ: ঘ

৩৪. 'তবলা' শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?
ক) আরবি খ) ফারসি
গ) পর্তুগিজ ঘ) সংস্কৃত উ: ক

৩৫. 'ঠান্ডা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক) হিন্দি খ) উর্দু
গ) ফারসি ঘ) সংস্কৃত উ: ক

৩৬. কোন শব্দটি বাংলা-ফারসির মিশ্রণ?
ক) হাসিমুখ খ) হাসিঠাট্টা
গ) হাসিতামাশা ঘ) হাসিখুশি উ: ঘ

৩৭. তদ্ভব শব্দগুচ্ছ–
ক) ক্রোধ, নক্ষত্র, পত্র খ) কেত্তন, ঘেন্না, পথ্যি
গ) আট, ছাতা, মাছ ঘ) আনারস, লিচু, হাকিম উ: গ

৩৮. কোন শব্দটি ইংরেজি থেকে বাংলায় এসেছে?
ক) বাদাম খ) বোতল
গ) বাজিমাত ঘ) বাগান উ: খ

৩৯. অর্ধ-তৎসম শব্দ কোনটি?
ক) নৃত্য খ) হাসপাতাল
গ) রতন ঘ) ষাঁড় উ: গ

৪০. কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ?
ক) কুলা খ) হাত
গ) চর্মকার ঘ) গিন্নি উ: খ

৪১. 'মশকারা' ও 'মশগুল' শব্দ দুটো–
ক) তুর্কি খ) হিন্দি
গ) ফারসি ঘ) আরবি উ: ঘ

৪২. 'সিডর' শব্দটি–
ক) তামিল খ) তেলেগু
গ) সিংহলি ঘ) মালয় উ: গ

৪৩. দেশি শব্দ নয়–
ক) ঢিল খ) ঝিঙা
গ) মুড়কি ঘ) মাছি উ: ঘ

৪৪. অর্থবিচারে 'তুরঙ্গম' কোন ধরনের শব্দ?
ক) যোগরূঢ় খ) রূঢ়
গ) যৌগিক ঘ) অর্থহীন উ: ক

CamScanner

ব্যাকরণ
অধ্যায় ১৭

কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। যেমন : ১. আমরা বই পড়ি। (পড়া- বর্তমান কাল)।
- পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন : আমি যাই। তুমি যাও। আপনি যান। সে যায়। তিনি যান।
- সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।
- বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যেমন : আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা যান)। সে (বা তারা) যায়। তিনি (বা তাঁরা) যান।
- ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা : ১. বর্তমান কাল ২. অতীত কাল ও ৩. ভবিষ্যৎ কাল

বর্তমান কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

- ক্রিয়া যে রূপে এখন হচ্ছে, হয় বা চিরকাল হয়ে থাকে, এমন বোঝাতে বর্তমান কাল হয়। যেমন : আমি গান গাই।
- বর্তমান কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান ও গ. পুরাঘটিত বর্তমান

ক. **সাধারণ বর্তমান কাল :** যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি বাড়ি **যাই**।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) : এখন **তবে** আসি।
২. প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চণ্ডীদাস **বলেন**, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
৩. বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি **দেখেছি**, বাচ্চাটি রোজ রাতে **কাঁদে**।
৪. 'নেই', 'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে **যাননি**।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন : সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায় (স্বাভাবিকতা)। আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই (অভ্যস্ততা)।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. **স্থায়ী সত্য প্রকাশে :** চার আর তিনে সাত **হয়**।
২. **ঐতিহাসিক বর্তমান :** অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্য বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন : বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে **আরোহণ করেন**।
৩. **কাব্যের ভণিতায় :** মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস **ভনে শুনে** পুণ্যবান।
৪. **অনিশ্চয়তা প্রকাশে :** কে জানে দেশে আবার সুদিন **আসবে** কি না।
৫. যদি, যখন, যেন- প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন : **অতীত কালের অর্থে :** i. তিনি যখন ঘরে **ঢোকেন**, তখন সবাই পালিয়ে গেলাম। ii. বিপদ যখন **আসে**, তখন এমনি করেই আসে। **ভবিষ্যৎ কালের অর্থে :** i. সকল সদস্যই যেন সভায় উপস্থিত **থাকে**। ii. তিনি যদি **আসেন**, তবে আমার কী হবে?

ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : নীরা বই **পড়ছে**।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা : বক্তা বললেন, 'শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত **হচ্ছে**, দিকে দিকে আগুন **জ্বলছে**।'
২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই **আসছি**।
৩. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে ঘটমান বর্তমান কাল হয়। উদাহরণ- লোকটি অনবরত **ডাকছে**, তবু কেউ তার কাছে ছুটে এলো না। - আমরা আগামীকাল ঢাকা **যাচ্ছি** ('যাব' অর্থে)। দাঁড়াও, **আসছি** ('এখনই আসব' অর্থে)।

গ. **পুরাঘটিত বর্তমান কাল :** ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**। এতক্ষণ আমি অঙ্ক **করেছি**।

পুরাঘটিত বর্তমান কালের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. **সাধারণ ভবিষ্যৎ সময় বোঝাতে :** সেও **এসেছে** ('আসবে' অর্থে), আর আমারও যাওয়া **হয়েছে** ('যাব' অর্থে)।
২. **অতীত সময় বোঝাতে :** i. দশ বছর হলো তার বাবা মারা **গেছেন**। ii. গত মাসে তাকে **দেখেছি**।

অতীত কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

অতীত কাল : যে ক্রিয়া আগে ঘটে গেছে, তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন : আমি গিয়েছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হল। পুলিশ ডাকাতকে গুলি **করল**। সে স্কুলে গেল। **শুনলাম** পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। এখন **বুঝলাম**, তুমি চাঁদা দেবে না।

প্রকারভেদ : অতীত কাল চার প্রকার। যথা :
ক. সাধারণ অতীত খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত ঘ. পুরাঘটিত অতীত

ক. **সাধারণ অতীত কাল :** বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন : প্রদীপ নিভে **গেল**। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : 'এক্ষণে **জানিলাম**, কুসুমে কীট আছে।'
২. বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় **হলাম**।

খ. **নিত্যবৃত্ত অতীত :** অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন : আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ **করতাম**। তিনি প্রত্যহ অফিসে **যেতেন**।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. **কামনা প্রকাশে :** আজ যদি সুমন **আসত**, কেমন মজা **হতো**।
২. **অসম্ভব কল্পনায় :** i. "আমি যদি জন্ম **নিতেম** কালিদাসের কালে, দৈবে **হতেম** দশম রত্ন নবরত্নের মালে।"
ii. সাতাশ **হতো** যদি একশ সাতাশ!
iii. শৈশবের দিনগুলি যদি ফিরে **আসত**!
৩. **সম্ভাবনা প্রকাশে :** তুমি যদি **যেতে**, তবে ভালই **হতো**।

গ. **ঘটমান অতীত কাল :** অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি, ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন : কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই **পড়ছিলাম**।

ঘ. **পুরাঘটিত অতীত কাল :** যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলা হয়। যেমন : সেবার তাকে সুদ্ধই **দেখেছিলাম**।

CamScanner

পুরাঘটিত অতীত কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. **অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় :** পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য **মারা গিয়েছিল**। আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ **দিয়েছিলাম**।

২. অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে **পুরাঘটিত অতীত কালের প্রয়োগ হয়।** যেমন : বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি **পৌঁছেছিলাম।**

ভবিষ্যৎ কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি **যাব**।

প্রকারভেদ : ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ ও গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

ক. **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া এখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বোঝালে, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি কি গাহিব গান (রজনীকান্ত সেন)। শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. **আক্ষেপ প্রকাশে :** আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন : কে জানত, আমার ভাগ্য এমন **হবে?** সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি **বাজবে?**

২. **সন্দেহ প্রকাশে :** অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন : ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন**। তোমারা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে**।

৩. **অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশে :** আপনি **যাবেন**।

খ. **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে এমন বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : তিনি ক্লাসে পড়াতে **থাকবেন**।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপ ও প্রয়োগ :

১. **নাম পুরুষ সাধারণ :** -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

২. **নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ :** -ইতে থাকিবেন/-তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)। (সম্ভ্রমাত্মক)

৩. **মধ্যম পুরুষ সাধারণ :** -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

৪. **মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক :** -ইতে থাকিবি/-তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

৫. **উত্তম পুরুষ :** -ইতে থাকিব/-তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

গ. **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল :** ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত করে অতীতে বা বর্তমানে কোনো কাজ হয়েছে, এরূপ সন্দেহ বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। ক্রিয়ার রূপটি ভবিষ্যৎবাচক হলেও, অর্থে অতীতকে বোঝায় এবং সন্দেহের ভাবটি বর্তমান থাকে। এজন্য এ কালকে সন্দিগ্ধ অতীত কালও বলে। যেমন : হয়তো কোথাও তোমাকে দেখে থাকবে। তুমি ছাড়া আর কে গিয়ে থাকবে?

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপ ও প্রয়োগ :

১. **ক্রিয়ার রূপ :** পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি -ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক্‌ ও গম্‌ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যেমন : গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

২. **প্রয়োগ :**

i. পুরাঘটিত ভবিষ্যতের কালরূপ কখনো কখনো বর্তমান সময় নির্দেশ করে। যেমন : এতক্ষণে সে হয়তো পৌঁছে **থাকবে**।

ii. পুরাঘটিত ভবিষ্যতের কালরূপ সম্ভাব্য অতীত কাল নির্দেশেও সহায়ক। যেমন : কাপটা সম্ভবত নাসিমাই **ভেঙে থাকবে**। তিনিই সম্ভবত একথা **বলে থাকবেন**। এখানে একটু সংশয়ের ভাব আছে, কাজেই পুরাঘটিত ভবিষ্যতের তাত্ত্বিক বৈধতা স্পষ্ট নয়।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. **পুরাঘটিত বর্তমান কাল কোনটি?** [GST-A : 23–24]
ক তারা বাড়িতে ফিরেছে খ আমাদের পরীক্ষা চলছে
গ তাড়াতাড়ি কাজটি করো ঘ তারা মাঠে খেলছিল **উ: ক**

০২. **'আজ যদি বাবা আসতেন, কেমন মজা হতো।' বাক্যটিতে কোন কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ ঘটেছে?** [SHUBD-Science : 19-20]
ক নিত্যবৃত্ত অতীত খ পুরাঘটিত অতীত
গ নিত্যবৃত্ত ভবিষ্যৎ ঘ ঘটমান ভবিষ্যৎ **উ: ক**

০৩. **'দাঁড়াও, বৃষ্টি শেষ হতে না হতেই আমি চলে আসছি।' বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ?** [MBSTU-D : 19-20]
ক ভবিষ্যৎ খ বর্তমান
গ নিত্যবৃত্ত অতীত ঘ ঘটমান বর্তমান **উ: ক**

০৪. **এ বছর আমি এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছি। এ বাক্যের ক্রিয়াপদটি কোন কালের?** [BSMRSTU-G: 19-20]
ক ঘটমান বর্তমান খ পুরাঘটিত বর্তমান
গ ঘটমান অতীত ঘ সাধারণ অতীত **উ: খ**

০৫. **নিচের কোন ক্রিয়াপদে মৌলিক কালের প্রয়োগ আছে?** [MBSTU-D : 18-19]
ক করছি খ করব গ করছিলাম ঘ করেছি **উ: খ**

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

০১. **'কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।' এটি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক কাব্যের ভণিতায় খ স্থায়ী সত্য প্রকাশে
গ অনিশ্চয়তা প্রকাশে ঘ ঐতিহাসিক বর্তমান **উ: গ**

০২. **কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?**
ক আমরা গিয়েছি খ সে কি গিয়েছিল?
গ দেখে এলাম তারে ঘ আবার আসিব ফিরে **উ: খ**

০৩. **'এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।' কোন বর্তমান কালের উদাহরণ?**
ক পুরাঘটিত বর্তমান খ ঘটমান বর্তমান
গ ঘটমান অতীত ঘ পুরাঘটিত অতীত **উ: ক**

০৪. **নিত্যবৃত্ত অতীত কালের উদাহরণ কোনটি?**
ক তুমি পড়তে থাকবে খ আমি সেখানে যেতাম
গ তুমি গিয়েছিলে ঘ আমি লিখে থাকব **উ: খ**

০৫. **কোনটি সাধারণ অতীত কালের উদাহরণ?**
ক আমরা অঙ্ক করছিলাম খ বাবা বাড়ি গিয়েছিলেন
গ আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম ঘ প্রদীপ নিভে গেল **উ: ঘ**

০৬. **আক্ষেপ বোঝাতে অতীতের স্থলে কোন কাল ব্যবহৃত হয়?**
ক বর্তমান খ ভবিষ্যৎ
গ ঘটমান অতীত ঘ নিত্যবৃত্ত অতীত **উ: খ**

০৭. **ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কে কী বলে?**
ক ক্রিয়ার প্রকার খ ক্রিয়ার কাল গ ক্রিয়ার ভাব ঘ ক্রিয়ার ধরন **উ: খ**

০৮. **'আকবর ১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।' এটি কোন কাল?**
ক সাধারণ বর্তমান খ সাধারণ অতীত
গ ঐতিহাসিক বর্তমান ঘ নিত্যবৃত্ত অতীত **উ: গ**

০৯. **'কপাল মন্দ না হলে, সে সর্বস্ব হারাবে কেন?' 'হারাবে' কোন কাল?**
ক সাধারণ অতীত খ সাধারণ ভবিষ্যৎ অতীত কালের স্থলে
গ পুরাঘটিত অতীত ঘ সাধারণ বর্তমান **উ: খ**

CamScanner

ব্যাকরণ
অধ্যায় ১৮

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ **সমার্থক শব্দ :** 'সম + অর্থ + ক = সমার্থক' শব্দের অর্থ : সমার্থবোধক, সমার্থসূচক, একার্থবোধক, এক বা অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট। অর্থাৎ যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে বা একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদের বলা হয় সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ। বাংলা বৈয়াকরণিকদের পরিভাষায় সমার্থবোধক শব্দ বা প্রতিশব্দের অর্থ হলো বহু অর্থদানকারী শব্দ, যা স্থান ও কালভেদে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

অশরীরী	দেহহীন, অকায়, নৈরাকার, বিদেহ, বিদেহী, অরূপী।
কুহক	মায়া, প্রতারণা, ছলনা, ভ্রম, জাদু, ইন্দ্রজাল।
চতুর	নিপুণ, কুশল, ধূর্ত, ঠগ, চালাক, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান।
জাত	গোত্র, বংশ, কুল, সঞ্চিত, রক্ষিত, শ্রেষ্ঠ, উৎপন্ন, জাতি।
কুমির	নক্র, মকর, ঘড়িয়াল, কুম্ভীর, পিঙ্গচক্ষু, শঙ্খমুখ।

সমার্থক শব্দের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

অন্ধকার : আঁধার, আঁধারি, তমস, তমিস্র, তমিস্রা, তিমির, শর্বর, নভাক।
আকাশ : খ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, দ্যুলোক, অম্বর, অভ্র, ক্রন্দসী, নভ।
আলো : জ্যোতি, নুর, প্রভা, আভা, দীপ্তি, ভাস, বিভা, দ্যুতি, প্রদ্যোত।
আগুন : অগ্নি, পাবক, সর্বভুক, বিভাবসু, হুতাশন, কৃশানু, বায়ুসখা, বহ্নি।
ইন্দ্র : বাসব, সুরেশ, অধিপতি, দেবপতি, দেবরাজ, পাকনাশন।
ঈশ্বর : বিভু, ঈশ, জগন্নাথ, পৃথ্বীশ, অন্তর্যামী, পরেশ, পরমেশ, দীনেশ।
ইচ্ছা : কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, অভীপ্সা, এষণা, অভিরুচি।
উজ্জ্বল : দীপ্ত, শোভামান, প্রজ্বলিত, ঝলমলে, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, ভাস্বর।
উগ্র : কোপন, কর্কশ, ক্রুদ্ধ, রূঢ়, তীক্ষ্ণ, ভয়ানক, অত্যুগ্র, উদগ্র।
উষা : প্রাতঃ, বিভাত, নিশান্ত, অহনা, উষসী, প্রাতকাল, প্রভাত, প্রত্যুষ।
ঋত্বিক : যজি, হোত্রী, হোমক, যাজক, যাজ্ঞিক, হোমী, অবিন, সাগ্নিক।
ঐশ্বর্য : সম্পদ, বিত্ত, তোষা, ধনরত্ন, মহিমা, বৈভব, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব।
ঔদ্ধত্য : ধৃষ্টতা, বিরুদ্ধাচরণ, দম্ভ, দেমাক, অবিনয়, উগ্রতা, অবাধ্য।
কন্যা : দুহিতা, দুলালি, তনুজা, দারিকা, তনয়া, পুত্রী, ঝি, নন্দিনী।
কুল : যূথ, বংশ, জাতি, বর্ণ, সমূহ, শ্রেণি, জ়াত, গোত্র, গোষ্ঠী।
কবুতর : রেবতক, নোটন, লোটন, পায়রা, পারাবত, কপোত, লক্কা।
কূল : তট, তীর, কাঁধার, তীরভূমি, বেলা, বেলাভূমি, সৈকত, ধার।
কাক : বায়স, বলিভুক, পরভৃৎ, অন্যভৃৎ, কাণুক, বৃক, কাকাল।
কপাল : ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি, গোধি, রগ।
কোকিল : অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পরভৃত, বসন্তদূত, পিক।
খবর : সমাচার, উদন্ত, বার্তা, তথ্য, বিবরণ, সংবাদ, বৃত্তান্ত, সন্দেশ।
গরু : গো, পয়স্বিনী, গাভী, ধেনু।
গাছ : বৃক্ষ, তরু, পাদপ, দ্রুম, পত্রী, স্কন্ধী, পল্লবী, বিটপী, অটবি।
ঘন : ঘোর, নিবিড়, গাঢ়, গভীর, জমাট, অভ্র, মেঘ, বিগাঢ়, সান্দ্র।
ঘর : নিকেতন, আবাস, সদন, প্রকোষ্ঠ, কোষ্ঠ, কাটরা, ঘুপসি।
ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক, হয়, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, কীকট, বামী।
চোখ : আঁখি, চক্ষু, নেত্র, লোচন, নয়ন, নয়না, দর্শনেন্দ্রিয়, আঁখ, অক্ষি।
চন্দ্র : বিধু, সোম, নিশাকর, শশধর, রাকেশ, ইন্দু, মৃগাঙ্ক, সুধাংশু।
চুল : কেশ, অলক, কচ, কুন্তল, চূলক, শিরোজ, মূর্ধজ, চিকুর, কৃশলা।
ছবি : আলেখ্য, প্রতিমূর্তি, কান্তি, শোভা, দীপ্তি, পট, চিত্র, নকশা।
জ্যোৎস্না : জোছনা, চন্দ্রালোক, কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকর, চন্দ্রসুধা।
জলাশয় : দিঘি, জলা, সরোবর, পুকুর, পুষ্করিণী, হ্রদ, সরস, পল্বল।
জল : অম্বু, অপ, উদক, পয়ঃ, ইরা, ইলা, পুষ্কর, তোয়, নীর, সলিল।
ঠাট্টা : তামাশা, পরিহাস, উপহাস, রসিকতা, মশকরা, বিদ্রূপ।
ঠোঁট : অধর, চঞ্চু, ওষ্ঠাধর, ওষ্ঠ, সৃক্কণী, সৃক্ক, সৃক্কণ, কশ, রদচ্ছদ।
ঢেউ : তরঙ্গ, ঊর্মি, কল্লোল, হিল্লোল, বীচি, লহর, লহরি, মউজ।
দীন : দরিদ্র, নিঃস্ব, গরিব, হীন, অসহায়, দুস্থ, করুণ, অর্থহীন, নির্ধন।
দিন : দিবস, সাবন, অহ্ন, বার, অহনা, দিনরজনী, অহোরাত্র, অহ।
ধবল : সাদা, ধলা, সফেদ, সিত, শ্বেত, শুক্ল, শুভ্র।
নর : লোক, মনুষ্য, পুরুষ, জন, মানব, মানুষ।
নদী : সরিৎ, গিরি-নিস্রাব, ধুনী, তটিনী, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, নির্ঝরিণী।
নারী : রমা, রামা, বামা, অঙ্গনা, কামিনী, তন্বী, শুচিস্মিতা, জনি, কান্তা।
পুত্র : তনয়, ছেলে, তনুজ, দারক, আত্মজ, নন্দন, তনুদ্ভব, স্বজ।
পৃথিবী : মেদিনী, মহি, ক্ষিতি, পৃথ্বী, বসুন্ধরা, অবনী, ধরণী, ভূ, মর্ত্য।
পাথর : প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, শিল, উপল, অশ্ম, কাঁকর, কঙ্কর, শর্করা।
পাহাড় : পর্বত, অদ্রি, ভূধর, নগ, অচল, মেদিনীধর, শৈল, ক্ষিতিধর।
পদ্ম : নলিন, নলিনী, উৎপল, অরবিন্দ, কোকনদ, ইন্দিবর, কঞ্জ।
পাখি : পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, দ্বিজ, খেচর, খগ, পতত্রী, কণ্ঠাগ্নি, উৎপত।
ফুল : পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, মুঞ্জরি, পুষ্পক, সুমন, মণীবক।
বধূ : পত্নী, অঙ্গনা, কলত্র, জায়া, স্ত্রী, গিন্নি, দারা, বনিতা, ভার্যা।
বন্যা : প্লাবন, আপ্লাব, বিপ্লাব, প্লাব, জলোচ্ছ্বাস, সমপ্লাব, বান।
বাতাস : পবন, মরুৎ, অনিল, বাত, প্রভঞ্জন, জগদ্বল, নভস্বান, সমীর।
বন : অরণ্য, জঙ্গল, বিপিন, কানন, অরণ্যানী, অটবী, ঝোপজঙ্গল।
বোন : স্বসা, ভগিনী, ভগ্নী, মহোদরা, জামি, বহিন, সোদরা।
বিদ্যুৎ : দামিনী, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চিকুর, চপলা, তড়িৎ, অচির।
ভ্রমর : অলি, শিলীমুখ, ভ্রমরক, দ্বিরেফ, ভোমরা, ভৃঙ্গ, মধুলেহ।
মাতা : জননী, অম্বালা, অম্বিকা, অম্বা, প্রসূতি, জনিকা, মা, জনী।
মেঘ : বলাহক, অম্বুদ, বারিদ, নীরদ, জলদ, পয়োদ, পয়োধর, জীমূত।
মৌমাছি : মধুমক্ষিকা, মধুকর, মধুপ, মধুলিট, মধুজীব, মধুকৃৎ, মধুলেহ।
মোরগ : কুক্কুট, অগ্নিচূড়, পেরু, টার্কি, বন মোরগ, বন কুক্কুট, কুক্কুটী।
যুদ্ধ : আহব, বিগ্রহ, সমর, সমীক, যুঝ, প্রঘাত, রণ, সম্মর্দ, সংযুগ।
রাত্রি : অমা, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, নিশীথ, তমা।
রাজা : ভূপ, নৃপ, ক্ষিতীশ, মহীশ, নরেন্দ্র, ভূপাল, নরেশ, নৃপমণি।
শত্রু : বৈরী, অরি, অরাতি, রিপু, দুশমন, অমিত্র, অবন্ধু, প্রতিপক্ষ।
শিখর : অগ্র, শীর্ষ, চূড়া, পর্বতশৃঙ্গ, উপরিভাগ, শীর্ষদেশ।
শরীর : দেহ, অঙ্গ, গা, গাত্র, বপু, তনু, গতর, কন্ধ, অঙ্গক, বর্ষ্ম।
ষণ্ড : ষাঁড়, বদল, বৃষভ, ঋষভ, শাক্বর, শঙ্ক, বৃষ, দামড়া, গোনাথ।
সূর্য : আফতাব, মিহির, অর্ক, বালার্ক, ভানু, ভাস্কর, মার্তণ্ড, সবিতা।
সমুদ্র : রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, বারিধি, উদধি, পয়োধি, অর্ণব, প্রচেতা।
সিংহ : পশুরাজ, হর্যক্ষ, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, মৃগপতি, কেশরী, সিংহী।
স্বর্গ : সুরসদ্ম, সুরসভা, দণ্ডিক, ধ্রুবলোক, সুরালয়, ত্রিদিব, দ্যুলোক।
স্বর্ণ : কাঞ্চন, কনক, হেম, হিরণ্য, সুবর্ণ, হিরণ, কর্বুর, মহাধাতু।
সাপ : সর্প, ভুজগ, ভুজঙ্গ, উরগ, পন্নগ, অহি, উরঙ্গ, দ্বিরসন, ভুজঙ্গম।
হস্ত : ভুজ, হস্তক, পাণি, কর, বাহু, হাত।
হরিণ : সারঙ্গ, কুরঙ্গম, সুনয়ন, ঋষ্য, মৃগ, কুরঙ্গ।
হাতি : করী, দ্বিপ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ, ঐরাবত, মাতঙ্গ, গজ।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'কৌমুদী' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [NU-Science : 14-15]
ক শাপলা খ জ্যোৎস্না
গ পর্বত ঘ সরোবর
উ: খ

০২. 'আকাশ' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [NU-Science : 14-15]
ক নভ খ অচল
গ অন্তরীক্ষ ঘ ব্যোম
উ: খ

CamScanner

০৩. 'পাখি' শব্দের সমার্থক নয়– [NU-Science : 13-14]
ⓚ পন্নগ ⓚ বিহগ
ⓖ খগ ⓖ খেচর
উ: ক

Options: (ক) পন্নগ (খ) বিহগ (গ) খগ (ঘ) খেচর — উ: ক

০৪. 'দ্বিপ' এর সমার্থক শব্দ নয় – [NU-Science : 11-12]
(ক) বারণ (খ) হস্তী
(গ) দ্বীপ (ঘ) ঐরাবত
উ: গ

০৫. 'ইচ্ছা'র সমার্থক শব্দ – [NU-Science : 08-09]
(ক) মতলব (খ) অভিসন্ধি
(গ) এষণা (ঘ) লক্ষ্য
উ: গ

০৬. 'সৌদামিনী' শব্দের প্রতিশব্দ – [NU-Science : 07-08]
(ক) সূর্য (খ) মেঘ
(গ) চন্দ (ঘ) বিদ্যুৎ
উ: ঘ

০৭. 'পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ – [NU-Science : 06-07]
(ক) তটিনী (খ) স্থির
(গ) অখিল (ঘ) অতিকায়
উ: গ

০৮. 'কপোল' এর সমার্থক শব্দ – [NU-Science : 05-06]
(ক) কপাল (খ) গাল
(গ) ভাল (ঘ) ভ্রূ
উ: খ

০৯. 'রাত্রি'র সমার্থক শব্দ – [NU-Science : 04-05]
(ক) তমসা (খ) ছায়ালোক
(গ) নিশাকর (ঘ) বিভাবরী
উ: ঘ

১০. 'বিদ্যুৎ' এর সমার্থক শব্দ – [NU-Science : 03-04]
(ক) যামিনী (খ) দামিনী
(গ) কামিনী (ঘ) কাদম্বিনী
উ: খ

১১. 'অগ্নি শব্দের সমার্থক শব্দ – [NU-Science : 02-03]
(ক) পাবক (খ) প্রভাব
(গ) কিরণ (ঘ) ভানু
উ: ক

১২. 'সন্ধ্যা'র সমার্থক শব্দ কোনটি? [NU-Science : 01-02]
(ক) প্রাহ্ণ (খ) অপরাহ্ণ
(গ) সায়াহ্ন (ঘ) তামসী
উ: গ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ক্ষিতি' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [GST-A : 23-24]
(ক) আকাশ (খ) অন্তরীক্ষ
(গ) আদিত্য (ঘ) পৃথ্বী
উ: ঘ

০২. 'চিত্ত' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? [CoU-C : 19-20]
(ক) মান (খ) হৃদয়
(গ) আগুন (ঘ) প্রাণ
উ: গ

০৩. 'মৃগেন্দ্র' শব্দটির অর্থ কী? [IU-B : 19-20]
(ক) বাঘ (খ) পশুরাজ সিংহ
(গ) শিয়াল পণ্ডিত (ঘ) হরিণ
উ: খ

০৪. 'মরুৎ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [IU-B : 19-20]
(ক) পানি (খ) বাতাস
(গ) মরূদ্যান (ঘ) মাটি
উ: খ

০৫. 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [JKKNIU-E : 19-20]
(ক) গগন (খ) পবন
(গ) শশধর (ঘ) দিবাকর
উ: ক

০৬. 'সমুদ্র'-এর সমার্থক নয় কোনটি? [SHUBD-B : 19-20]
(ক) বারীশ, (খ) অর্ণব
(গ) উদধি (ঘ) কম্বনাদি
উ: ঘ

০৭. 'চন্দ্র' শব্দের সমার্থক নিচের কোনটি? [MBSTU-D : 19-20]
(ক) সবিতা (খ) অংশুমান
(গ) মিহির (ঘ) রাকেশ
উ: ঘ

০৮. 'হয়' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [JUST-E : 19-20]
(ক) হাতি (খ) ঘোড়া
(গ) ভাল্লুক (ঘ) হরিণ
উ: খ

০৯. কোনটি 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক? [KU-A : 18-19]
(ক) কান্তার (খ) প্রসূতি
(গ) উর্বী (ঘ) অরবিন্দ
উ: গ

১০. কোনগুলো 'তরঙ্গ' শব্দের প্রতিশব্দ? [BRUR-A : 18-19]
(ক) উর্মি, লহরি (খ) কল্লোল, পিয়াস
(গ) কল্লোল, নীহার (ঘ) লহরি, প্রবাহিনী
উ: ক

১১. কোনটি 'চন্দ্র' শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [JKKNIU-AP : 18-19]
(ক) অর্ক (খ) শশধর
(গ) হিমাংশু (ঘ) সুধাকর
উ: ক

১২. কোনটি 'আকাশ' শব্দটির সমার্থক শব্দ নয়? [JKKNIU-AP : 18-19]
(ক) অম্বর (খ) বিমান
(গ) ব্যোম (ঘ) শশধর
উ: ঘ

১৩. 'নীর' কোন শব্দের সমার্থক শব্দ? [JKKNIU-D : 18-19]
(ক) দিবা (খ) ধরা
(গ) তীর (ঘ) জল
উ: ঘ

১৪. নিচের কোনটি 'ইতি' শব্দের সমার্থক নয়? [SHUBD-B : 18-19]
(ক) খতম (খ) সাঙ্গ
(গ) অন্ত (ঘ) অমা
উ: গ

১৫. 'কন্যা' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [MBSTU-D : 18-19]
(ক) দুহিতা (খ) তনয়া
(গ) আত্মজ (ঘ) ঝি
উ: গ

১৬. কোনটি 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক নয়? [JUST-E : 18-19]
(ক) বারিধি (খ) অর্ণব
(গ) তরঙ্গিণী (ঘ) জলধি
উ: গ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'রাতুল' শব্দের অর্থ–
(ক) লাল মোরগ (খ) লাল পদ্ম
(গ) লাল শালুক (ঘ) লাল
উ: ঘ

০২. 'নীর' এর সমার্থক শব্দ–
(ক) অগ্নি (খ) চন্দ্র
(গ) গৃহ (ঘ) বারি
উ: ঘ

০৩. সমার্থক শব্দগুচ্ছ নির্দেশ কর–
(ক) পঙ্কজ, শতদল, অরবিন্দ (খ) রামা, বামা, কামিনী
(গ) ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, তরঙ্গিনী (ঘ) ঘন, জলধর, তরল
উ: ক

০৪. 'কান্না' এর সমার্থক শব্দ–
(ক) বিলাপ (খ) আহাজারি
(গ) রোনাজারি (ঘ) অশ্রু
উ: গ

CamScanner

০৫. 'জাঙাল' এর প্রতিশব্দ–
ⓚ স্তূপ ⓚ আবর্জনা
ⓖ বাঁধ ⓖ জঙ্গল
উ: ⓖ

০৬. 'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ–
ⓚ রত্নাকর ⓚ অম্বুজ
ⓖ জলদ ⓖ বরুণ
উ: ⓚ

০৭. 'সংসর্প' শব্দের অর্থ–
ⓚ হিংস্র ⓚ উদার
ⓖ আঁকাবাঁকা ⓖ উন্মুক্ত
উ: ⓖ

০৮. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ কাক ⓚ পেঁচা
ⓖ ময়ূর ⓖ জলহস্তী
উ: ⓖ

০৯. 'শীল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ⓚ পাথর ⓚ ঘর্ষণ
ⓖ অবসান ⓖ চরিত্র
উ: ⓖ

১০. 'নৈকট্য' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ⓚ আকাঙ্ক্ষা ⓚ আসক্তি
ⓖ আসত্তি ⓖ অনুরাগ
উ: ⓖ

১১. 'অমিত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ⓚ অপূর্ব ⓚ বেশি
ⓖ আকুল ⓖ নিশ্চিত
উ: ⓚ

১২. কোনটি ভিন্নার্থক?
ⓚ নৃপতি ⓚ ভূপতি
ⓖ নগেন্দ্র ⓖ নরেন্দ্র
উ: ⓖ

১৩. প্রতিশব্দদ্বয়–
ⓚ প্যান্ট-কোর্তা ⓚ মৎস্য-মাংস
ⓖ লাল-লোহিত ⓖ ফুট-যুক্ত
উ: ⓖ

১৪. 'বলাহক' এর সমার্থ–
ⓚ জলাশয় ⓚ নদী
ⓖ মেঘ ⓖ আকাশ
উ: ⓖ

১৫. 'চাঁদ' এর সমার্থক শব্দ–
ⓚ ভানু ⓚ নিশীথিনী
ⓖ কোমলকান্ত ⓖ রজনীকান্ত
উ: ⓖ

১৬. 'হেলাল' শব্দের সমার্থ–
ⓚ রাকা ⓚ আদিত্য
ⓖ অংশুমান ⓖ ফাল্গুনী
উ: ⓚ

১৭. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়?
ⓚ অর্ক ⓚ জীমূত
ⓖ তপন ⓖ মিহির
উ: ⓚ

১৮. 'অপাঙ্গ' শব্দের অর্থ–
ⓚ প্রতি অঙ্গ ⓚ আপাদমস্তক
ⓖ ভিন্নাঙ্গ ⓖ দৃষ্টিকোণ
উ: ⓖ

১৯. 'ভূয়িষ্ঠ' শব্দের অর্থ–
ⓚ ভূমিজাত ⓚ ভূমিলগ্ন
ⓖ ভূয়া ⓖ প্রচুর
উ: ⓖ

২০. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
ⓚ গজ ⓚ তুরগ
ⓖ দ্বিরদ ⓖ করী
উ: ⓚ

ব্যাকরণ
অধ্যায় ১৯

বিপরীতার্থক শব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিপরীতার্থক শব্দ : কোনো শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দকে সে শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ বলে। যেমন : সৌখিন- পেশাদার, স্বকীয়- পরকীয়।

বিপরীত শব্দ গঠনে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

০১. শব্দের গঠনগত ও শ্রেণিগত সমতা বজায় রাখা। যেমন : লঘুত্ব- গুরুত্ব।
০২. সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দের বিপরীতে একই শ্রেণির শব্দ তথা তৎসম শব্দ ব্যবহার করা। তৎসম শব্দের বিপরীতে কোনো অবস্থাতেই অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : 'জন্ম- মরা' না হয়ে হবে 'জন্ম- মৃত্যু', 'ভ্রাতা- বোন' না হয়ে হবে 'ভ্রাতা- ভগ্নী' ইত্যাদি। এরকম : সম্মুখে- পশ্চাতে কিন্তু সামনে- পেছনে।
০৩. অনুরূপভাবে তদ্ভব শব্দের বিপরীতে তদ্ভব শব্দ, দেশি শব্দের বিপরীতে দেশি শব্দ ও বিদেশি শব্দের বিপরীতে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা। যেমন : হাসি- কান্না, প্রফিট- লস, পাশ- ফেল।
০৪. মূল শব্দ এবং বিপরীত শব্দের লিঙ্গ একই রকম হবে। অর্থাৎ মূল শব্দ পুরুষবাচক হলে বিপরীত শব্দ পুরুষবাচক এবং মূল শব্দ স্ত্রীবাচক হলে বিপরীত শব্দ স্ত্রীবাচক হবে। যেমন : দোষী (পুং)- নির্দোষ (পুং.), সুন্দরী (স্ত্রী.)- অসুন্দরী (স্ত্রী.)।
০৫. মূল শব্দটি যে পদ ও কারক-বিভক্তি নির্দেশ করে বিপরীত শব্দেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রাখা। যেমন : ঘরে- বাইরে।

গুরুত্বপূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অব্যক্ত, গুপ্ত	ব্যক্ত
অণু	বৃহৎ	অপমান	মান
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	আগমন	নির্গমন
আকুঞ্চন	প্রসারণ	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
ইতিবাচক	নেতিবাচক	ইদানীন্তন	তদানীন্তন
ইহলৌকিক	পারলৌকিক	ইতর	ভদ্র
ঈর্ষা	প্রীতি	ঈপ্সা	অনীপ্সা
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত	উন্মুখ	বিমুখ
উক্ত	অনুক্ত	উদ্ধার	হরণ
উত্তরণ	অবতরণ	উদার	সংকীর্ণ
উষা	সন্ধ্যা	উর্ধ্ব	অধঃ/নিম্ন
এঁড়ে	বকনা	ঋজু	বক্র
ঐহিক	পারত্রিক	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
কৃপণ	বদান্য	কোমল	কর্কশ
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষমা	শাস্তি	ক্ষুণ্ণ	প্রসন্ন
ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
ক্ষয়	বৃদ্ধি	খাতক	মহাজন
খেদ	আহ্লাদ	খুচরা	পাইকারি
গাম্ভীর্য	চাপল্য	গুরু	লঘু
গেঁয়ো	শহুরে	গুরু	শিষ্য

CamScanner

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
[illegible]	[illegible]	পণ্য	নগণ্য
ঘাতক	পালক	চোর, তস্কর	সাধু
চিন্ময়	মৃন্ময়/অচেতন	চেতন	জড়
দ্বৈত	অদ্বৈত/অন্ত	জরা	যৌবন
[illegible]	নির্গমন	জরিমানা	বকশিশ
জাগরণ	তন্দ্রা	জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
দক্ষ	অপটু/আনাড়ি	ঝঞ্ঝাট	নির্ঝঞ্ঝাট
টাটকা	বাসি	টিমটিম	জ্বলজ্বল
ঢিলেঢালা	আঁটসাঁট	তিমির	আলোক
তৃষিত	তৃপ্ত	ত্বরা	ধীরতা/বিলম্ব
তেজি	মেদা, মন্দা	দরদি	নির্মম
দুষ্ট	শান্ত	দারক	দুহিতা
দ্যুলোক	ভূলোক	দুর্বিষহ	সুসহ
দ্রুত	মন্থর	ধৃত	মুক্ত
ধনী	নির্ধন	ধনাত্মক	ঋণাত্মক
ধূর্ত	সরল	নিন্দিত	নন্দিত
নির্লজ্জ	সলজ্জ/লাজুক	নির্মল	পঙ্কিল
নৈঃশব্দ	সশব্দ	নিষেধ	অনুমতি
নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ	নিষ্কৃতি	বন্ধন
প্রশস্ত	সংকীর্ণ	প্রফুল্ল	ম্লান
প্রাচ্য	প্রতীচ্য/পাশ্চাত্য	পুরস্কার	তিরস্কার
পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ	পালক	পালিত
ফতে (জয়)	পরাজয়	বাচাল	স্বল্পভাষী
বৈসাদৃশ্য	সাদৃশ্য	বিষ/গরল	অমৃত/সুধা
বিফলতা	সফলতা	বর্জন	গ্রহণ
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	বিয়োগান্ত	মিলনান্ত
ভূত	ভবিষ্যৎ	ভদ্র	ইতর
ভোঁতা	ধারালো/চোখা	ভাবনা	নির্ভাবনা
ম্লান, অনুজ্জ্বল	উজ্জ্বল	মান্য	ঘৃণ্য
মূর্ত	বিমূর্ত	মত্ত	নির্লিপ্ত
যজমান	পুরোহিত	মঞ্জুর	নামঞ্জুর
যৌবন	বার্ধক্য	যুক্ত	বিযুক্ত
যুগল	একক	যোজক	প্রণালি
রজত	স্বর্ণ	যোজন	বিয়োজন
লব	হর	লেখ্য	কথ্য, পাঠ্য
লিপ্সা	বিরাগ	লৌকিক	অলৌকিক
লেশ	যথেষ্ট	লিপ্ত	নির্লিপ্ত
শরিক	একবর্গা	শ্যামল	গৌরাঙ্গ
শাক্ত	বৈষ্ণব	শৈত্য/নিস্তাপ	তাপ
শুক্লপক্ষ	কৃষ্ণপক্ষ	শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা
শয়ন	উত্থান	শাসন	সোহাগ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	সদাচার	কদাচার
স্থাবর	জঙ্গম/অস্থাবর	সম্পদ	অভাব
হ্রাস	বৃদ্ধি	হতবুদ্ধি	স্থিতবুদ্ধি
হর্ষ	বিষাদ	হলাহল	অমৃত

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'সংশয়' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [NU-Science : 14-15]
ⓚ বিস্ময় ⓚ নির্ভয়
ⓖ দ্বিধা ⓖ প্রত্যয়
উ: ঘ

০২. 'মূর্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [NU-Science : 11-12]
ক) আমূর্ত খ) বিমূর্ত
গ) প্রমূর্ত ঘ) স্বতঃস্ফূর্ত
উ: খ

০৩. 'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ– [NU-Science : 10-11]
ক) গুপ্তপথ খ) চিলেকোঠা
গ) সিংহদ্বার ঘ) বাতায়ন
উ: গ

০৪. 'ব্যয়' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ – [NU-Science : 08-09]
ক) অপব্যয় খ) অপচয়
গ) সঞ্চয় ঘ) সঞ্জয়
উ: গ

০৫. 'তস্কর' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ – [NU-Science : 06-07]
ক) যাদু খ) সাধু
গ) কিঙ্কর ঘ) দুষ্কর
উ: খ

০৬. 'আঁটসাঁট' এর বিপরীতার্থক শব্দ – [NU-Science : 05-06]
ক) দৃঢ় খ) টানটান
গ) ঢলঢলে ঘ) ঠনকো
উ: গ

০৭. 'গতি'র বিপরীতার্থক শব্দ – [NU-Science : 04-05]
ক) স্থিতি খ) স্থির
গ) স্থায়ী ঘ) স্থানু
উ: ক

০৮. 'স্বতন্ত্র' শব্দের বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ – [NU-Science : 03-04]
ক) পরতন্ত্র খ) অসাধারণ
গ) বিশিষ্ট ঘ) বিচিত্র
উ: ক

০৯. 'গৌরব' এর বিপরীত শব্দ- [NU-Science : 02-03]
ক) লাঘব খ) কলঙ্ক
গ) নিন্দা ঘ) অপরাধ
উ: ক

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'অর্থী' শব্দটির বিপরীত শব্দ– [NSTU-A : 19-20]
ক) প্রার্থী খ) প্রত্যর্থী
গ) কৃতার্থী ঘ) কৃতার্থ
উ: খ

০২. 'উপত্যকা' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [CoU-C : 19-20]
ক) অভিত্যকা খ) অধিত্যকা
গ) পর্বত ঘ) চূড়া
উ: খ

০৩. 'নিন্দুক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [BRUR-A : 19-20]
ক) প্রশংসা খ) প্রশংসাকারী
গ) স্তাবক ঘ) গুণকর্তনকারী
উ: খ

০৪. 'ঔদ্ধত্য' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [JKKNIU-E : 19-20]
ক) সরল খ) বিনীত
গ) শান্ত ঘ) বিনয়
উ: ঘ

CS CamScanner

০৫. 'সৃষ্টি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [JKKNIU-E : 19-20]
ⓚ অনাসৃষ্টি ⓚ প্রলয়
ⓖ প্রচণ্ড ⓖ কোনোটিই নয়
উ: খ

০৬. 'খানিক' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? [HSTU-D : 19-20]
ক অল্প খ ভর্তি
গ অধিক ঘ খুব
উ: গ

০৭. 'অর্বাচীন' এর বিপরীতার্থ শব্দ কোনটি? [JUST-E : 19-20]
ক অচেনা খ নবীন
গ প্রাচীন ঘ তরুণ
উ: গ

০৮. 'আঁটি' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [BSMRSTU-E : 19-20]
ক আট খ ছাড়া
গ শাঁস ঘ পিছে
উ: গ

০৯. 'প্রবিষ্ট' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [IU-B : 18-19]
ক প্রস্থিত খ অপ্রবিষ্ট
গ বহির্গত ঘ নিষ্ক্রান্ত
উ: ক

১০. 'আকুঞ্চন' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [SHUBD-A : 18-19]
ক কুঞ্চন খ প্রসারণ
গ বিকুঞ্চন ঘ প্রসার
উ: খ

১১. 'অর্বাচীন' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী? [JUST-E : 18-19]
ক অচেনা খ নবীন
গ প্রাচীন ঘ তরুণ
উ: গ

১২. 'সংশয়' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [BSMRSTU-D : 18-19]
ক দ্বিধা খ নির্ভয়
গ বিস্ময় ঘ প্রত্যয়
উ: ঘ

১৩. 'খাতক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [PUST-C : 17-18]
ক অবিচল খ মহাজন
গ সাকার ঘ নিষ্ঠুর
উ: খ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক আগ্রহ খ নিগ্রহ
গ সাগ্রহ ঘ উপগ্রহ
উ: খ

০২. 'অপচয়' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক সাশ্রয় খ কৃচ্ছতা
গ কৃপণতা ঘ বিলাসী
উ: ক

০৩. 'ধনিক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক নির্ধন খ দরিদ্র
গ নিঃস্ব ঘ শ্রমিক
উ: ক

০৪. 'লগ্ন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক শুরু খ শেষ
গ চ্যুত ঘ ভোলা
উ: গ

০৫. 'পঙ্কিল' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক পরিচ্ছন্ন খ উজ্জ্বল
গ নির্মল ঘ অম্লান
উ: গ

০৬. 'গৌরব' এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ–
ক অপমান খ অমর্যাদা
গ লাঘব ঘ লজ্জা
উ: গ

০৭. 'যাযাবর' এর বিপরীত শব্দ–
ক গৃহকাতর খ ঘরকুনো
গ গৃহী ঘ গৃহগত
উ: গ

০৮. 'উগ্র' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
ক সৌম্য খ ভদ্র
গ অগ্র ঘ সুশীল
উ: ক

০৯. 'অহ' এর বিপরীতার্থক শব্দটি চিহ্নিত কর–
ক সূর্য খ গতি
গ অপর ঘ রাত্রি
উ: ঘ

১০. 'ভূত' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
ক বর্তমান খ ভাবী
গ প্রেত ঘ সম্ভব
উ: খ

১১. 'সচেষ্ট' এর বিপরীত শব্দ কী?
ক প্রচেষ্ট খ বলিষ্ঠ
গ নিশ্চেষ্ট ঘ অকর্মণ্য
উ: গ

১২. 'মর্সিয়া' এর বিপরীত অর্থ–
ক শোকগাথা খ লোকগাথা
গ জীবনগাথা ঘ আনন্দগাথা
উ: ঘ

১৩. 'অর্থী' এর বিপরীত শব্দ–
ক প্রার্থী খ প্রত্যর্থী
গ প্রার্থনাকারী ঘ যাচক
উ: খ

১৪. 'প্রাচীন' এর বিপরীত শব্দ–
ক তরুণ খ নবীন
গ অর্বাচীন ঘ নূতন
উ: গ

১৫. 'শৌখিন' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
ক কুশলী খ নোংরা
গ পেশাদার ঘ দুর্জন
উ: গ

১৬. 'ঢেংগা' শব্দের বিপরীতার্থক হলো–
ক খাটো খ লম্বা
গ ফর্সা ঘ শ্যাম
উ: ক

১৭. 'ঊন' শব্দের বিপরীতার্থক হলো–
ক খালি খ শূন্য
গ ভর্তি ঘ মিত
উ: গ

১৮. 'ধৃত' শব্দের বিপরীতার্থক কোনটি?
ক ধূর্ত খ ধীর
গ মুক্ত ঘ মন্থর
উ: গ

১৯. 'সংহত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক বিবৃত খ বিভক্ত
গ অসংযত ঘ অশক্ত
উ: খ

২০. 'আড়ি' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক উন্নত খ বিনয়
গ উষ্ণ ঘ ভাব
উ: ঘ

২১. 'তিরস্কার' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক অনুদান খ উপহার
গ পুরস্কার ঘ পরিষ্কার
উ: গ

CamScanner

অধ্যায় ২০

বাক্য সংক্ষেপণ বা বাক্য সংকোচন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ **বাক্য সংক্ষেপণ :** একটি বাক্য বা বাক্যাংশকে অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বাক্য সংকোচন বা বাক্য সংক্ষেপণ বলে। যেমন : অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার- **চতুরঙ্গ**।

☞ **ড. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হোসেনের মতে,** একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। যেমন : অঘটন ঘটাতে অতিশয় পটু- **অঘটনঘটনপটীয়সী**।

গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংক্ষেপণের উদাহরণ

অ

অকালে পক্ব হয়েছে যা- **অকালপক্ব**।
অকালে উৎপন্ন কুমড়া- **অকালকুষ্মাণ্ড**।
অকালে বা অসময়ে বোধন বা জাগরণ করা হয়েছে যাকে- **অকালবোধন**
অক্ষির সমীপে- **সমক্ষ**।
অক্ষির সমক্ষে বর্তমান- **প্রত্যক্ষ**।
অক্ষির অগোচরে- **পরোক্ষ**।
অক্ষি পত্রের (চোখের পাতার) লোম- **অক্ষিপক্ষ্ম**
অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর)- **কামাক্ষী**
অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালীন ব্রত- **সেঁজুতি**
অগ্র-পশ্চাৎ ক্রমঅনুযায়ী- **আনুপূর্বিক**
অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে- **অবিমৃশ্যকারী**
অগ্রে জন্মেছে যে – **অগ্রজ**
অঘটন ঘটাতে অতিশয় পারদর্শী যে নারী- **অঘটনঘটনপটিয়সী**
অজকে(ছাগলকে) গ্রাস করে যা – **অজগর**
অধর-প্রান্তের হাসি – **বক্রোষ্ঠিকা**
অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার- **অনভিজ্ঞ**
অহংকার নেই যার- **নিরহংকার**।
অনুকরণ করার ইচ্ছা – **অনুচিকীর্ষা**।
অনশনে মৃত্যু – **প্রায়**
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা – **অনুসন্ধিৎসা**।
অপকার করার ইচ্ছা – **অপচিকীর্ষা**।
অনুতে (বা পশ্চাতে) জন্মেছে যে- **অনুজ**।
অন্যের অপেক্ষা করতে হয় না যাকে – **অনপেক্ষ**
অন্বেষণ করার ইচ্ছা – **অন্বেষা**
অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা থাকার পরও যে কনিষ্ঠার বিয়ে হয় – **অগ্রেদিধিষু**।
অবজ্ঞায় নাক উঁচু করেন যিনি – **উন্নাসিক**
অন্ন-ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য আহার্য – **জলপান**
অন্ন গ্রহণ করিয়া যে প্রাণ ধারণ করে- **অন্নগতপ্রাণ**
অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার – **অনভিজ্ঞ**
অর্থ উপার্জন করা যায় যে সকল ফসল থেকে- **অর্থকরী**
অর্থ নেই যাহার – **নিরর্থক**
অতিশয় রক্ষণশীল- **দুর্মর**।
অভ্রান্ত জ্ঞান – **প্রমা**
অভ্র(মেঘ)লেহন/স্পর্শ করে যা- **অভ্রংলিহ**
অরিকে দমন করে যে- **অরিন্দম**
অরিকে জয় করেন যিনি- **অরিজিৎ**
অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড- **দাবানল/দাবাগ্নি**।
অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখার স্থান- **পিঁজরাপোল**।
অশ্ব রাখার স্থান- **আস্তাবল**।
অশ্বের ডাক – **হ্রেষা**।
অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার – **চতুরঙ্গ**
অশ্বের চালক – **সাদী**
অশ্বে আরোহণ করে যে সৈনিক – **অশ্বারোহী**
অষ্টপ্রহর ব্যবহার্য যা – **আটপৌরে**
অলঙ্কারের ধ্বনি- **শিঞ্জন**।
অসম সাহস যার – **অসমসাহসিক**
অসির (তলোয়ারের) ধ্বনি – **ঝঞ্জন**
অহং বা আত্মা সম্পর্কে অতিশয় সচেতন – **অহমিকা**
অহংকার নেই যার – **নিরহংকার**
অব্যক্ত মধুর যে ধ্বনি- **কলতান**।
অঙ্গের সঙ্গে বর্তমান- **স্বাঙ্গ**।
অন্তরে জল আছে এমন যে – **অন্তঃসলিলা**
অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ- **আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত**।
অন্য কোনো কর্ম নেই যার- **অনন্যকর্মা**।
অতি কর্মনিপুণ ব্যক্তি- **করিতকর্মা, ধুরন্ধর**।
অগ্নি উৎপাদনের কাঠ- **অরণি**।
অন্য কর্তৃক বিবাহিতা- **পরোঢ়া**।
অন্ধকার রাত্রি- **তামসী**।
অতি আসন্ন – **অত্যাসন্ন**
অতি উচ্চ ধ্বনি- **মহানাদ**।
অতি নিপুণ কারিগর- **ওস্তাগর**।
অতি নিকৃষ্ট – **নরাধম**
অতি বৃদ্ধা নারী- **বড়ায়ি**।
অতি উচ্চস্বরে বিকট হাসি – **অট্টহাসি**
অতি দীর্ঘ নয় যা – **নাতিদীর্ঘ**
অতি শীতও নয় উষ্ণও নয় এমন – **নাতিশীতোষ্ণ**
অতিশয় রমণীয় – **সুরম্য**
অজকে গ্রাস করে যা- **অজগর**।
অন্য কাল – **কালান্তর**
অন্য গতি নেই যার- **অগত্যা**।
অন্য গতি – **গত্যন্তর**
অন্য গৃহ – **গৃহান্তর**
অন্য গ্রহ – **গ্রহান্তর**
অন্য দেশ – **দেশান্তর**
অন্য যুগ – **যুগান্তর**
অন্য রূপ – **রূপান্তর**
অন্য ভাষায় রূপান্তর – **অনুবাদ**
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত – **অনূদিত**
অন্য লিপিতে রূপান্তর – **লিপ্যন্তর**
অনায়াসে লাভ করা যায় যা – **অনায়াসলভ্য**
অন্য দিকে মন যার – **অন্যমনস্ক**
অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয় না এমন নারী- **অনন্যা**।
অন্য দিকে মন নেই যার – **অনন্যমনা**
অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার- **ভূয়োদর্শী**।
অনেক কষ্টে যা অধ্যয়ন করা যায় – **দুরধ্যয়**
অনেকের মধ্যে একজন – **অন্যতম**।
অনেকের মধ্যে প্রধান – **শ্রেষ্ঠ**
অন্য সহায় নেই যার- **অনন্যসহায়**।

আ

আকাশে (খ-তে)ওড়ে যে বাজি – **খ-ধূপ**
আচারে নিষ্ঠা আছে যার- **আচারনিষ্ঠ**।
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা- **আত্মকেন্দ্রিক**।
আপনাকে সর্বস্বভাবে যে – **আত্মসর্বস্ব**
আপনাকে ভুলে থাকে যে –**আত্মভোলা**
আয়নায় প্রতিফলিত রূপ –**প্রতিবিম্ব**
আমার তুল্য –**মাদৃশ**
আরাধনা করিবার যোগ্য –**আরাধ্য**
আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার- **আস্তিক**।
আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার- **নাস্তিক**।
আদরিণী কন্যা- **দুলালী**।
আরম্ভ করা হয়েছে এমন- **আরব্ধ**
আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি – **কোজাগর**।
আহ্বান করা হয়েছে যাকে- **আহূত**।
আকাশে গমন করে যে – **বিহঙ্গ**
আকাশে বেড়ায় যে- **আকাশচারী, খেচর**।
আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল –**রোদসী**।
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে- **পণ্ডিতম্মন্য**।
আড় চোখে চাউনি- **কটাক্ষ**।
আঙুর ফল- **দ্রাক্ষা**।
আট বছর বয়সি কন্যা –**গৌরী**
আট মাসে ভূমিষ্ঠ হয় যে –**আটাসে**
আশি বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তি –**অশীতিপর**
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত- **আদ্যন্ত,আদ্যোপান্ত**
আদি নেই যার –**অনাদি**
আশা ভঙ্গজনিত খেদ- **বিষাদ**।
আট মাসে জন্মেছে যে- **আটাশে**।
আত্মার সম্বন্ধীয় বিষয়- **আধ্যাত্মিক**।
আনন্দজনক ধ্বনি – **নন্দিঘোষ**।
আনন্দের আতিশয্যে সৃষ্ট কোলাহল – **হর্‌রা**।
আরোহণ করেছে এমন- **আরূঢ়**
আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য অর্থের দ্যোতনা- **ব্যঞ্জনা**।
আকাশ ও পৃথিবী- **ক্রন্দসী**।
আপনার রঙ যে লুকায়- **বর্ণচোরা**।
আপনাকে হত্যা করে যে – **আত্মঘাতী**
আকস্মিক দুর্দৈব- **উপদ্রব**।
আঘাতের বিপরীত- **প্রতিঘাত**।
আদব কায়দায় যে চৌকশ কিন্তু নির্মা- **লেফাফাদুরস্ত**।
আয় অনুসারে ব্যয় করেন যিনি – **মিতব্যয়ী**
আয়ুর পক্ষে হিতকর – **আয়ুষ্য**।
আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা- **বরাভয়**।

ই

ইতিহাস রচনা করেন যিনি- **ঐতিহাসিক**।
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি- **ইতিহাসবেত্তা**।
ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী – **ঐন্দ্রজালিক**
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে- **জিতেন্দ্রিয়**।
ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি – **ইন্দ্রজিৎ**
ইহলোকে সামান্য নয়- **অলোকসামান্য**।
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি- **দাগি**।
ইতস্তত গমনশীল বা সঞ্চরণশীল – **বিসর্পী**
ইন্দ্রের অশ্ব- **উচ্চৈঃশ্রবা**।
ইন্দ্রিয়ের সংযম- **দম**।
ইষ্টক নির্মিত গৃহ – **অট্টালিকা**।
ইহলোক সম্পর্কিত – **ইহলৌকিক**

ঈ

ঈষৎ চঞ্চল- **আলোল**।
ঈষৎ পাংশুবর্ণ- **ধূসর**।
ঈষৎ পীত বর্ণ – **আপীত**
ঈষৎ রক্ত বর্ণ – **আরক্ত**
ঈষৎ লাল হয়েছে এমন- **আরক্তিম**।
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার- **আঁষটে**।
ঈষৎ বক্র- **বঙ্কিম**।
ঈষৎ হাস্য- **স্মিত**।
ঈষৎ উষ্ণ- **কবোষ্ণ**।
ঈষৎ শিক্ষিত – **শিক্ষিতকল্প**
ঈষৎ রুগ্‌ণ – **রোগাটে**
ঈষৎ নীল – **নীলাভ**
ঈষৎ মধুর – **আমধুর**
ঈষৎ কম্পিত – **আকম্পিত**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উ

উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার- প্রত্যুৎপন্নমতি।
উপদেশ ছাড়া লব্ধ প্রথম জ্ঞান- উপজ্ঞা।
উরস বা বুকে ভর দিয়ে চলে যে- উরগ।
উপমা নেই যে নারীর- নিরুপমা।
উৎসবের নিমিত্ত নির্মিত গৃহ- মণ্ডপ।
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধন- ঋক্থ।
উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির- টঙ্গি।
উচ্চারণ করা যায় না যা – অনুচ্চার্য
উচ্চারণ করা কঠিন – দুরুচ্চার্য
উড়ে যাচ্ছে এমন – উড্ডীন/উড্ডীয়মান
উপমা নেই যার- অনুপম।
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক- বলাকা।
উটের/হস্তীর শাবক- করভ।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে- কৃতজ্ঞ।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না- অকৃতজ্ঞ।
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন
উপকার করার ইচ্ছা – উপচিকীর্ষা
উচ্চ শব্দ- নির্ঘোষ
উদয় হচ্ছে যা- উদীয়মান
উপরতলার ঘর- বালাখানা।
উচিত্যের অভাব- অনৌচিত্য।
উত্তম অলংকারে সুসজ্জিত নটীগণের নৃত্য – যৌবত
উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাঁচের চুড়ি – বেলোয়ারি চুড়ি
উদক(জল)পানের ইচ্ছা – উদন্যা
উলুউলু ধ্বনি- অলোলিকা।
উপচে পড়ছে এমন – উপচীয়মান

ঊ

ঊর্ধ্বমুখে সাঁতার- চিৎ সাঁতার।
ঊর্ধ্বে গমনশীল- ঊর্ধ্বগামী।
ঊরুর হাড়- ঊর্বস্থি।
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা- অবতরণ।
ঊর্ধ্বদিকে গতি যার- ঊর্ধ্বগতি

ঋ

ঋণ শোধের জন্য যে ঋণ করা হয় – ঋণার্ণ
ঋণগ্রস্ত অবস্থা- ঋণিতা।
ঋষির উক্তি- আর্ষ।
ঋষির ন্যায়- ঋষিকল্প।
ঋণ দেয় যে- উত্তমর্ণ।
ঋণ নেয় যে- অধমর্ণ।
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি- ঋত্বিক।

এ, ঐ

এক যুগের সারা, অন্য যুগের শুরু- যুগসন্ধি।
এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর কল্পনা – অধ্যাস
এক তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র – একতারা
এক বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট যার – একাগ্রচিত্ত
একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায় – ওষধি
একশত পঞ্চাশ বছর – সার্ধশত বছর
একান্ত অনুগত বা ভক্ত- নেওটা।
একা একা কথা বলা- স্বগতোক্তি।
একই পথের পথিক- হামরাহী।
একের পরিবর্তে অপরের সই – বকলম
একের পরিবর্তে অনেক – বিকল্প
একবার শুনলে যার মনে থাকে – শ্রুতিধর
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় যে- যাযাবর
এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ- বুকনি।
একই সময়ে বর্তমান- সমসাময়িক।
একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ
এক সঙ্গে যারা যাত্রা করে- সহযাত্রী
এক স্ত্রী সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহ- অধিবেদন।
একই সময়ে- যুগপৎ।
একই মাতার উদরে জাত যে- সহোদর।
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত- একাদিক্রমে।
একের পরিবর্তে অপরের সই- বকলম।
এখনও যার বালকত্ব যায় নি – নাবালক
একগুঁয়ে লোকের যুক্তিহীন তর্ক- এঁড়েতর্ক।
ঐক্যের অভাব আছে যাতে- অনৈক্য।
ঐতিহাসিককালেরও আগের – প্রাগৈতিহাসিক
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি- ঐশ্বর্যবান।

ও, ঔ

ওষ্ঠ ও অধর- ওষ্ঠাধর।
ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য বর্ণ- ঔষ্ঠ্য।
ঔষধ সংযোগে রক্ষিত মৃতদেহ- মমি।
ঔষধ সম্বন্ধীয়- ঔষধীয়।
ঔষধের বিপণি- ঔষধালয়।
ওষধি থেকে উৎপন্ন – ঔষধ।
ওষ্ঠের নিকট আগত- ওষ্ঠাগত।
ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য- অনুপান।
ঔষধকেই যে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন- ঔষধাজীবী।

ক

কণ্ঠ পর্যন্ত – আকণ্ঠ
কর্ণ পর্যন্ত – আকর্ণ
কটিদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত – অধঃকায়
করার ইচ্ছা – চিকীর্ষা
কুমারীর পুত্র- কানীন।
ক্রয় করা উচিত যা- ক্রেতব্য।
ক্রমাগত অশ্রু ঝরছে এমন- গলদশ্রু।
ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে যাহা – ক্রমাগত
ক্রমকে বজায় রাখিয়া – ক্রমান্বয়ে /যথাক্রমে
কাঠ কাটে যে- কাঠুরে।
কুকুরের ডাক- বুক্কন।
কর্কশ ধ্বনি- ক্রেঙ্কার।
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী- কর্মঠ।
কাচের তৈরি বাড়ি – শিশমহল
কাজে যার অভিজ্ঞতা আছে – করিতকর্মা
কোকিলের ডাক – কুহু
কি করতে হবে তা বুঝতে না পারা- কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কুকুরের ডাক – বুক্কন
কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবচনাদি প্রয়োগ – বুকনি
কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না- অনিবার্য।
কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি- অমাবস্যা।
করুণা আছে যার- কারুণিক।
কিছু করতে ইচ্ছুক- চিকীর্ষু।
কারো অপেক্ষা রাখে না যে- নিরপেক্ষ।
কোনো বিষয়ে যে শ্রদ্ধা হারিয়েছে- বীতশ্রদ্ধ।
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু – বন্ধুর
কোনটা দিক আর কোনটা বিদিগ এই জ্ঞান নাই যার – দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য
কাঠের দ্বারা নির্মিত- কাঠরা।
কূপের ব্যাঙের মতো স্থূলবুদ্ধি যার- কূপমণ্ডূক।
কালো হলুদের মিশানো রং- কপি
কপালে আঁকা তিলক- রসকলি।
কর্মে ক্লান্তি নেই যার – অক্লান্তকর্মী
ক্লান্তি নেই যার – অক্লান্ত।
কুবেরের ধন রক্ষক- যক্ষ।
কুল ত্যাগ করে যে- কুলটা
কুলের কল্যাণস্বরূপা যে গৃহিণী – কুললক্ষ্মী
কুলে কলঙ্ক লেপন করে – কুলকলঙ্ক
কুলের কীর্তিতে কলঙ্ক লেপন করে যে- কুলাঙ্গার
কুলের কীর্তি বর্ধনকারী যে সন্তান – কুলপ্রদীপ
কুলের অলংকার বা বিশিষ্ট মর্যাদা আনয়ন করে যে- কুলতিলক
ক্রীড়নশীল তরঙ্গ- চলোর্মি।
কামনা দূর হয়েছে যার- বীতকাম।
কোনো লেখনের ছেঁড়া অংশ- কুপন।
কোনো কিছু থেকেই যার ভয় নেই – অকুতোভয়
কটিদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত অংশ- অধঃকায়।
কনুই থেকে বদ্ধ মুষ্টি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য- রত্নি।
কৃষ্ণ পক্ষের শেষ তিথি – অমাবস্যা

ক্ষ

ক্ষমার যোগ্য – ক্ষমার্হ
ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী – ক্ষণস্থায়ী
ক্ষণে ক্ষণে যার খেয়াল বদলায়- খামখেয়ালি।
ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি- খেসারত।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম- পঞ্চভূত।
ক্ষীণ প্রতিধ্বনির বিস্তার- অনুরণন।
ক্ষমা করার ইচ্ছা- তিতিক্ষা, চিক্ষমিষা।
ক্ষুদ্র জাতীয় বকবিশেষ- বলাক।
ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি – বলাকা
ক্ষুদ্র হাঁস – পাতিহাঁস
ক্ষুদ্র শিয়াল – খেঁকশিয়াল
ক্ষুদ্র লেবু – পাতিলেবু
ক্ষুদ্র প্রলয় – খণ্ডপ্রলয়
ক্ষুদ্র চিহ্ন – বিন্দু
ক্ষুদ্র ফোঁটা বা বিন্দু – ফুটকি
ক্ষুদ্র বাগান – বাগিচা
ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড –নুড়ি
ক্ষুদ্র নাটক – নাটিকা
ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র – নাকাড়া
ক্ষুদ্র গ্রাম – পল্লি
ক্ষুদ্র নালা – নালি
ক্ষুদ্র গাছ – গাছড়া
ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া – টাটু/টাট্টু
ক্ষুদ্র অঙ্গ – উপাঙ্গ
ক্ষুদ্র কূপ – পাতকুয়া
ক্ষুদ্র নদী – সারণি
ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন – পিঁড়ি
ক্ষুদ্র রাজা – রাজড়া
ক্ষুদ্র রথ – রথার্ভক
ক্ষুদ্র বিন্দু – ফুটকি
ক্ষুদ্র লতা – লতিকা
ক্ষুদ্র ফোঁড়া- ফুসকুড়ি/ফুসকুরি
ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র – ভাঁড়
ক্ষেপণ করা হচ্ছে যা- ক্ষিপ্যমান

খ

খাজনা আদায় করে যে- খাজাঞ্চি।
খরচের হিসাব নেই যার- বেহিসেবি।
খুব দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ।
খেয়া পার করে যে- পাটনি।
খাইবার ইচ্ছা – লিপ্সা
খাতাপত্র রাখার ঘর- দপ্তরখানা

গ

গমন করতে পারে যে- জঙ্গম।
গবাদি পশুর চর্বিতচর্বণ বা রোমন্থন – জাবর
গরুর খুরে চিহ্নিত স্থান – গোষ্পদ
গমনের ইচ্ছা- জিগমিষা।
গদ্যপদ্যময় কাব্য – চম্পূ
গভীর রাত্রি- নিশীথ।
গম্ভীর ধ্বনি – মন্দ্র
গলায় কাপড় দিয়া – গলবস্ত্র
গাছ ভাঙার শব্দ – মড়মড়
গাছে উঠতে পটু যে – গেছো
গ্রহণের জন্য উপুড় হামাগুড়ি প্রদান – হুমড়ি
গ্রন্থাদির অধ্যায়- স্কন্ধ।
গ্রহণ করার ইচ্ছা- জিঘৃক্ষা।
গ্রন্থাদির টীকা- দীপিকা।
গ্রীবা সুন্দর যা – সুগ্রীব
গর্দভের বাসস্থান- খরশাল।
গুরুর পত্নী- গুর্বী।
গুরুর ভাব- গরিমা।
গুরুর বাসগৃহ – গুরুকুল
গোপন করার ইচ্ছা- জুগুপ্সা।
গো দোহনকারী কন্যা- দুহিতা।
গজের মুখের মতো মুখ যার- গজানন।

ঘ

ঘরের অভাব/ঘর নাই যার – হা-ঘর
ঘর্ষণ বা পেষণজাত গন্ধ- পরিমল।
ঘোড়ার কদমের শব্দ- দড়বড়।
ঢোঁক গিলে কথা বলা- ইতস্তত করা।
ঘোড়ার ডাক- হ্রেষা।
ঘ্রাণের যোগ্য- ঘ্রেয়।
ঘৃণার যোগ্য – ঘৃণ্য/ঘৃণার্হ
ঘুমে আচ্ছন্ন যে – ঘুমন্ত বা সুপ্ত

চ

চক্ষুর নিমেষকাল- পলক।
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত – চাক্ষুষ
চর্বিত খাদ্যের পুনরায় চর্বণ- জাবর।
চর্চা করা হয়নি এমন- অননুশীলিত।
চুরি করার ভীষণ বাতিক – চৌর্যোন্মাদ
চক্ষুকর্ণ দ্বারা যা জানতে পারা যায় না- অতীন্দ্রিয়।
চৈত্র মাসের ফসল- চৈতালি।
চোখের সুখ- প্রিয়দর্শন।
চিত্তের তৃপ্তিদায়ক- দিলখোশ।
চোখের দ্বারা গৃহীত- গোচর।
চিন্তার অতীত – চিন্তাতীত
চিবিয়ে খেতে হয় যা- চর্ব্য।
চুষে খাওয়া হয় যা- চূষ্য।
চুক্তির নিয়ন্ত্রক নিয়ম- শর্ত।
চৌত্রিশ বর্ণের স্তব- চৌতিশা।
চেটে খাওয়ার যোগ্য- লেহ্য।
চোখের কোণ- অপাঙ্গ।
চোখের নিমেষ না ফেলিয়া – অনিমেষ
চোখে দেখা যায় এমন – চক্ষুগোচর

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ছ

ছয় মাস অন্তর ঘটে- ষাণ্মাসিক।
ছন্দে নিপুণ যিনি- ছান্দসিক।
ছল করিয়া কান্না – মায়াকান্না
ছিন্ন বস্ত্র- চীর।
ছুতারের বৃত্তি (কাজ)- তক্ষণ।
ছেঁড়া হয়েছে এমন- ছিন্ন।
ছেঁকে পরিষ্কার বা শোধন করা হয়েছে- পরিস্রুত
ছোটদের লেখার তলপাতার গুচ্ছ বা তাড়া- পাততাড়ি
ছেলে ধরে যে- ছেলেধরা।

জ

জন্মে নাই যা – অজ
জরাগ্রস্ত হয় না এমন- অজর।
জটা আছে যাতে- জটিল।
জতুনির্মিত গৃহ- জতুগৃহ।
জীবিত থেকেও যে মৃত- জীবন্মৃত।
জয় করার ইচ্ছা – জিগীষা
জয় করা হয়েছে- জিত।
জয়সূচক যে উৎসব- জয়ন্তী।
জয় সূচনা করে এমন তিথি- শুভতিথি
জয়ের জন্য যে উৎসব- জয়োৎসব
জলে চরে যে- জলচর
জলে ও স্থলে চরে যে – উভচর
জলপানের জন্য দেয় অর্থ- জলপানি (বৃত্তি)
জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্যতিরেকে কনিষ্ঠের বিবাহ- পরিবেদন।
জানু (হাঁটু) পর্যন্ত – আজানু
জানু পর্যন্ত লম্বিত- আজানুলম্বিত।
জ্বলজ্বল করছে যা- জাজ্বল্যমান
জ্বলছে যে অর্চি (শিখা) – জ্বলদর্চি
জন্মকাল হতে- জন্মাবধি।
জেনেও যে পাপ করে- জ্ঞানপাপী।
জজের বৃত্তি বা কাজ – জজিয়তি
জনরব শুনে যে হাজির হয়- রবাহূত
জ্ঞান লাভ করা যায় যে ইন্দ্রিয় দ্বারা- জ্ঞানেন্দ্রিয়
জ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যমান- সজ্ঞান।
জানা যায় না যা- অজ্ঞেয়।
জানার যোগ্য – জ্ঞাতব্য
জন্মেনি যে- অজ।

ঝ

ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা- ঝাপটা।
ঝন ঝন শব্দ- ঝঙ্কার/ঝনৎকার।
ঝাড়মোছ হয় যার দ্বারা- ঝাড়ন।

ট, ঠ

টাইমের বাইরে- বেটাইম।
টোল পড়েনি এমন- নিটোল।
ঠাণ্ডায় পীড়িত- শীতার্ত।
ঠাকুরের ভাব- ঠাকুরালি
ঠেঙিয়ে ডাকাতি করে যারা- ঠ্যাঙারে

ড, ঢ

ডাকা বা আহ্বান করা হয়েছে এমন – আহূত
ডালিমের কুঁড়ি- আনারকলি।
ডোম জাতীয়া স্ত্রীলোক- ডোম্বী।
ঢাক বাজায় যে- ঢাকী।
ঢাকায় উৎপন্ন – ঢাকাই
ঢেউয়ের ফলে ছলাৎছলাৎ শব্দ- ছলচ্ছল
ঢিপির মতো- ঢেপসা।

ত, থ

অন্ত থেকে জাত- অন্তজ।
তার তুল্য – তাদৃশ
তর্কের সঙ্গে বর্তমান – তার্কিক
তিন ভাগের এক ভাগ- তেহাই।
তিন মোহনার মিলন যেখানে – তেমোহানা
তুলনা নেই যার – অতুলনীয়
তুষের আগুনের মতো মর্মদাহী- তুষানল।
তল স্পর্শ করা যায় না যার- অতলস্পর্শী।
ত্রিকালের ঘটনা জানেন যিনি – ত্রিকালজ্ঞ
তৃণাচ্ছাদিত ভূমি – শাদ্বল
ত্যাগ করা হচ্ছে এমন- ত্যাজ্য।
ত্বরায়(ত্বরিত) গমন করে যে- তুরগ।
ত্রাণ করেন যিনি- ত্রাতা।
তুলা থেকে তৈরি- তুলট।
তোপের ধ্বনি- গুড়ুম।
তোমার মতো- ত্বাদৃশ।
থাবার আঘাত- থাপড়/থাপ্পড়।
থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি- ঠমক।

দ

দুটি মাত্র দাঁত যার- দ্বিরদ (হাতি)।
দূর ভবিষ্যৎ ভেবে দেখে না যে- অদূরদর্শী।
দর্প নাশ করে যে- দর্পনাশী/দর্পহারী।
দর্শন করা হয়েছে এমন – প্রেক্ষিত
দাঙ্গা, খুন-জখম ইত্যাদির স্থান- অকুস্থল।
দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী- দিধিষু।
দেবতার তুল্য – দেবোপম
দেবতা থেকে উৎপন্ন – আধিদৈবিক
দমন করা যায় না যাকে- অদম্য।
দমন করা কষ্টকর যাকে- দুর্দমনীয়।
দাড়ি জন্মেনি যার- অজাতশ্মশ্রু।
দু মনুর শাসনের সন্ধিকাল- মন্বন্তর।
দুয়ের মধ্যে এক- অন্যতর।
দেখার ইচ্ছা- দিদৃক্ষা।
দণ্ড দিবার যোগ্য- দণ্ডনীয়, দণ্ডার্হ।
দু রথীর যুদ্ধ- দ্বৈরথ।
দোহনের যোগ্য- দোহনীয়।
দ্রব হয়েছে যা- দ্রবীভূত।
দান করার ইচ্ছা- দিৎসা।
দান করা উচিত- দাতব্য।
দামি জিনিস রাখা হয় যেখানে – তোশাখানা
দারুণ মানসিক দুঃখ- অন্তর্দাহ।
দগ্ধ হচ্ছে এমন – দহ্যমান
দুগ্ধ ফেনার মতো শুভ্র- দুগ্ধফেননিভ।
দিনের পূর্ব ভাগ – পূর্বাহ্ণ
দিনের মধ্য ভাগ – মধ্যাহ্ন
দিনের অপর ভাগ – অপরাহ্ণ
দিনের সায় (অবসান) ভাগ – সায়াহ্ন
দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া – অহোরাত্র
দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ – সন্ধ্যা
দিনে একবার আহার করে যে- একাহারী।
দুই দিকে অপ যার – দ্বীপ
দুই হাত সমান চলে যার – সব্যসাচী
দেহ সম্বন্ধীয় – দৈহিক
দেহে, মনে ও কথায়- কায়মনোবাক্যে।
দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার- দ্বৈপায়ন।
দ্বারে থাকে যে – দৌবারিক
দেখে চোখের আশা মেটে না যাকে – অতৃপ্তদৃশ্য
দু'বার ফল ধরে যে গাছে- দোফলা।
দুই বার জন্মে যা – দ্বিজ
দুই বার বিবাহিত পুরুষের প্রথম স্ত্রী – অধিবিন্না
দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল- দোয়াব।

ধ

ধনের দেবতা- কুবের।
ধনুকের ধ্বনি- টঙ্কার
ধন্যবাদের যোগ্য – ধন্যবাদার্হ
ধর্মীয় কাজ করার জন্য তীর্থভ্রমণ – প্রব্রজ্যা
ধারা ধরে চলে যে – ধারাবাহিক
ধর্মপুরুষ বা সন্ন্যাসীর পর্যটন – পরিব্রাজন
ধূলার মতো রং যার- পাংশুল।
ধীরে যে গমন করে- ধীরগামী/মন্দগামী।
ধী শক্তির অধিকারী- ধীমান।
ধুর (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) ধারণ করে যে – ধুরন্ধর
ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণযুক্ত- ধোঁয়াটে।
ধ্যানে মগ্ন যিনি- ধ্যানস্থ।
ধূলায় পরিণত- ধূলিসাৎ।
ধার করতে ইচ্ছুক- ঋণপ্রার্থী।

ন

নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার- নশ্বর।
নষ্ট হওয়া স্বভাব নয় যার – অবিনশ্বর
নদী মেখলা যে দেশের- নদীমেখলা।
নদী মাতা যার – নদীমাতৃক
নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত জনগণ- নদীসিকস্তি
নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার – ললন্তিকা
নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে- নাবিক।
ন্যায়শাস্ত্র জানেন যিনি- নৈয়ায়িক।
নিন্দার যোগ্য নয় যা- অনিন্দনীয়।
নিন্দা করার ইচ্ছা – জুগুপ্সা
নিবারণ করা যায় না এমন- অনিবার।
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে- নিদাঘ।
নিজেকে যে নিজেই সৃষ্টি করেছে- স্বয়ম্ভু।
নিজেকে বড় ভাবে যে – হামবড়া
নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এমন- ক্ষিপ্যমাণ।
নির্মাণ করার ইচ্ছা- নির্মিৎসা।
নিশাকালে চরে বেড়ায় যে – নিশাচর
নীল বর্ণ বানর- উলুক।
নীল বর্ণ পদ্ম – ইন্দিবর
নির্ভুল মুনিবাক্য- আপ্তবাক্য।
নিজের দ্বারা অর্জিত- স্বোপার্জিত।
নূপুরের ধ্বনি- নিক্কণ।
নারীর লীলায়িত নৃত্য- লাস্য।
নারীর কটিভূষণ – রশনা
নারীর কোমরবেষ্টনিভূষণ – মেখলা

প

পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব – রজতজয়ন্তী
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব – সুবর্ণজয়ন্তী
পা থেকে মাথা পর্যন্ত- আপাদমস্তক।
পা ধোয়ার জল – পাদ্য
পরকে প্রতিপালন করে যে- পরভৃৎ(কাক)।
পূজা পাওয়ার যোগ্য- পূজার্হ।
প্রকাশিত হইবে এমন – প্রকাশিতব্য
প্রতিবিধান করতে ইচ্ছুক- প্রতিবিধিৎসু।
প্রতি সপ্তাহে তিন দিন – বারত্রয়িক
প্রতিকার করার ইচ্ছা – প্রতিচিকীর্ষা
প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা – শবেজান
প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন – প্রভাতকল্পা
পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত- সুপ্তোত্থিত।
পাজরের হাড় কম যার- উনপাঁজুরে।
পঙ্কে জন্মে যা – পঙ্কজ
পরকাল সম্পর্কিত – পারলৌকিক
পরস্পর আঘাত – সংঘর্ষ
পিতার মৃত্যুর পর যে সন্তানের জন্ম হয়েছে- মরণোত্তরজাতক
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য
পরের দ্বারা প্রতিপালিত যে- পরভৃত।
পরকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে যে – পরজীবী
পরের অন্নে যে জীবন ধারণ করে থাকে- পরান্নজীবী
পরের শ্রী দেখে যার মন কাতর হয়- পরশ্রীকাতর
পরিব্রাজকের ভিক্ষা- মাধুকরী।
পরিমাণ মতো খায় যে- মিতাহারী।
পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ- অধিবেদন
পত্নীর সাথে বর্তমান – সপত্নীক
পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা – দেদীপ্যমান
পুনঃ পুনঃ জ্বলছে যা – জাজ্বল্যমান
পাঠ করিতে হইবে এমন – পঠিতব্য
প্রথম স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় দার গ্রহণ- অধিবিন্না।
পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা স্বভাব যার- ছিদ্রান্বেষী।
পদ্মের ন্যায় অক্ষি যার- পুণ্ডরীকাক্ষ।
পূর্বে যা চিন্তা করা হয়নি- অচিন্তিতপূর্ব।
পূর্ণিমার চাঁদ- রাকা, পূর্ণেন্দু।
পূর্ব ও পরের অবস্থা- পৌর্বাপর্য।
পূর্বে ছিল, এখন নেই- ভূতপূর্ব।
পা দিয়ে চলে না যে – পন্নগ (সাপ)
পেতে ইচ্ছা- ঈপ্সা।
প্রশংসার যোগ্য – প্রশংসার্হ
প্রবেশ করার ইচ্ছা- বিবিক্ষা।
পান করার ইচ্ছা – পিপাসা
প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা – প্রিয়চিকীর্ষা
প্রিয় বাক্য বলে যে – প্রিয়ভাষী
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা – প্রতিবিধিৎসা
পট চিত্র আঁকে যে- পটুয়া।
পদ্মের ডাঁটা বা নাল- মৃণাল।
পদ্মের ঝাড় বা মৃণালসমূহ – মৃণালিনী
পাখির ডাক- কূজন।
পাখির কলরব – কাকলি
পেঁচা বা উলুকের ডাক – ঘুৎকার
পূর্বকাল সম্পর্কিত- প্রাক্তন।
পড়ার উপযুক্ত- পঠিতব্য।
প্রদীপ শীর্ষের কালি- অঞ্জন।
পান করার যোগ্য নয়- অপেয়।
পথ চলার খরচ- পাথেয়
পাহাড় থেকে অবতরণের পথ- উতরাই।
পায়ে হেঁটে যে গমন করে না- পন্নগ।
পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা- পার্থিব।
পঙ্‌ক্তিতে বসার অযোগ্য- অপাঙ্‌ক্তেয়।
পুরুষের কর্ণভূষণ- বীরবৌলী।
পুরুষের কটিবন্ধ – সরাসন
পুরুষের উদ্দাম নৃত্য – তাণ্ডব
পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল – পৌষালি
পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভ দিন- পুণ্যাহ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ফ

ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় – ওষধি
ফল প্রসব করে যা– ফলপ্রসূ।
ফিকা কমলা রং– বাসন্তী।
ফুল হতে জাত– ফুলেল।
ফেনাসহ বর্তমান– সফেন।
ফেলে দেবার যোগ্য – ফেলনা

ব

বইখাতা যে বাঁধাই করে – দপ্তরি
বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে– পরিবেদন
বহু গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করা – মাধুকরী
বিদেশে থাকে যে– প্রবাসী।
বিহঙ্গের ধ্বনি – কাকলি
বিশ্বজনের হিতকর– বিশ্বজনীন।
বলার যোগ্য/বলতে হবে এমন – বক্তব্য
বছর শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন– সালতামামি।
বাইরের জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তি– কূপমণ্ডূক
বালকের মতো সুলভ – বালসুলভ
বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ– পুনর্ভূ।
বাল্যে প্রৌঢ় তুল্য আচরণকারী– ইঁচড়ে-পাকা।
বিহায়সে গমন করে যে– বিহঙ্গ/বিহগ।
বিদগ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধ আছে যার– বিদুর।
বীরসন্তান প্রসব করে যে– বীরপ্রসূ।
বীরের গর্জন – হুঙ্কার
বাঘের ডাক – গর্জন
বাঘের চর্ম – কৃত্তি
বাক্যের দ্বারা কৃতকলহ– বচসা।
বায়ু চলাচলের ক্ষুদ্র পথ– গবাক্ষ।
বিজয় লাভের ইচ্ছা– বিজিগীষা।
বীণার ঝঙ্কার– নিক্বণ।
বৃহৎ অরণ্য– অরণ্যানী।
ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি– বেসাত।
ব্যাঙের ডাক– মকমক।
ব্যাঙের ছানা – ব্যাঙাচি
বিবাদ করে যে– বিবদমান।
বাঁচতে ইচ্ছা– জিজীবিষা।
বাস করার ইচ্ছা– বিবৎসা।
বপন করা হয়েছে– উপ্ত।
বলার ইচ্ছা– বিবক্ষা।
বলতে ইচ্ছুক – বিবক্ষু
বলার যোগ্য – বক্তব্য
বমন বা বমি করার ইচ্ছা – বিবমিষা
বিজয় লাভের ইচ্ছা – বিজিগীষা
বলা হবে এমন– বক্ষ্যমাণ।
বুঝিতে পারা যায় এমন – বোধগম্য
বীজ বপনের উপযুক্ত সময়– জো।
বিহায়সে (আকাশ) বিচরণ করে যে– বিহগ/বিহঙ্গ
বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি – ঝংকার
বেশি কথা বলে যে – বাচাল
বন্দুকের গুলি ছোড়া অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য– চাঁদমারি
বহুর মধ্যে একটি – অন্যতম
বরণ করার যোগ্য – বরণীয়/বরেণ্য
বাতাসে (ক-তে) চরে যে – কপোত
বিধিকে অতিক্রম না করে – যথাবিধি
বুক (উরস) হেঁটে গমন করে যে – উরগ
ব্যাকরণে পণ্ডিত যিনি – বৈয়াকরণ
বহু দেখেছে যে/বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে যার– ভূয়োদর্শী/বহুদর্শী

ভ

ভিক্ষা করে বেড়ায় – মাধুকরী
ভরণপোষণ করে যে – ভর্তা
ভিতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন– অন্তর্ঘাত।
ভোগ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ– নির্বাণ।
ভুজের সাহায্যে চলে যে– ভুজগ।
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা– ভস্মীভূত।
ভাবা যায় না যা– অভাবনীয়।
ভবিষ্যতে যা ঘটবে– ভবিতব্য।
ভ্রমরের শব্দ– গুঞ্জন।
ভুলহীন ঋষি বাক্য – আপ্তবাক্য
ভোজন করার ইচ্ছা – বুভুক্ষা
ভোজন করতে ইচ্ছুক– বুভুক্ষু।

ম

মাছিও প্রবেশ করে না যেখানে – নির্মক্ষিক
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন – উপাবৃত্ত
মৃতের মতো অবস্থা যার– মুমূর্ষু।
মৃৎ অঙ্গ যার– মৃদঙ্গ।
মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত– মৃন্ময়
ময়ূরের ডাক– কেকা।
মনোগত ইচ্ছা– ইঙ্গিত।
মনে জন্ম যার– মনসিজ/মনোজ।
মর্মকে ভেদকারী– মর্মভেদী।
মর্মে বেদনা দেয় যা– মর্মান্তিক, মর্মন্তুদ।
মনুষ্যলোকে সাধারণ নয় এমন– অলোকসামান্য।
মান্যব্যক্তি বিদায়কালে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া– অনুব্রজন
মান্যব্যক্তি বিদায়কালে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া– প্রত্যুদ্গমন
মায়া (ছল) জানে না যে – অমায়িক
মিলনের ইচ্ছায় নায়ক বা নায়িকার সংকেত স্থানে গমন– অভিসার
মাসের শেষ দিন– সংক্রান্তি।
মুক্তি পেতে ইচ্ছা – মুমুক্ষা
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক– মুমুক্ষু।
মর্ম স্পর্শ করে যা– মর্মস্পর্শী।
মন হরণ করে যা– মনোহর।
মেঘের ধ্বনি– জীমূতমন্দ্র।
মাছির অভাব– নির্মক্ষিক।
মোরগের ডাক – শকুনিবাদ।
মুষ্টি দ্বারা পরিমাপ করা যায় যা– মুষ্টিমেয়।
মেঘে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ– মেঘমেদুর।

য

যা লঙ্ঘন করা যায় না– অলঙ্ঘ্য, অলঙ্ঘনীয়।
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ– শ্বাপদসংকুল।
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়– ব্যয়বহুল।
যার ঘৃণা নেই– নির্ঘৃণ।
যার ঈহা (চেষ্টা) নেই– নিরীহ
যে গাছ ফল পাকলে মরে যায়– ওষধি।
যে গাছ থেকে ওষুধ তৈরি করা হয় – ঔষধি
যে পরের গুণেও দোষ ধরে– অসূয়ক।
যে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না– অপরিণামদর্শী
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী
যার চারিদিকে স্থল– হ্রদ।
যে আকৃষ্ট হচ্ছে– কৃষ্যমাণ।
যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না– বর্ণচোরা।
যা চিন্তা করা যায় না– অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য।
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি– অনূঢ়া।
যা সহজে পোড়ানো যায়– দাহ্য।
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না– অনন্যসাধারণ
যার আকার কুৎসিত– কদাকার।
যার বেশবাস সংবৃত নয় – অসংবৃত
যার অন্য কোনো উপায় নেই – অনন্যোপায়
যার দাড়ি গোঁফ উঠে নি – অজাতশ্মশ্রু
যার পুত্র নেই – অপুত্রক
যার দুটি মাত্র দাঁত – দ্বিরদ
যার বরাহের (শূকর) মতো খুর – বরাখুরে
যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে – জাতিস্মর
যার দুই দিক বা চার দিকে জল – দ্বীপ
যার বংশ পরিচয় বা স্বভাব কেউ জানে না– অজ্ঞাতকুলশীল
যার কোনো তিথি নেই – অতিথি
যার অর্থ নেই – অর্থহীন
যার কিছুই নেই – নিঃস্ব
যাকে আদর করা হচ্ছে – আদ্রিয়মাণ
যাকে পীড়া দেয়া হচ্ছে – পীড্যমান
যে পরের গুণেও দোষ ধরে – অসূয়ক
যে সমাজের (বর্ণের) অন্তদেশে জন্মে– অন্ত্যজ
যে সুপথ থেকে কুপথে যায় – উন্মার্গগামী
যে অপরের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালায় – কুম্ভিলক
যে দিন তিন তিথির মিলন ঘটে – ত্র্যহস্পর্শ
যে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে আর রাখা যায় না– অরক্ষণীয়া।
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে– অযত্নলব্ধ।
যা বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়েছে – অযত্নসম্ভূত
যা বার বার দুলছে – দোদুল্যমান।
যা দীপ্তি পাচ্ছে – দেদীপ্যমান
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন– অনন্যসাধারণ।
যার কোনো উপায় নেই – নিরুপায়।
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে – উদ্বাস্তু।
যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে– হাতুড়ে।
যে নারীর সন্তান বাঁচে না– মৃতবৎসা।
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না– আগাছা।
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে– পরগাছা।
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক (বা বিসংবাদ) নেই– অবিসংবাদিত।
যে ক্রমাগত রোদন করছে– রোরুদ্যমান।
যিনি প্রথমে পথ দেখান– পথিকৃৎ।
যে রূপ ইচ্ছা– যদৃচ্ছা।
যে গাছের ছায়া বিস্তর হয়– ছায়াতরু।
যিনি বক্তৃতা দানে পটু– বাগ্মী।
যা বলার যোগ্য নয়/যা বলা উচিত নয়– অকথ্য।
যা অতি দীর্ঘ নয়– নাতিদীর্ঘ।
যে স্ত্রীর বশীভূত– স্ত্রৈণ।
যাতে একটি মাত্র তান– ঐকতান।
যে নারীর হাসি শুচি– শুচিস্মিতা।
যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা – মহাশ্বেতা
যে নারী আনন্দ দান করে – বিনোদিনী
যে নারী কলহপ্রিয় – খাণ্ডারী
যে নারীর সতিন/শত্রু নেই– নিঃসপত্ন
যে নারী চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী – চিরণ্টী
যে নারীর সহবাসে মৃত্যু হয় – বিষকন্যকা
যে পুরুষ বিবাহ করেছে– কৃতদার।
যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর– সুদর্শন
যা বপন করা হয়নি– অনুপ্ত।
যে নারী বীর – বীরাঙ্গনা
যে নারী বার (সমূহ) গামিনী – বারাঙ্গনা
যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা – বালপুত্রিকা
যে আঘাত পায়নি– অনাহত।
যে নারী অঘটন ঘটাতে পারদর্শী– অঘটনঘটনপটীয়সী
যে নারী সূর্যকে দেখে না (অন্তঃপুরে থাকে)– অসূর্যম্পশ্যা
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল – অন্যপূর্বা
যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবদ্ধা – চিত্রার্পিতা
যে নারী (বা গাভি) দুগ্ধবতী – পয়স্বিনী
যে নারী প্রিয় বাক্য বলে – প্রিয়ংবদা
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে – বীরপ্রসূ
যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না – অঙ্গনা
যে নারী সুন্দরী – রামা
যে নারী সাগরে বিচরণ করে – সাগরিকা
যে নারী অপরের দ্বারা প্রতিপালিতা– পরভৃতা/পরভৃতিকা
যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত – বীরা/পুরন্ধ্রী
যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত – অবীরা
যে নারীর বিয়ে হয় নি– কুমারী
যে নারীর বিয়ে হয়েছে – ঊঢ়া
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে– নবোঢ়া
যে নারীর বিয়ে হয় না– অনূঢ়া
যে নারীর নখ শূর্পের (কুলা) মতো – শূর্পণখা
যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই – অনসূয়া
যে নারীর দুটি মাত্র পুত্র– দ্বিপুত্রিকা
যে নারীর স্বামী (ভর্তা) বিদেশে থাকে– প্রোষিতভর্তৃকা
যে নারীর পঞ্চ স্বামী – পঞ্চভর্তৃকা
যে নারীর সন্তান হয় না – বন্ধ্যা
যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে – অধিবিন্না
যে নারীর হাসি সুন্দর – সুস্মিতা
যে মেয়ের বয়স দশ বছর – কন্যকা
যে (পুরুষ)দার পরিগ্রহ করে নি – অকৃতদার
যে (পুরুষ) দার পরিগ্রহ করেছে/ যে পুরুষ বিয়ে করেছে – কৃতদার
যে (পুরুষ) প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছে – অধিবেত্তা
যে ব্যক্তি দ্বার রক্ষার জন্য নিযুক্ত– দৌবারিক।
যুদ্ধ করার ইচ্ছা – যুযুৎসা
যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক – যুযুৎসু
যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে না যে সৈন্য– সংশপ্তক;
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন– যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধে থাকেন যিনি – যুযুধান
যে রমণী পূর্বে অন্যের বাগদত্তা বা পত্নী ছিল– অন্যপূর্বা।
যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের বৃত্তান্ত জানেন– ত্রিকালজ্ঞ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

যে নারী জীবনে একবার সন্তান প্রসব করেছে– **কাকবন্ধ্যা**।
যা সহজে দমন করা যায় না/যা দমন করা কষ্টকর– **দুর্দম**।
যা কোনোভাবেই নিবারণ করা যায় না– **অনিবার্য**
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে– **বর্ধিষ্ণু/ক্রমবর্ধমান**
যা সহজে মরে না– **দুর্মর**।
যা লাভ করা দুঃসাধ্য – **সাধ্যাতীত**
যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে– **দোজবরে**।
যে পা দ্বারা পান করে– **পাদপ (বৃক্ষ)**।
যার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে– **বিদীর্ণহৃদয়**।
যাহার অনুরাগ দূর হইয়াছে– **বীতরাগ**।
যার খ্যাতি আছে – **খ্যাতিমান**
যার বিশেষ খ্যাতি আছে – **বিখ্যাত**
যে ব্যক্তি এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ভিক্ষা করে বেড়ায়– **মাধুকরী**
যা সহজে ভেঙ্গে যায় – **ভঙ্গুর**
যুক্তি সংগত নয় – **অযৌক্তিক**
যা লোকে প্রায় ভুলে গিয়েছে – **বিস্মৃতপ্রায়**
যা বিশ্বাস করা যায় না – **অবিশ্বাস্য**
যা হতে পারে – **সম্ভব**
যার উদ্দেশ্যে পত্রটি রচিত হয়েছে – **প্রাপক**
যে কোনো বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে– **বীতস্পৃহ**।
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়– **স্বয়ম্বরা**।
যা সারাদিন ব্যবহার করা হয়– **আটপৌরে**।
যার প্রভা (জ্যোতি) ক্ষণকাল স্থায়ী– **ক্ষণপ্রভা (বিদ্যুৎ)**।
যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না– **বনস্পতি**
যে কুৎসা রটায়– **পিশুন**।
যে কথা ঠিক রাখে– **বাঙ্‌নিষ্ঠ**।
যা গতিশীল– **জঙ্গম**।
যা গতিশীল নয় – **স্থাবর**
যে উপাসনা করছে– **ভজমান**।
যে তির নিক্ষেপে পটু– **তিরন্দাজ**
যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে – **কৃতার্থম্মন্য**
যে বিদ্যা লাভ করেছে – **কৃতবিদ্য**
যে গমন করে না – **নগ (পাহাড়)**
যে ক্রমাগত রোদন করছে – **রোরুদ্যমান**
যে রব শুনে এসেছে – **রবাহুত**
যে সর্বত্র গমন করে – **সর্বগ**
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় – **সর্বংসহা**
যে জমির উৎপাদিকা শক্তি নাই – **অনুর্বর**
যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না – **উষর**
যে গৃহের বাইরে রাত্রিযাপন করতে ভালোবাসে – **বাররমুখো**
যে জমিতে দুবার ফসল হয় – **দো-ফসলি**
যেখানে মৃত জন্তু ফেলা হয় –**ভাগার/উপশল্য**
যে আলো রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার পায়ের কাছে স্থাপন করা হয় – **পাদপ্রদীপ**
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই – **অবিসংবাদী**
যা অতিক্রম করা যায় না – **অনতিক্রম্য**
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না/যা কষ্টে অতিক্রম করা যায়– **দুরতিক্রম্য**
যা অস্ত যাচ্ছে – **অস্তায়মান**
যা বচন/বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয় – **অনির্বচনীয়**
যা পূর্বে কখনো হয় নি – **অভূতপূর্ব**
যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না – **অনপনেয়**
যা অপনয়ন করা কষ্টকর– **দুরপনেয়**
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি – **অচিন্তিতপূর্ব**

যা পূর্বে শোনা যায়নি– **অশ্রুতপূর্ব**।
যা প্রতিরোধ করা যায় না – **অপ্রতিরোধ্য**
যা অনুভব করা হচ্ছে – **অনুভূয়মান**
যা আগুনে পোড়ে না – **অগ্নিসহ**
যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে – **অপস্রিয়মাণ**
যা বহন করা হচ্ছে – **নীয়মান**
যা বলা হচ্ছে – **বক্ষ্যমাণ**
যা ক্রয় করার যোগ্য – **ক্রেয়**
যা বিক্রয় করার যোগ্য – **বিক্রেয়**
যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে – **ক্ষীয়মাণ**
যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে – **ক্রমবিস্তার্যমান**
যা সহজে জানা যায় না – **দুর্জ্ঞেয়**
যা মাটি ভেদ করে ওঠে – **উদ্ভিদ**
যা আহুত হয় নি – **অনাহুত**
যা বলার যোগ্য নয় – **অকথ্য**
যা প্রকাশ করা হয় নি – **অব্যক্ত**
যা অতি দীর্ঘ নয় – **নাতিদীর্ঘ**
যা খুব শীতল বা উষ্ণও নয় – **নাতিশীতোষ্ণ**
যা ধারণ বা পোষণ করে – **ধর্ম**
যা শল্য-ব্যথা দূরীকৃত করে – **বিশল্যকরণী**
যা মুছে ফেলা যায় না – **দুর্মোচ্য**
যা পান করার যোগ্য – **পেয়**
যা অবশ্যই ঘটবে – **অবশ্যম্ভাবী**
যা হৃদয়ে গমন করে– **হৃদয়ঙ্গম**।
যে বিদ্যা লাভ করেছে– **কৃতবিদ্য**।
যে রব শুনে এসেছে– **রবাহুত**।
যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মে– **মরণোত্তরজাতক**।
যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না– **স্থাবর**।
যে নারীর কথায় কোনো সংকোচ নেই– **প্রগল্‌ভা**।
যে মহৎকর্মে সিদ্ধি লাভ করে– **কর্মবীর**।
যাকে ডাকা (আহূত) হয়নি– **অনাহূত**।
রঙ্গমঞ্চে দর্শনীয় চিত্রপট– **দৃশ্যপট**।
রোজ উপার্জন– **রুজি**।
রোগাও নয় মোটাও নয়– **দোহারা**
যার বিশেষ খ্যাতি আছে– **বিখ্যাত**।
যার বাসস্থান নেই – **অনিকেত**
যা উদিত হচ্ছে– **উদীয়মান**।
যা দীপ্তি পাচ্ছে – **দীপ্তিমান**
যা হবে – **ভাবী/ভবিষ্যৎ**
যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন – **অদৃষ্টপূর্ব**।
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না – **দুরতিক্রম্য**
যা অন্তরে ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য – **অন্তরীক্ষ**
যা পূর্বে ছিল এখন নেই– **ভূতপূর্ব**।
যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে– **সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব**।
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই– **অকুতোভয়**।
যা কষ্টে জয় করা যায়/যা সহজে জয় করা যায় না– **দুর্জয়**।
যা পাওয়া কষ্টকর/যা সহজে পাওয়া যায় না– **দুষ্প্রাপ্য**
যা প্রতিরোধ করা যায় না – **অপ্রতিরোধ্য**
যা মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না – **অমূল্য**
যা কষ্টে লাভ করা যায়/যা সহজে লাভ করা যায় না – **দুর্লভ**।
যা জয় করা যায় না – **অজয়**
যা লঙ্ঘন করা কষ্টকর/যা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না– **দুর্লঙ্ঘ্য**
যাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া কষ্টকর/যা সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না– **দুস্তর**

যা কষ্টে অর্জন করা যায়/যা সহজে অর্জন করা যায় না– **কষ্টার্জিত**
যেখানে গমন করা কষ্টকর – **দুর্গম**
যেখানে গমন করা যায় না – **অগম্য**
যা অধ্যায়ন করা হয়েছে – **অধীত**।
যা জলে চলে – **জলচর**।
যা স্থলে চরে – **স্থলচর**।
যা জলে ও স্থলে চরে – **উভচর**।
যা বলা হয়নি – **অনুক্ত**।
যা বলা হয়েছে – **উক্ত**
যা কখনো নষ্ট হয় না – **অবিনশ্বর**।
যা মর্ম স্পর্শ করে – **মর্মস্পর্শী**।
যে নারীর কোনো সন্তান হয় না– **বন্ধ্যা**।
যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর– **সুদর্শন**।
যিনি বাক্যে অতি দক্ষ– **বাচস্পতি**।
যে বেঁচে থেকেও মৃতবৎ– **জীবন্মৃত**
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু– **বন্ধুর**।
যিনি অতিশয় হিসাবি– **পাটোয়ারি**।
যিনি অধিক কথা বলেন না – **মিতভাষী**
যিনি কম কথা বলেন – **স্বল্পভাষী**
যিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন – **সর্বব্যাপক**.
যিনি সকল কিছুই জানেন – **সর্বজ্ঞ**
যা নিবারণ করা কষ্টকর /যা সহজে নিবারণ করা যায় না– **দুর্নিবার**।
যা দমন করা কষ্টকর/যা সহজে দমন করা যায় না– **দুর্দমনীয়**
যা সহ্য করা কষ্টকর/যা সহ্য করা যায় না– **দুর্বিষহ**
যা সরোবরে জন্মে– **সরোজ**।
যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে– **প্রোষিতপত্নীক/প্রোষিতভার্য**
যে গাভিও প্রসব করে না, দুধও দেয় না– **গোবশা**
যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় – **সংবর্ত**
যে আলোতে কুমুদ ফোটে– **কৌমুদী**।
যে বৃক্ষ সকল বাঞ্ছা পূরণ করেন– **বাঞ্ছাকল্পতরু**।
যে সুপথ থেকে কুপথে যায়– **উন্মার্গগামী**।
যা অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো আশা নেই– **সুদূরপরাহত**।

র

রস আস্বাদন করা হয় যার দ্বারা– **রসনা**।
রক্ত বর্ণ পদ্ম– **কোকনদ**
রন্ধনের যোগ্য– **পাচ্য**।
রাহ্ বা রাস্তায় ডাকাতি– **রাহাজানি**।
রমণের ইচ্ছা– **রিরংসা**।
রোদে শুকানো আম– **আমসি**।
রাজহাঁসের (পক্ষীর) কর্কশ ডাক – **ক্রেঙ্কার**
রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে বেড়ায় যে– **হাতুড়ে**।
রেশমের তৈরি– **রেশমি**।
রোদন করতে ইচ্ছা –**রুরুদিষা**
রাজনৈতিক চুক্তি – **সন্ধি**
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ– **সন্ধ্যা**।
রাত্রির প্রথম ভাগ – **পূর্বরাত্র**
রাত্রির মধ্যভাগ – **মহানিশা**
রাত্রির শেষভাগ – **পররাত্র**
রাত্রির তিনভাগ একত্রে – **ত্রিযামা**
রাত্রিকালীন যুদ্ধ– **সৌপ্তিক**।
রাতের শিশির – **শবনম**

ল

লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা– **লীন**।
লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন – **আলুনি**
লাভ করার ইচ্ছা– **লিপ্সা**।
লাফিয়ে চলে যে– **প্লবগ(ব্যাঙ/বানর)**।
লবণ মিশ্রিত সমুদ্র– **লবণাম্বুধি**।
লজ্জা জন্মে যাতে – **লজ্জাকর**
লাল বর্ণের পদ্ম – **কোকনদ**
লিপ্যন্তর করা হয়েছে এমন – **লিপ্যন্তরিত**

শ

শক্তিকে অতিক্রম না করে – **যথাশক্তি**
শক্তির উপাসনা করে যে – **শাক্ত**
শুভ ক্ষণে জন্ম যার – **ক্ষণজন্মা**।
শত্রুকে পীড়া দেয় যে – **পরন্তপ**
শত্রুকে জয় করে যে– **শত্রুজিৎ/পরঞ্জয়**।
শত্রুকে হত্যা(বধ) করেন যিনি – **শত্রুঘ্ন**
শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী – **ঋষি**
শুকনো পাতার শব্দ – **মর্মর**
শিক্ষা গ্রহণ করছে যে– **শিক্ষানবিশ**।
শুনলেই/শোনামাত্র যার মনে থাকে– **শ্রুতিধর**।
শুনতে পারা যায় এমন – **শ্রাব্য/শ্রবণীয়**
শোনা যায় এমন – **শ্রুতিগ্রাহ্য**
শোনা হচ্ছে যা– **শ্রূয়মাণ**।
শোনার জন্য অতিশয় ব্যগ্র– **উৎকর্ণ**।
শোক দূর হয়েছে যার – **বীতশোক**
শকুন্ত পাখির দ্বারা লালিত কন্যা– **শকুন্তলা**।
শ্বেত বর্ণ পদ্ম – **পুণ্ডরীক**
শত পাপড়ি বিশিষ্ট– **শতদল**।
শ্রম করতে কষ্টবোধ করে যে –**শ্রমকাতর**
শ্রম করতে চায় না যে –**শ্রমবিমুখ**
শ্রম হেতু সর্বাঙ্গ থেকে ঘাম নিঃসরণ– **গলদঘর্ম**।

ষ

ষাঁড়ের চেহারা তুল্য– **ষণ্ডামার্কা**।
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব – **হীরকজয়ন্তী**
ষেটে ধানের ভাত– **ষষ্ঠিকান্ন**।
ষোলো সংখ্যার পূরক– **ষোড়শ**।
ষোলো বছর বয়স্ক নারী– **ষোড়শী**।

স

সব কিছু সহ্য করেন যিনি – **সর্বংসহা**
সর্বদা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে – **সততসঞ্চরমান**
সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করে যে – **সর্বভুক**
সব কিছু গ্রাস করে যে – **সর্বগ্রাসী**
সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত – **আসমুদ্রহিমাচল**
সমুদ্রের ঢেউ – **ঊর্মি**
সদ্য দোহনকৃত উষ্ণ দুধ – **ধারোষ্ণ**
সরোবরে জন্মে যা – **সরোজ**
সহজে লাভ করা যায় যা – **সুলভ**
সহজে উচ্চারণ করা যায় না এমন – **দুরুচ্চার্য**
সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন – **সুরুচ্চার্য**
সহজে নয় হয় না এমন – **দুর্মর**
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা –**প্রত্যুদ্গমন**।
সর্বত্র গমন করে যে– **সর্বগ**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সকলের জন্য প্রযোজ্য– সার্বজনীন।
সকলের জন্য কল্যাণকর/অনুষ্ঠিত– সর্বজনীন।
সংস্কারবিহীন ব্যক্তি– ব্রাত্য।
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ– কল্লোল।
সাপের খোলস – নির্মোক/কঞ্চুক
স্তন্য পান করে যে – স্তন্যপায়ী
স্থাপন করা হয়েছে এমন– স্থাপিত।
সম্মুখের কুঞ্চিত কেশ– অলক।
সাপের খোলস– নির্মোক।
সিংহের ডাক (নাদ) – হুংকার
সুদে টাকা খাটানো– তেজারতি।
সৃষ্টি করার ইচ্ছা– সিসৃক্ষা।
সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক – সিসৃক্ষু
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই যার– নাস্তিক
সেবা করার ইচ্ছা– শুশ্রূষা

সূর্যের ভ্রমণপথের অংশ বা পরিমাণ– অয়নাংশ
সূর্য হতে যেখানে গ্রহকক্ষের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী বিন্দু– অপসূর
সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত– সাবন
সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বের দুই দণ্ডকাল– ব্রাহ্মমুহূর্ত
সেতারের ঝংকার – ঝিঝিপি
স্রোতের ধ্বনি– কলকল
সৈনিকদের বিশ্রাম শিবির – স্কন্ধাবার
স্বপ্নে (ঘুমে) শিশুর হঠাৎ হাসি-কান্না– দেয়ালা
স্বমত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয় যে– স্বৈরাচারী
স্বর্ণকারের মজুরি– বানি।
স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা– সহমরণ।
স্থায়ী নয় যা – অস্থায়ী
স্মরণের যোগ্য – স্মরণার্হ
স্মৃতি শাস্ত্র জানেন যিনি – স্মার্ত
স্মৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি – শাস্ত্রজ্ঞ
স্মৃতি শাস্ত্র রচনা করেন যিনি – শাস্ত্রকার

হ

হতে পারে না যা – অসম্ভব
হয়তো হবে – সম্ভাব্য
হরিণের চামড়া– অজিন।
হরিণের চামড়ার আসন – অজিনাসন
হাতী তাড়ানোর নিমিত্ত ব্যবহৃত লৌহদণ্ড– অঙ্কুশ।
হাতি রাখার স্থান – পিলখানা
হাতির পা বাঁধার শিকল– আন্দু।
হস্তীর (হাতির) চিৎকার– বৃংহিত/বৃংহণ।
হাতির শাবক– করভ।
হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান – হাওদা
হেমন্তে জাত– হৈমন্তিক।
হাতের প্রথম আঙুল– অঙ্গুষ্ঠ।
হাতের দ্বিতীয় আঙুল – তর্জনী
হাতের তৃতীয় আঙুল – মধ্যমা
হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি– অনামিকা।
হাতের পঞ্চম আঙুল – কনিষ্ঠা
হাতের তালু – করতল
হাতের কব্জি – মণিবন্ধ
হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ– প্রকোষ্ঠ
হাতের কব্জি থেকে আঙুলের আগা পর্যন্ত– পাণি
হরেক রকম বলে যে– বহুবোলা।
হরণ করার ইচ্ছা– জিহীর্ষা।
হনন করার ইচ্ছা– জিঘাংসা।
হিত করার ইচ্ছা – হিতৈষা
হিত করতে ইচ্ছুক – হিতৈষী
হিমালয়ের পত্নী – মেনকা
হাস্যরসাত্মক নাটক– প্রহসন।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. পানিতে ডুব দিয়ে গোসল করাকে – এক কথায় কী বলে? [NU-Science : 13-14]
ক) প্রক্ষালন খ) অবগাহন
গ) সিনান ঘ) আবক্ষ স্নান
উ: খ

০২. 'অক্ষির সম্মুখে' এর সংক্ষেপ হলো– [NU-Science : 10-11]
ক) প্রত্যক্ষ খ) সমক্ষ
গ) পরোক্ষ ঘ) নিরপেক্ষ
উ: ক

০৩. নিন্দা করবার ইচ্ছা- [NU-Science : 09-10]
ক) নিন্দনীয় খ) জুগুপ্সা
গ) নিন্দার্হ ঘ) অনিন্দ্য
উ: খ

০৪. 'দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ' সংকোচনে হবে— [NU-Science : 08-09]
ক) মধ্যাহ্ন খ) গোধূলি
গ) অপরাহ্ণ ঘ) সায়াহ্ন
উ: খ

০৫. 'যার কোন গতি নেই।' এক শব্দে হবে– [NU-Science : 07-08]
ক) অনন্যগতি খ) অগতি
গ) অগত্যা ঘ) অগম্য
উ: গ

০৬. 'যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন' এককথায় হবে – [NU-Science : 06-07]
ক) বিদ্বান খ) বিদ্যোৎসাহী
গ) কৃতবিদ্য ঘ) বিদ্যাসাগর
উ: গ

০৭. 'একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত' এককথায় হবে – [NU-Science : 05-06]
ক) গোত্রচ্যুত খ) স্বগোত্র
গ) সগোত্র ঘ) গোত্রীয়
উ: গ

০৮. 'দেখবার ইচ্ছা'র এক শব্দরূপ – [NU-Science : 03-04]
ক) বিবক্ষা খ) তিতিক্ষা
গ) দীক্ষা ঘ) দিদৃক্ষা
উ: ঘ

০৯. এক কথায় প্রকাশ কর : যে কোনো বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে- [NU-Science : 02-03]
ক) নিস্পৃহ খ) স্পৃহাহীন
গ) অস্পৃহ ঘ) বীতস্পৃহ
উ: ঘ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'অলংকারের ধ্বনি' কে এক কথায় কী বলা হয়? [GST-A : 21-22; BSMRSTU-D : 19-20]
ক) নিক্কণ খ) শিঞ্জন
গ) কূজিত ঘ) ঝঙ্কার
উ: খ

০২. 'যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে' এর এক কথায় প্রকাশ হবে– [CoU-A : 19-20]
ক) অপরিণামদর্শী খ) অবিমৃশ্যকারী
গ) অবিসংবাদিত ঘ) অনন্যোপায়
উ: খ

০৩. 'ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি।' এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [KU-B : 19-20]
ক) ঋষি খ) ঋত্বিক
গ) ঋষিতুল্য ঘ) ঋষিকল্প
উ: খ

০৪. একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায়– [BSMRSTU-D : 19-20]
ক) ঔষধী খ) ওষধি
গ) ঔষদী ঘ) ঔষধি
উ: খ

০৫. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না– [HSTU-C : 19-20]
ক) পতিত খ) অনুর্বর
গ) ঊষর ঘ) বন্ধ্যা
উ: গ

০৬. 'রোদসী' শব্দের অর্থ কী? [KU-B : 19-20]
ক) ক্রন্দনরতা খ) পৃথিবী ও স্বর্গ
গ) রোদেলা দুপুর ঘ) রুদ্ধদ্বার
উ: খ

০৭. 'শুচিস্মিতা' শব্দের অর্থ– [CoU-C : 19-20; IU-B : 18-19]
ক) যে নারীর হাসি পবিত্র খ) যে নারীর হাসি সুন্দর
গ) যে নারীর হাসি অর্থপূর্ণ ঘ) যে নারীর হাসি রহস্যময়
উ: ক

০৮. 'পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে' তাকে কী বলে? [BRUR-A : 19-20]
ক) অবিস্মরণীয় খ) জাতিস্মর
গ) পূর্বস্মরণীয় ঘ) জাতিস্মরণীয়
উ: খ

০৯. 'দুর্বোধ্য' শব্দের অর্থ কী? [JKKNIU-E : 19-20]
ক) বধ করা সহজ নয় খ) বোঝা সহজ নয়
গ) বাধ্য করা সহজ নয় ঘ) বোকা
উ: খ

১০. "যার দু'হাত সমানে চলে" তাকে কী বলে? [JKKNIU-E : 19-20; HSTU-D : 19-20]
ক) দু'হাতি খ) চলমান
গ) সব্যসাচী ঘ) দ্বিজ
উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

১১. অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালালে সে ব্যক্তিকে বলে– [RUB : 19-20]
ⓚ লোকচোর ⓚ নিশিকুটুম
ⓖ কুম্ভীলক ⓖ নকলনবিশ
উ: ⓖ

১২. দুবার জন্ম যার- [HSTU-D : 19-20]
ⓚ দ্বৈপায়ন ⓚ বহুভুজ
ⓖ দ্বিজ ⓖ ধীমান
উ: ⓖ

১৩. বাক্য সংকোচন কয়ভাগে সাধিত হতে পারে? [BSMRSTU-D : 19-20]
ⓚ ৫ ⓚ ৪
ⓖ ৬ ⓖ ২
উ: ⓖ

১৪. যিনি বক্তৃতা দানে পটু তাকে এক কথায় বলে– [KU-A : 18-19]
ⓚ বাকপটু ⓚ বাগাড়ম্বী
ⓖ বাকচতুর ⓖ বাগ্মী
উ: ⓖ

১৫. 'যাকে অপসারণ করা হচ্ছে' এর সংকুচিত রূপ কী? [IU-B : 18-19]
ⓚ অপস্রিয়মাণ ⓚ অপসৃয়মান
ⓖ অপসৃত ⓖ অপসারণমান
উ: ⓚ

১৬. 'মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত' এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [NSTU-E : 18-19]
ⓚ মৃন্ময় ⓚ মন্ময়
ⓖ মৃত্তিকাত্ব ⓖ মাটি
উ: ⓚ

১৭. এক কথায় প্রকাশ কর : যার বাসস্থান নেই– [JUST-E : 18-19]
ⓚ অনিকেত ⓚ উদ্বাস্তু
ⓖ গৃহহীন ⓖ একাচারী
উ: ⓚ

১৮. 'হরণ করার ইচ্ছা' এর এক কথায় প্রকাশযোগ্য রূপ– [BSMRSTU-E : 18-19]
ⓚ জিহীর্ষা ⓚ বিবিক্ষা
ⓖ জুগুপ্সা ⓖ বিভ্রমিষা
উ: ⓚ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'যে গাছ কোনো কাজে লাগে না' বাক্যটির ঠিক এক কথায় প্রকাশ কোনটি?
ⓚ ওষধি ⓚ পরগাছা
ⓖ আগাছা ⓖ বনস্পতি
উ: ⓖ

০২. 'জানতে না পারে এরূপ ভাবে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
ⓚ অজানা ⓚ জ্ঞাতার্থে
ⓖ অজ্ঞাত্বে ⓖ অজ্ঞাতসারে
উ: ⓖ

০৩. 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
ⓚ পঠিত ⓚ অধ্যয়নরত
ⓖ অধীত ⓖ সুপাঠ্য
উ: ⓖ

০৪. 'গ্রন্থের টীকা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
ⓚ [illegible] ⓚ দীপিকা
ⓖ গব্য ⓖ ভাষ্য
উ: ⓚ

০৫. 'ক্ষমা করার ইচ্ছা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
ⓚ জিজীবিষা ⓚ চিকীর্ষা
ⓖ তিতীর্ষা ⓖ তিতিক্ষা
উ: ⓖ

০৬. 'দুয়ের মধ্যে একটি' এর সংকুচিত রূপ হলো–
ⓚ বিন্দু ⓚ অন্যতর
ⓖ অন্যতম ⓖ কোনোটিই নয়
উ: ⓚ

০৭. 'অনশনে মৃত্যু' এর সংকুচিত রূপ হলো–
ⓚ প্রণা ⓚ প্রেত
ⓖ প্রায় ⓖ শরাসন
উ: ⓖ

০৮. শিখীর ডাক–
ⓚ নখর ⓚ নাদ
ⓖ কেকা ⓖ মর্মর
উ: ⓖ

০৯. এক কথায় প্রকাশ কর : যা হতে পারে–
ⓚ সম্ভব ⓚ অবশ্যম্ভাবী
ⓖ সমাধেয় ⓖ সম্ভাবিত
উ: ⓚ

১০. যা নিবারণ করা কষ্টকর–
ⓚ অদম্য ⓚ দুর্নিবার
ⓖ অদমনীয় ⓖ দুর্দম্য
উ: ⓚ

১১. 'জানা যায় না যা' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
ⓚ অজানা ⓚ অচেনা
ⓖ অজ্ঞেয় ⓖ বেপাত্তা
উ: ⓖ

১২. 'রাত্রির শেষ ভাগ' এক কথায়–
ⓚ মহানিশা ⓚ যামিনী
ⓖ পররাত্র ⓖ রাত্রিশেষ
উ: ⓖ

১৩. 'বেঁচে থাকার ইচ্ছা' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
ⓚ অমর ⓚ মুমুক্ষু
ⓖ জিজীবিষা ⓖ ঈপ্সিত
উ: ⓖ

১৪. 'মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
ⓚ মেটো ⓚ মেটেল
ⓖ চিন্ময় ⓖ মৃন্ময়
উ: ⓖ

১৫. 'যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন' বাক্যটি সংকোচন করলে হয়–
ⓚ বীরযোদ্ধা ⓚ যুধিষ্ঠির
ⓖ স্থিরযোদ্ধা ⓖ সর্বংসহ
উ: ⓚ

১৬. 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত' এক কথায় কী হবে?
ⓚ অনূঢ়া ⓚ নবোঢ়া
ⓖ বিধবা ⓖ অবীরা
উ: ⓖ

১৭. 'অণুর ভাব' এক কথায় কী হবে?
ⓚ অর্ণব ⓚ অণিমা
ⓖ আণবিক ⓖ অনসূয়া
উ: ⓚ

১৮. 'বুকে হেঁটে গমন করে যে' এক কথায় কী হবে?
ⓚ উরগ ⓚ উগ্র
ⓖ বিহগ ⓖ মৃদঙ্গ
উ: ⓚ

১৯. 'ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি' এক কথায় কী হবে?
ⓚ ঐশ্বর্যবান ⓚ ঐশ্বর্যশালী
ⓖ ঐশ্বর্যী ⓖ ঐশী
উ: ⓚ

২০. এক কথায় প্রকাশ কর : 'পাখির কলরব'–
ⓚ কুহু ⓚ কূজন
ⓖ নিক্বণ ⓖ মৃন্ময়
উ: ⓚ

২১. এক কথায় প্রকাশ কর : 'গোপন করতে ইচ্ছুক'–
ⓚ গুপ্ত ⓚ গোপনেচ্ছা
ⓖ জুগুপ্সু ⓖ জুগুপ্সা
উ: ⓖ

২২. দু'বার জন্ম হয় যার–
ⓚ দ্বৈপায়ন ⓚ বহুভুজ
ⓖ দ্বিজ ⓖ ধীমান
উ: ⓖ

CamScanner

ব্যাকরণ

অধ্যায় ২১

বাগ্‌ধারা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ বাগ্‌ধারা : 'বাগ্‌ধারা' অর্থ : বাচনরীতি বা কথার ধারা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ idiom. সাধারণত যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি কিংবা বাক্যাংশ শুধু আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি বলে। বাক্যকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করাই এর কাজ। যেমন : অঘাটে জল খাওয়া – বাজে কাজ, ভুল কাজ বা অনুচিত কাজ করা।

বাংলা গদ্যে প্রথম বাগ্‌ধারার সার্থক প্রয়োগ ঘটান– পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারার উদাহরণ

অগ্নি পরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা।
অগ্নিশর্মা	অত্যন্ত রেগে গেছে এমন, অতিক্রুদ্ধ।
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা, কিছুই-না, ফাঁকি দেওয়া।
আদায় কাঁচকলায়	ঘোর শত্রুতা।
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প, উদ্ভট গল্প।
ইতরবিশেষ	সামান্য পার্থক্য, অল্প-স্বল্প তফাত।
ইস্তফা দেওয়া	পদত্যাগ করা, শেষ করা।
উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডে	অপব্যয়ী।
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি, খ্যাপামি।
উনপাঁজুরে	অপদার্থ।
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্য।
এলাহি কাণ্ড	বিরাট ব্যাপার।
এসপার-ওসপার	মীমাংসা।
ওজন বুঝে চলা	মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা।
ওষুধ পড়া	ব্যবস্থা নেওয়া।
কড়িকাঠ গোনা	নিষ্কর্মা বসে থাকা।
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কলির সন্ধ্যা	কষ্ট বা দুর্দিনের সূত্রপাতমাত্র।
খয়ের খাঁ	চাটুকার, মোসাহেব।
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা।
খোদার খাসি	চিন্তাভাবনাহীন এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক।
গভীর জলের মাছ	খুব চালাক।
গড্ডলিকা-প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ।
গোবরে পদ্মফুল	নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	অভ্যন্তরীণ শত্রু।
ঘোড়ার ডিম	অবাস্তব।
ঘোড়ার কামড়	কঠিন জেদ, দৃঢ় পণ।
চড়াই-উতরাই	উত্থান পতন।
চাঁদের হাট	ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার
চিনির বলদ	ভারবাহী অথচ ফলভোগী নয়।
ছকড়া নকড়া	অপচয়, অবহেলা করা।
ছেলের হাতের মোয়া	অনায়াসলভ্য বস্তু।
জগদ্দল পাথর	গুরুভার, অতিশয় ভারী।
জিলাপির প্যাঁচ	কূটবুদ্ধি।
ঝালে ঝোলে অম্বলে	সমস্ত ব্যাপারে, সর্বত্র, সর্বঘটে।
ঝোলে অম্বলে এক করা	দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা।
টনক নড়া	সজাগ হওয়া।
ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য ব্যক্তি।
ডুমুরের ফুল	অদর্শনীয়।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে কাজ করা।
ঢাকের কাঠি	তোষামুদে।
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী।
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী।
তুলসী বনের বাঘ	সুবেশে দুর্বৃত্ত, ভণ্ড।
থতমত খাওয়া	কী করবে বুঝতে না পারা।
থুবে দেওয়া	জব্দ করা।
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা।
দহরম মহরম	গভীর আন্তরিকতা।
দুকূল বজায় রাখা	উভয়কে সন্তুষ্ট করা।
দোজবরে	দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী।
ধনুক-ভাঙা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।
নাক গলানো	অনধিকার চর্চা।
নাড়ির টান	গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ।
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি	মারা যাওয়া।
পরঘড়ি পাঙ্খা মারি	হাড়হাভাতে লোক। [ইবি B ১৮-১৯]
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য পরিশ্রমে কাতর।
ফোঁস-মনসা	ক্রোধী লোক। [ইবি B ১৮-১৯]
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা	অসাধ্য সাধন করা। [রাবি B ১৯-২০]
বিড়াল-তপস্বী	ভণ্ড লোক।
ভিজে বিড়াল	কপটচারী।
ভুঁইফোড়	নতুন আগমন, অর্বাচীন।
মগের মুলুক	অরাজক দেশ।
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন।
যক্ষের ধন	কৃপণের ধন।
যমের অরুচি	কুৎসিত, যে সহজে মরে না।
রসাতলে যাওয়া	অধঃপাতে যাওয়া।
রুই-কাতলা	প্রতিপত্তিশালী লোকজন।
লেজে খেলানো	কারও সঙ্গে ক্রমাগত চালাকি করা।
লোহার কার্তিক	কালো কুৎসিত লোক। [ইবি B ১৮-১৯]
শনির দশা	দুঃসময়।
শিকায় তোলা	স্থগিত।
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ লোক।
ষোলো আনা পূর্ণ	পূর্ণতা লাভ।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়।
সুলুক-সন্ধান	খোঁজখবর।
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।
হাপিত্যেশ	ব্যাকুল কামনা।
হেস্তনেস্ত	শেষ মীমাংসা।

☞ সমার্থ বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা :

অপদার্থ, অকর্মণ্য, অক্ষম	আমড়া কাঠের ঢেঁকি, বুদ্ধির ঢেঁকি, কায়েতের ঘরের ঢেঁকি, ঢেঁকির কুমির, কুমড়ো কাটা বটঠাকুর, কচুবনের কালাচাঁদ, অকাল কুষ্মাণ্ড, ঘটিরাম, ঘণ্টাগরুড়, গোবর গণেশ, ষাঁড়ের গোবর, ঠুঁটো জগন্নাথ, ঢাকের বায়া, অভাজন, উনপাজুরে।
ভীষণ শত্রুতা	অহি-নকুল সম্বন্ধ, দা-কুমড়া, গজ-কচ্ছপের লড়াই, সাপে-নেউলে।
সুসময়ের বন্ধু	দুধের মাছি, সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল, শরতের শিশির, লক্ষ্মীর বরযাত্রী।

CS CamScanner

উপযুক্ত মিলন	রাজযোটক, সোনায় সোহাগা, মণিকাঞ্চন যোগ, আমে-দুধে মেশা।
কপটচারী	বিড়াল তপস্বী, ভিজেবিড়াল, বর্ণচোরা।
তোষামোদকারী	ধামাধরা, মোক্তে কাঠি, খয়ের খাঁ।
অলস	কূর্ম অবতার, অকর্মার ধাড়ি, চিমেতেতালা, ইতুনিকুড়ে।
একমাত্র অবলম্বন	শিবরাত্রির সলতে, নয়ন নীলমণি, অন্ধের যষ্ঠী, অন্ধের নড়ী।
পালানো	পগারপার, পৃষ্ঠপ্রদর্শন।
উভয় সংকট	শাঁখের করাত, সাপের ছুঁচো গেলা, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, রাম ভজি কি রহিম ভজি, দু নৌকায় পা, এগুলে রাম পেছুলে রাবণ।

● পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারা :

কড়িকাঠ গোনা– নিষ্কর্মা বসে থাকা।	কাঁটা দেওয়া– বাঁধা দেওয়া।
নেহাই মানা– নতি দেখানো।	পৃষ্ঠপ্রদর্শন– পালানো।
দা-কুমড়া সম্বন্ধ– তীব্র শত্রুতা।	লক্ষজাপ– স্বার্থ চিন্তা।
নিরাক পড়া– হাওয়াশূন্য স্তব্ধতার জন্য।	বাজখাঁই– কর্কশ ও উঁচু।
পঞ্চমুখ– প্রশংসামুখর হওয়া।	মড়কতোলা– কথা তোলা।
রসাতলে গমন– অধঃপাতে যাওয়া।	চুলায় যাওয়া– গোল্লায় যাওয়া।
শিকেয় তোলা– মুলতবি রাখা।	বাজারে কাটা– বিক্রি হওয়া।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ডাকবুকো' শব্দের অর্থ– [NU-Science : 14-15]
ⓚ প্রশস্ত বক ⓚ দুস্থ
ⓖ ডাকাতের বুক ⓖ পায়স উ: খ

০২. 'মায়ের মর পুত্র শোক' কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [NU-Science : 13-14]
ক বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া খ অবিশ্বাস্য ব্যাপার
গ পুত্র হারানোর বেদনা ঘ লোক দেখানো শোক উ: ঘ

০৩. 'ভরাডুবির মুষ্টিলাভ' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [NU-Science : 11-12]
ক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত খ কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা
গ দরিদ্রের দান ঘ সর্বনাশ উ: খ

০৪. 'আকাশে তোলা' বাগ্‌বিধিটি বোঝায়– [NU-Science : 07-08]
ক অতিরিক্ত প্রশংসা করা খ সম্মান দেওয়া
গ উপরে উঠানো ঘ শূন্যে তোলা উ: ক

০৫. 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বাগ্‌ধারাটির অর্থ – [NU-Science : 06-07]
ক অকালপক্ব খ বোকা
গ অকর্মণ্য ঘ অস্বাভাবিক উ: গ

০৬. আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বলা হয়– [NU-Science : 05-06]
ক বিরুদ্ধ শব্দ খ বাগ্‌ধারা
গ বিপরীতার্থক শব্দ ঘ পর্যায় শব্দ উ: খ

০৭. 'দক্ষিণে হাওয়া দেওয়া' বাগধারার অর্থ – [NU-Science : 04-05]
ক দক্ষিণ দিকে বাতাস প্রবাহিত হওয়া খ দক্ষিণা বাতাস আসা
গ মনে আনন্দের হিল্লোল জাগা ঘ অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া উ: গ

০৮. 'আকু-পাঁকু করা'র বিশিষ্টার্থ – [NU-Science : 02-03]
ক আঁকাআঁকি করা খ গণ্ডগোল পাকানো
গ ব্যগ্রতা প্রকাশ করা ঘ হিজিবিজি লেখা উ: গ

০৯. 'কাছা আলগা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ– [NU-Science : 01-02]
ক বাচাল খ অগোছালো
গ অসাবধান ঘ নগ্ন উ: গ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'কেঁচেগণ্ডূষ' শব্দ দ্বারা বোঝায়-[GST-A : 21-22]
ক নতুন করে আরম্ভ করা খ কাউকে শাস্তি দেয়া
গ হতবুদ্ধি হওয়া ঘ কোনো কাজ সফলভাবে শেষ করা উ: ক

০২. 'খয়ের খাঁ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-[GST-A : 20-21]
ক ভাঁড় খ আভিজাত্য
গ চাটুকার ঘ ধনিকশ্রেণি উ: গ

০৩. 'অঞ্চলপ্রভাব' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [CoU-A : 18-19]
ক আঞ্চলিক আধিপত্য খ স্ত্রীর প্রভাব
গ মিথ্যা আশ্বাস ঘ অযথা প্রভাব দেখানো উ: খ

০৪. 'বুদ্ধির ঢেঁকি' বলতে বুঝায়– [BSFMSTU-C : 19-20]
ক অত্যন্ত বুদ্ধিমান খ খুব চতুর
গ খুব বোকা ঘ অত্যন্ত বিবেচক উ: গ

০৫. 'মুখচোরা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [JUST-E : 19-20]
ক ভীতু খ বাচাল
গ লাজুক ঘ স্পষ্টভাষী উ: গ

০৬. 'গুড়েবালি' বলতে কী বোঝায়? [BSMRSTU-E : 19-20]
ক খাওয়ার অযোগ্য খ আশায় নৈরাশ্য
গ ভালোতে খারাপ ঘ দেখতে খারাপ উ: খ

০৭. 'অন্তর টিপুনি' বলতে কী বুঝায়? [IU-B : 19-20]
ক গোপন কথা খ গোপন ব্যথা
গ বিপদ ঘ গভীর প্রেম উ: খ

০৮. 'গৌরচন্দ্রিকা' বলতে কী বোঝায়? [BRUR-A : 19-20]
ক কথা বলা খ চাঁদের মতো বর্ণ
গ ভূমিকা ঘ উপসংহার উ: গ

০৯. 'চুনকালি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [BRUR-A : 19-20]
ক কলঙ্ক খ পণ্ডশ্রম
গ দাগি আসামি ঘ কুটিল উ: ক

১০. 'তুষকাঠের আগুন' এর অর্থ– [RUB : 19-20]
ক তীব্র যন্ত্রণা খ স্থায়ী ক্ষত
গ ধ্বংসযজ্ঞ ঘ বিপদ উ: ক

১১. 'গড্ডলিকা প্রবাহ'? বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [JUST-D : 19-20]
ক তিরস্কার খ ঢিলেমি
গ ছটফট করা ঘ অন্ধ অনুসরণ উ: খ

১২. 'কাপুড়ে বাবু' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [KU-A : 18-19]
ক অসভ্য খ বাহ্যিক সভ্য
গ মতলববাজ ঘ উড়নচণ্ডী উ: খ

১৩. 'ঘুণাক্ষর' বাগ্‌ধারার অর্থ কোনটি? [IU-B : 18-19]
ক ঘুণে খাওয়া খ পোকায় কাটা বই
গ তালপাতার অক্ষর ঘ সামান্য ইঙ্গিত উ: ঘ

১৪. 'খয়ের খাঁ' বাগ্‌ধারার অর্থ কোনটি? [BRUR-A : 18-19]
ক ধামাধরা খ অপচয়
গ দিশাহারা ঘ মায়াকান্না উ: ক

১৫. 'কাকভূষণ্ডি' বাগ্‌ধারার অর্থ– [SHUBD-A : 18-19]
ক অদৃষ্টের বন্ধন খ সীমাবদ্ধ জ্ঞান
গ দীর্ঘায়ু ব্যক্তি ঘ শত্রু উ: গ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৬. 'ভূতের বেগার' বাগ্‌ধারার সঙ্গে কোনটির অর্থের সামঞ্জস্য রয়েছে? [SHUBD-B : 18-19]
(ক) আশায় নৈরাশ্য (খ) ক্ষণস্থায়ী
(গ) অযথা শ্রম (ঘ) অস্থায়ী বস্তু
উ: গ

১৭. 'ডাকাবুকো' বাগ্‌ধারার অর্থ– [SHUBD-B : 18-19]
(ক) অপদার্থ (খ) সহজ-সরল
(গ) বোকা (ঘ) নির্ভীক
উ: ঘ

১৮. 'শ্রীঘর' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [NSTU-E : 18-19]
(ক) জেলখানা (খ) রান্নাঘর
(গ) সুন্দর ঘর (ঘ) উপাসনার ঘর
উ: ক

১৯. 'শরতের শিশির' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [JUST-D : 18-19]
(ক) দীর্ঘস্থায়ী (খ) শীতলতা
(গ) ক্ষণস্থায়ী (ঘ) ঝলমলে
উ: গ

২০. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী? [JUST-E : 18-19]
(ক) বিলাস (খ) অপচয়
(গ) স্বাদু (ঘ) নষ্ট
উ: খ

২১. 'হাতভারি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ - [BSMRSTU-G : 18-19]
(ক) দাতা (খ) কম খরচে
(গ) দরিদ্র (ঘ) কৃপণ
উ: ঘ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'আলাভোলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
(ক) অসহায় (খ) সাদাসিধে
(গ) অকর্মণ্য (ঘ) অলস
উ: খ

০২. 'আদায় কাঁচকলায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) শত্রুতা (খ) বন্ধুত্ব
(গ) অপদার্থ (ঘ) অকালপক্ব
উ: ক

০৩. 'বক ধার্মিক' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো–
(ক) বকের মত ধার্মিক (খ) চতুর শিকারি
(গ) তাপস (ঘ) ভণ্ড
উ: ঘ

০৪. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌বিধির অর্থ–
(ক) বিলাস (খ) অপচয়
(গ) স্বাদু (ঘ) নষ্ট
উ: খ

০৫. 'ডামাডোল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে–
(ক) হৈ চৈ (খ) চিৎকার
(গ) গোলযোগ (ঘ) যুদ্ধ
উ: গ

০৬. 'ঘটিরাম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
(ক) ভণ্ড ধার্মিক (খ) ন্যাকামি
(গ) বড়মুখ (ঘ) নির্বোধ
উ: ঘ

০৭. 'চুলায় দেওয়া'র বিশিষ্টার্থ–
(ক) পরিত্যাগ করা (খ) সর্বনাশ করা
(গ) নিশ্চিহ্ন করা (ঘ) পোড়ানো
উ: খ

০৮. 'গরমা-গরম' এর বিশিষ্টার্থ–
(ক) টাটকা (খ) উত্তেজনাপূর্ণ
(গ) সাম্প্রতিক (ঘ) উত্তপ্ত
উ: ক

০৯. 'উলুখাগড়া' বাগ্‌ধারার অর্থ–
(ক) খড়কুটো (খ) দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন
(গ) তুচ্ছ ব্যক্তি (ঘ) আপদ
উ: গ

১০. 'টুপভুজঙ্গ' বাগ্‌ধারার অর্থ–
(ক) জল-সাপ (খ) নির্লজ্জ
(গ) নেশাগ্রস্ত (ঘ) গো-সাপ
উ: গ

১১. 'কূর্ম অবতার' বোঝায়?
(ক) অসহায় (খ) সংকীর্ণচিত্ত
(গ) অভিজাত (ঘ) অলস
উ: ঘ

১২. 'তাল ঠোকা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
(ক) অহংকার করা (খ) সগর্ব উক্তি
(গ) কার্পণ্য করা (ঘ) ব্যঙ্গ উক্তি
উ: খ

১৩. 'কোলাব্যাঙ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
(ক) ঘরকুনো (খ) ঝগড়াটে
(গ) কৃপণব্যক্তি (ঘ) বাকসর্বস্ব
উ: ঘ

১৪. 'কেঁচে গণ্ডূষ' বাগ্‌ধারাটির ঠিক অর্থ?
(ক) পুনরায় আরম্ভ (খ) দেরি করা
(গ) সামান্য (ঘ) বাদ দেয়া
উ: ক

১৫. 'উনকোটি চৌষট্টি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
(ক) প্রহার (খ) জব্দ করা
(গ) ন্যাকামি (ঘ) প্রায় সম্পূর্ণ
উ: ঘ

১৬. 'জড়-ভরত' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
(ক) চাটুকার (খ) খুব ধনী
(গ) অকর্মণ্য ব্যক্তি (ঘ) স্পষ্টবাদী
উ: গ

১৭. 'কচুবনের কালাচাঁদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) তোষামুদে (খ) অপদার্থ
(গ) নির্বাক (ঘ) স্বেচ্ছাচারী
উ: খ

১৮. 'নকড়া ছকড়া করা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
(ক) অবজ্ঞা করা (খ) ভণ্ড
(গ) তুচ্ছজ্ঞান করা (ঘ) ভান করা
উ: গ

১৯. 'দা-কুমড়া' বাগ্‌ধারাটির একই অর্থ প্রকাশ করে–
(ক) চোখের বালি (খ) নয়ছয়
(গ) লেফাফা দুরস্ত (ঘ) অহিনকুল
উ: ঘ

২০. 'চিনির পুতুল' বাগ্‌ধারাটির উপযুক্ত অর্থ কোনটি?
(ক) ক্ষণস্থায়ী (খ) আকর্ষণীয়
(গ) অল্প পরিশ্রমী (ঘ) দর্শনীয়
উ: গ

২১. 'কাঁচা সোনা' এর অর্থ কী?
(ক) ভেজাল স্বর্ণ (খ) নিখাদ স্বর্ণ
(গ) খাদযুক্ত স্বর্ণ (ঘ) গলিত স্বর্ণ
উ: খ

২২. 'ছা-পোষা' কথাটির অর্থ–
(ক) বোকা (খ) ধনী (গ) অত্যন্ত দরিদ্র (ঘ) গরিব
উ: গ

২৩. বাগ্‌ধারা যুগলের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থবাচক?
(ক) অমাবস্যার চাঁদ, আকাশ কুসুম (খ) বকধার্মিক, বিড়াল তপস্বী
(গ) রুই কাতলা, কেউকেটা (ঘ) বকধার্মিক, ভিজে বিড়াল
উ: খ

২৪. 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়–
(ক) আট কপালে (খ) উড়নচণ্ডী
(গ) ছা-পোষা (ঘ) ভূশণ্ডির কাক
উ: ক

২৫. 'দলপতি' অর্থে বাগ্‌ধারা কোনটি?
(ক) পালের গোদা (খ) রুই-কাতলা
(গ) রাঘব-বোয়াল (ঘ) ভূষণ্ডির কাক
উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

২৬. 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ক অতিরিক্ত মায়াকান্না   খ সুযোগের সদ্ব্যবহার
গ সুযোগ থাকতে নষ্ট   ঘ অর্থের কু-প্রভাব   উ: গ

২৭. 'পোঁ-ধরা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ক বেহায়া   খ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
গ মোসাহেবি করা   ঘ কল্পছায়ী   উ: গ

২৮. 'শশন চাঁদা' বাগ্‌ধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়-
ক অলীক কল্পনা   খ অযোগ্য ব্যক্তি
গ ভণ্ড   ঘ ভাগ্যবান   উ: ঘ

২৯. 'গালি দেওয়া' বোঝাতে কোন বাগ্‌ধারাটির প্রয়োজন?
ক সাপে-নেউলে   খ শ-কার ব-কার করা
গ সাত সতেরো   ঘ শিরে সংক্রান্তি   উ: খ

৩০. ভিন্নার্থক বাগ্‌ধারা কোনটি?
ক বিড়াল তপস্বী   খ বক ধার্মিক
গ ভুশণ্ডির কাক   ঘ ভিজে বিড়াল   উ: গ

৩১. 'পাততাড়ি গুটানো' বাগ্‌ধারাটির অর্থ-
ক প্রস্থানায়োজন   খ চলে যাওয়া
গ কল্পছায়ী হওয়া   ঘ কোনোটিই নয়   উ: ক

৩২. 'মাথা দেওয়া' বলতে বুঝায়-
ক ভাবনা করা   খ আগ্রহ দেখানো
গ দায়িত্ব গ্রহণ   ঘ আত্মহত্যা করা   উ: গ

৩৩. কোন বাগ্‌ধারাটি সমার্থক নয়?
ক তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা   খ অহি-নকুল সম্বন্ধ
গ দা-কুমড়া   ঘ আদায় কাঁচকলায়   উ: ক

৩৪. 'ননির পুতুল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ক পুতুলের ন্যায়   খ অতি আদরের
গ অতি ভদ্র   ঘ অতি চঞ্চল   উ: খ

৩৫. 'গোঁফ খেজুরে' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
ক নিতান্ত অলস   খ উদাসীন
গ আরামপ্রিয়   ঘ পরমুখাপেক্ষী   উ: ক

৩৬. কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ অন্য তিনটির অর্থ থেকে ভিন্ন?
ক দুধের মাছি   খ বসন্তের কোকিল
গ ননির পুতুল   ঘ সুখের পায়রা   উ: গ

৩৭. কোন বাগ্‌ধারাটি 'খেয়াল রাখা' অর্থ প্রকাশ করে?
ক নজর কাড়া   খ নজর দেওয়া
গ নজরে পড়া   ঘ নজরছাড়া   উ: খ

৩৮. 'শিরে সংক্রান্তি' বাগ্‌ধারার অর্থ-
ক মাথায় বোঝা   খ বিগত বিপদ
গ মহাবিপদ   ঘ আসন্ন বিপদ   উ: ঘ

৩৯. 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' অর্থ-
ক হাটের কাছে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া   খ হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙে ফেলা
গ কিছু হারিয়ে ফেলা   ঘ গোপন বিষয় প্রকাশ করা   উ: ঘ

৪০. কোন বাগ্‌ধারার অর্থ 'পক্ষপাতিত্ব'?
ক অকূল পাথার   খ একাদশে বৃহস্পতি
গ ঢাকের কাঠি   ঘ একচোখা   উ: ঘ

৪১. 'কলুর বলদ' এ বাগ্‌ধারার অর্থ কী?
ক কলুদের বলদ   খ ঘানির বলদ
গ নিষ্ক্রিয়   ঘ একটানা খাটুনি   উ: ঘ

ব্যাকরণ অধ্যায় ২২

প্রবাদ-প্রবচন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

সংজ্ঞা : প্রবাদ-প্রবচন হচ্ছে জ্ঞান, কথার আকর বা ভান্ডার। সহজ কথায় 'প্রবাদ' এর 'প্র' অর্থ : বিশেষ; আর 'বদ' অর্থ : কথা অর্থাৎ প্রবাদ মানে হলো বিশেষ ভাব বা কথা প্রকাশক বিশিষ্ট বাক্য। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই সহজ জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা দ্বারাই প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ বোঝা যায়। প্রবাদ-প্রবচনের ব্যুৎপত্তিগত কোনো পার্থক্য (প্রবাদ এর মূল 'বদ' ও প্রবচনের ধাতু 'বচ' নির্দেশ করে বলা। অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ উক্তি) না থাকলেও প্রয়োগগত সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রবাদ ব্যঞ্জনাধর্মী ও রূপকাশ্রয়ী। এর বাহ্যিক সরল অর্থের অভ্যন্তরে থাকে একটি রূপকার্থ। যেমন :

'তাল গাছের আড়াই হাত'- এই প্রবাদের আক্ষরিক অর্থটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর রূপকাশ্রয়ী অর্থই গ্রহণীয়। অর্থাৎ 'দুরূহ কাজের শেষটা করাই কঠিন।'

পক্ষান্তরে, প্রবচন বাচ্যার্থ নির্ভর। দৃশ্যমান অর্থই প্রবচনে বিবেচনা করা হয়। যেমন : যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়া পড়শির ঘুম নাই'- এখানে দৃশ্যমান অর্থই গ্রহণ করা হয়।

> ল্যাটিন শব্দ 'proverties' থেকে ইংরেজি 'proverb' (প্রবাদ) শব্দটির উৎপত্তি। প্রবাদকে গ্রিক ভাষায় বলে 'paroemia', স্প্যানিশ ভাষায় এর নাম 'Refran' এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবাদের সংস্কৃত পরিভাষা- আভানক, পায়োবাদ ও লৌকিক গাঁথা। হিন্দিতে 'মহবরেঁ' (প্রবাদ) ও 'কহাঁবতেঁ' (প্রবচন)।

> মনীষী বেকনের মতে, 'gems of wisdom, the genius, wit and spirit of nation.'

> বিভিন্ন শ্রেণির প্রবাদ-প্রবচন :
- নীতিকথামূলক। যেমন : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- ইতিকথামূলক। যেমন : ধান ভানতে শিবের গীত।
- সাধারণ অভিজ্ঞতাবাচক প্রবাদ। যেমন : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
- মানবচরিত্র সমালোচনামূলক। যেমন : গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
- প্রসিদ্ধ ঘটনামূলক প্রবাদ। যেমন : লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।
- সামাজিক রীতিনীতিজ্ঞাপক প্রবাদ। যেমন : মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।
- ঘটনা বা কাহিনিমূলক প্রবাদ। যেমন : বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।
- সমার্থক প্রবাদ। যেমন : চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি।
- পরস্পরবিরোধী প্রবাদ। যেমন : দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। বনাম, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকিয়ে যায়' – প্রবাদটি কোন গল্পে প্রয়োগ করা হয়েছে?
ক হৈমন্তী   খ কলিমদ্দি দফাদার
গ একুশের গল্প   ঘ অপরাহ্নের গল্প   উ: খ

০২. 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' প্রবাদটির অর্থ— [NU-Science : 08-09]
ক অব্যবস্থা   খ দুর্বল প্রতিরোধ
গ বিশৃঙ্খলা   ঘ বাইরে শক্ত ব্যবস্থা ভিতরে দুর্বলতা   উ: ঘ

০৩. 'পুরান চাল ভাতে বাড়ে'– প্রবচনটির অর্থ [NU-Science : 03-04]
ক ভালো চাল   খ পুরনো চালের গুণ
গ উন্নতি   ঘ অভিজ্ঞ লোকের বৈশিষ্ট্য   উ: ঘ

CamScanner

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

০১. 'মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়' প্রবাদটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ⓚ মাছ পাওয়ার জন্য কামড় ⓚ ক্রোধে উদ্দেশ্য নষ্ট করতে উদ্যত হওয়া
ⓖ ছিপ ভেঙে ফেলা ⓖ নিজের উপর রাগ করা
উ: খ

০২. 'অসারের জল সার' উক্তিটির তাৎপর্য কোনটি?
ক) অসারত্ব খ) জলযোগে
গ) দুর্বল ঘ) অবিবেচক
উ: ক

০৩. 'পরঘড়ি পাল্লা মারি' প্রবচনটির অর্থ–
ক) গোপন কাজ খ) উৎকট স্বার্থপরতা
গ) হাড় হাভাতে লোক ঘ) দুরভিসন্ধি
উ: গ

০৪. 'গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া' প্রবচনটির যথার্থ–
ক) কষ্টের উপর আরো কষ্ট খ) দুরারোগ্য ব্যাধি
গ) আশা দিয়ে নিরাশ করা ঘ) বিপদে ফেলা
উ: গ

০৫. 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' প্রবাদটির অর্থ কী?
ক) দুষ্টের যথার্থ শাস্তি খ) আঘাত দেওয়া
গ) অপমান করা ঘ) শাস্তি দেওয়া
উ: ক

০৬. 'বড় গাছে নৌকা বাঁধা' এর অর্থ কী–
ক) বড় লোকের আশ্রয়ে থাকা খ) ঝড়ের রক্ষা করা
গ) জব্দ করা ঘ) এলোমেলো
উ: ক

০৭. 'আরশির মুখে পড়শিকে দেখা' প্রবাদটির অর্থ–
ক) নিজের মতো করে অন্যকে দেখা খ) বয়স্ক ব্যক্তির ছেলেমানুষি
গ) নিষ্ফল পরিশ্রম ঘ) অকারণে ঝামেলায় পড়া
উ: ক

০৮. 'বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর' প্রবচনটির অর্থ কী?
ক) অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন খ) ক্ষমতাশালীর দম্ভ প্রকাশ
গ) যার কোনো ক্ষমতা নেই ঘ) বিষ নেই এমন সাপ
উ: ক

০৯. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' প্রবাদটির অর্থ–
ক) অতিচালাক খ) অসাধারণ সৌজন্যবোধ
গ) নির্বোধ ঘ) অভ্যন্তরীণ শত্রু
উ: ঘ

১০. 'মেঘের ছায়া' প্রবচনটির অর্থ কী?
ক) অন্ধকার খ) ক্ষণস্থায়ী
গ) বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘ) অশুভ লক্ষণ
উ: খ

১১. 'অন্ধকে দর্পণ দেখানো' প্রবাদটির অর্থ কী?
ক) অন্ধকে জাগানো খ) সাহায্য করা
গ) মস্করা করা ঘ) নির্বোধকে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া
উ: ঘ

১২. 'সুচ চলে না, বেটে চালায়' প্রবাদটি কোন অর্থে প্রযুক্ত?
ক) বৃহৎ কার্যের ভার নেওয়া খ) সুচ না চললে কিছুই চলে না
গ) কৌশলে বৃহৎ কার্য উদ্ধার ঘ) অযথা কষ্ট করা
উ: গ

ব্যাকরণ

অধ্যায় ২৩

কারক ও বিভক্তি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

কারক : {স. √কৃ + অক (ণ্‌ক)} = কারক। 'কারক' শব্দটির অর্থ : যে করে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের (বিশেষ্য/সর্বনাম) যে অন্বয় বা সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কারক সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে সাধারণত বিভক্তি ও অনুসর্গ যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন : মেঘনাদ পড়ে। বাক্যটিতে 'পড়ে' ক্রিয়াপদটির সঙ্গে 'মেঘনাদ' বিশেষ্য পদের একটি সম্পর্ক রয়েছে– এ সম্পর্কটিই কারক।

- কারক বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
- বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া ব্যতীত কারক হয় না।

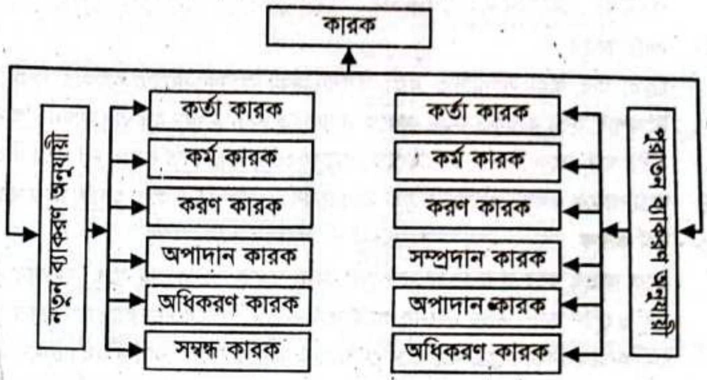

বিভক্তি

বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে অর্থহীন কিছু লগ্নক যুক্ত হয়, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। যেমন : -এ, -তে, -য়, -য়ে, -কে, -রে, -র, -এর, -য়ের ইত্যাদি।
<u>লোকে</u> কি না বলে! – এই বাক্যে 'লোক' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-এ' বিভক্তি। সে <u>ছেলেকে</u> সঙ্গে নিয়ে গরু চরাতে গেছে।– এই বাক্যে 'ছেলে' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে 'কে' বিভক্তি। <u>বাড়ির</u> <u>পুকুরের</u> পাড়ে বড়ো <u>ভাইয়ের</u> কলাবাগান। এই বাক্যে 'বাড়ি', 'পুকুর' এবং 'ভাই' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-র', '-এর' এবং '-য়ের' বিভক্তি।

বিভক্তিগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যায়।

ক. -এ, -তে, -য়, -য়ে বিভক্তি

সাধারণত ক্রিয়ার স্থান, কাল, ভাব বোঝাতে -এ, -তে, -য়, -য়ে ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার হয়। কখনো কখনো বাক্যের কর্তার সঙ্গেও এসব বিভক্তি বসে।
যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের সঙ্গে -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : সকালে, দিনাজপুরে, ই-মেইলে, কম্পিউটারে, ছাগলে, ডিলে ইত্যাদি।
শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে -তে বিভক্তি হয়। যেমন : হাতিতে, রাত্রিতে, মধুতে, রামুতে ইত্যাদি।
আ-কারান্ত শব্দের শেষে -য় বিভক্তি হয়। যেমন : ঘোড়ায়, সন্ধ্যায়, ঢাকায় ইত্যাদি।
শব্দের শেষে দ্বিস্বর থাকলে -য়ে বিভক্তি হয়। যেমন : ছইয়ে, ভাইয়ে, বউয়ে।
ই-কারান্ত শব্দের শেষেও -য়ে বিভক্তি দেখা যায়। যেমন : ঝিয়ে, ঘিয়ে।

CamScanner

খ. -কে, -রে বিভক্তি

বাক্যে গৌণকর্মের সঙ্গে সাধারণত -কে এবং -রে বিভক্তি বসে। ক্রিয়াকে 'কাকে' প্রশ্ন করলে যে শব্দ পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- শিশুকে, দরিদ্রকে, আমাকে, আমারে ইত্যাদি।

গ. -র, -এর, -য়ের বিভক্তি

বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে -র, -এর এবং -য়ের বিভক্তি যুক্ত হয়। সাধারণত আ-কারান্ত, ই/ঈ-কারান্ত ও উ/ঊ-কারান্ত শব্দের শেষে -র বিভক্তি বসে। যেমন - রাজার, প্রজার, হাতির, বুদ্ধিজীবীর, তনুর, বধূর।

যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের শেষে -এর বিভক্তি হয়। যেমন -বনের, শব্দের, নজরুলের, সাতাশের ইত্যাদি।

শব্দের শেষে স্বিস্বর থাকলে -য়ের বিভক্তি হয়। যেমন : ভাইয়ের, বইয়ের, লাউয়ের, মৌয়ের ইত্যাদি।

কর্তা কারক

ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে কর্তা কারক বলে। বাক্যের কর্তা বা উদ্দেশ্যই কর্তা কারক। কর্তা কারকে সাধারণত বিভক্তি যুক্ত হয় না। যেমন : আমরা নদীর ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম। অনেকগুলো বন্য হাতি বাগান নষ্ট করে দিল।

- কর্তা কারকে কখনো -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়।

কর্ম কারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্ম কারক বলে। বাক্যের মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম– উভয় ধরনের কর্মই কর্ম কারক হিসেবে গণ্য হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম কারকে বিভক্তি হয় না, তবে গৌণ কর্ম কারকে '-কে' বিভক্তি হয়। যেমন : সে রোজ সকালে এক প্লেট ভাত খায়। শিক্ষককে জানাও। অসহায়কে সাহায্য করো। কোন ব্রেম্মো সমাজের নানা রকম অন্ধতা, গোঁড়ামি, ও কুসংস্কারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে গেছেন।

- কাব্যভাষায় কর্মকারকে 'রে' বিভক্তি হয়। যেমন : আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।

করণ কারক

যার দ্বারা বা যে উপায়ে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'দ্বারা', 'দিয়ে' 'কর্তৃক' ইত্যাদি অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন : ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়। চাষিরা ধারালো কাস্তে দিয়ে ধান কাটছে।

অপাদান কারক

যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'হতে', 'থেকে' ইত্যাদি অনুসর্গ শব্দের পরে বসে। যেমন : জমি থেকে ফসল পাই। কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

অধিকরণ কারক

যে কারকে স্থান, কাল, বিষয় ও ভাব নির্দেশিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত '-এ', '-য়', '-য়ে', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন : বাবা বাড়িতে আছেন। বিকাল পাঁচটায় অফিস ছুটি হবে। রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো।

সম্বন্ধ কারক

যে কারকে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়, তাকে সম্বন্ধ কারক বলে। এই কারকে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পরোক্ষ। এই কারকে শব্দের সঙ্গে '-র', '-এর', '-য়ের', '-কার', '-কের' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। আমার জামার বোতামগুলো একটু অন্য রকম। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলতে হতো মাইলের পর মাইল।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. 'সুন্দরবন ঘুরে এলাম।' বাক্যটির 'সুন্দরবন' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [NU-Science : 07-08]
ⓚ কর্মে শূন্য ⓚ করণে শূন্য
ⓖ অপাদানে শূন্য ⓖ অধিকরণে শূন্য
উ: ⓚ

০২. 'আচরণেই ইতর-ভদ্র বোঝা যায়।' এই বাক্যে 'আচরণেই' কোন কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করে? [NU-Science : 06-07]
ⓚ কর্মে ৭মী ⓚ করণে ৭মী
ⓖ অপাদানে ৭মী ⓖ অধিকরণে ৭মী
উ: ⓚ

০৩. 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।'– 'সন্ধ্যারাগে' কোন কারক? [NU-Science : 02-03]
ⓚ কর্ম ⓚ করণ
ⓖ অধিকরণ ⓖ অপাদান
উ: ⓖ

০৪. 'অতি চালাকের গলায় দড়ি।'–গলায় কোন কারক? [NU-Science : 01-02]
ⓚ কর্তৃকারক ⓚ কর্মকারক
ⓖ করণ কারক ⓖ অধিকরণ কারক
উ: ⓖ

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

০১. কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?
ⓚ হলুদকে বলি হরিদ্রা ⓚ জিজ্ঞাসিব জনে জনে
ⓖ লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হয় ⓖ তাকে আমরা চিনি না
উ: ⓚ

০২. 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ সেথা শির'। 'চিত্ত' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ অপাদানে শূন্য ⓚ কর্মে শূন্য
ⓖ কর্তায় শূন্য ⓖ সম্প্রদানে শূন্য
উ: ⓖ

০৩. 'অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।' 'সিদ্ধিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ করণে ৭মী ⓚ কর্মে ৭মী
ⓖ অপাদানে ৭মী ⓖ অধিকরণে ৭মী
উ: ⓖ

০৪. 'কেহ বাতায়ন পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে।' 'কেহ' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ কর্মে শূন্য ⓚ কর্তায় শূন্য
ⓖ করণে শূন্য ⓖ সম্প্রদানে শূন্য
উ: ⓚ

০৫. 'তর্কে বিরত থাকা ভালো।' 'তর্কে' শব্দটির কারক নির্ণয় কর।
ⓚ অপাদানে ৭মী ⓚ করণে ৭মী
ⓖ কর্মে ৭মী ⓖ অধিকরণে ৭মী
উ: ⓚ

০৬. 'বাজিছে বাঁশরি কার অজানা সুর।' কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।
ⓚ করণে শূন্য ⓚ কর্তায় শূন্য
ⓖ করণে ৭মী ⓖ অপাদানে শূন্য
উ: ⓚ

০৭. 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।' এখানে 'জলকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ অপাদানে ২য়া ⓚ নিমিত্ত সম্বন্ধে ৪র্থী
ⓖ অপাদানে ৬ষ্ঠী ⓖ অধিকরণে ৬ষ্ঠী
উ: ⓚ

০৮. 'প্রাণপণে চেষ্টা কর।' কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।
ⓚ করণে ৭মী ⓚ কর্তায় ৭মী
ⓖ অপাদানে ৭মী ⓖ কর্মে শূন্য
উ: ⓖ

০৯. বস্তুবাচক কর্মটিকে কোন কর্ম বলে?
ⓚ গৌণকর্ম ⓚ সমধাতুজ কর্ম
ⓖ মুখ্যকর্ম ⓖ সকর্মক
উ: ⓖ

১০. বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে কোন পদের সম্পর্ককে কারক বলে?
ⓚ বিশেষ্য ও বিশেষণ ⓚ বিশেষ্য ও সর্বনাম
ⓖ বিশেষ্য ও অনুসর্গ ⓖ বিশেষণ ও আবেগ
উ: ⓚ

CamScanner

১১. ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই, তেমন কারকের নাম কী?
ⓚ সম্বন্ধ ⓚ অপাদান
ⓖ অধিকরণ ⓖ কর্তা
উ: ক

১২. বাংলা ভাষায় কারকের সংখ্যা কয়টি?
ⓚ তিন ⓚ চার
ⓖ পাঁচ ⓖ ছয়
উ: ঘ

১৩. 'আমরা নদীর ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম' বাক্যটিতে 'আমরা' কোন কারক?
ⓚ কর্তা ⓚ কর্ম
ⓖ করণ ⓖ অপাদান
উ: ক

১৪. যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কোন কারক বলে?
ⓚ কর্তা ⓚ কর্ম
ⓖ অধিকরণ ⓖ অপাদান
উ: খ

১৫. 'শিক্ষককে জানাও।' এই বাক্যে 'শিক্ষককে' কোন কারক?
ⓚ অধিকরণ ⓚ অপাদান
ⓖ কর্তা ⓖ কর্ম
উ: ঘ

১৬. 'ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়'- এই বাক্যে 'ভেড়া দিয়ে' কোন কারক?
ⓚ সম্বন্ধ ⓚ কর্ম
ⓖ করণ ⓖ কর্তা
উ: গ

১৭. 'জমি থেকে ফসল পাই'- বাক্যটিতে 'জমি থেকে' কোন কারক?
ⓚ করণ ⓚ কর্ম
ⓖ অপাদান ⓖ অধিকরণ
উ: গ

১৮. কোন কারকে মূলত ক্রিয়ার স্থান, সময় ইত্যাদি বোঝায়?
ⓚ অপাদান ⓚ অধিকরণ
ⓖ সম্বন্ধ ⓖ কর্ম
উ: খ

১৯. 'গাছের ফল পেকেছে'- এখানে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে?
ⓚ -র ⓚ -এর
ⓖ -য়ের ⓖ -এ
উ: খ

২০. কোন বাক্যে ব্যতিহার কর্তা রয়েছে?
ⓚ মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে ⓚ রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
ⓖ বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না ⓖ তোমাকে পড়তে হবে
উ: গ

২১. কোন বাক্যটিতে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হয়েছে?
ⓚ শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন ⓚ ডাক্তার ডাক
ⓖ তারা বল খেলে ⓖ আমি ঢাকা যাচ্ছি
উ: খ

২২. কোন বাক্যে ভাবে সপ্তমীর প্রয়োগ রয়েছে?
ⓚ সূর্যাস্তে চারদিক অন্ধকারে আবৃত হয় ⓚ লোকে কত কথা বলে
ⓖ 'বিপদে মোরে রক্ষা কর' ⓖ 'অন্ধজনে দেহ আলো'
উ: ক

২৩. কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?
ⓚ আমি স্কুলে যাচ্ছি ⓚ সে ঢাকা যাবে
ⓖ ছেলেরা মাঠে বল খেলে ⓖ তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক
উ: গ

২৪. কোন বাক্যে ভাববাচ্যের কর্তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?
ⓚ সে গ্রামে যাবে ⓚ তাকে গ্রামে যেতে হবে
ⓖ ছুটি হলে ঘণ্টা বাজে ⓖ আমার যাওয়া হবে না
উ: ঘ

২৫. কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?
ⓚ তাকে আমরা চিনি না ⓚ দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি
ⓖ 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে' ⓖ লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়
উ: খ

ব্যাকরণ

অধ্যায় ২৪

যতিচিহ্ন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

➤ **সংজ্ঞা :** বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা ছেদ চিহ্ন। অন্যভাবে বলা যায়, মুখের কথাকে লিখিত রূপ দেওয়ার সময়ে কম-বেশি থামা বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে যতিচিহ্ন বলে।

➤ প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি বিরামচিহ্নের প্রচলন ছিল।

➤ **যতি বা ছেদচিহ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি :**

i. বিরামচিহ্নের ব্যবহারের বিষয়টিকে ইংরেজিতে বলে punctuation। এর মূল গ্রিক শব্দ punctus, যার অর্থ– বিন্দু।

ii. বাংলায় যতিচিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

iii. ভাষায় ব্যবহৃত অন্ত্যযতি – ৪টি (দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন, দুই দাঁড়ি)।

➤ **নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি-চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতিকালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো :**

যতি-চিহ্নের নাম	বাংলা অর্থ	আকৃতি	বিরতি কাল-পরিমাণ
কমা	পাদচ্ছেদ	,	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	।	এক সেকেন্ড
প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময়চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
কোলন	দৃষ্টান্তচ্ছেদ	:	এক সেকেন্ড
ড্যাশ	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	—	এক সেকেন্ড
হাইফেন	শব্দসংযোগ চিহ্ন	-	থামার প্রয়োজন নেই
উদ্ধার চিহ্ন বা ঊর্ধ্বকমা	উদ্ধৃতি চিহ্ন	' '/" "	'এক' উচ্চারণে যে সময় লাগে
বন্ধনী চিহ্ন	বন্ধনী চিহ্ন	(), {}, []	থামার প্রয়োজন নেই
বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু চিহ্ন বা শব্দ সংক্ষেপ	.	থামার প্রয়োজন নেই
ত্রিবিন্দু বা পূর্ণলোপ	বিন্দু চিহ্ন বা বাক্য সংক্ষেপ	...	থামার প্রয়োজন নেই
বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	/	থামার প্রয়োজন নেই

➤ **একনজরে বিরামচিহ্নের বিরতিকাল সম্পর্কিত তথ্য :**

i. ১ সেকেন্ড থামতে হবে – দাঁড়ি, জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কোলন, কোলন ড্যাশ, ড্যাশ।

ii. থামার প্রয়োজন নেই – হাইফেন, ইলেক, ব্র্যাকেট।

iii. ১ বলতে যে সময় লাগে – কমা, উদ্ধরণ চিহ্ন।

iv. ১ বলার দ্বিগুণ থামতে হবে – সেমিকোলন।

CamScanner

☞ **ছন্দে ছন্দে বিরতিকাল মনে রাখার কৌশল :**

কোলন ড্যাশ (কোলন, ড্যাশ, কোলন ড্যাশ) দাঁড়ির জিজ্ঞাসা শুনে ১ সেকেন্ড বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন হাইফেন, ইলেক ও ব্রাকেট বলল আমাদের জন্য কারো দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে কমা, উদ্ধরণ বলল আমাদের জন্য ১ সেকেন্ড দাঁড়াতে হবে। এসব কথা শুনে সেমিকোলন বলল আমাকে ১ বলার দ্বিগুণ সময় দাঁড়াতে হবে।

☞ **কতিপয় ব্যাকরণিক চিহ্ন :** যতিচিহ্ন ছাড়াও বাংলা ব্যাকরণ বা গদ্যে নিম্নরূপ চিহ্নগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

চিহ্নের নাম	আকৃতি	ধরন
ধাতুদ্যোতক চিহ্ন	√	ব্যাকরণিক চিহ্ন
পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	>	ব্যাকরণিক চিহ্ন
পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	<	ব্যাকরণিক চিহ্ন
সমানবাচক বা সমতুবাচক	=	ব্যাকরণিক চিহ্ন

☞ **মনে রাখতে হবে :** বাক্যের শেষে 'এক দাঁড়ি' বা কবিতার চরণের শেষে 'দুই দাঁড়ি'র ব্যবহার বিশুদ্ধভাবে বাংলা রীতি। ইংরেজিতে 'দাঁড়ি' নেই, 'Full Stop' আছে। অন্যান্য বিরামচিহ্নসমূহ ইংরেজি রীতি থেকে গৃহীত।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত যে বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়— [NU-Science : 08-09]
ক) কোলন ড্যাশ খ) কোলন
গ) সেমিকোলন ঘ) ড্যাশ উ: খ

০২. কথার বিস্তর বোঝাতে যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয় – [NU-Science : 07-08]
ক) কমা খ) সেমিকোলন
গ) হাইফেন ঘ) ড্যাশ উ: ঘ

০৩. দুই বা ততোধিক পদের সংযোগ বোঝাতে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন- [NU-Science : 06-07]
ক) সেমিকোলন খ) কোলন
গ) ড্যাশ ঘ) হাইফেন উ: ঘ

০৪. দুটি পদের মধ্যে সংযোগ বোঝাতে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় – [NU-Science : 04-05]
ক) হাইফেন খ) ড্যাশ
গ) বন্ধনী চিহ্ন ঘ) কোলন উ: ক

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

০১. কোলন ড্যাশ কোনটি?
ক) : খ) :–
গ) – ঘ) , উ: খ

০২. বিরামচিহ্ন কোনটির আলোচ্য বিষয়?
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) বাক্যতত্ত্বের
গ) শব্দতত্ত্ব ঘ) ক ও গ উভয়ই উ: খ

০৩. যতি বা ছেদ কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক) আরবি খ) সংস্কৃত
গ) ফারসি ঘ) ইংরেজি উ: খ

০৪. দুটি অধীন বাক্যের মধ্যে অর্থের ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক) কমা খ) কোলন
গ) সেমিকোলন ঘ) বিকল্পচিহ্ন উ: গ

০৫. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পর কোন চিহ্ন বসে?
ক) দাঁড়ি খ) সেমিকোলন
গ) কোলন ঘ) কমা উ: খ

০৬. কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন কোন চিহ্নের?
ক) সেমিকোলন খ) কোলন
গ) কোলন ড্যাশ ঘ) হাইফেন উ: ক

০৭. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে কোন চিহ্ন বসে?
ক) কমা খ) বিস্ময়সূচক
গ) সেমিকোলন ঘ) ড্যাশ উ: খ

০৮. নামের পূর্বে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কোন যতিচিহ্ন বসে?
ক) ড্যাশ খ) কোলন
গ) কমা ঘ) সেমিকোলন উ: গ

০৯. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কোন চিহ্ন বসে?
ক) সেমিকোলন খ) কমা
গ) দাঁড়ি ঘ) ড্যাস উ: খ

১০. কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?
ক) কমা খ) উদ্ধরণ
গ) বন্ধনী ঘ) ইলেক বা লোপ চিহ্ন উ: ঘ

১১. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোন চিহ্ন বসে?
ক) ড্যাশ খ) কোলন
গ) ইলেক ঘ) সেমিকোলন উ: খ

১২. প্রথম বন্ধনী সাহিত্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক) বর্ণনামূলক অর্থে খ) প্রশ্নবোধক অর্থে
গ) ব্যাখ্যামূলক অর্থে ঘ) বিরতি অর্থে উ: গ

১৩. ধাতু বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?
ক) ( ) খ) <
গ) > ঘ) √ উ: ঘ

১৪. লেখার সময়ে কোনো কথা অব্যক্ত রাখতে চাইলে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়?
ক) বিন্দু খ) ত্রিবিন্দু
গ) কমা ঘ) কোলন উ: খ

CamScanner